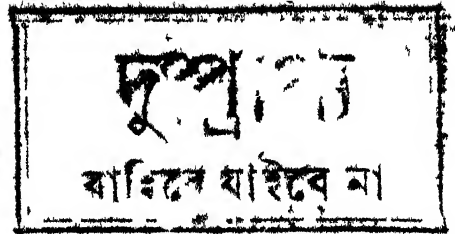
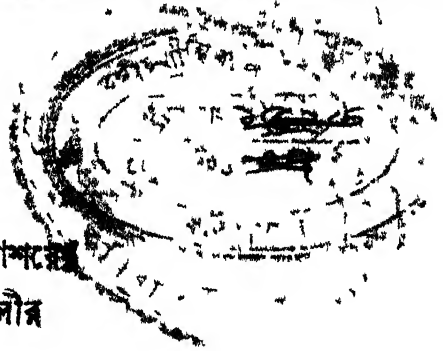


ঈশ্বরোজয়তি ।



মহাকবি



৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের

বিরচিত কবিতাবলীর

সার সংগ্রহ ।

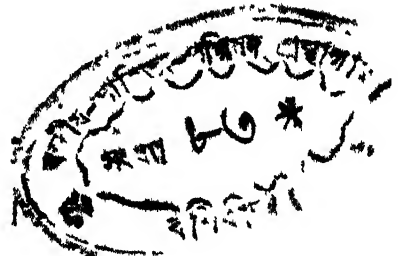
৩০৫
১৯৫৫ সালের ১২ই জানুয়ারি

তৃতীয় সংখ্যা ।

সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রী বামচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা
সংগৃহীত হইয়া

কলিকাতা

প্রভাকর যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত



১ সন ১২৭৮ সাল ।

মূল্য ১০ টারি আনি মাত্র ।

কপক

শীতঋতু বর্ণন ।

ত্রিপদীচ্ছন্দঃ ।

হিম ঋতু মহীপতি, হিমালয় নিরমতি,
সংপ্রতি ছাড়িয়া রাজধানী ।
শাসন করিতে রাজ্য, আসিতেছে অনিবার্য,
তার সঙ্গে সেনানী হিমালী ॥
উত্তরীয় বায়ু ভার, অশ্ব অতি চমৎকার,
তাহাতে করিয়া আরোহণ ।
অসিতেছে নানাস্থান, হুর্দল কি বলবান,
তরে কম্পমান প্রাণিগণ ॥
কাটা ফোটা ছড় চটা, ইত্যাদি সেনার ঘটা,
উড়াইয়া কুআশার ধ্বজা ।
জগতের অনিবার্য, শাসিতে আপন রাজ্য,
সাজিলেন শীত মহারাজা ॥
সাজিলেন বাজা শীত, ত্রিভুবন সশঙ্কিত,
না জানি কাহার কিবা হয় ।
ছুটিল শীতল বায়ু, টুটিল বৃক্ষের আয়ু,
বুকের জীবন সংশয় ॥
শরদ পাইয়া জ্বাল, মনে গানি মানহ্রাস,
বনবাস করিবারে যায় ।
ভাহার চক্ষের জল, পড়িতেছে অবিরল,
হিম বৃষ্টি কে বলে উহায় ॥
হঠতেছে হিম বৃষ্টি, একি সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি,
মহারিষ্টি নাশে দৃষ্টি পথ ।
শিশিরে শশিণ কব, আচ্ছাদিত নিবস্তর,
মৃতবৎ চকোর জীবন্ত ॥
ভেজনির যত গর্ক, সকল করিল বর্ক
শীতঋতু এমনি হুর্জয় ।

ধরতব, ভাসমান, শীত তরে কম্পমান,
অগিকোণে নিলেন আশ্রয় ॥
দিন দিন দীন দিন, যেমন অভ্যস্ত দীন,
দেখি দিন পতির দীনতা ।
নিশা নহে নিশাচরী, গ্রাস করে দিনে ধরি,
মনে করি তার প্রবীণতা ॥
এমত শীতের তর, পরাক্রান্ত ধনজয়,
তাঁহারে না মানে কোন জন ।
সর্বদা দুঃখির ঘরে, লুকায়ে থাকেন উরে,
জীর্ণ বস্ত্র নাত্র আচ্ছাদন ॥
কিন্তু তাঁর শুভাদৃষ্ট, এই মাত্র হয় দৃষ্ট,
যুবতী রমণী যত জন ।
সুখে দুখে হেঁট মুখে, অগ্নিশিখা রেখে বুবে
সর্বদা কবিছে আলিঙ্গন ॥
দেখিবা বন্ধুর গ্লানি, কুমুদিনী অতিমানী,
অতিমানে লুকাইল নীরে ।
ঘুটিল মধুর আশ, জমরের সর্বনাশ,
অশ্রুণীবে তাসে মাত্র তীরে ॥
দলহীন তরুণর, অকমল সর্বোদর,
অধিকল কলহংসকুল ।
মধুর ময়ূরীগণ, নিভা নৃত্য বিস্ময়ন,
হইয়া সভত সমাকুল ॥
যিম হিমের তরে, কোকিল ব্যাকুল হবে,
দুখে ডাকে গোপনে কাননে ।
শীতে কবে উছ ২, লোকে বলে বলে কুছ,
এ কুছ বুঝিবে কি আনে ॥
জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
আঁক কবে কেটে লয় বাপ ।
কালের অভাব দোষ, ডাক লাভে কোঁস ২,
জন নয় এ যে কাল সাপ ॥

ভুক্তকরে কিসে ভয়, মস্ত্রে তার বিষকথ,
যত ভয় যেতে হয় জলে ।

যুবতীর স্তনদ্বয়, তাহে কত লোভ হয়;
যত লোভ জ্বলন্ত অনলে ॥

অপ্রভের পুঞ্জলাভে, কত সুখ মনে ভাবে,
যত স্বপ্নরবির কিরণে ।

কুটুম্বের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি,
যত ক্লেশ শীত সমীরণে ॥

বলবান বড় বড়, সবে হয় যত শড়,
হাঁটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে ।

গায়ে কাঁটা জর জর, সদা করে থর থর,
কম্পিত কদলী বেন ঝড়ে ॥

নিশির না যায় রিফি, শিশির সতত বৃষ্টি,
ঋষির তাঁহাতে ভাস্তে ধ্যান ।

বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ ভীম,
স্পর্শমাত্রে হরে তার জ্ঞান ॥

সন্যাসী মোহন্ত বড়, মাঠে ঘাটে শত শত,
মুহূর্ত্তী গাঞ্জার দম নিয়া ।

ছাই ভস্মে লোম ঢাকৈ, বম্বন নুখে হাঁকৈ
পোড়ে থাকৈ বুকে হাত দিয়া ॥

যেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাকা ঘর,
সদা সঙ্গে স্বরত-রঞ্জণী ।

আহার তাহার মত, বিহাব বিবিধ নত,
তাহারে জীবন সন্তু গনি ॥

খনির শরীরে সাল, গরীবের পক্ষে নাল,
কদল সহল করি রয় ।

বেণের পুঁটুলি হোয়ে, শুয়ে থাকে শীত মোয়ে,
উম্ বিনা ঘুম নাহি হয় ॥

চির জীবি ছেঁড়া কাঁধা, সর্বজন বৃকে গাঁথা,
একজন তারে নাহি ছাড়ে ।

শয্যের ঘর কাঁচা, তার হয় আগে বাঁচা,
জাড় তার দিকে, হাড়ে হাড়ে ॥

সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়,
সন্ধ্যাকালে খায় তাতে ভাত ।

শীতের কেমন খড়ি, উড়ায় অঙ্গের খড়ি,
কাটায় সবার পদ হাত ।

সারিতে পায়ের কাটা, মহার্ঘ আয়ের আটা,
কাটাফাটি করিলেক তাই ।

বিষ্ণুতল কত মাখি, যুতে যদি ডুবে থাকি,
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই ॥

পাকিতে চুঘড়ি বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলে খেলা
বেলাবেলি খায় গিরা ভাত ।

লেপে করে মুখ রুজু, পাছে ধরে শীত জুজু,
উঠেনাকো না হলে প্রভাত ॥

বাবু সব হরষিত, শীতে মন বিকসিত,
বাত্রি দিন আহ্নারের খোঁজ ।

বাবু জীব প্রাণ চায়, গরম গরম চায়,
মনোমত খাদ্য রোজ, রোজ ॥

গম্বুখেতে অলিবোল, মচাখোর বোল গোলা,
দার ঢাকা ক্যাশিসের গুণে ।

বায়ু ভায়া মনোভরে, ঘরে না প্রবেশ করে,
শীত ভীত পরদার গুণে ॥

চারি দিগে -ক্ষুণ্ণ, কিছু নাই উপসর্গ,
ঘরে বোসি করে স্বর্গ ভোগ ।

সুন্দর খাদ্য সব, ঝুঁন্ ঝুঁন্ বাদ্য রব,
তাতে কি তিমির হয় যোগ ॥

আমা হেন ভাগ্য পোড়া, দুঃখ লাগা আগা
গোড়া, শীতে মর দেহ নহে বশ ।

চন্ চন্ হাত খাঁড়ি, ভরসা মুড়িব চাক্রি,
পান মাত্র খেজুর বস ॥

অভিমানী বাবু যারা, প্রাণে সারা হয় তারা,
 সাল বিনা মান নাহি রহে ।
 ঘুচিল স্তম্ভের চোট, ইয়ারের নাহি জোট,
 মনের আশুনে শুধু দহে ।
 উড়ানী চাদর যত, এখন আদর হত,
 আগে বাহে অভিমান রোতো ।
 শীত তুই বেশ বেশ, দেখিয়া শীতের বেশ,
 জানিলাম কে বাবু কে ফোতো ।
 ইয়ারেরা গদ গদ, কেহ গাঁজা কেহ মদ,
 কেহ বা চরসে দিয়া টান ।
 কাছে রেখে অবলায়, দিয়ে চাটি তবলায়,
 মনের আনন্দে ছাড়ে গান ।
 কেবা বুঝে সুর বোল, কেবল ভেড়ার গোল,
 রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি ।
 অপরাধ গলা সাধা, বলে বুঝি ডাকে গাধা,
 ধোবা ছোটে হাতে নিয়ে দড়ি ।
 সাহেবে রাখিয়া বাজি, লয়ে তাজি তাজি বাজী
 দমবাজি কারসাজি কত ।
 সোয়ার হাঁকার চোটে, ঘোড়া পায় ঘোড়া
 ছোটে, বাজী বলে বাজি বল হত ।
 বিরহিনী নারী যত, দুই দিগে উপহত,
 একেতো প্রবলতর শীত ।
 দ্বিতীয় বিরহ জ্বর, ক্লান্ত করে নিরন্তর,
 কলেবর সতত কম্পিত ।
 হৃদয়ে বিরহাশ্রুণ, দক্ষ করে পুনঃ পুন,
 বাহিরে শীতের পরাক্রম ।
 দুই দিগে দুই জ্বালা, কেমনে সহিবে বালা,
 নিজ ভ্রমে হয়ে নিজ ভ্রম ।
 অপরাধ এক আর, সকলেরি ক্ষতি সার,
 আশ্রমে শীতের হয় নাশন ।

এ শীতে বিরহাশ্রুণ, পুট করে চতুর্দশ,
 কিবা গুণ হিমের প্রকাশ ।
 অন্তর বিরহানলে, নিরন্তর ঘন জ্বলে,
 বাহিরে শীতের মহারণ ।
 কোন মতে সুস্থ নয়, জ্বালাতন অভিযয়,
 বিরহির জীবনে মরণ ।
 সংযোগী প্রণয়ী যারা, উল্লাসে উদ্ভাস্ত তারা,
 পরস্পর প্রকুল হৃদয় ।
 প্রেমানন্দ রাজি দিবা, শীতে তার করে কিবা
 বারো মাস বসন্ত উদয় ।
 কান্তাগণ সহ কান্ত, করে ক্রীড়া অবিশ্রান্ত,
 রতিকান্ত হারাইল দিশা ।
 শীত তাহে অন্তরঙ্গ, ক্ষণ নহে তাল ভঙ্গ,
 অনঙ্গ প্রসঙ্গে সাক্ষি নিশা ।
 তথা শীত সশক্তি, যথা দৌহে অশক্তি,
 এক অঙ্গ যুবক যুবতী ।
 একেলা অভাগা যারা, তাহারা জীবন্তে মরা,
 শীতে সারা হইল সংপ্রতি ।
 বিধবা বিরহী বেই, স্মৃতে ছুখে সম সেই,
 অঙ্গের যেমন জাগরণ ।
 মনেতে হইয়া ধর্যা, সমুদ্রে করেছে শয্যা,
 শিশিরে কি করে জ্বালাতন ।
 এক ঘরে বুড় বুড়ী, শুয়ে থাকে গুড়ি গুড়ি,
 কলেবর খুর খুর কাঁপে ।
 দাঁতে দাঁতে এক হোয়ে, আহা উহু রোয়ে
 রোয়ে, বুড়ার ঘাড়োতে বুড়ী কাঁপে ।
 বিদেশী পুরুষ যত, খেদ করে অবিরত,
 পোড়া শীতে পড়ে থাকি দুখে ।
 ভামিনী কামিনী চয়, স্বামিনী যক্ষাণি হয়,
 তবোতো ঘামিনী যার স্মৃখে ।

ইংরাজী নূতন বর্ষ ।

পয়ার ।

চাঁদ ছিল বাণ ধরি, দীপ্তি গেল তার ।
 বিনিময়ে হয় তথা, পক্ষের সঞ্চার ॥
 এই অবনীর করি, কত হিতাহিত ।
 একাম একামে ছিল, সবার সহিত ॥
 নিরম বায়ম দেব, ধরিয়া বিক্রম ।
 বিলাতীয় শকে আসি, করিল আশ্রম ॥
 খ্রীষ্টমতে নববর্ষ, অতি মনোহর ।
 প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, যত খেত নর ॥
 চারু পরিচ্ছদযুক্ত, বন্য কলেবর ।
 নানা দ্রব্যে সুশোভিত, অট্টালিকা ঘর ॥
 গানমদে বিবি সব, হইলেন ফেস ।
 ফেদরের ফোলোরিস্, ফুটিকাতি ড্রেস্ ॥
 শ্বেত পদে শিলিপরি, শোভা তায় মাখা ।
 সিচিক্রা বিনোদ বস্ত্রে, গলদেশ ঢাকা ॥
 চিতন চিক্রিণি চারু, চিকুরের জালে ।
 ফুলের ফোহারা আসি, পড়িতেছে গালে ॥
 বিড়ালকি বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে ।
 আহা তায় রোজ রোজ, কত রোজ কুটে ॥
 সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য, মুহূর্ত্তাস্য ভরা ।
 অধরে, অমৃত সুধা, প্রেমক্ষুধা হরা ॥
 গোলাবের দলে বিবি, গড়িয়াছে চিক্ ।
 অনঙ্গ ভয়রূপে, আগে তথা ভিক্ ॥
 যনোলোভা কিবা শোভা, আহা মরি মরি ।
 বিনিগ্ উড়িছে কত, ফর্ ফর্ করি ॥
 চল চল চল চল, বাঁকা ভাব ধোরে ।
 বিনিজান চল যান, জবেজান কোরে ॥

খনা খন্য কুজ জীব, খন্য ভুই মাটি ।
 তোর মত গুটি ছই, পাখা পেলে বাঁচি ॥
 তাহে আর রবেনাকো, হুবিবার কথা ।
 ইচ্ছাধীন উড়ে গিয়া, বসি যথা তথা ॥
 সুখে ভাসি শুভকান্তি, দম্পতী হেরিয়া ।
 ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি, বদন ঘেরিয়া ॥
 উড়ে গিয়া ফুঁড়ে বসি বগির উপরে ।
 সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই, গিরিজার ঘরে ॥
 খানার টেবিলে বসি, করি খুব তুল ।
 এঁটোকরা সেরির, গেলাসে দিই জল ॥
 কখনো গাউনে বসি, কভু বসি মুখে ।
 মাজে মাজে ভিজে মায়, পাখা নাড়ী সুখে ॥
 নববর্ষ মহাহর্ষ, ইংরাজ টোলায় ।
 দেখে আসি ওরে যন, আয় আয় আয় ॥
 শিবের কৈলাসধাম, আছে কত দূর ।
 কোথায় অমরাবতী, কোথা স্বর্গপুর ॥
 সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগরি নানা ।
 ধরিয়াছে টেবিলেতে, অপরূপ খানা ॥
 বোরবেফ্ট, সেরিটেফ্ট, মেরিরেফ্ট যাতে ।
 আগে ভাগে দেন গিয়া ক্রীমতীর হাতে ॥
 কট্ কট্ কটাকট্, টক্ টক্ টক্ ।
 ঠুনোঠুনো ঠুন্ ঠুন্, ঢক্ ঢক্ ঢক্ ॥
 চুপ্ চুপ্ চুপ্ চুপ্, চপ্ চপ্ চপ্ ।
 সুপ্ সুপ্ সুপ্ সুপ্, সপ্ সপ্ সপ্ ॥
 ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্, ফস্ ফস্ ফস্ ।
 কস্ কস্ টস্ টস্, ঘস্ ঘস্ ঘস্ ।
 হিপ্ হিপ্ হোরে হোরে, ডাকে হোল ক্লাস ॥
 ডিয়ার মাদাম, ইট্, টেক দিস গ্লাস ॥
 সুখের সখের খানা, হোলে সমাধান ।
 তারা রারা রারা রারা, সুমধুর গান ॥

শুড়ু শুড়ু শুধ শুধ, লাকৈ লাকৈ ভাল ।
 তারি ররি ররি ররি, লাল লাল লাল ॥
 আঁয় জোত চল ঘাই, হোটেলের সাপে ।
 এখনি দেখিতে পাবি, কত মজা চাপে ॥
 গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, কত শত কেক ।
 যত পার কোসে খাও, টেক টেক টেক ॥
 সেরি চেরি বীর ত্রাণ্ডি, ওই দেখ তরা ।
 একবিন্দু পেটে গেলে, ধরা দেখি সরি ॥
 করি ডিম আলুফিস, ডিসপোয়া কাছে ।
 পেট পূরে খাও লোভ, যত সাদ আছে ॥
 গোরার দজলে গিয়া, কথা কহ হেসে ।
 ঠেস মেরে বসো গিয়া, বিনিদের ঘেসে ॥
 আর কি বিলম্ব আছে, এ ভব ভরিতে ।
 গোউন করিছ কেন, গোউন বরিতে ॥
 রাঙাশুখ দেখে বাবা, টেনে লও হ্যাম ।
 ডোর্ট ক্যার হিন্দুয়ানী, ড্যাম ড্যাম ড্যাম ॥
 পিঁড়ি পেতে কুরোলুসে, মিছে খরি নেম ।
 মিসে নাহি মিশ খায়, কিসে হবে ফেম ॥
 লাড়ী পরা এলোচুল, আমাঃদের মেম ।
 বেলাক নেটিব লেডি, শেম শেম শেম ॥
 সিন্দুরের বিন্দু সহ, কপালেতে উল্লিক ।
 নগী, জশী, ক্ষেমী, বামী, রামী, শামী, গুল্লিক
 ঘরে থেকে চিরকাল, পায় মহাছুখ ।
 কখনো দেখে না পর পুরুষের মুখ ॥
 ব্যভিচার অভ্যাচার, নাহি কোন দোষ ।
 কেবল স্বভাবে করে, পতি পরিতোষ ॥
 এই রূপে হিন্দুরায়া, শুদ্ধাচার রেখে ।
 না পায় স্বখের আলো, অন্ধকারে থেকে ॥
 কোথায় নেটিব লেডি, বলি শুন সবে ।
 পশুর স্বভাবে তার, কত কাল রবে ॥

একবার কণকাল, হোটেলেরে থেকে ।
 বিলাতি বিবির তার, চক্ষে যাও দেখে ॥
 কেমন সুতস্নীতাব, কেমন স্বভাব ।
 কোনদিকে নাহি হয়, কিছু অভাব ॥
 আহা বিহারে নাই, মনের নিকার ।
 সরল প্রণয় শুনে, সকল স্বীকার ॥
 কি কর কুটীরে বসি, বাঙ্গালির মেয়ে ।
 খানার টেবিল পানে, দেখ ওই চেয়ে ॥
 ডাকাডাকি ঢাকঢাকি, প্রথমতঃ এসে ।
 পাঁকাপাঁকি মাখামাখি, স্বীকারিকি শেষে ॥
 বিদ্যাবলে অবিদ্যার, অপকরণ ক্রিয়া ।
 কত মিস করে পিস, বেচিলর নিয়া ॥
 কাড়াকাড়ি ছাড়াছাড়ি, প্রতি ঘরে ঘরে ।
 কথায় কথায় কত, ডাইবস করে ॥
 গড়াগড়ি পড়াপড়ি, প্রেমগণ্ডি ঘেরে ।
 চড়াচড়ী হেরে যায়, চড়াচড়ি হেরে ॥
 ধন্যরে বোতলবাসি, ধন্য লাল জল ।
 ধন্য ধন্য বিলাতের, সভ্যতার বল ॥
 দিলি কৃষ্ণ মানিনেকো, কৃষ্ণকৃষ্ণ জয় ।
 মেরিদাতা মেরিসুত, বেরিশুভ বয় ॥
 ঈশ্বর পরম প্রেম, স্পর্শ করে থাকে ।
 ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদাভেদ, জান নাহি থাকে ॥
 যা থাকে কপালে তাই, টেবিলেতে খাব ।
 ডুবিয়া ডুবের টেব, চ্যাপেলেতে বাব ॥
 কাঁটা ছুরি কাঁজ মাই, কেটে যাবে বাব ।
 দুই হাতে পেট ভোরে, খাব খাব খাব ॥
 পাতরে খাবনা ভাত, গোটুহেল কালো ।
 হোটেল টোটেল নাশ, সে বরণ ভালো ॥
 পুরিবে সকল আশা, ভেবোনারে লোভ ।
 এখনি সাহেব সেজে, রাখিবনা কোভ ॥
 খানালোভী ইয়ংবেদল ।

পৌষ পার্বণ ।

কপক ।

পর্যায় ।

সূর্যের শিশির কাল, সূর্যে পূর্ণ ধরা ।
 এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা ॥
 ধনুর তনুর শেষ, মকরের যোগ ।
 সন্ধিক্ষণে তিন দিন, মহাসুখ ভোগ ॥
 মকর সংক্রান্তি স্নানে, জন্মে মহাকল ।
 মকর মিতিন সই, চল্ চল্ চল্ ॥
 সারানিশি জাগিয়াছি, দেখ সব বাসি ।
 গন্ধাজলে গগ্নাজল, অঙ্গ ধুয়ে আসি ॥
 অতি ভোরে ফুল নিয়ে, গিয়াছেন বাসী ।
 একা আমি আসিরাছি নদে লয়ে দাসী ॥
 এসেছি বাপের কাছে, ভেলে মেয়ে ফেলে ।
 বাধা বাড়ি হবে সব, আমি নেয়ে এলে ॥
 ঘোর জাঁক বাজে শাঁখ, বত সব রামা ।
 কুটিছে তণ্ডুল সূর্যে, করি গান বাসা ॥
 বাউনি আউনি বাড়ি, গোড়া আখা আরা ।
 মেয়েদের নব শাস্ত্র, অশেষ প্রকার ॥
 তুক্ তাক্ গজ্জতস্ত, কতকপ খাল্ ।
 পাঁদাড়ে ফুলিচে শ্যাল্ শ্যাল্ শ্যাল্ শ্যাল্ ।
 খোলায় পিটুলি দেন, হোয়ে অতি শুচি ।
 ছাঁক্ ছাঁক্ শব্দ হয়, ঢাকা দেন মুচি ॥
 উনুনে ছাউনি করি, বাউনি বাঁধিয়া ।
 চাউনি কর্তার পানে, কাঁচুনি কাঁদিয়া ॥
 চেয়ে দেখে সংসারেতে, কতগুলি ছেলে ।
 বল দেখি কি হইবে, নয় রেখ্ চেলে ॥
 শূদ্রকুঁড়া গুঁড়া করি, কুটলাম ঢেঁকি ।
 কেননে চালান্না, তুমি হোলে ঢেঁকি ॥

আড় করি পার্ দিতে, সিকি গেল গড়ে ।
 লেখা করি নাহি হয়, আদ্পোয়া গড়ে ॥
 তাঁই কোরে রাখিলাম, অর্দ্ধভাগ কেটে ।
 হাতে হাতে গেল তিল, তিল তিল বেটে ॥
 বোলাগুড় তোলা ছিল, শিকের উপরে ।
 তোলা তোলা খেতে দিয়া, ফুরাইল ঘরে ॥
 পোয়া কাঁচা কি করিবে, নহে এক মন ।
 বাড়ীর লোকের তাহে, নহে এক মন ॥
 এক মনে খায় যদি, আদ্পণে সারি ।
 এক মনে না খাইলে, দশ মনে হারি ॥
 ভাঙ্গামনে পুরোমন, মন যদি খোলে ।
 পুরো মনে কি হইবে, ভাঙ্গামন হোলে ॥
 তুমি তাব ঘরে আছে, কত মনতোলা ।
 জাননা কি, ঘরে আছে, কত মনতোলা ॥
 কারে বা কহিব আর বোকা হলো দায় ।
 খুলে দিলে, মন কিহে, তুলে রাখা যায় ॥
 বিধম ছুরস্ত ওটা, মেজোবোর ব্যাটা ।
 কোনমতে শুনেনাকো, ছোঁড়া বড় ঠাটা ॥
 না দিলে ধমক্ দেয়, দুই চক্ষু রেঙ্গে ।
 ঘটি বাটি হাঁড় কুঁড়ি, সব ফ্যাংলে ভেঙ্গে ॥
 পুলি সব উঠে গেল, কিছু নাই ছাই ।
 নারিকেল তেল গুড়, ফের সব চাই ॥
 অদ্ভুতের দোষ সব, মিছে দেই গালি ।
 চক্ষুণে উঠিয়া গেল, পার্শ্বের চালি ॥
 আনি লই মোটা চাল, সব চেলে চেলে ।
 বুঝতে না পারি তুমি, চল কোন্ চেলে ॥
 ও বাড়ীর মেয়েদের, বলিয়াছি খেতে ।
 সূতন জামাই আজ, আসিবেন রেতে ॥
 তোমার কি স্নান পানে, কিছু নাই টান ।
 হাবাতের হাতে যায়, জভানার প্রাণ ॥

কি বলিব বাপ্‌ মায় কেন হিলে বিয়ে ।
 এক দিন স্বপ্ন নাই, ঘরকন্না নিয়ে ॥
 কৌন দিন না করিলে, সংসারের ক্রিয়ে ।
 দিবেনিশি ফেরো শুধু, গৌপে তেল দিয়ে ॥
 সব মাঝ ছুই গাছা, খাড়ু ছিল হাতে ।
 তাহাও দিয়াছি বাঁধা, মেয়েটির তাতে ॥
 সুদে সুদে বেড়ে গেল, কে করে খালাস্ ।
 বাঁচিবার সাদ নাই, মলেই খালাস্ ॥
 রাত্রিদিন খেটে মরি, এক সন্ধ্যা খেয়ে ।
 এত জ্বালা সহ করি, আমি যাই মেয়ে ॥
 এই রূপ প্রতি ঘরে, দৃশ্য মনোহর ।
 গিমির কাঁড়ুনী হয়, কর্তার উপর ॥
 মাগীদের নাহি আর, তিন স্রাজি ঘুন ।
 গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, রন্ধনের ধুম ॥
 সাবকাশ নাই মাত্র, এলোচুল বাঁধে ।
 ডাল্‌ নোল্‌ মাচ ভাত, রাশি রাশি রাঁধে ॥
 কত তার কাঁচা থাকে, কত যায় পুড়ে ।
 সাদে রাঁধে পরমায়, নলেনের গুড়ে ॥
 বধুর রন্ধনে যদি, যায় তাহা একে ।
 স্বাস্থ্য নন্দন কত, কথা কয় বেকে ॥
 হ্যাঁলো বউ, কি করিলি, দেখে মন চটে ।
 এই রান্না শিখেছিল্‌ সাদে মিকটে ॥
 সাতজন্ম ভাত বিনা, যদি মরি দুখে ।
 তখাচ এমন রান্না, নাহি দিই মুখে ॥
 বধুর মধুর খনি, মুখ শতদল ।
 মলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল ॥
 আহা তার হাহাকার, বৃষ্টিবার নয় ।
 ফুটিতে না পারে কিছু মনে মনে রয় ॥
 ভাগ্যকলে রান্না সব, ভাল হয় যার ।
 ঠাকারেতে, মাটিতে পা, নাহি পড়ে তাঁর ॥

হাসি হাসি মুখ ধানি, অশ্রুপূর্ণ আঁড়ি ।
 বেক বেক যান গিমী দিয়ে মথনাড়া ॥
 হ্যাঁগো দিদী এই শাক রাঁধিয়াছি রেতে ।
 মাথা খাও সন্তিবল ভাল লাগেখেতে ॥
 দিকিদিস্‌ কেন বোন, হেন কথা কোরে ।
 মাট্‌ মাট্‌ বেঁচে থাক, জন্ম এয়ে হোরে ॥
 পুরুষেরা ভাল সব, বলিয়াছে খেয়ে ।
 ভাল রান্না রেঁখেছিল্‌ খন্য তুই মেয়ে ॥
 এই রূপ ধুমধাম প্রতি ঘরে ঘরে ।
 নানা মত অন্নভান, আহারের তরে ॥
 তাক্য তাক্য ভাজাপুলি ভেজে ভেজে তোলৈ
 সারি সারি হাড়ি ২ কাঁড়ি করে কোলে ॥
 কেহ বা পিটুলি মাখে কেহ কাই গোলে ।
 তার আশা নাহি ফক্ষে আক্ষে যার ফোলে ॥
 আলু তিল গুড় ক্ষীর, নারিকেল আর ।
 গাড়িতেছে পিটে পুলি অশেষ প্রকার ॥
 বাড়ী ২ মিশ্রণ, কুটুন্দের মেলা ।
 হায় ২ দেশাচার খন্য তোর খেলা ॥
 কামিনী যামিনী যোগে, শয়নের ঘরে ।
 স্বামির খাবার দ্রব্য আয়োজন করে ॥
 আদরে খাওয়াবে সব, মনে সাদ আছে ।
 খেঁসে ২ বসে গিয়া আসনের কাছে ॥
 মাথা খাও খাও বলি, পাতে দেয় পিটে ।
 না খাইলে বাঁকামুখে পিটে দেয় পিটে ॥
 আকুলি বিকুলি কত চুক্লির লাগি ।
 চুকুলি গড়িয়া হন চুক্লির ভাগি ॥
 প্রাণে আর নাহি ময় ননদের জ্বালা ।
 বিষমাখা বাক্যবাণে কাণ হলো কালা ॥
 যেজা বউ মন্দ নয়, সেই গোড়ে গোড় ।
 কুমারের গোনে যেন, পোড়ে পোড়ে পোড় ॥

মনোহুখে প্রাণে আঁজ, কুটিনাই খোঁজ ।
 এখনো রয়েছে ভাই কোন্‌দলের ভোজ ।
 স্বাভাবী আলাদা রেখে ছাঁই তিন হাঁড়ি ।
 চুপি চুপি পাঠালেন কন্যাটির বাড়ী ।
 ঠাকুরির ছেলে গুলো খায় ঠেসে ঠেসে ।
 আদার গোপাল যেন আসিয়াছে ভেসে ।
 মরি মরি ষাট্ ষাট্ কৈদেছিল রেতে ।
 বাছা মোর পেট গুরে নাহি পায় খেতে ॥
 ওমা ওমা কত কব লাজ লজ্জা খেয়ে ।
 বাবা বাবা দেখোনাকো তুমি বাবা হোয়ে ।
 শক্তি ভক্তি পরায়ণ হন যেই নয় ।
 তখন এসব বাক্যে ভেঙ্গে দেন ঘর ॥
 উপায়ে দ্রব্য সব গড়িছে চলে ।
 লম্বা ছুর কশ্ম শেষ গোটা দুই খেলে ॥
 পরস্পর অহুসানে খোলা আছে জ্বলে ।
 ভাবাপুলি খেতে দেয় হাবা পতি পেলে ॥
 কামিনী কহকে পড়ি খায় যেই ভাবা ।
 নিজে সেই হাবা নয় হাবা তার বাবা ॥
 বুকে পিটে গুড়পিটে গুড় পিটে গড়ে ।
 হিঁদুর দেবতা লম্বা ঠাট্ তার বড়ে ॥
 ভিতরে গুরিয়া ছাঁই আলু দেয় ঢাকা ।
 সে যে আলু আলু নয় দোষ তাহে মাখা ॥
 লোভ নাহি খেনে থাকে খাই ভাই চোটে ।
 পিটে পুলি পেটে যেন ছিটে গুলি ফোটে ॥
 পায়েলে পিটুলি দিয়া করিয়াছে চুসি ।
 গৃহীণীর অহুসানে শুদ্ধ ভাই চুষি ॥
 চুসি পেয়ে খুসি বুড়া শক্তি নাই আর ।
 বৃদ্ধকালে কোণা কুশী চেঁচা চুষি সার ॥
 যুবো সব সুযোগ্যায় খুবো নাহি নড়ে ।
 কাঁছে বোসে খায় কোসে রোসে নাহি পড়ে ॥

ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম, ধন্য সব লোক ।
 কাহনের হিসাববন্ডে আহাতির খোঁজ ।
 প্রবালী পুরুষ বড় পোষড়ার রবে ।
 ছুটি নিয়া ছুটাছুটি বাড়ী এসে মবে ॥
 শহরের কেন্দ্রক্ষেত্রে বেড়ে যায় জাঁক ।
 বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ দেয়দের ডাক ।
 কর্তাদের মালগম্প গুড়ুক্ টানিয়া !
 কাঁটালের উড়ি প্রায় তুঁড়ি এলাইয়া ॥
 হুই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া বোসে ।
 চিটে গুড় ছিটে দিবে পিটে খান কোসে ।
 কতমত রক্তরস হাত দিয়া ভাতে ॥
 উহঁ উহঁ শাক দেও জামায়ের পাতে ।
 জামায়ের রসিকতা পাড়ার্গেয়ে গাল ॥
 হাঁহ হাঁহ কর্জাটির পাতে দেও ভাল ।
 যশুর কশুর নাই করে কত হল ।
 জামাই কানাই নাই শামাই সকল ॥
 ভরুণী রমণী যত একত্র হইয়া ।
 ভামালা করিছে সুখে জামাই লইয়া ॥
 আহাতির দ্রব্য লয়ে কোশল কোঁতুক ।
 নাজে মাজে হাস্যরবে সুখের যৌতুক ॥
 খেজুরের রসে হয় অপক্লপ গুড় ।
 কে বুঝিবে তার মায়ে মর্শ্ব এত গুট ॥
 নাগরী করিছে শোভা নাগরীর কোলে ।
 নাগরী নাগর ভাবে প্রেমানন্দে দোলে ॥
 নাগরী করিয়া কোলে নাগর দোলায় ।
 নাগরী ছলিছে যেন নাগর দোলায় ॥
 ধন্যরে নাগরী তুই ধন্য ভোর বোলা ।
 মাটি হয়ে পেলি তুই নাগরীর কোল ॥
 টাকা যায় কড়ি যায়, যদি যায় ভিটে ।
 তবু আমি তোরে মেখে খাব আজ পিটে ॥

প্রাণে যদি মরে যাই, পেট মুখ ফুলে ।
 নাগরীতে হাত পূরে, গুড় লব তুলে ॥
 মাখিমাখি কাষ নাই, চাকাচাকি নিয়া ।
 ফাকে থেকে লব স্বাদ, ফাকে হাত দিয়া ॥
 তাতরনী মাতরনী, কেবা জানে সার ।
 কর্ণের স্রসার যাহে, সেই মাত্র সার ॥
 কি সার অসার সার, যদি পাই মাং ।
 মাং হোয়ে মোত উঠে, বাজি করি মাং ॥
 কবি কহে অচ্ছা বাপ্ যত থাকে তোড় ।
 কোসে কোসে খাও আক্ষে, গুণে গুণে ফোঁড়
 সারে নাহি সাব বোধ, অসারেতে সার ।
 ইচ্ছা মাতের ঘরে, যেওনারে আর ॥
 এ গুড় চটার গুড়, এ মাতে কি মাতে ।
 তাই বলি ওরে বাপ্, থাক সারে মাতে ॥
 অহং পিটে পাগ্লা পেটুক্ ।

ভয়ানক শীত ।

কপক ।

ত্রিপদী ।

পাইয়া স্বর্গের জল, প্রেমানেন্দ্রে চল চল,
 কবে শীত প্রস্তাব প্রচার ।
 ধরিয়া ভীমের বল, আইল হিমের দল
 ভয়ে জীব সিমের আকার ॥ ১
 দাক্ষণ মাঘের জাড়, বিকিছে বাঘের হাড়,
 নাহি তার রাগের ব্যাপার ।
 ঘুচিয়াছে ডাক্ ডোক, জাঁক্ জৌক্ হাঁক্ হৌক্
 নাহি রোক্ টৈফব আচার ॥ ২
 গঙ্গাসাগরীয় শীত, হইয়াছে বিকসিত,

হরষিত সংযোগী সকল ।

সঙ্গের যাত্রী যত, সঙ্গের কিরা কত,
 অবিরত কাঁপিছে কেবল ॥ ৩
 সঙ্গমে শীতল বারি, ডুব দিয়া যত নারী,
 তীরে উঠি তুহু টল টল ।
 উত্তরীয় সমীরণ, শব্দ করি শব্দ শব্দ,
 করিতেছে অঞ্চল চঞ্চল ॥ ৪
 বসন না থাকে বৃকে, উড়িছে দক্ষিণ মুখে,
 হেঁট মুখে টানে এক হাতে ।
 চালে মাত্র হাতখানি, প্রকৃত্তির টামাটানি,
 সঙ্গম কি রক্ষা হয় তাতে ॥ ৫
 করেরে চঞ্চল কবি, তাহার অঞ্চল হরি,
 অঞ্চল নাচিয়া দেয় ছুট ।
 তুই হাতে তুই খাপা, কত দিনে দিবে চাপা,
 কটি থেকে খোসে যায় ঝুট ॥ ৬
 এ দিন্ সারিতে যায়, আর দিনে যতৈ দায়
 উপায় না পায় কিছু লায় ।
 হাসে লোকে পদে পদে, যুক্ত করে পদে২,
 হাতে পদে বিপদ ঘটায় ॥ ৭
 হৃদয় চরণ কর, চমকিত পরস্পর,
 তুহু ডায় খসুর আকার ।
 খনারে সঙ্গম তীর, জুড়িয়া লাবণ্য তীর,
 পুরুষেরে করিছে প্রহার ॥ ৮
 বাতাসে উড়িছে বাস, দেবা যায় অপ্রকাশ,
 এ আভাস স্কুলবোধে লও ।
 তাহা নয় তাহা নয়, দৃশ্য হয় শুনদ্র,
 বুঝ তাব ভাবুক যে হও ॥ ৯
 জাহ্নবী সাগর সহ, কেলি করি অহরহ,
 করিতেছে সভীত্ব বিনাশ ।
 কামিনী হৃদয়োপর, কুলকণ্ঠ ধরি হর,

করে তাই প্রকোপ প্রকাশ ॥ ১০

মুখে নাহি সরে কথা, এযোগ হয়েছে যথা,
ইচ্ছা হয় যাই তথা উড়ে ।

শিব দৃষ্টি শিব ভাঙে, কারাজুলি বেল পাতে
পুলা দিয়ে আসি মাথা ঝুড়ে ।

মকর সংক্রম যোগে, অষ্ট মিল কষ্ট ভোগে,
স্পষ্টে তারি বাড়ি অহুরাগ ।

ভাগির পুণ্যের আশা, লাগির সঙ্গমে আসা,
নাগির কুটিরের তার ভায়া ॥ ১২

আজ্ঞে মুখে এক হোয়ে, বিবরের মাঝে রোয়ে,
কণী আর নাহি তুলে হাই ।

ভক্ষ্য ভেক খরিবার, ফৌস্ ফৌস্ করিবার,
সাপের বাপের সাধ্য নাই ॥ ১৩

অনল হইল জল, নাহি তার কিছু বল,
শিশিরে সকল ভাষীতল ।

দূরেতে থাকুক স্থান, কেবা করে জলপান,
জল নয় দাঁত কাটা কল ॥ ১৪

নালিলাসা, দ্বিচোষা, উষাকালে লয়ে কোশা,
বস্ত সব গৌসারি গৌসাই ।

সান করি আঁতে আঁতে, লেগে যায় দাঁতে,
হাতে হাতে কল কলে ভাই ॥ ১৫

কলেবর দর দর, ওঠাধর খর খর,
স্তব পাঠ কথা কত ভঞ্জে ।

না-না-না-না-ভ-ভ-ভ-ভ-হু-হু-র-র-খ-খ-খ-খ,
ধু-ধু-নী-নী, গ-গ-গ-গ-গংগে ॥ ১৬

এই শীতে নারি আঁতে, আলোচান কলা ভাতে,
এক সন্ধ্যা পেটে দেয় বারি ।

বিধাতার লিপি যোগ, এজ্ঞের ভোগাভোগ,
পূর্বী অঙ্গে চোর ছিল তারি ॥ ১৭

তাহা নয় বিচার, নাকি অনলময়,

ভয় কেন করিবেম জলে ।

হিম ভীম অভিযয়, স্নিগ্ধ জল সমুদয়,

সহ হয় পূর্ব পুণ্য ফলে ॥ ১৮

সহজে হইল স্থির, কি করিতে পারে নীর,
যত শর্মা অগ্নিশর্মা যেন ।

শীতের শীতল বারি, নাহি মানে কোন নারী,
প্রাতে নেয়ে বেঁচে আসে কেন? ১৯

সুরভরঙ্গিনী দলে, সুরভরঙ্গিনী জলে,
সুখে চলে, অভয় শরীর ।

স্বভাবে সমুদ্র কায়, লাবণ্য তরঙ্গ তার,
কি করিবে তরঙ্গিনী নীর ॥ ২০

নরমন দক্ষ করা, নয়নে আগুন ভরা,
অনল শিখর পয়োধরে ।

কোথায় শীতের বল, এক ঠাঁই অগ্নি জল,
কণে স্নিগ্ধ কণে দক্ষ করে ॥ ২১

কুয়াশায় দৃষ্টি রোধ, দিগদিক্ নাহি বোধ,
সমরূপ সন্ধ্যা আর ভোর ।

চুকিয়া গৃহির পুরি, চোরে নাহি করে চুরি,
যত ব্যাটা চোর, যেন চোর ॥ ২২

দম্পতীর মহাস্বখ, দূরে গেল সব দুখ,
রাত্রি দিন হয়েছে সমান ।

শরীরে শরীর তুচ্ছ, দেখে শীত আসযুক্ত,
লেপ নাহি অঙ্গে পায় স্থান ॥ ২৩

কণমাত্র নাহি ধূম, নিরন্তর ক্রমের ধূম,
উম বিরাজিত নোই স্থানে ।

নানা উপচার ধরে, হৃদয় অধর করে,
পূজাকরে দেব পঞ্চবাণে ॥ ২৪

শীত সহ্যোবে বর্ষা, বিরোধির বুকে বর্ষা,
মারিল মারিল একেবারে ।

অনিবার হাঁহাকার, এমন কে আছে আর,
এবিপদে বাঁচাইতে পারে ॥ ২৫

কপক ।

শীতকালের প্রভাতে মানিনী নারি-
কার মানভঙ্গ ।

পদ্য ।

সুখের শিশির কালে, শিশির প্রভাতে ।
ঈষৎ আরক্ত ছবি, রবির প্রভাতে ॥
দেহ হোভে পরিহারি, তিমির বসন ।
তব যেন নব বস্ত্র, করিল ধারণ ॥
ভারাপতি ভারী সহ, গুপ্ত করে কর ।
হল জল আকাশের, শোভা মনোহর ।
নাগর নাগরী দৌড়ে, বোসে কুঞ্জবনে ।
চুলু চুলু দুটি আঁধি, নিশি জাগরণে ॥
সুশীতল সমীরণ, পরশে কাঁপিয়া ।
কামিনী কহিছে কথা, বহন কাঁপিয়া ॥
চোলে যেতে কোলে পড়ি টোলে যায় পদ ।
বোধ হয় যেন কত, খাইয়াছি মদ ॥
বসনে ঢাকিয়া দেহ, ঝুড়িমেরে আছি ।
উহু উহু প্রাণ যাক, শীত মেলে বাঁচি ॥
ভাসিলা নাগর কহে, খোল প্রাণ মুখ ।
শীতভীত হোয়ে এত, তাব কেন ছুখ ॥
ছর খতু মধ্যে শীত, করে তব হিত ।
হিতকর দেখি হয়, তকি বিপরীত ॥
গুনিয়া রমণী কহে, জাঙ্-চকে চেয়ে ।
কিলে শীত হিতকারী, সকলের চেয়ে ॥
যে শীত বিক্রম কবি, কাটায়ে শরীর ।
যে শীত আকারে এত, করেছে অস্থির ॥

যার ভয়ে ঘর হোভে, না হই বাহির ।
যার ভয়ে হাত দিয়া, নাহি ছুই নীর ।
কলৈবর গুপ্ত আছে, যে শীতের উরে ।
পদ্মদুখ বিকসিত, যে শীত না করে ॥
বার বার সুমি ভার, খড়্গাভেদ মান ।
আর না কহিব কথা, করিমাম মান ॥
মানিনীর মান দেখে, রসিক নারিগর ।
সুজিল সখের ২, রঙ্গের সাগর ॥
সরস বচন জল, অশ্রুত সমনি ।
হিমের প্রাণমা হুল, ভরজ তুঁকান ॥
ভাব অর্থ হই দিকে, শোভে হই কুল ।
“ অতিশয় স্থির থাৱা, মধো অহুকুল ॥
বানময়ী সেই জলে, দিতেছে সীতার ।
পদে পদে লদ যোগে, না পীর পাখির ॥
নারকেল উত্তি ॥

নারক নারিকা প্রতি, কহিতেছে শেষ ।
কিলে শীত হিতকারী, শুন সবিবেশ ॥
রূপগুণ হাব ভাব, ভোমার যে আছে ।
যার ভার অলুরূপ, চুরি করিয়াছে ॥
সেই সব চোর ধরি, শীত মহারাজা ।
একে একে সকলের, দিতেছেন শাস্তা ॥

কুলুলের নিভা করি, বিভাবরী নিশা ।
শীতের শেখবে ডাই, হইতেছে কৃশা ॥
হেমন্ত করিল ভীর, অহকার ক্ষয় ।
দণ্ড দণ্ড, দণ্ড পেয়ে, দণ্ড নাশ হয় ॥
কু-আশা জানিয়া তার, কুয়াশার জালে ।
একেবারে ঘেরিয়াছে, আকাশ পাতালে ॥
রজনী শাসন হেতু, ঘোর তর ধূম ।
জল ফুঁড়ে, স্থল জুড়ে, শূন্যে উঠে ধূম ॥

আর দেখ অরুণসি, বিনোদিনী খনি ।
 বেনীর বিনোদি ভাব, হেরেছিল কনি ॥
 কোরে পাণ, পেয়ে ভাপ, ভয় বড় মনে ।
 বিরলে লুকালো পাণ, শীত আগমনে ॥
 নিগেছিল নীরঘর, কেশের আকার ।
 বরষা শরদে বড়, জাঁক ছিল তার ॥
 ভীম সম ভীম হিম, দিলে প্রতিফল ।
 এখন গগনে তাই, নাহি পায় স্থল ॥
 পড়িয়াছে ছাই সব, শত্রুদের মুখে ।
 বেশ করি বেশ কর, কেশ বাঁধে অখে ॥

ভোমার মুখের ছবি, রবি হরিয়াছে ।
 দেখ তার কি প্রকার, দশা ঘটয়াছে ॥
 সমুচিত প্রতিফল, পেয়ে হাতে হাতে ।
 জর জর দিখায়, বৃষ্টিকের দাঁতে ॥
 ভেবে ছিল তুলা করি, পাণ যাবে তার ।
 জানেনা যে আছে শেব, ধর্মের বিচার ॥
 শীতের শাসন জোর, ঋতুবার নয় ।
 ভয় পেয়ে নিলে গিয়ে, অগ্নির আশ্রয় ॥
 তবু তার প্রভা নাই, দুঃখ পায় অতি ।
 ভেবে ভেবে দিন দিন দীন দিনপতি ॥

আর দেখ চাঁদমুখি, গগনের চাঁদ ।
 অবিকল হরিয়াছে, তব মুখ হাঁদ ॥
 লুটিলে পরের খন, না হয় স্থানার ।
 বত তার অহঙ্কার, হোরেছে তুহার ॥
 একপ বিপদ যুক্ত, দেখি বিজরাজে ।
 তারা দারা যারা তার, লুকাইল লাজে ॥
 শিশির হরিল তার, শিশির সম্পদ ।
 তুতুযারে আরকর, হারাইল পদ ॥

আর দেখ সন্ধ্যাবে, নলিনী স্নানরী ।
 হরিয়াছে ভোমার, ও মুখের মাধুরী ॥
 চুরি করি ভাল তার, কল ভোগ হোলো ।
 জল মাখে দল সহ, শুধাইয়া মোলো ॥
 চোরের হইল সাজা, মৌন কেন রও ।
 একবার মুখ তুলে, হেসে কথা কও ॥

নয়নের চঞ্চলতা, হেরিয়ে খঞ্জন ।
 হোয়েছিল সকলের, হৃদয় রঞ্জন ॥
 হেমন্ত করিল তার, জুড়ুটি ভঞ্জন ।
 খঞ্জন রঞ্জন নয়, এখন গঞ্জন ॥
 পাখা নাড়া, চোখ নাড়া, মুখ নাড়া তার ।
 যুচিয়াছে সমুদয়, কিছু নাহি আর ॥
 আর দেখ কুরঙ্গ, কুরঙ্গ করি কত ।
 হরিয়াছে নরমের, অবয়ব যত ॥
 সেইরূপ শান্তি তার, করিয়াছে শীত ।
 তৃণপত্র আহারেতে, হয়েছে বঞ্চিত ॥
 আর দেখ ইন্দীবর, জলেতে থাকিয়া ।
 নয়নের শোভা যত, লোয়েছে হরিয়া ॥
 শীত ঋতু হরি তার, পতির প্রভাস ।
 জীবনে করিল তার, জীবন বিনাশ ॥
 চক্ষুচোর যারা তার, যারা গেল আগে ।
 চারু চক্ষু চাও প্রিয়ে, প্রেমধীন পানে ॥
 ভোমার হাসির হটা, হরিয়া দামিনী ।
 বরষায় হয়েছিল, ভুবন তামিনী ॥
 শীত তার সমুচিত, দণ্ড করিয়াছে ।
 আকাশে চাহিয়া দেখ আর কি সে আছে ॥
 হাসি চোর, কঁাসি গেল, হও হাস্যমুখী ।
 প্রকাশ করিয়া আস্য, কর আশ স্মৃখী ॥

হাস্য ভড়িভের যাই, করি একবার ।
দুরু কর মনের সকল অঙ্ককার ॥

ভিল কুল হরি তব, নাসার গঠন ।
শিশির রাঝার করে, হইল পতন ॥
আর কেন নাকে হাত, দেও ভুমি প্রাণ ।
একটিত প্রেম-পুষ্প, লহ তার স্রাণ ॥

ভুরুর জকুটি ভক্তি, হেরি রাম ধহু ।
আবাচ প্রাণে ধরে, মনোহর তহু ॥
বর্ণ তার পীত হয়, মনে তাবি এটা ।
পীত নয়, পাগ ভোগ, পাগুরোগ সেটা ॥
নারী তুরু চোর বলি, সাঁপ মেন শীতে ।
এই হেতু রামধহু, মরিয়াছে শীতে ॥
হারাধন পুনরায়, পাইয়াছে প্রাণ ।
ক্রিভুবনে নাই আর, উপমার স্থান ॥
জ্ঞানকে অঁখি বাণ, করিয়া সন্ধান ।
একবার বিধুমুখী, বধ মম প্রাণ ॥

ঘোটেছিল কি প্রমাদ, বসন্ত সময় ।
চারিদিকে শত্রু সব, তরুলতা চয় ॥
অধরের রাগ ভাগ করিয়া হরণ ।
মনোহর নবপত্র, করিল ধারণ ॥
অধরের রাগ চুরি, একি প্রাণে সয় ।
আমার সর্বস্ব ধন চোরে কেড়ে লয় ॥
হিমাগমে প্রতিকূল পাইয়াছে তার ।
সকলেরি নেড়ামাতা, পাড়া নাই আর ॥
মনোহুখে এডনিম আছি শন প্রায় ।
অধর অহুত দিয়া, বাঁচাও আমায় ॥

দশনের দীপ্তি চোর, মুহুতার হার ।
শীতে তার ভোগ হোলো, কোঁটা কারাগার ॥
দাঁতভাঙ্গা দাঁত চোর, হয়েছে এখন ।
হির হয়ে হুখে কর, দশন বষণ ॥
মদনের মান প্রিয়ে, রাখ একবার ।
বদনে পবিত্র কর, বদন আমার ॥

গালের মৌরব চুরি, করিয়া গোলাপ ।
শীতকালে শীর্ণ হয়ে, করিছে বিলাপ ॥
গিয়েছে সৌরভ তার, কাঁটা হোলো গাছে ।
পাপ কোরে, ভেবে ভেবে, কাট হইয়াছে ॥
দেখিলে স্বরূপ সব, দেখিলে স্বরূপ ।
কি রূপ চোরের রূপ, হয়েছে বিরূপ ॥
দুর্জনের দণ্ড করি, হয়ে দণ্ডধর ।
গওদেশে স্থিত কর, আমার অধর ॥

ডালিম হরিল তব, পয়োধর ভাব ।
সেই হেতু শীতে তার, বিপরীত লাভ ॥
ভয়েতে শিহরে সদা, কাঁটা কলেবরে ।
আপনি আপন পাপে, বুক্ কেটে মরে ॥
আর দেখ পদ্মকলি, অলি মনোলোভা ।
হোরেছিল প্রাণ তব, কুচকলি শোভা ॥
নীহার করিলু তারে, অশেষ আবাঁত ।
কুটিবে কি, উঠিবে কি, সদলে নিপাত ॥
পাছে কেয় ঘটে কেয়, মরি মনো হুখে ।
কুচকলি লুকাইয়া, রাখ মম বুক ॥
প্রণয়িনী প্রাণ তব, কর কোমলতা ।
চুরি করি লোয়েছিল, কমলের লতা ॥

শীতের শাসনে অগ্নি, নদে তার ফুলে ।
সেই হেতু একেবারে, লুকাইল ফুলে ॥
নিতে আর পারিবেনা, তরুর নিদর ।
ভুজপাশ দিয়া বাঁধে, আমার হৃদয় ॥

গতির গরিমী চুরি, করিয়াছে হাঁস ।
দীতে তাই, নাই তার, ফলের বিলাস ॥
শিশির তাহার পক্ষে, হয়েচে শমন ।
মরাল কয়লা ভরে, না করে গমন ॥
লোভেছু নাই শুনে, লোকের সারণা ।
গমনের শুণ চুরি, কোরেছে বারণ ।
চুরি করি ঘটে পাণ, নাই জানে মৃত ।
থর থব কাঁপিতেছে, গুড়াইরা ভুড় ॥
জর জর কণেকর, ঘোরতর রোগ ।
ভুগিতেছে হস্তী মূৰ্খ, স্বকর্ণের ভোগ ॥
গতি চোর সকলের, হইল দুর্গতি ।
আমার হৃদয় পথে, কর প্রাণ গতি ॥

কটির ক্ষীণতা হরি, হরি হরি বন ।
হিম ভস্মে বিবস্মেভে, করিল শমন ॥
করি অরি, ভব অরি, হরি নাম যায় ।
এখন হয়েছে তার, হরিনাম সার ॥
এ সময়ে কেন প্রাণ, মান কর আর ।
দুলাইয়া ক্ষীণ কটি হাঁটো একবার ॥
কোথা হরি, কোথা করী, হংস কোথা রবে ।
পতি হেরে রতিপতি, পছানন্দ হবে ॥

তব উরু গুরু ভাব, হেরি রত্না তরু ।
লিখিয়েতে শীর্ণকায়, পাপে হয় সুরু ॥
কেমন কর্ণের ভোগ, নাই যায় বল ।
শুকাইল লুকাইল, ফল পেয়ে কল ॥

পদ চোর পদে নাই, মরিল বিপদে ।
প্রেমগয়ি, প্রেমদাসে, রাখে প্রাণ পদে ॥

চাঁপাফুল কোরেছিল, অঙ্গুলের রেখা ।
কোথা সে এখন তার, নাই আর দেখা ॥
কোথা তার কটু মধু, কোথা তার মল ।
শীতগমে ভুজ পেয়ে, পলাইল খল ॥
চম্পক বরণী খনি, মারা গেল চাঁপা ।
করাঙ্গুলি চাঁপা কলি, বুকে দেও চাঁপা ॥

কপ চুরি করি হেম, প্রেম নাই পায় ।
হিমে তারে হিম বলি, নাই তেলে গায় ॥
বন্দিরূপে বদ্ধ হয়ে, আছে কারাগারে ।
আমারে ভুজিত কর, প্রেম হেম হারে ॥

পিকবর, মধুকর, স্বরচোর দুটো ।
শীতের নিকটে আছে দাঁতে করি কুটো ।
তার নাই কোকিলের, মনোহর রব ।
বুছ ভুলে উছ বলে, হয়েছে নীরব ॥
নিয়ত নয়নে তার, বহে নীরধার ।
কুহুর আকাব পেলে, হোয়ে কুছ হারী ॥
দেখ আর জমরার, ঘটেছে কি দায় ।
হেরিয়া তাহার গুণ, বুক ফেটে যায় ॥
সরোবরে বিকসিতা, নহে তার বধু ।
মনে ভাবে, কোথা যাবে, কোথা পাবে মধু ॥
ভ্রমে পড়ে ভ্রমে গিয়া, সরোবর ভীরে ।
ক্ষোভ পেয়ে সুধু মুখে, আসে রোজ ফিরে ॥
কেতকী কাঁটায় পোড়ে, হিঁড়িকা হ পাখা ।
সকল শরীর তার, হোলো রজ মাখা ॥

তুণ তুণ করে জলি, শুনিতেই যনি।
 তুণ তুণ তুণ ময়, রোমনের খনি ॥
 সর্কলে পাইল লাজা, চোর ছিল যত।
 ধনি তব ধনি ফোর হোলো ধনি হত ॥

হৃদু হৃদু হাসা জরি, মধুর বচনে।
 একবার কথা কহ, প্রাকুল বদনে ॥
 অধা হবে দেহ প্রাণ, প্রেমগুণ পেয়ে।
 পলাইবে অরিচর, পন্নিচর পেয়ে ॥
 নানিকার উক্তি।

শুনিয়া এসব কথা, মান পরিহরি।
 নাগরের করে ধরি, কচিছে নাগরি ॥
 রসিকের রসাতল বৃষ্টিবার তবে।
 ছলেতে ছিলাম প্রাণ, অভিমান ভরে ॥
 কতু কি তোমার প্রতি, থাকি আমি মানে।
 পরিমাণে করি মান, হরি মান মানে ॥
 গেল মান, গেলে মান, হিতকারী শীত।
 রাখহ তাহার মান, যে হয় বিহিত ॥

শ্রীমদ্বর্নন।

রূপক।

কুঞ্জলতিকাক্ষন।

আরতো বাঁচিলে প্রাণে বাপ্ বাপ্ বাপ্।
 বাপ্ বাপ্ বাপ্ একি গুমেটের দাপ্ ॥
 বিষহীন হোয়ে গেল বিষধর সাপ্।
 তেক্ তার বুক মুখে মারিতেছে লাক্ ॥
 বলিতে মুখের কথা বুক লাগে হাঁপ্।
 বার বার কত আর জলে দিব যাঁপ্ ॥
 প্রাণে আর নাহি সয় তপনের তাপ্।
 শূন্য হতে পড়ে যেন অনলের চাপ্ ॥

বিকল হোঁতেছে সব শরীরের কল।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা জলদেবের বল্।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥

কি করে করণ্ অতি রবি মহাশয়।
 অরুণ ত নয় একে অরুণতনয় ॥
 কিগুণ দেখিয়া লোকের নিজ ভাবে কর।
 মিত্র যদি মিত্র, তবে শত্রু কোথা রয় ॥
 এই ছবি এই রসি খব অতিশয়।
 নলিনী কি গুণ দেখে; বিকলিত হয় ॥
 পিতৃগুণ গুজে হয় এইত নিশ্চয়।
 পিতা হোয়ে রবি ব্যাটা পুত্রগুণ লয় ॥
 জর জর করিতেছে হরিভেছে বল্।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা জলদেবের বল্।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥

চার খার হইতেছে অখিল সংসার।
 ঘোর রিক্তি যায় সৃষ্টি বৃষ্টি নাই আর ॥
 কিবা ধনী কিবা দীন কেহ নাই স্নেহে।
 সবাকার শবাকার হাহাকার মুখে ॥
 কণমাত্র কেহ আর নাহি হয় স্থির।
 কার সাধ্য দিনে হয় ঘরের বাহির ॥
 শমনতাতের তাতে বালি তাতে ভাই।
 তাতে যদি পড়ে পদ রক্ষা আর নাই ॥
 তখন অচল হোয়ে পড়ে ভুমিভঙ্গ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা জলদেবের বল্।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥

জল বিনা জলাশয়ে মরে জলচর ।
 কেমনে বাঁচিবে বল স্থলবাসি নর ॥
 পশু পক্ষী আদি-করি ভুটর খেচর ।
 একেবারে সকলেরি দহে কলেবর ॥
 শীতল হইবে বোলে যদি যাই বনে ।
 বনের বিরহে তথা স্থা নাহি মনে ॥
 তরুতলে তাপ দেয় মারাকণা ছায়া ।
 উপরে তপন বধে নীচে তার জায়া ॥
 বাবা হোয়ে ছুটি বাবা দেখে দাবানল !
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা জলদেবেরে বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥

বাঘ হোল রাগ হত তাগ নাই তার ।
 শিকার স্বীকার নাই শিকারে বিকার ॥
 তাব দেখে বোধ হয় হইয়াছে যুগি ।
 তার কাছে শুয়ে আছে যুগ আর যুগি ॥
 হরি হরি হেব তাব ডাকে হরি হরি ।
 করী আছে তার কাছে প্রেমভাব করি ॥
 একঠাই রহিয়াছে রাক্ষস বানর ।
 ময়ূর ভুজঙ্গ নাই বৃন্দ পরম্পর ॥
 ছেড়েছে খলতা রোগ যত সব খল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা জলদেবেরে বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥

হায় হায় কি করিব রাম্ রাম্ রাম্ ।
 কত বা মুচিব আর শরীরের খাম্ ॥
 টস টস করে রস করে অবিশ্রাম ।
 দাক্ষিণ্য দুর্গজ গায় পোচে যায় চাম্ ॥

ঘামাচি ঘামের ছেলে উঠে দেহ দেয়ে ।
 পূবের বাঙ্গাল চাচা যত বাবু ভেয়ে ॥
 নখাঘাতে হয়ে বায় সব জল খোলা ।
 সাক্ষাৎ পরেশনাথ ববরম ভোলা ॥
 একেবারে বদ্ধ হোল মৃত আর মল ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা জলদেবেরে বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥

আকাশে না শুনি আর সলিলের নাম ।
 বিরস হইল গাছে রসময় জাম ॥
 শুখায়ে সকল পাখা বাড়ে হৈল তাজা ।
 কালরূপ যুচে তার হইয়াছে রাঙ্গা ॥
 নারিকেল শুখাইল হোয়ে জল হারা ।
 বেতাল হইয়া তাল শাঁসে যায় মারা ॥
 কোষেতে ধরেছে দোষ জল না পাইয়া ।
 কাঁটাল হইল জেঠা এঁচড়ে পাকিয়া ॥
 জল বিনা মধুহীন হলো মধুকল ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা জলদেবেরে বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥

হইলে মধ্যাহ্ন কাল কি প্রেমা দ যটে ।
 জীবন শুখাতে থাকে কলেবর যটে ॥
 ছট্ ফট্ জুটালুটি এলাশ ওলাশ ।
 আই চাই করে খাই পাখার বাতাস ॥
 পাখার পবনে প্রাণ কত যায় রাখা ।
 বোধ হয় সে বাতাসে হৃতাশন মাখা ॥
 নিদারুণ নিদাঘেতে নাহি পরিহাণ ।
 জগত্তের প্রাণ নাশে জগত্তের প্রাণ ॥

অনিল কবিত্তে বৃষ্টি, প্রবল অনল ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা জলদেবের বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥

উপরে চাহিয়া দেখ, পাখী কি প্রকার ।
 পাখার উপরে করে, পাখার প্রহার ॥
 কাতর হইয়া কত, কাঁদিতেছে দুখে ।
 অবিরত, হা জল যো জল, বলে মুখে ॥
 ক্ষণ মাত্র নীচ পানেন, নাহি চায় কিরে ।
 উর্দ্ধমুখে ডেকে ডেকে, গলা গেল চিরে ॥
 তবু ঘন নাহি হয়, সদয় স্বদয় ।
 খেয়েছে কাণের মাথা, নীরদ নিদয় ॥
 পিপাসায় মারা যায় চাতকের মল ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা, জলদেবের বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

আহার প্রহার সম, নাহি রোচে কিছু ।
 দাঁতে কেটে, থু করে ফেলিয়া দিই নিচু ॥
 পাত পেতে, ভাত বেতে, বিষ বোধ হয় ।
 ডাল্ খোল্ বাহা মাখি, কিছু ভাল নয় ॥
 অধু মাত্র, বেছে খাই, অম্বলের মাছ ।
 নিকটে না আনি আর, কষলের* গাছ ॥
 কেবল অম্বল রস, সঞ্চল করিয়া ।
 পেটের ধমল পাড়ি, টম্বল ধরিয়া ॥
 তবু পোড়া দেহ মম, না হয় শীতল ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

* ভেড়া ও মটনাদি ।

জলদে জলদে বাবা, জলদেবের বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

গ্রীষ্ম করে বিশ্বনাশ, কৃশ্য তরুণ ।
 সৃষ্টি আর নাহি হয়, সৃষ্টির গোচর ॥
 শাখী পরে আঁধি মুদে, আছে পাখী সব ।
 চরে আর নাহি চরে, নাহি কলরব ॥
 কোকিল কাতর হয়ে, কাননে অবিছে ।
 ডেকে হেকে হেকে, গলা ভাঙিতেছে ॥
 বিরল বিপিন মাঝে, মার করি গাছ ।
 ধার্মিক হইয়া বক, নাহি ছোঁয়া মাছ ॥
 ভুল কুঁড়িয়া তাপ, পোড়ায় নিভল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা, জলদেবের বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

ভাবি মনে স্নিগ্ধ হব, সরোবরে নেয়ে ।
 পুকুরে ফুকুরে কাঁদি, জল নাহি পেয়ে ॥
 সে জলে অনল জলে, পুড়ে হই থাক ।
 ডুব দিয়ে ডুত সাজি, গায়ে মেখে পাঁক ॥
 কত জল খাই তার, নাহি পরিমাণ ।
 ডাগর হইল পেট, সাগর সমান ॥
 বোতলের ছিপি খুল, যদি খাই সোঁদা ।
 তার তার বোদী লাগে, মুখ হয় জোঁদা ॥
 উদরে খেলিয়া ঢেউ, করে কল্ কল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা, জলদেবের বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

উপবনে উপভোগে, ইচ্ছা সবাকার ।
কিন্তু হয় উপবাসে, উপবাস সার ।
তুলিয়া প্রফুল্ল ফুল, নিলে তার বাস ।
অনলের আভা এসে, নাকে করে বাস ॥
উষা আর উষাসিতে, ভরুতলে বাস ।
কিঞ্চিৎ শীতল হয়, ফেলে দিলে বাস ॥
শুন্ শুন্, শুণ তুলি, আছে অক্ষকারে ।
অলি আর বলি নয়, কলি দলিবারে ॥
হইল সুবাস হত, কমলের দল ।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেবেরে বল্ ।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

নাঠ আছে কাঠ হয়ে, ফুটি কাটা মাটি ।
কোথা জল, কোথা হল, কোথা তার পাটি ॥
হোয়ে চাশা, আশা হারা, হায় হায় বলে ।
কাঁদিয়া ভিজায় মাটি, নয়নের জলে ॥
শস্য চোর গ্রীষ্ম-ব্যাটা, দস্যু অভিশয় ।
কৃষির কল্যাণ কথা, কতু নাহি কর ॥
কপালে আঘাত করে, নীলকর যারা ।
রবি করে সারা হোয়ে, মারা গেল চারা ॥
আকাশ চাহিয়া আছে, কাছে রেখে হল ।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেবেরে বল্ ।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

নগরের দক্ষিণেতে, যত শ্বেত নর ।
বাটায়ে খসের টাটি, মড়িয়া ঘর ॥

ভাহাতে চাঁদের জল, ঢালে নিরন্তর ।
তখাচ শীতল নাহি, বয় কলেবর ॥
ও গাড্ ও গাড্ বসি, উষেতে উলিয়া ।
মনোহর হাঁসা সৃষ্টি, কামিজ খুলিয়া ॥
ব্রাণ্ড-জল খায় তবু, ঠাণ্ডি নাহি করে ।
কেবল চাইন্* ভরা, আইসেরা পরে ॥
শুখায়েছে বিবিদের, মুখ শতদল ।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেবেরে বল্
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

মণ্ডালোবা দধি চোবা, ঢোসা দল যত ।
কোবা ধরা গোঁসা ভরা, ভপে ভপে রত ॥
প্রভাতে উঠিয়া মরে, মিছে ফুল তুলে ।
পূজার আসনে বসে, মন্ত্র বায় ভুলে ॥
শিবেরে ঠেকায়ে কলা, কলা আগে চায় ।
খপ্ করে তুলে নিয়ে, গপ্ করে খায় ॥
ভূতপালে ফেলে দিয়া, নিজ পেট পালে ॥
কোবা ধরে ঢক্ ঢক্, জল ঢালে গালে ॥
না ছুঁতে না ছুঁতে কুল, আগে চায় ফল ।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেবেরে বল্ ।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

একেবারে মারা যায়, যত চাঁপদেড়ে ।
হাঁস ফাঁস করে যত, প্যাঁজ খেগো নেড়ে ॥

* ইচ্ছা ।

† বরফ ।

বিশেষতঃ পাকা দাড়ি, লেট মোটা ভুঁড়ে ।
 রোজ গিজা পেটে ঢোকে, মেড়া মাথা ফুঁড়ে ॥
 কাঁজ, কোলা; মিন্না মোজা, দাঁড়িপাল্লা ধরি ।
 কাছায়ে জা, ডোবাডালা, বলে আল্লা মরি ॥
 দাড়ি বোরে ঘাম পড়ে, বুক যায় তেলে ।
 বৃষ্টি জল পেয়ে খেন, ফুটিয়াছে কেশে ॥
 বদনে ভরিছে সুধু, বদনার নল ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা, জলদেদে বল্
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

বাবুগণ কাবু হন, কেহ নন্ সুখী ।
 বোকা হয়ে খোকা ভাব, বিবি সব খুশী ॥
 মলিনা মলির প্রায়, যত চাঁদযুখী ।
 যাড়ে আর নাহি লয়, মদনের সুঁকি ॥
 যোগ হোলে ভোগ নাই, নাই লুকোলুকি ।
 আসলে কুণল নাউ, সুধু উঁকি যুঁকি ॥
 দিগে খিল হোয়ে মিল, মুখে উঠে উকি ।
 তখনই ছাড়াছাড়ি গাত্র সৌকা সুঁকি ॥
 চোখে মুখে শ্রম জল, পড়ে গল্ গল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা, জলদেদে বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

হায় হায় কার কাছে, করি বল খেদ ।
 যায় ধর্ম্য একি কর্ম, হয় মর্ম্ম ভেদ ॥
 স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ ।
 নিদাশ নাস্তিক ব্যাটা, লুপ্ত করে বেদ ॥

সধবা হইল যেন, বিধবার প্রায় ।
 কেহ আর অলকার, নাহি রাখি পাঁর ॥
 সদাই চঞ্চল মন, বস্ত্র খুলে থাকে ।
 ইচ্ছা করে অকলেটের, অকলে না দোখে ॥
 আগে ভাগে খুলে ফেলে, বালা আর বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা, জলদেদে বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

কোথায় বরুণ, হায়, কোথায় বরুণ ।
 বরুণ করুণ হোয়ে, সাগর তরুণ ॥
 লুকায়ে দারুণ ভাব, অরুণ সরুণ ।
 এখনি নিদয় গ্রীষ্ম, মরুন্মরুণ ॥
 ঘন ঘন, ঘন দল, চরুণ চরুণ ।
 জীবের সকল দুখ, হরুণ হরুণ ॥
 অবনীর্ উপকার, করুণ করুণ ।
 গ্রীষ্মনাশেরণ অজ্ঞ ধরুণ ধরুণ ॥
 মেঘনাশে হয়ে থাক্, ধরা টল্ টল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা, জলদেদে বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

কোথায় করুণাময়, জন্মভের গতি ।
 ভব ভব নাশ হয়, কি হইবে গতি ॥
 করুণা কটাক্ষ নাথ, কর এক বার ।
 পড়ুক আকাশ হোতে, সুধার সুধাব ॥
 চেয়ে দেখ চরাচরে, কারো নাহি বল্ ।
 ক্রিপণ হোয়েছে সব, অচল লচল ॥

আর নাহি সহ হয়, প্রভাকর কর।
 যারা যায় তব দাস, প্রভাকর-কর ॥
 কাতরে ভোমায় ডাকি, আঁখি চল্ চল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
 জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্ ।
 দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

বিশ্বযাত্রা।

প্রকৃতির সহিত প্রকৃতিপতির বিশ্বযাত্রা
 অতি চমৎকার! এ যাত্রা সে যাত্রার
 সুরধারকে নিমন্ত্রণ করিতেছে,— এষ্ট
 প্রাকৃতিক বিশ্ব প্রকৃত নাটকের নায়
 দৃশ্য হইতেছে, তখাচ জাস্তি বশতঃ
 আমরা প্রকৃতির প্রকৃত ব্যাপার কিছুই
 বুঝিতে পারি না, কিছুই জানিতে পারি না,
 এবং চিন্তের অস্তিত্ব জন্ম স্থির হইয়া
 কিছুই স্থির করিতে পারি না।—যেমন উভয়
 বধিরে কথোপকথন হইলে পরস্পর পরস্প
 রের বাক্যের ভাব গ্রহণ ও মর্ম্মানুধাবনে
 সমর্থ হয় না, অথচ পরস্পর নিজ নিজ
 কল্পিতভাবের অভিপ্রায়ানুযায়ী এক এক
 রূপ অনির্বচনীয়, মর্ম্মাসংগ্ৰহ পূর্ব্বক আপ-
 নাপন অন্তঃকরণে এক প্রকার সংশয়শূন্য
 হইয়া অনিশ্চিত বিষয় নিশ্চিত বোধে
 গোলযোগে কার্য সাধন করে, সেই প্রকার
 পূর্ব্বকালাবধি এ পর্য্যন্ত এই অবনীবাশি
 মানব মাত্রেই পরস্পর সকলে জগতীয়
 বাবতীয় ব্যাপারে কেবল নানারূপ উল্লেখ

করিয়া আনিতেছেন, কিন্তু এক আশ্চর্য্য!
 পরস্পরের উক্তি নহিত পরস্পরের
 উক্তি প্রায় ব্যতিক্রম দেখিতেছি। ইহাতে
 কোন উক্তি যুক্তিযুক্ত, তাহা কিরূপে
 স্থির হইতে পারে, বাঁহার বুদ্ধির যেরূপ
 তাৎপর্য্য ও বতদূর পর্য্যন্ত সীমা, তিনি
 সেই পর্য্যন্তই নির্ণয় করিতে পারেন, অনু-
 ভাবের অমুভূতি বতদূর, ততদূর অবধিই
 বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষুর্দ্ধি হইতে পারে, তাহার
 অতিরিক্ত কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে,
 অতএব এতরূপ সংশয়সংঘটিত সন্দেহ-
 শীল হইয়া সংসারসিন্ধুর তটে নিরন্তর
 সঞ্চরণ করা সঞ্চরণ দুঃখের ব্যাপার
 নহে। এই সংশয় পাশ ছেদ করিয়া কি
 উপায়ে সন্দেহশূন্য হইব? তাহার ভেদ
 পাওয়া অতিশয় দুষ্কর হইয়াছে। যাহা
 হউক, আমরা ঐশীক বিষয়ের অধিকতর
 আলোচনা করণে অভিলাষ করি না, কারণ
 ভাবনা-দ্বারা তাহার কিছুই নিশ্চয় করা
 যায় না, শব্দমাদি গুণ-বিশিষ্ট পুরাতন
 ভপস্থিগণ বৈষয়িক কোন বিষয়েই প্রবৃত্ত
 হয়েন নাই, নদীর জল, বৃক্ষের ফল, এবং
 গলিত পত্রাদি আহার করত যাবজ্জীবন
 শুদ্ধ শুদ্ধচিত্তে অতিষ্ঠা চিন্তাময়ের তত্ত্ব-
 স্তায় নিযুক্ত ছিলেন, তখাচ তত্ত্বমহাজানি
 মহাশূন্য মহাশূন্য মহাশয়েরা সেই অনন্ত
 গুণাবৃত্ত অনন্ত পুরুষের অনন্ত লীলার
 অন্ত করিতে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে
 আমি ক্ষুদ্র এক ভাণ্ডস্থিত পিপীলিকাবৎ

হইয়া বৃহৎ আঁশু বিরচকের প্রকাশ্য কাণ্ডের কথা কি উল্লেখ করিয়া অধ্যায়ি কেইই প্রাকৃতিক কল্পের স্বার্থ মর্মেত হইতে পারেন নাই। ভৌতিক বিষয়ে যিনি বাহ্য উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকলি ভৌতিকবৎ, যখন আমরা সামান্য নটনট্টাদিগের নাটক এবং প্রেক্ষালোকাদিগের ইন্দ্রজাল বিদ্যায় আশ্চর্য্য জ্ঞানে তাহার সকল অমূল্যানে অশঙ্ক হই, তখন যিনি এই জগৎকে নষ্টক স্বরূপ করত আপনি অদৃশ্য হইয়া শূন্যে শূন্যে নানা প্রকার ক্রীড়া দেখাইতেছেন, আমরা সেইনিখিল নট নাটের গুরুত্ব অত্যাশ্চর্য্য অল্পম নাটের বিষয় কি বুঝিতে পারিব? চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নাট্যশালায় আলোক হইয়াছে। স্বভাব সূত্রধার হইয়া যাত্রার সকল সূত্র সঞ্চার করিতেছে। ছয় ঋতু কেলীকিল অর্থাৎ ভাঁড়ের স্বরূপ হইয়া কত প্রকার কৌতুক করিতেছে। জলধর তাঁহার বাদ্যকর হইয়া জলযজ্ঞে বাদ্য করিতেছে। পবন গায়ক হইয়া কখনো উচ্চ কখনো মৃদুস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। সামান্য নটেরা রাজি ভিন্ন কেলি করিতে পারেনা, কিন্তু এই নটকের বিশ্রাম দেখিতে পাই না। সামান্য যাত্রার অধিকারীগণ অনেকের আশ্রয় ও সাহায্য বাতীত কার্য্য করিতে পারে না, এই বিশ্বযাত্রার অধিকারী কাহারো আত্মকুল্যের অপেক্ষা করেন না, স্বয়ং সমুদয় সম্পন্ন করিতেছেন। সামান্য যাত্রার ভাব সকল ভাবনীয়, সংসার যাত্রার

ভাব অত্যন্ত অভাবনীয়। সামান্য যাত্রার বালকেরা ইচ্ছা পূর্ব্বক সত্ত্ব সাক্ষিগা থাকে, বিশ্বযাত্রার বালকেরা সর্বদা অসাক্ষিয় সত্ত্ব সাক্ষিতেছে অর্থাৎ আমরা উক্ত যাত্রার অধিকারির অধীনস্থ বালক হইয়াছি, আমরা দিগের কখনই সত্ত্ব সাক্ষিতে ইচ্ছা নাই কিন্তু প্রকৃতি আমাদের অবস্থার বিকৃতি করিয়া পুনঃপুনঃই সত্ত্ব সাক্ষিতেছেন, ইহা আমরা দেখিয়াও দেখিতে পাই না, জানিয়াও জানিতে পারি না, বরং তাহাতে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াই থাকি। আমাদের বাল্যকালের অবস্থা একরূপ, অতি কোমল, অতি সূক্ষ্ম, এককালীন ভাবনা-শূন্য, যেন সাক্ষাৎ সদানন্দময়। পরে যৌবন কালের অবস্থা আর এক প্রকার, মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যের ন্যায় দিন দিন লাভগোরে উজ্জলতা, দেহের প্রবলতা ও বলের আধিক্য হয়। ঈশ্বরীয় সূত্র সম্বোধনে সত্তত সংযুক্ত, কখনো বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত, এবং কখনো পরিবার প্রতিপালনার্থ অর্থ ও অন্নচিন্তায় চঞ্চলচিত্ত। পরিশেষে বৃদ্ধকাল যত নিকট হয়, ততই শরীরের ভাব বিকট হইতে থাকে। দিবসান্তে দিবস-কাস্তের দৈন্যদশার ন্যায় দিন ২ দেহ ক্ষীণ হইয়া যায়। হস্ত, পদ, চক্ষু, কণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে শক্তিহীন হইতে থাকে, দস্তাবলিরাজিত যে মুখমণ্ডল, মুক্তা-মণ্ডিত মরকত মুকুরের ন্যায় শোভা করিত, পরে সে শোভা আর কিছুই থাকে

না, যে দস্ত আঘাত দ্বারা প্রান্তর লৌহাদি চূর্ণ করিত, পরে সেই দস্ত আবার কীটের দণ্ডে চূর্ণ হইয়া যায়। যে কলেরবর কৃষ্ণাকৃতি তৃণ-পুষ্টি উদ্ভাবনের ন্যায় শোভিত হইয়া ছিল, পুষ্কার সেই কলেরবর ধবলাচলের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে থাকে। হে মনুষ্য! তুমি বিশ্বনাটকের বহুরূপী কৌতুকী হইয়া কেনল কৌতুক দেখাইতেছ, কিন্তু আপনি কিছুই কৌতুক দেখিতে পাও না, অতএব ইহার অপেক্ষা আর অধিক কৌতুক কি আছে? যাত্রাকরদিগের যাত্রা সকল আরম্ভ হইয়া কিঞ্চিৎ পরেই শেষ হয়, কিন্তু গঙ্গা-যাত্রা তিন্ন এই সংসারযাত্রার শেষ যাত্রা হয় না, সুতরাং যে যাত্রার যাত্রী হইয়া যাত্রা করিতে আসিয়াছ, বদবধি সে যাত্রা শেষ না হয় তদবধি অধিকারীর মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার প্রিয় হইতে চেষ্টা কর।

তুমি মানবনামধারি ঐন্দ্রজালিকদিগের কৰ্ম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছ, তাহারি গোটা কত পণ্ডপক্ষি লইয়া জীড়া করিতেছে, অগদৈন্দ্রজালিক অগদীশ্বর পাঁচটা ভূত লইয়া যে সমস্ত ব্যাপার করিতেছেন, তুমি তাহার কি দেখিতেছ? কি বুঝিতেছ? তুমি ঐ ভূতের কাণ্ড কিছু কি বুঝিতে পার? যেমন বাজীকরেরা যে সকল দ্রব্য লইয়া বাজী করে, সেই সকল দ্রব্য, সেই সকল ক্রীড়কগণের ক্রীড়ার বিষয় জানিতে পারে না, সেইরূপ আমরা বিশ্বক্রীড়াকরকের

ছাড়াবাজীর প্রভুল কইয়া তাঁহার মায়া-বাজীর মর্ম কিছুই বুঝিতে পারি না। একটা ভূতের নাম শুনিলেই আমরা সকলে ভয়ে তটস্থ হই। তিনি অহরহ পাঁচটা ভূত লইয়া ভূতের মেলা এবং ভূতের খেলা করিতেছেন, অতএব হে মনুষ্য! তুমি এই পঞ্চভূতের অধিপতি ভূতনাথের অন্তত ভৌতিক ব্যাপার কি বুঝিতে পারিবে? ভূতের কার্য দেখিতেছ, দেখ, কিন্তু আপনার এই শরীরকে ভৌতিক আনিয়া অনিত্য জ্ঞান করত নিয়ত তদনুরূপ কার্য সাধনে অগ্রগামী হও।

তুমি অগতের মেলায় আসিয়াছ, মেলা দেখ, কিন্তু মেলা দেখিও না।

পদ্য।

বিশ্বরূপ নাট্যাশাল, দৃশ্য মনোহর।
শোভিত স্থচাক্র আলো, সূর্য্য শশধর ॥
স্বভাব স্বভাবে লোয়ে, সম্পাদন ভার।
করিছে সকল সূত্র, হোয়ে সূত্রবার।
অলখর বাদ্যকর, বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥
হয় কালে হয়কাল, হয় হয় রূপ।
রঙ্গ ভূমে রঙ্গ করে, তাঁড়ের স্বরূপ ॥
অধিকারী এক মাত্র অখিল পালক।
আমরা সকলে তাঁর, যাত্রার ষালক।
প্রকৃতি প্রদত্ত সাত শরীরেতে লোয়ে।
বহুরূপ সত্ত্ব সাজি, বহুরূপী হোয়ে।

শিশুকালে একরূপ সহজে সরল ॥
 অখল অপূর্ণ ভাব, অবল অচল ॥
 সুরেশ্বর কলেবর, অতি সুললিত ।
 নব নবনীত সম, লাবণ্য গলিত ॥
 ফণি, জল, অনলেতে, কিছু নাই তর ।
 নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময় ॥
 আইলে যৌবন কাল, আর একরূপ ।
 যুবক সূর্য্যের সম, দীপ্ত হয় রূপ ॥
 দিন দিন বৃদ্ধি হয়, শারীরিক বল ।
 নানারূপ চিন্তা হেতু, মানস চঞ্চল ॥
 ইন্দ্রিয়ের স্রব হেতু, কত প্রকণ ॥
 বহুবিধ অনুষ্ঠান, অর্থের কারণ ॥
 পরিশেষ বৃদ্ধ কাল, কালেব অধীন ।
 কৃষ্ণ পক্ষে শশী প্রায়, দিন দিন ক্ষীণ ॥
 আছে চক্ষু কিন্তু তায়, দেখা নাহি যায় ।
 আছে কণ কিন্তু তায়, শব্দ নাহি ধায় ॥
 আছে কর, কিন্তু তাহা, না হয় বিস্তার ।
 আছে পদ, কিন্তু নাই, গতি শক্তি তার ॥
 গলিত কুন্তল জাল, গলিত দশন ।
 ললিত গাত্রে মাতংস, স্নলিত বচন ॥
 ছিল আগে এই দেহ, সবল সচল ।
 এখন ধরিল গিরি, স্বভাবে অচল ॥
 ওহে জীব ভাল তুমি, রঙ করিয়াছ ।
 তিন কালে তিন রূপ, সঙ সাজিয়াছ ॥
 কেবল কুহকে ভুলে, কোতুক দেখাও ।
 আপনি কোতুক কিছু, দেখিতে না পাও ॥
 ভাল কোরে যাত্রা কর, বুঝে অভিপ্রায় ।
 কব তাই অধিকারী, তুষ্ট হন যায় ॥
 যাত্রা কোরে তুমি যাবে, আমি যাব চোলে ।
 এ যাত্রার শেষ হবে, গজা যাত্রা হোলে ॥

স্থির ভাবে এক খেলা, খেল চিরকাল ।
 ভাল্ ভাল্ ভাল্ বাকী, জগদিত্রজাল ॥
 ছায়াবাকী, মায়াবাকী, কত বাকী জোর ।
 ভাবিলে ভবের বাকী, বাকী হয় ভোর ॥
 হয় একি অপরূপ, ইন্দ্রের খেলা ।
 এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতে মেলা ॥
 ভূতে ভূতে যোগাযোগ, ভূতে করে রব ।
 দেখিয়া ভূতের কাণ্ড, অতিভূত সব ॥
 ভূতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ ।
 দেখিলাম এ ভূতের, বনোহর দেহ ॥
 কবে ভূত ছিল ভূত, আবির্ভূত কবে ।
 পুনরায় এই ভূত, কবে ভূত হবে ॥
 ভূতের বাসায় থাকো, দেখোনাকো চেয়ে ।
 দিবা নিশি ভোমারেহে, ভূতে আছে পেয়ে ॥
 ভূতের সহিত সদা, করিছ বিহার ।
 অথচ জাননা কিছু, ভূতের ব্যাপার ॥
 কখনো নিগ্রহ করে, কভু করে দয়া ।
 নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়া ॥
 এই ভূত করিয়াছে, রামের গঠন ।
 এই ভূত করিয়াছে, গয়ার সঞ্জন ॥
 এই ভূতে রহিয়াছে, বিশ্ব জড়ভূত ।
 হলিগোষ্ঠি ছাড়া নম্, এই পাঁচ ভূত ॥
 ভূতনাথ ভগবান, ভূতের আধার ।
 সর্বভূতে সমভাবে, আবির্ভাব যার ॥
 ভূত হবে কলেবর, ভূতের সদন ।
 অতএব ভূতনাথে, সদা ভাব মন ॥



আনিয়াছ অগতের, মেলা দরশনে ।
 দেখ দেখ দেখ জীব, যত সাধ মনে ॥

কিন্তু এক উপদেশ, কর অবধান ।
 ঠাটের হাটের মাঝে, হও সাবধান ।
 দেখো যেন যেন কভু, নাহি হয় ভুল ।
 কোরোনা কাঁচের সহ, কনকের তুল ।
 তাঁরে দেখ একবার যার এই মেলা ।
 মেলার জামোদে মেতে দেখোনাক মেলা ॥

হে মনুষ্য ! তুমি সাংসারিক তাবদ্ব্যাপার
 দর্শন করিতেছ । সকলি অনিত্য জানিয়াছ,
 অতএব এই অনিত্য সুখসন্তোগে অতি
 শয় আসক্ত হইয়া তত্ত্বপথ বিস্মৃত হইও
 না । যে কার্য্য করিবে, তাহাতে কামনাশূন্য
 হও, তুমি পরমার্থপঙ্কজ-পুষ্পের স্বমিষ্ট
 উত্তম মধু পরিহার পূর্ব্বক কেন কামনা-
 রূপ কল্কটাবৃত বসহীন কৈতকীকাননে
 ভ্রমণ করিতেছ ? ঈশ্বরের প্রতি মনের
 সহিত ভক্তি কর, ঈশ্বর তোমাকে জননীর
 জঠরানল মধ্যে স্থাপিত করিয়াও অতি
 কোমল কলেবর প্রদান করিয়াছেন,
 তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হও ।

অগদীশ্বরের সাধনা করিতে যদি
 বিপদ হয়, তবে সেই বিপদকে সম্পদ
 জ্ঞান করিবে । ভগবানের ভজনা ভিন্ন যে
 সম্পদ, সে সম্পদ তোমার পক্ষে বিপদ
 হইয়াছে । ঈশ্বর তোমার নিকটেই আছেন,
 তুমি তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ভ্রান্তি
 বশতঃ কোথায় ভ্রমণ করিতেছ । যদি
 সেই এক অদ্বিতীয় নিত্য বস্তুতে তোমার
 বিশ্বাস না হয়, তবে ইস্তাহাদ প্রাপ্ত হইলে

দুঃখ ভোগ করিবে, সুখ কখনই তোমার
 নিকটস্থ হইবেক না, আর তুমি যদি
 তাহার প্রতি যথার্থ প্রীতি কর, তবে
 বিনাধনে যনেশ্বর কুবের অপেক্ষা অধিক
 সন্তোষ প্রাপ্ত হইবে ।

পরমেশ্বরের প্রতি যদি তোমার যথার্থ
 আস্থা থাকে, তবে তুমি শাস্ত্রের উপর
 কেন নির্ভর কর ? তিনি শাস্ত্রের গম্য
 নহেন, তাহার শাস্ত্র সকল শাস্ত্র ছাড়া,
 তাহাকে জানিবার জন্য ভক্তিই মূল শাস্ত্র
 হইয়াছে ।

অতএব যাঁহা হইতে দেহ পাইয়াছ,
 মন পাইয়াছ, বুদ্ধি পাইয়াছ, সুদ্ধ তাঁর
 প্রতি ভক্তি রাখ, বিশ্বাস রাখ, ভগবান্
 বিদ্যার অধীন নহেন, ভগবান্ ধনের
 অধীন নহেন, ভগবান্ কেবল ভক্তের
 অধীন হইয়াছেন । তুমি তাহার ভক্ত,
 তিনি তোমার প্রভু, এই জ্ঞান করিবে,
 এবং তিনি যখন যে অবস্থায় রাখিবেন,
 তখন তাহাতেই সন্তোষিত হইবে এবং
 যথার্থ প্রেমার্দ্ৰচিত্ত হইয়া তাহার গুণ গান
 করিবে ।

কাল ।

গগনবিহারী ধ্বাস্তহারী সরোজ বিকচ
 কারী দিবসবাক্সর অদ্য চতুর্বিংশতি পক্ষ
 পরিমিত দ্বাদশ রাশি পরিক্রম পূর্ব্বক পুন-

কীর এক অজ্ঞাত নূতন বৎসরের অধ্যক্ষ হইয়া এই মাত্র প্রথম গণিত রাশিচক্রে স্বকর সন্দীপন করিলেন। এই পরিপূর্ণ এক বৎসর পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণী সূর্য্যোদয়ে দিবস এবং সূর্যাস্তে রাত্রি নিরূপণ পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাবে স্বভাবজাত সুখ সম্ভোগ পুরঃসর জীবনযাত্রা যাপন করিবে। অধুনা দৈবাধীনে অথবা কর্ম্মাধীনে যে সকল ঘটনা হইবেক, এই নূতন অন্দের দিনের অধীনে সেই সকল ঘটনার গণনা হইবে। অদ্য বন্ধুমণ্ডিত যে স্থানে অবস্থান করিতেছি এই অদ্য চিরকালই অদ্য আছে, এবং অদ্যই থাকিবে, কেবল জীবিত কালের সংখ্যা ও তদ্ব্যটিত আর আর ব্যাপারের স্থিরতা রাখিবার নিমিত্ত এই অদ্যকে অদ্য, কল্য, পরশ্ব ইত্যাদি উপাধি প্রদান করিতেছি। দিবস রজনী গণনা-ক্রমে এই এক অদ্যই সপ্তাহ হইতেছে, এক অদ্যই মাস হইতেছে, এক অদ্যই অয়ন হইতেছে, এক অদ্যই বৎসর হইতেছে, এবং এই এক অদ্যই যুগ হইতেছে। কি অদ্য, কি কল্য, কি পরশ্ব কি সপ্তাহ কি পক্ষ, কি মাস, কি ঋতু, কি অয়ন, কি বর্ষ, ও কি যুগ, ইহাদিগের প্রত্যেককেই অদ্য অদ্য বলিয়া ক্ষয় করিতে হইবে, স্মরণ্য অদ্য কিম্বা সন্মুদয় শ্রেণীবদ্ধ ভাবী কল্য অদ্য নামে বাচ্য না হইয়া আমার দিগের জীবনকে শেষ করিবে না।

এই মারামণ্ডিত মহীমণ্ডলে অতি অল্পকালের নিমিত্ত স্থিত হইয়া কত

প্রকার চমৎকার দর্শন করিতেছি, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হিম, ইহার স্বভাবের রথের অশ্ব স্বরূপ হইয়া অনবরতই শূন্যে শূন্যে কালের চক্র চালনা করিতেছে, এই কাল, সেই কাল, এই সেই, সেই এই, ক্রমশঃ এই এইরূপ উক্তি করা যাইতেছে। আহা! এই অনির্কট নীয় সৃষ্টিতে কি প্রকারে প্রজা বৃদ্ধি হইয়া পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের মনে ভাব ব্যক্ত ও ঐশিক কার্য্যকৌশল অল্পভূত হইতে লাগিল তাহা বিবেচনা করিতে হইলে কেবল সেই অখিলেশ্বরের প্রতিই প্রত্যয়ের স্থিরতা হইতে থাকে। আমরা পরমেশ্বরপ্রদত্ত বুদ্ধির প্রভাবে এক শব্দ হইতে ভিন্ন ভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতকত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ রচনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে স্থাপিত করিতেছি, আবার ঐ শব্দের প্রতিগূর্ত্তি স্বরূপ অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া স্মরণকে মনের ভিতর বরণ করিতেছি। এইরূপে লিপি ধ্বজ হওয়াতে কোন শব্দই আর স্মরণের অতীত হইতে পারে না, শুদ্ধ শব্দ ও বর্ণ সহযোগে আমরা অপরিমিত ও অপরিচিত কালকে কম্পিতরূপে পরিমিত ও পবিচিত করিতেছি। এই কালের সংখ্যা কোন মতেই হইতে পারে না, তথ্য সংসারযাত্রা নির্বাহ নিমিত্ত কম্প, যুগ, বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, ত্রিখি, প্রহর, দণ্ড, পল, ও অল্পপল প্রভৃতির কম্পনার জীবের জীবিতকাল যাপন

করণের কাল গণনা হইতেছে, স্বতরাং
ঈশ্বরানুগৃহীত পুণ্যতন ভ্রানী পুরুষেরা
অপরিমিত সীমা রহিত কালকে যেক্ষেপে
বিভক্তীকৃত করিয়া সীমা নির্ণয় পূর্বক
খণ্ড খণ্ড রূপে রচনা করিয়াছেন, আমরা
দিগকে ঐ রচনার মধ্যে থাকিয়াই গণনা
দ্বারা নানা ব্যাপারে পরমায়ু ক্ষয় করিতে
হইবেক, জীবিত কালের সংখ্যা রাখিবার
প্রধান উপায় বর্ম, আমরা এইরূপ কত
বর্ষ গত করিয়া অদ্য আবার এই এক
নূতন বর্ষকে স্পর্শ করিলাম।

কাল পক্ষিস্বরূপ পক্ষ ধরিয়া পবনা
পক্ষী অতি বেগে গমন করিতেছে।
গত বৎসর এই সময়ে এই সভায় এই
প্রভাকরের মেহকারী কল্যাণকারী বন্ধু
বর্গের সমাগম হইয়াছিল, এই ক্ষণে তাহা
যেন প্রকৃত স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে,
কারণ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শিশির, শীত
ও বসন্ত এই ছয় ঋতু বর্ষকে রাশিচক্র
দ্বারা এক্ষেপে সংগলিত করিল, যেন
আমরা এইক্ষণে নিদ্রা হইতে গাত্রো
থান পূর্বক পুনর্বার সভা মধ্যে উপবিষ্ট
হইয়াছি।

ত্রিপদী।

অপেক্ষ এক পক্ষী, জীবের না হয় পক্ষী,
দুই পক্ষ দুই পক্ষ যার।

জন্ম লাভ প্রতিপদে, পায় পদ প্রতি পদে,
লোকে বলে পদ নাই তার।

এক পক্ষ, এক পক্ষ, সে কেবল এক পক্ষ,

এক পক্ষে করিতেছে গতি।

আর পক্ষ আর পক্ষ, অন্ধকার যার পক্ষ,
জ্যোতিহর ভয়ঙ্কর অতি।

দুই পক্ষ যার পক্ষ, সে কি কারো হয় পক্ষ,
পক্ষ বোলে মিছে লক্ষ্য করি।

বিপক্ষ কখনো নয়, অথচ বিপক্ষ হয়,
এ পক্ষের পক্ষ কিসে ধরি।

বহুকালী বিহঙ্গম, ক্ষণে ক্ষণে নানা ক্রম,
বিনা অঙ্গে ধরে অবয়ব।

এলো এই, গেল এই, সেই এই, এই সেই,
এই এই নেই নেই রব।

শূন্যে শূন্যে উড়ে যায়, শূন্যে শূন্যে চোরে
খায়, শূন্যে শূন্যে আয়ু করে গেয়।

দেখা যায়, ওই যায়, আর নাহি ফিরে চায়,
ছিল মীন, এই হোলো মেঘ।

এই ভেড়া হোয়ে ঘাঁড়, বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড়
ঘাস খেয়ে করিবে চরণ।

মিথুন যবন প্রায়, বিনাশ করিতে তায়,
অনায়াসে করিবে ভক্ষণ।

দেখে তার মন্দ মত, দস্তাঘাতে দশরথ,
একেবারে করিবে নিধন।

করী অরি নাম ধরি, দশরথে করে করি,
উদরেতে করিছে গ্রহণ।

পরে এক গুণ যুত, স্বভাবে প্রসূতা সূতা,
সিংহ প্রাণ করিল হরণ।

এক জন দম্য আসি, মারিয়া তুলার রাশি,
বধিবৈক কন্যার জীবন।

তার দর্প হবে মিছা, দংশন করিবে বিছা,
বিছা বাবে ধনুকের হাতে।

ধনুর ধরিয়া ছিলে, মকর ফেলিবে গিলে,

মকর মরিবে কুম্ভাঘাতে ॥

কুম্ভ জল জলে'লীন, পরিশেষে এই মীন,

• এই দিন হবে পুনর্বার ।

স্বভাবের এই শোভা, এইরূপ মনোলোভা,

এই ভাবে হইবে সঞ্চার ॥

প্রকৃতির কার্য যত, কভু নয় অন্য মত,

এই ভাব এইরূপ সব ॥

এই রবে এই ভূমি, এই আমি এই তুমি,

রব কিম্বা রবে এক রব ॥

তাই বলি অদ্য নিশা, তোমা'রে দেখিয়া কৃশা

অস্থির হয়েছ মগ মন ।

এ স্থখ কি হবে আর, এ প্রকার সবাকার,

আর কি পাইব দরশন ?

বন্ধুর বিচ্ছেদ হবে, তুমি নাহি আর রবে,

রবি সহ এলে পরে অহ ।

অতএব বলি তাই, এই এক ভিক্ষা চাই,

স্থির ভাবে রহ রহ রহ ॥

হে জীব! এই কালের প্রতি বিশ্বাস

করা কোন মতেই কর্তব্য হয় না, যে

কাল গত হইয়াছে, তাহা আর পুনরায়

প্রাপ্ত হইবার নহে। যে কাল আগমন

করিতেছে, তাহাও চক্ষু'লা অপেক্ষা চঞ্চল

হইয়া প্রস্থান করিবেক। নিশ্বাসের সঙ্গে

সঙ্গেই ক্ষয় হইতেছে, যেমন কাল সকল

গত হইয়াছে, সেইরূপ ক্রমেই আবার কত

গত হইবে তাহার নির্ণয় কিছুই নাই,

অতএব অধুনা কেবল বর্তমান কালকেই

সমাদর কর। এই বর্তমানের স্থিরতা

নাই, চক্ষুর পলকে পলকেই শেষ হই-

তেছে। এই অমূল্য সময়কে বুখায়

বিনষ্ট করা কোন মতেই কর্তব্য হয় না ।

সুতরাং এই সময়ে যাচা করিবার তাহাই

কর, যত হিতসাধন করিতে পার তাহাই

করিয়া মানবজন্ম সফল কর। এই দুর্লভ

নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি সংস্কারের

দ্বারা সময়ের স্বার্থকতা না করিলে তাহার

জন্মই বৃথা। যেমন কলসীর জল গড়াতে

গড়াতেই শেষ হয়, তদ্রূপ দেহের আয়ু

ক্ষণে ক্ষণেই শেষ হইতেছে, যত্ন কখন

হইবে তাতা কে বলিতে পারে। এই

যত্ন সময়ের অপেক্ষা করে না, মরণের

নিকট বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকল সমান,

যত্নের হস্ত হইতে কেহই মুক্ত নহে,

কেহবা গর্ভেই মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতেছে,

কেহবা ভূমিষ্ঠ হইয়া মরিতেছে, কেহবা

কৈশোর কালে, কেহবা যৌবন কালে

জীবনযাত্রা সাক্ষ করিতেছে। উর্দ্ধ সংখ্যা

কেহ কেহ শত বর্ষ সম্ভব থাকিতেছে।

যদিমাংস পয়মায়ু শত বর্ষই হইল, তবে

সেই শত বর্ষকে কত বর্ষ বলিয়া গণনা

করিব ? কেননা রজনী তাহার অর্দ্ধভাগ

হরণ করে, নিদ্রায় অর্দ্ধেক কাল শেষ

হইলে কত থাকে, পঞ্চাশ বৎসরে অধিক

নহে।-এ পঞ্চাশের অর্দ্ধ ভাগ বালা, রোগ

জরা, দুঃখ, ইত্যাদিতেই নিম্নলো'নিঃশেষ

হইয়া যায়, তবে কত রহিল, পঁচিশ বৎ

সর। এই পঁচিশ বৎসরের অর্দ্ধেক কাল

কেবল কলহ এবং দম্পতী স্ত্রুখেই সাক্ষ

হইল, তবে আর কি রহিল ? কিছুই তো

নয়, সর্বশুদ্ধ সাড়ে বারো বৎসর এই

সাড়ে বারো বৎসর কাল জন্মের দিবস
 হইতে মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত ধরিতে হইবে।
 এইরূপে কাল গণনা করিলে আয়ুরভি
 মান কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।
 হে মনুষ্য! স্বকৰ্ম্মা যাহা করিবে তাহা
 এখনি কর, রজনীর কার্য্য দিবসেই সাক্ষ
 কর। কল্যা যাহা করিতে হইবে তাহা
 অদ্যই কর। কালের অপেক্ষা করিয়া শুভ
 কৰ্ম্ম সাধনে আলস্য করা বিধেয় হয় না,
 কেননা প্রতিক্ষণেই মরণের সম্ভাবনা
 আছে। আপনাকে অজর ও অমর ভাবিয়া
 জগতের মঙ্গল সাধন করহ এবং এখনি
 মরিব এইরূপ জ্ঞান করিয়া অহিতকর
 অসৎকৰ্ম্ম করণে বিরত হও। আত্মাকে
 প্রসন্ন করিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ কর।—
 পরম প্রীতিচিন্তে পরমপূজ্য পরম পুরু
 ষকে স্মরণ কর।—মনের অসম্ভাব সকল
 হরণ কর, সাধু কার্য্যে সময়কে বরন কর,
 আনন্দ মনে আনন্দবনে চরণ কর।

পদ্য ।

রাগিণী ললিত ।

বিকলে সময়, যদি কর ক্ষয়,
 অসময় কিবা হবে রে।
 নিজ-বোধহীন, হোয়ে ভ্রমাদীন
 কত দিন আর হবে রে।
 শরীর রতন, নহে চির বন,
 এত ভ্রম কেন তবে রে।
 বাহি জান জীব, আপনার শিব
 অশিব ভুগিছ তবে রে।

কত দিন আর আমার আমার
 অভিমান ভার হবে রে।
 আর কত কাল বিরম বিফল
 রিপু ষড়জাল হবে রে।
 এখনো চেতন, হলোনা চেতন,
 চেতন পাইবে কবে রে।
 পরিহরি সব, হরি হরি রব,
 মুখে আর কবে কবে রে।
 পরম সুখার, সুমধুর তার,
 আর কতক্ষণে লবে রে।
 কররে সাধন, পাইবে স্বধন,
 নিধন হইবে যবে রে।
 কবিত্তে ভাবনা, কিসের ভাবনা,
 কেনবে ভাবনা ভাবে রে।
 ভাবি ভাবময়, তাহারে সদয়,
 ভাবেতে যেজন ভাবে রে।
 ভাব না বুঝিয়ে, ভাবনা করিয়ে,
 কেমনে ভাবনা যাবে রে।
 ভাবের বিষয়, হোলে ভাবোদয়,
 অনাসে সে ধনে পাবে রে।
 বাহিরে থাকিয়া, বাহির দেখিয়া,
 মিছে কেন কাল হর রে।
 শুন বলি সার, আগ একবার,
 ঘুমে কেন আর মর রে।
 ঘরের ভিতর, আছে এক ঘর,
 সে ঘরে প্রবেশ কর রে।
 মীমা মূল ধন, রোয়েছে গোপন,
 . সেই ধন গিয়া ধর রে।
 দিবস থাকিতে, পাইবে দেখিতে,
 অতিশয় মনোহর রে।

এলে পরে নিশা, হারাইবে দিশা,
 আঁধার হইবে ঘর রে ॥
 কাল আর নাই, দিনে দিনে ভাই,
 কর তুমি ভাই কর রে ।
 নিয়ে সার খন, স্মৃতে তুমি মন,
 আশা পাশ হোতে তর রে ॥
 করুণা কমল, করিয়া অমল,
 অলি হোয়ে তায় চর রে ।
 পাপ অঙ্গকার, কেন রাখ আর,
 প্রভাকর প্রভা কর রে ॥

আমরা কাল কাল করিয়া এইক্ষণে
 যে কালের প্রতীক্ষা করিতেছি সেই
 কাল ক্ষণকালের নিমিত্ত আমারদিগের
 শুভাশুভ বিষয়েয় প্রতি প্রতীক্ষা মাত্রই
 করে না, প্রতিক্ষণেই কেবল আয়ুর প্রতীক্ষা
 করিতেছে । অতএব কালের কুটিল গতি
 বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই কর্তব্য হই
 তেছে ।

কাল কন্যার সহিত বর্ষ-বরের
 বিবাহ ।



পদ্য ।

কাল সূতা সর্বনাশী, সংহারিণী যেই ।
 বর্ষ বরে বরমালা, দান করে সেই ॥
 ভগ্ন কালে, লগ্ন স্থির, মগ্ন স্মৃথভোগে ।
 শুভক্ষণে, শুভকর্ম্ম, গুণগোল যোগে ॥
 কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুরু ।
 পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥

এবরের নাপিত হইবে কোন জন্ম ।
 আপনি আপন মুণ্ড, করেন মুণ্ডন ॥
 সূচারু শিবিকা দিবা, রাত্রি তার চাল ।
 তাহাতে চড়িল বর, বারোচক্রপাল ॥
 প্রকৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে স্বন্দর ।
 ধুমকেতু, হোয়েছিল, মাথার টোপর ॥
 অধঃউর্দ্ধ জাঁতি কিধা, মাঝে তার কাঁক ।
 সেই কাঁকে চেপে কাটে, সংসার গুবাক ॥
 অপকূপ অগ্নিবাজী, করে গ্রীষ্মরাজ ।
 চমকিত সব লোক, দেখে তার কাজ ॥
 এমন জাঁকের বিয়ে, আর নাহি হয় ।
 বরধা সয়েছে জল, ত্রিভুবন ময় ॥
 কাদম্বিনী রামাগণ, নানা ভাব ধরে ।
 ধরিয়া বরণ ডালা, স্ত্রীআচার করে ॥
 কত জাঁক বাজে শাঁক, উলু উলু মুখে ।
 কত সাজ সাজায়েছে, বাজায়েছে স্মৃথে ॥
 সুরূপসী সৌদামিনী, বাসরে আসিয়া ।
 করেছে কৌতুক কত, হাসিয়া হাসিয়া ॥
 রীতি মত সাতবার, পিড়ি হাতে নিয়া ।
 ঘুরিয়াছে সাতবার, সাত পাক দিয়া ॥
 তারা, তিথি আদি করি, শালা, শালী যারা ।
 কান্ধোরে কান্ধুটি, দিয়েছে কত তারা ॥
 হায় একি অপকূপ, যাই বলি হারি ।
 শরদ গরদ বস্ত্র, বরসজ্জা তারি ॥
 কুয়াসার মছলবন্দ, বর দেন বার ।
 শীত ঋতু পরাইল, নীহারের হার ॥
 বসন্ত কুলজী শেষ করিয়া প্রচার ।
 ঘটক বিদায় নিলে, শোভার ভাণ্ডার ॥
 কুটুম, অন্নন, পক্ষ, নিমন্ত্রণ লোয়ে ।
 এসেছিল বিয়ে দিতে বর যাত্র হোমে ॥

রাশিগণ অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত,
সকলেই সমাগত, হোয়ে নিমজ্জিত ॥
অম্বাদের পরমায়ু, কোরে জলপান ॥
একে একে সকলেই, করিল প্রস্থান ॥
ওলট্টা বিকার, বসন্ত আর জ্বর ॥
আর আর ভয়ঙ্কর, কার্য্য বহুতর ॥
এরা সব, রবাহত, কত পালে পালে,
হোয়েছিল রেয়ে ভাট, বিবাহের কালে ॥
তাবতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া ॥
আশীর্বাদ কোরে গেল সমুদায় হইয়া ॥
বিবাহ হইল শেষ, ওহে বর্ষ বর ॥
মাচ্ নিয়া ঘরে গিয়া, বউভাত কর ॥
একা তুমি এসেছিলে, চোলে যাও একা ॥
দেখো যেন ববে বরে, নাহি হয় দেখা ॥

বল ।

পদ্য ।

জ্ঞানহীন মুখ যেই, মৌন, বল তার ॥
তস্করের বল স্রু, মিথ্যা ব্যবহার ॥
ভূপতি তাহার বল, অবল যে জন ॥
বলকের বল হয়, কেবল রোদন ॥
অস্ত্র আর যুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়ের বল ॥
ভিক্ষকের ভিক্ষা বল, দেহের সম্বল ॥
ব্যাপার তাহার বল, টানা দেই জন ॥
শৃঙ্গের কেবল বল, ব্রাহ্মণ সেবন ॥
বিদ্যা-বলে ধরে বল, পণ্ডিত সকল ॥
বল বল বনিকের, বাণিজ্যই বল ॥
হিংস্রকের হিংসা বল, অন্য কিছু নয় ॥
নিদ্রাই তাহার বল, নিদ্রক যে হয় ॥

কেশ আর বেশ হয়, বেশ্যাদের বল ॥
বঞ্চনা তাদের বল, যার হয় খল ॥
যুবতী নারীর বল, যৌবন রতন ॥
বাচালের বল স্রু, মুখের বচন ॥
মীন, শমা, সমুদ্রের জল হয় বল ॥
তরুদের বল স্রু, ফুল আর ফল ॥
শশী আর তপনের বল হয় কর ॥
দেবতার বল স্রু, শাঁপ আর বর ॥
গৃহস্থের ধর্ম্য বল, স্তাবকের স্তব ॥
শুচির অক্ষণ বল, ধনির বিভব ॥
যিনি হন ব্রহ্মচারী, ব্রহ্ম বল তাঁর ॥
যতিদের বল হয় সদা সদাচার ॥
গুণ আর ঐক্যভাব গুণিদের বল ॥
পানির কুটিল কথা, ছুতো আর ছল ॥
পুণ্যবল তার ধরে, পুণ্যবান যত ॥
পাপ হয় তার বল, পাপে যেই রত ॥
সত্য-বল বল তার সৎ যেই হয় ॥
অসত্যই বল তার, সৎ যেই নয় ॥
অনুগামী অনুচর, যে হইবে ভাই ॥
আরুগত্যা, বিনা তার, অন্যবল নাই ॥
সুকর্মানালির বল, ধীরতা সাহস ॥
মানির কেবল বল, মান আর যশ ॥
সন্ন্যাসির ন্যাস বল, যোগিদের যোগ ॥
ভূত্যের ভূপতি সেবা, ভোগিদের ভোগ ॥
সতীবল পতিসেবা প্রজাবল ভূপ ॥
শিষ্য-বল, গুরুসেবা, ভেক বল কুপ ॥
বিনেক তাহার বল, শাস্ত যেই জন ॥
সম্পদ তাহার বল, অগ্নি যার ধন ॥
শাস্তিবল, বিপ্রের, ব্রাহ্মের উপাসনা ॥
শাধকের বল হয়, কেবল সাধনা ॥

রাজার, প্রতাপ বল, বলের প্রধান।
 যাঁহার অভাবে যায়, রাজ্য আর মান।
 সেই রাজা, শাস্তি বলে, বলী যদি হয়।
 তার কাছে কোন বল, বলবান নয়।
 শক্তি-বল শাক্তের, শৈবের শিব নাম।
 নৈকবের বল স্রু, হরে হরে রাম।
 ভক্তিবল ভক্তের, অন্যথা নাহি তার।
 ভক্তাধীন ভগবান, ভক্তের সহায়।
 ঈশ্বরে যে সঁপিয়াছে, দেহ প্রাণ মন।
 কত বল, ধরে সেই, নাহি নিরূপণ ॥



কবিরঞ্জন ৩/রামপ্রসাদ সেন।

রামপ্রসাদ সেন প্রথমাবস্থায় কলিকাতা বা তমিকটস্থ কোন বিখ্যাত ধর্মীয় গৃহে ধনরক্ষকের অধীনে এক মুহুরির কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বিষয়-বাসনা বিহীনতা জন্য তৎকর্মো তাঁহার মনের অভিনিবেশ মাত্র ছিল না, একারণ তিনি তহবিলদারের প্রিয় হইতে পারেন নাই, সর্বদাই উভয়ের মধ্যে বাগ্‌কলহ ও বিবাদ হইত, সেন কবির চাকরি করা কিছু উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত ছিল না, তিনি মানসিক সংকল্প পূর্বক যে পরম প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, শুদ্ধ তাঁহারি কার্য্য করিতেন, মানব প্রভু বিরক্ত হইলে উপস্থিত পদে বিপদ হইবে, সেদিকে দৃকপাতও করিতেন না, প্রত্নি দিবস নিয়মিত কালে কার্য্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়া খাতার পাতা খুলিয়া আগাগোড়া শুদ্ধ “শ্রীদুর্গা”, “শ্রীদুর্গা”, এই নাম লিখিতেন,

এই প্রকারে যখন খাতার সমুদয় পাতা কেবল “দুর্গা নামে”, পরিপূর্ণ হইল, তখন সর্বশেষে এই একটি গান লিখিয়া বসিলেন।

যথা।

“আমাঘ দেও মা তবিল্ দারী।

আমি নিমক্ হারাম্ নই শঙ্করী ॥

পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সহিতে নারি।:—

ভাঁড়ার জিন্মা আছে যার, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।:—

শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিন্মা রাখো তাঁরি ॥ ১

অর্দ্ধ অঙ্গ জার্গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।

আমি বিনা মাইনায়্ চাকর কেবল চরণ ধুলার অধিকারী ॥ ২

যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।

যদি অ'মার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি ॥ ৩

প্রসাদবলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।

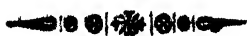
ও পদের মত, পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥ ৪

খাতার শেষ পাত্রে এই কবিতা লিখিত হইলে তহবিলদার সেই খাতা দৃষ্ট করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যগ্র হইয়া আপনার প্রভুর নিকট কহিলেন “মহাশয়! একটা পাগল ও মাতালকে বিশ্বাসপূর্বক কর্ম

দিয়া কি সর্বনাশ করিয়াছেন! দেখুন এমন সুন্দর পাকা খাতাখানা একেবারে নষ্ট করিয়াছে,, ইহাতে অরুপাত মাত্র নাই, কেবল পাগলামি করিয়াছে,, ইত্যাদি। উক্ত প্রভু তজ্জ্বনে খাতার আগা গোড়া সকল পাতা বিলক্ষণ রূপে বিলোকন ও “আমায় দাও মা তবিল্দারি,, এই পদটি সমুদয় তিন চারিবার পাঠ করত অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া প্রেরাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং খাজাঞ্চিকে কহিলেন, “তুমি পাগল ও মাতাল বলিয়া কাহার উপর অভিযোগ করিতেছ? এ ব্যক্তি তো কাঁচা কর্ম করিয়া পাকা খাতা নষ্ট করে নাই, পাকা খাতায় পাকা কর্মাই করিয়াছে, তুমি কথার ইঙ্গিতে ও ভাবের ভঙ্গিতে এই সঙ্গীতের মর্ম গ্রহণ করিতে পার নাই, আর তুমি বিষয়-মদে মত্ততা জন্য ইহাঁকে চিনিতে পার নাই, রামপ্রসাদ সেন সামান্য মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ দেবী-পুত্র, অতি সাধু ব্যক্তি।,, পরে অতি প্রিয় বাক্যে সম্বোধন পূর্বক কবিরঞ্জনকে কহিলেন “রামপ্রসাদ! তুমি যে পদে পদার্পণ করিয়াছ, তাহাতে এ পদে বদ্ধ রাখায় কেবল তোমারি বিপদ করা হইতেছে, তুমি যাবজ্জীবন এই সংসার কাননে বিচরণ করিবে, আমি তাবৎকাল তোমাকে ত্রিশ মুদ্রা মাসিক বৃত্তি প্রদান করিব, তোমার আর কখনকাল এখানে থাকিবার আবশ্যক করে না, যাও তুমি এখনি আপনার গৃহে গিয়া স্বকার্য সাধন করা,,

রামপ্রসাদ সেন ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করত বাটীতে আসিয়া সানন্দ চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরিবার অধিক হওয়াতে ঐ অল্প বৃত্তি দ্বারা কোন প্রকারেই অপ্রতুল রূপে সংসার নির্বাহ হইত না, একারণ স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিজনদের সর্ব দাই উপার্জনের নিমিত্ত উত্তেজনা করিত, কিন্তু সে পক্ষে তিনি অক্ষপ ও করিতেন না, স্বল্প শক্তিভক্তিসার করিয়া সঙ্গীতানন্দার্ণবে নিমগ্ন হইতেন। ফলে তাঁহার পরিবারে কোনো দ্রব্যেরই অপ্রতুল ছিল না, নানা স্থান হইতে নানা ব্যক্তি যাহারা সংকীর্তনাদি নানা বিষয়ক গীত লইতে আনিত, তাহারা কালীর ও কবির প্রণামী স্বরূপ অনেক অর্থ ও বহু প্রকার দ্রব্যাদি অর্পণ করিত। তিনি নিজে অতিশয় দাতা এবং দয়ালু ছিলেন, যেহেতু, অনুগত এবং দীন দরিদ্র যাহাকে সম্মুখে দেখিতেন, তাহা কেই তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয় দান করিয়া বসিতেন, এ দিকে আপনার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, আহার অভাবে পরিবারগণ হাহাকার করিতেছে, তিনি প্রকৃত মুক্ত-হস্ত-পুরুষ ছিলেন, এজন্যই তাঁহার দীন তার ক্ষীণতা হইত না। কন্যা পুত্র, স্ত্রী কিস্বা অপর কেহ নিতান্ত বিরক্ত করিলে জগদীশ্বর স্মরণ-পূর্বক মনের ভাবে এক এক বার এক একটা গান করিতেন।

কবিতাবলী।



মহাকবি

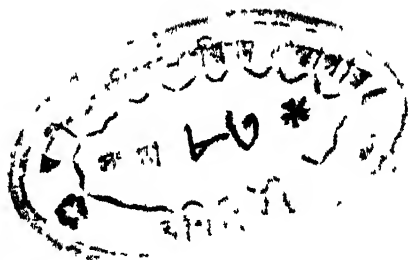
মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের

বিরচিত কবিতার

সার সংগ্রহ।



শব্দসংখ্যা।



কলিকাতা।

প্রভাকর খন্ডে মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

শরীর অনিত্য।

চন্দ্রাবলীচ্ছন্দ।

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ (১)

পাতিয়া বিষয় জাল, বুধা স্বখে হর কাল, শরীর পেয়েছ ভাল, ব্যাধির আলয়।

অনিত্য দেহের আশা, কেবল ভুতের বাসা, যে আশায় তবে আসা, তাহে হও লয় ॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ (২)

দেহ গোহ নবদ্বার, তিন স্থান শূন্য তার, যাহে কর অধিকার, পুরস্কার নয়।

বুঝিয়া নিপুট মর্শ, নীতিমত কর কর্ম, পরে আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পরীকার ভয় ॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ (৩)

আমি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার, কহ দেখি আপনার, সত্য পরিচয়।

মুদিলে যুগল অঁখি, সকল হইবে ফাকি, তুমি আমি এই বাক্য, কেবা আর কয় ॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ (৪)

তোমাব যে কলেবর, কেবল কলের ঘর, দৃশ্য বটে মনোহর, পঞ্চভূত ময়।

যখন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল, অখন্দল, হতবল, দুঃখের উদয় ॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ (৫)

নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাস করে, বিষম বিক্রম ঘরে, পাপ রিপু হয়।

ভ্রম নিদ্রা পরিহর, জ্ঞান অস্ত্র করে ধব, রিপুদলে বশ কর, মন মহাশয় ॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ (৬)

অনিত্য ভৌতিক দেহ, কার প্রেত কর ঘেহ, এক ভিন্ন আর কেহ, আপনার নয়।

যদবধি থাকে কারা, জ্ঞাননেত্রে দেখে মায়া, ত্যজিয়া তাহার ছায়া, ছাড় ভ্রমচয় ॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ (৭)

আমি যুখে আমি কই, কলিতার্থ আমি কই, আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদয়।

দারা পুত্র পরিবার, বল তবে কেবা কার, মোহযুক্ত এসংসার ফকিরার ময় ॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ (৮)

দ্বেষ হিংসা পরিহর, বিবেকের সঙ্গ ধর, সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয়।

রসনারে কর বশ, বিভূগুণাত্মক রস, পান করি লভো বশ, হবে কাল জয় ॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ (৯)

দয়া ধর্ম্ম উপকার, কর নিজ অলঙ্কার, গলে পর চারু হারি, বিশেষ বিনয়।

মিছা ধন উপার্জন, তবে তাব নিত্য ধন, স্মরণ করহ মন, মরণ নিশ্চয় ॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কতু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ (১০)
 এক ভিন্ন নাই আর, তিনি সংসারের সার, আত্মরূপে সবারকার, হৃদয়ে উদয়।
 অনিত্য বিষয় বিস্ত, নিত্যরূপে ভাব নিত্য, ভক্তি ভরে ভজ চিত্ত, নিত্য নিরাময় ॥
 জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কতু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ (১১)

পঞ্চভূত ময় এই প্রপঞ্চ শরীর। কখন পতন হবে নাহি তার স্থির ॥
 তথাপি মানবচয়, মিথ্যা স্বখে মত্ত হয়, ভাবে কাল সদা রয়, আমার অধীন।
 লয়ে স্ত্রুত পরিবার, সদা করে অহংকার, নাহি ভাবে কি প্রকার, দেহ হবে লীন ॥
 মোহ জালে বদ্ধ রয়, আমার আমার কয়, কণে স্বখ ছুখোদয়, ভাবিয়া অস্থির।
 শোক শেল বিদ্ধ বুকে, কতু থাকে অখোমুখে, কতু কাঁদে মনো ছুখে, চক্ষে বহে নীর ॥

এইত সংসার স্বখ, দেখি সমুদয়। তথাচ মনুষ্য কেন তাহে মুখ্য হয় ॥
 মহামায়া মোহ মদে, মত্ত জীব পদে পদে, অহিক স্বখের মদে, ভাবে স্বখোদয়।
 করিয়া অপূর্ব বাড়ী, চড়িয়া সুদৃশ্য বাড়ী, প্রতি বাক্যে পেট নাড়ি, দেন পরিচয় ॥
 পিতৃধনে ধন্য হই, মানা মানে বিশ্বজয়ী, আমার সমান কই, দৃশ্য নাহি হয়।
 সুদে পুন সুদ কসি, ন্যয় করি কসাকসি, সুদৃশ্য ভবনে বসি, দেখি সমুদয় ॥

সং. আশ্রিয়া ঝাল করিবে সংহার। তখন সুদের সুদ কে কসিবে আর ?
 কল্ককেতে দিগদশ, ক্রমেতে হইল বশ, ধর্ম কাণ্ডে অপবশ, হয় পদে পদে।
 দীনও নে দয়া দান, দিতে নাহি পারে প্রাণ, তবু মনে অভিমান, থাকি উচ্চ পদে ॥
 যদি কিছু ব্যয় হয়, বেশ্যা দারাজনালয়, তাহে মহা স্বখোদয়, আত্মাদে অস্থির।
 হইল অনেক মজা, উড়িল যশের ধ্বজা, ভাবে মনে আমি রাজা, এই পৃথিবীর ॥

অশ্রু লয়ে স্বকার্ষ্যেতে মতি নাই যার। নরাদম সেই জন অতি দুরাচার ॥
 স্বকার্ষ্যে কৃপণ অতি, কুকার্ষ্যে স্বচ্ছল গতি, না ভাবে দেহের গতি, পলকে প্রলয়।
 বরজীবি ভাবি দেহ, সদা তারে করে ঘেহ, কিন্তু তার নর গেহ, ভুতের আলয় ॥
 হুঁড়ি কাত হলে পর, গৃহ ধূন সহোদর, সকল হইবে পর, জানিবে নিশ্চিত।

সর্বত্র কলঙ্ক রটে, সদা অপযশ ঘটে, সুবুদ্ধি প্রকাণ্ড ঘটে, নাহিক কিস্তি ॥

এমন রাজার ভাই মস্তিঙ্গল যার। বিদ্যাহীন পরাধীন অপ্রবীণ তার ॥

বব নব নব মন্ত্রী, তারা সব বড়যন্ত্রি, দেখিয়া সেপাই শাস্ত্রী, পুলকিত হয়।

খ কুটে যাঁহা বলে, সেই পদে পদে চলে, পৃথিবীরে ক্রোধ বলে, অতি ক্ষুদ্রময় ॥
 পঞ্চভূতময় বেশে, ষড়ভূত উপদেশে, লয়ে যায় ঘেঘে ঘেঘে, করে কাণ্ডময়।

অমৃত তবে অরুচি, বিষগানে সদা কুচি, বিষ্ঠা মেখে হন শুচি, দেখে হয় ভয় ।
 মিছে মদে মত্ত হয়ে, অনিত্য সুখ অশিরে, আশাও তরঙ্গময়ে, কেন মারি ডুব ।
 মন মদে কেন ছার, অহকার বার বার, জানিয়াছি তুমি আর, বাঁহাড়র খুব ॥
 দয়া ধর্ম প্রভা ভক্তি স্ববুদ্ধি উত্তম বুদ্ধি, যত্নযোগে তুমি শক্তি, করহ স্থাপন ।
 হইবে তোমার মুক্তি, এইত শিখের উক্তি, বললাম তব বুদ্ধি, পথ নিরূপণ ॥
 জ্ঞান বুদ্ধি হয়ে হত, পাপ কার্যে সদা রত, মিথ্যা সুখে অবিরত, করহ ভ্রমণ ।
 ভবসার ভর কর, অভিমান পরিহর, তবে পাবে পরাংপর, নিষ্ঠা নিরঞ্জন ॥



সংবাদ পত্রের কয়েদী সম্পাদক ।

পদ্য ।

এ সহরে কেনা কবে এডিটরি চাস ।
 এ প্রকারে কেবা করে কারাগারে বাস ॥
 ইংলিসম্যানের কর্তা গালাগালি লিখে ।
 ধর্মের বিচারে শেষে ঠেকিলেন শিখে ॥
 হইল হাজার তিন প্রতিকল তায় ।
 সেই দণ্ডে দণ্ড দিয়া এড়ালেন দায় ॥
 বোধ ছিল হবে ভাই টাকা দিব ফেলে ।
 বিধাতা নিমুখ হয়ে পাঠালেন জেলে ॥
 সার্জন্ট বরিয়া হাত দাঁড়াইয়া পাশে ।
 চারি দিকে শত্রুলোক খিল খিল হাসে ॥
 কটু বাক্যে কোলাহল দ্বিজদল নিয়া ।
 গালাগালি দেয় সবে করতালি দিয়া ॥
 বিপদের জয় হবে হইলাম কোঁতা ।
 একেবারে ধোঁতা মুখ হয়ে গেল ভোঁতা ॥
 বিবাদে মলিন মুখ বাকা নাহি সরে ।
 হিজলি হইতে যেন কিরে আলি ঘরে ॥
 দুঃখেব শয্যায় পড়ে শুয়ে থাকি একা ।
 লজ্জার লোকের সঙ্গে নাহি করি দেখা ॥
 তথ্য কহিব সব মন করে শমা ।

যদ্যপি আসেন কিরে এডিটরি দাঁড়া ॥
 বাঁকানল শুড়গুড়ি ডাকে ডাক ছেড়ে ।
 ভুড় ভুড়ি খুড় খুড়ি সব দিলে নেড়ে ॥
 কটু জল তিক্ত তার নল হলো পচা ।
 হাতে হাতে প্রতিকল গালাগালি রচা ॥
 কে জানে ইশের মূল আছে ভাই পিছে ।
 কোঁস কোঁস ফণা বরা সব হলো মিছে ॥
 জজ ওজা'নহে লোজা দুই চক্ষু রেঙে ।
 দিয়েছে বিচার অস্ত্রে বিবদন্ত ভেঙে ॥
 সকলে জানিত আগে অজগর বোড়া ।
 এখন জানিল সবে বিবহার কোঁড়া ॥
 পৃথিবী কম্পিত আছে লেখনীর চোটে ।
 জারি জুরি তারি জুরি সব গেল কোটে ॥
 পড়িল এখন সেই কলম বসিয়া ।
 জগুন জীহরি নাম জীঘরে বসিয়া ॥
 মনে ছিল অভিমান হয়ে নীচ গানী ।
 বাঁজালী বকিংছাম হইলাম জামি ॥
 জীনাথে প্রহার করি জাঁহুলের রাজা ।
 কোটের বিচাবে পান সমুচিত রাজা ॥
 এক রাজা হলো বধ ভয় কারে আর ।
 ক্রমে ক্রমে সব রাজা করিব সংহার ॥

মনোহর রসরাজ রথ আরোহণে ।
 এই ভেবে মহাবীর সাজিলেন রণে ॥
 লেখনী বহুকে বুড়ি কই বাক্যবাণ ।
 সময় সমাজে করে বিবয় সম্ভান ॥
 অহঙ্কারে অন্ধ হইল আশ্ফালন বাড়ে ।
 নৃপতি নিপাত হেতু নিন্দা শর ছাড়ে ॥
 অদৃষ্ট অদৃষ্ট লেখা যোরতরু পাণ ।
 জ্বলন্ত অনলে আলি মারিলেন বাঁপ ॥
 হইল শরীর দগ্ধ করি মন্দ ক্রিয়া ।
 পতঙ্গ যেকূপ মরে দীপে বাঁপ দিয়া ॥
 হায় হায় হাসি পায় ভাল দেখি সক ।
 বাসুকী করিতে বধ ইচ্ছা করে বক ॥
 চাকিয়া চপ্তের প্রভা অন্ধকার কূপে ।
 ভুবন করিরে আলো জোনাকীর রূপে ॥
 এষড় হাসির কথা কব আর কাকে ।
 কোকিলের মিষ্ট রব ইচ্ছা করে কাকে ॥
 রাজ্য সহাসমজোটি ভাল দেখি সাদ ।
 বামন হইয়া ধবে আকাশের চাঁদ ॥
 আপন প্রেতাপে ধরা দেখিতে ন সরা ।
 এতদিনে কেঁদো সাথ পড়িলেন ধরা ॥
 লক্ষ বক্ষ লেজ বাড়ি সব গেল ঘুরে ।
 রাখিল খাদ্গূল শঠে নিজরায় পুরে ॥
 বাপু বাঘ বনে যাও পশু যথা আছে ।
 করোনা বিক্রম আর মানুষের কাছে ॥

হইল রাজার জয়,  কত কয়,
 সম্পাদক মহাশয়,  সেরোনা ।
 যেমন কর্মের ফল, সেই কপ ফলে ফল,
 দেবিল বিপক দল, কোভ কেড়ে চরোনা ॥

অভিমাণে ঘেষ তরে, বলিয়া সিংহের ঘরে,
 বিষম লোভের জ্বরে, আর তুমি জুরোনা ।
 যে প্রকার ব্যবহার, প্রতিফল হলো তার,
 কলঙ্ক কুসুম হার, গলে আর পরো না ॥
 আপনার কর্ম দোষে, স্বভাবের পরিতোষে,
 পড়িয়া রাজার রোষে, শেষে যেন মরোনা ।
 জ্ঞানের বৃদ্ধি লও, শিষ্ট হয়ে ঘরে রও,
 জগতের মিত্র হও, শত্রু বৃদ্ধি করোনা ॥
 গত হয় হই কাল, হরিবে দারুণ কাল,
 পাতিয়া পাপের জাল, পরকাল হরোনা ।
 কেহ নহে আপনার, ভরসা না কর কার,
 অতএব মিছে আর, বিষদাঁত ধরোনা ॥

জীবের প্রতি জিজ্ঞাসা

এবং জীবের উত্তর ।

প্রঃ । কোন ধর্ম অনুসারে লহ উপদেশ ।
 কিবা জাতি কিবা কর্ম কহ সবিশেষ ॥

উঃ । আপন স্বরূপ আমি আপন স্বরূপ ।
 জাতি ধর্ম কিছু নাই নিজ বোধ রূপ ॥

প্রঃ । কি তোমার নাম কহ কি তোমার নাম ।
 কোথায় বিশ্রাম কর কোন্ দেশে ধাম ?

উঃ । স্বভাবে বিশ্রাম করি দেহ গৃহে ধাম ।
 আত্মার আত্মীর আমি আত্মারাম নাম ॥

প্রঃ । কার ভাবে ভার লয়ে ভাব প্রতিফল ।
 কার সঙ্গে কোন্ রঙ্গে করিছ ভ্রমণ ?

উঃ। জীবনের ভাবিয়া জীব জীব রাবি নুরে
সজীবের সহ কিরি সর্গানন্দ পুরে ॥

প্রঃ। যে ঘরে তোমার বাস ছায়ে তার কর।
কোথায় স্থাপিত আছে তুমি অনুদয় ॥

উঃ। দেহ গেহ নববার শূন্য ত্রিন টাই।
বধা আত্মা তথা গৃহ নিবলিত নাই ॥

প্রঃ। কহ বিবরণ সব কহ বিবরণ।
দারা পুত্র স্ত্রী আত্মা কত পরিজন ?

উঃ। দয়া দারা সত্য স্ত্রী সহোদর মন।
কান্তি ভগ্নী বিবেকানন্দ নিজ পরিজন ॥

প্রঃ। পরিজন মঙ্গল করে, কে তোমার হিত।
কুটুম্বিতা করি কুমি, কাহার সহিত ?

উঃ। নিজ তত্ত্ব নিজ হিত, এই মাত্র ধারা।
কুটুম্ব ইন্দ্রিয় পক্ষ, হিতকারী তারা ॥

প্রঃ। নিগূঢ় বচন এক, কাণে কাণে বলি।
কার বলে বল তুমি, কার বলে বলী ?

উঃ। কার বলে বলি আমি, কার বলে বলী।
বল বল আজ বল, আজ বলে বলী ॥

প্রঃ। সঙ্কিশ্রম হিলে তুমি, নিজ পরিচয়।
এখন তোমার বল, কিলে হবে অর ?

উঃ। জীবনের বিহ বধা, জীবনেরই মর।
আত্মাতে যেহেতু আমি, জানিয়ে নিশ্চয় ॥

প্রঃ। কুটুম্বের কবে বল, আলো কেবা করে,
কিহেপেতে থাক তুমি, অজ্ঞকার মরে ?

উঃ। অজ্ঞকার মরে তথা, থাকি যেই স্বর্গে।
দীপের উপরে দীপ তাহে দীপ অমর ॥

প্রঃ। ঘরের ভিতরে সদা, কর তুমি বাস।
বাহিরে কিহেপে হয়, নরন প্রকাশ ?

উঃ। পরম প্রথম পথ, নিত্য স্বধর্ম।
ভাব চিন্তা দুই মেত্র, দুটি সব হয় ॥

প্রঃ। তুমি কহিলে সবার, নিজ পরিচয়।
আমি কেন আমি বলি, কহ মুহাম্মদ ॥

উঃ। প্রথম সমুদ্র এক, সদা শোভা পায়।
তুমি আমি আমি তুমি, জলবিহ প্রায় ॥

প্রঃ। আমি তুমি তুমি আমি, এই যদি হবে।
তুমি আমি তিনি উনি, ভেদ কেন তবে ?

উঃ। এক আত্মা ভিন্ন ঘট, ভেদ মাত্র কার।
সলিলে যেমন শোভে, তাকরের ছাঁক ॥

প্রঃ। হুচিল অজ্ঞান বধ, সর্গানন্দ অর।
বল তাই তবে করে, প্রবিপাত করি ?

উং। নমো নমঃ পরমাত্মা চিদানন্দ ধাম ।
আমায় আমার আমি, প্রণাম প্রণাম ॥

ঠাকুরপুজের বিবাহ ।

ফকির ফকিরে ভাল, করিলেন ছাপা ।
উচিত উত্তর দিলে, হইবেন খাপা ॥
কি হেতু ফকির রাজ, উঠিলেন ক্লেপে ।
ছাপায় ইঙ্গিত কথা, নিরাছেন ছেপে ॥
বিবাহের স্থানে বুকি, করিয়ে প্রবেশ ।
বেশমত বেশ দান, পেয়েছেন শেষ ॥
লিফাই মেরেছে বুকি, বন্দুকের হুড়ো ।
সেই হেতু রেগেছেন, দাঁড়ু রাম খুড়ো ॥
চাঁদ মুখে চাঁপ দাড়ি, গাল ভরা গোঁপ ।
আশাবাড়ী আবা হাতে, কটিকের খোপ ॥
দরবেশোদরবার, নাহি পায় শোভা ।
ছুই ওস্তা অপ প্রভু, রত্নলালা তোবা ॥
বিশেষ বিষয়ে তেজ, তারে বলি তাজি ।
কাজে যার মন থাকে, সেই হয় কাজি ॥
আদার ব্যাপারী তুমি, কাঁধে বোলে বুলি ।
তোমার বদনে কেন, জাহাজের বুলি ?
কখন একপ নহে, ফকিরের চাঁচা ।
অসুভাবে বুকিতেছি, চাটগেয়ে চাচা ॥
ভিক্ষাতে উদর শূণ্য, থাক যথা তথা ।
কাগজেতে কেন ছাপ, বিবাহের কথা ?
আখের হারাও কেন, আখের লিখিয়া ।
মালিমে মমাজ পড়, ছেলাম ঠুকিয়া ॥
প্রসন্ন প্রসন্ন প্রতি, প্রভু পঞ্চমুখ ।
কোন কর্মে কোন কপে, নাহি তাঁর চুক ॥
অতুল অতুল মুগ, মান থাকে মানে ।

প্রতিলোক পরিতুষ্ট, পরিমিত দানে ॥
স্বভাবত গুণ বুদ্ধ, মহা বলবান ।
ধর্মের সলিলে নিজে, অতি ফলবান ॥
ছিত্রহীন মনোহর, কীর্তি কুল কুটে ।
স্বগন্ধ নিশ্চল যশ, দশ দিগে ছুটে ॥
সতের অকার্য দেখে, বৃদ্ধি হয় অখ ।
প্রশংসা প্রসব করে, স্বজনের মুখ ॥
হিংসার উদয় মনে, শৈল কুটে কুকে ।
কেবল কুরব রটে, নিন্দুকের মুখে ॥
গুনহে ফকির ভাই সেলাম আমার ।
একপ কুকথা তুমি, লিখনাকো আর ॥
আটাকীর পাটালী, সন্দেহ চিনি নিয়া ।
কাঁচা পাকা শিমী দিব, দরমায় গিয়া ॥
বিদায় করিব ভাল, বাবুরে বলিয়া ।
অনায়াসে যাবে তুমি, মক্কাতে চলিয়া ॥

বর্ষার বিক্রম বিস্তার ।

ধর'ধামে স্বভাবের ভাব বিপরীত ।
বরবার ঘোর বুদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত ॥
বরষা পেয়েছে বিশ্ব দৃশ্য অন্ধ নান ।
কোন মতে কোন দ্রুত, নাহি যায় জানা ॥
হানীল করিল ধরা কীর্তি অপকপ ।
সংযোগী সন্তোষ ভৌগ, করে বহু কপ ॥
পরাজয় পেয়ে গ্রীষ্ম, গিয়াছিল ভেগে ।
মধ্যে মধ্যে বুদ্ধি মোষে, উঠে ফের চেগে ॥
দেখিয়া বর্ষার মনে উপজিল ক্রোধ ।
একেবারে দিলে তার, কুকর্মের ষোধ ॥
নিশাধারে জলধার, গ্রীষ্ম বধিবাদে ।

করিলেন বারি বৃষ্টি, মুখলের ধারে ॥
 ঘর ঘর পথ ঘাট, বহা সিন্ধুময় !
 নীরীকাবে বীরাকার, দৃশ্য সব হয় ॥
 গৃহস্থের কাশ্মাঘাটী, রান্না ঘরে এনে ।
 হাসিয়া ভাতের হাড়ী, জলে বায় ভেসে ॥
 জোড়া পায় ঘোড়া নাচে, চাকা ডুবে জলে ।
 কলের জাহাজ খেন গাড়ী সব চলে ॥
 বালকে পুলক পায় ভাসাইয়া ভালা ।
 কিলি কিলি মীন যত, পথে করে খালা ॥
 পথিকের দশা দেখে, নেত্রে জল বারে ।
 উঠিছে পায়ের জুতা, মাথার উপরে ॥
 বিশেষতঃ রমণীর, তাঁব চমৎকার ।
 চলিতে চরণ বাধে, বস্ত্র রাখা ভার ॥
 মনো গৃহে লজ্জাদেবী, আবিভূতা নিজে ।
 রাস্তার রঙ্গিল জলে, সব যায় ভিজে ॥
 ক্ষেত্রের নির্মল শোভা, দেখে পূর্ণ আশা ।
 গেল ধন্দ, মহানন্দ, চাস করে চাসা ॥
 বসিকে রসিক সহ, ভাবে গদ গদ ।
 স্থখে কহে কর সার, বরষার পদ ॥
 প্রেমরসে মত্ত দৌছে, প্রেমানন্দ ঘোরে ।
 হায রে বরষা ঋতু, বলিহারি তোরে ॥

বর্ষার ধুমধাম ।

নিদাঘের সমুদায় অধিকার লোটে ।
 ধমকে চমকে লোক, চপলার চোটে ॥
 চপ্ চপ্ টপ্ টপ্, কলরব উঠে ।
 কন্ কন্ বান্ বান্, হুহুকার ছুটে ॥
 অমধুর কত স্বর, ভেঙ্গে গীত গায় ।
 বাম্ বাম্ বাম্ বাম্, জলধি বাজায় ॥

কড়্ কড়্ মড়্ মড়্, রাগে রাগ বাড়ে ।
 হড় হড় কড়্ মড়্, টিউকারী ছাড়ে ।
 ধীরে ধীরে শোভে গিরি, স্বভাবের লাজে ।
 গুড়ু গুড়ু হুড়ু হুড়ু, নহবৎ বাজে ॥
 খরতর দিন্দর, লুকাইল তাপে ।
 খর খর গর গর, জিজ্ঞাসন কাপে ॥
 হড় হড় হড় হড়, ঘন ঘন হাঁকে ।
 বর বর ফর ফর, মধীরণ ডাকে ॥
 ভম্ ভন্ ফন্ ফন্, মশকের ধনি ।
 কত রূপ মরুকাপ, অপকণ ধনি ॥
 শশধর জর জর, জলধর রবে ।
 তারা যারা পাণ্ডি হারা, কাঁদে তারা সব ॥
 চকোরিনী অভাগিনী, হাঁহা রব মুখে ।
 কুমদিনী বিবাহিনী, লুকাইল চুখে ॥
 বরবার অধিকার, হইল গগনে ।
 হাস্য মুখ মহা অশ্রু, সংযোগীর মনে ॥
 ঘন জলে মন জলে, ব্যাকুল সকলে ।
 বহে নীর বিরহীর, নয়ন যুগলে ॥

ত্রিপদী ।

অনহ স্বর্গের তাপে, দারুণ গ্রীষ্মের দাপে,
 শোভা লাই প্রায় পৃথিবীর ।
 জল শূন্য জলাশয়, ১ দল শূন্য শরৎচয়,
 বন শূন্য জীবের শরীর ॥
 হেরিয়া স্বষ্টির গতি, লমলে স্বষ্টির গতি,
 বরাভলে আলিঙ্গা উদিত ।
 জল চর রন চর, ছুড়র খেচর নর,
 অন্তর সবার পুলকিত ॥

ভয়ঙ্কর জলধর, কলধর গর গর,
 নিরন্তর গরগর লগনে।
 দীপ্তি হীন দিবাকর, মোড়া লুপ্ত; শশধর,
 তারা হারা হইল গগনে ॥
 বিরহী মন্দের প্রায়, গ্রহগণ দীপ্তি পায়,
 নিবিড় নীরদ জাল আঁতে।
 স্থধার স্থধার মত, জলধার অবিরত,
 পতনে মন্দের স্থধ বাঁড়ে ॥
 গগনের উচ্চদেশ, রৌদ্রের উজ্জল বেশ,
 পরিধান নাহি করে আর।
 বুঝে তাঁর মস্ত ব্রীতি, সম্পূর্ণ ভি বাড়ায় প্রীতি,
 বরষার প্রীতি চমৎকার ॥
 ভয়ঙ্কর মেঘাধর, পরিলোক অতঃপর,
 ত্যজি উগ্র গ্রীষ্মের কিরণ।
 সোণার দামিনী হার, গলায় হুলিছে তার,
 পরিহার তারার ভূষণ ॥
 বরষার কিবা ভাব, কেন্দ্রের নির্মল ভাব,
 নাহি আর কদম মর্শনে।
 হলে জল জলে জল, কেবল জলের দল,
 ঢালাঢল প্রবল বর্ষণে ॥
 বেরিয়া জলের বল, আনন্দে মীনের দল,
 কলকল রবে করে খেলা।
 সমুদ্র শব্দক সঙ্কে, ইতস্ততো মগ্ন রঙ্গে,
 জমে জম জমে নাহি চলে ॥
 প্রচণ্ড মরুভ বীর, নহে ছিন্ন ঘেন তীর,
 বুকের পরির করে চূর্ণ।
 পর্বতের আর লত, পট্টালিকা ভেঁকে পড়ে,
 সিঁদু জলে লুপ্ত হইল বর্ষ ॥
 গলাগলি ভরুগণ, গাখিরা গহন বন,

পবনের লগ্ন চেকে আছে।
 ঘন ঘন শিরোপকে, মস্তমাক্ বৃত্ত্য করে,
 তরুর তরল ডার মাচে।
 মাঝিরা জীবন মাঝে, বরষা গগন মাঝে,
 বিরাগ করেন অতঃপর।
 মাঝে মাঝে শুভ কাজে, বজ্রের বাজনা বাজে,
 বিরহীর বুকে বাজে শর ॥
 মস্তাপি সলিল তারা, ক্রমে হয় আশা হারা,
 বাসা হারা পতির কারণ।
 ছরস্তু বর্ষায় ভাস্ত, অশান্ত হইল স্বাস্ত,
 বিনে প্রাণকান্ত দরশন ॥
 মন গলে প্রেমকামি, তাই ধরে লজ্জা দাসী,
 প্রবোধের সঙ্গে বসে আছে !
 আশার আহার হাতে, লোক ভয় বৃদ্ধি সাতে,
 মদ্য ভ্রমে ঐশ্বর্য কাছে কাছে ॥
 এতেক প্রহরী হতে, পলাইতে কোন মতে,
 নাহি পারে নাই ননো মতে।
 অতএব সাম্য ভাবে, বরষার আবির্ভাবে,
 এক ভাবে এক ভাবে রত ॥
 গ্রীষ্মের প্রতাপবলে, গুরু ছিল ধরাভলে,
 কৃশা নদী বালিকার প্রায়।
 না ছিল রমের রক্ত, খুলায় খুশর অঙ্গ,
 জরদের রসহীন ডার ॥
 রাজ্য হলো বরষার, জীবনে যৌবন তার,
 পদোদধির প্রভাবে সঞ্চার ॥
 হেলে হেলেতলে যায়, বিপুল সংগ্রাম তায়,
 সলিলে স্থবের নাহি পার ॥
 প্রেম আলিঙ্গন আশে, ভরুচয় তীর আশে,
 ছিল সবে চাতকের সঙ্গে ॥

নদীর ঘোবন পূর্ণ, বৃক্ষের বাসনা তুর্ণ,
 • হয় পূর্ণ ছায়ার প্রসঙ্গে ॥
 বরষার আবির্ভাবে, দিবা নিশি সম ভাবে,
 হরিষে বরিষে বৃষ্টিধার ।
 আনন্দে অবনী ভাসে, স্বভাব সন্তোষে হাসে,
 জ্যোতিরিশি নাশে অন্ধকার ॥
 সতত শকার সঙ্গে, অন্ধকার মহারঙ্গে,
 সমুহ প্রতিভা করে গ্রাস ।
 দিক দশ অপ্ৰকাশ, পরিয়া কালীর বাস,
 করে কাল দৃষ্টির বিনাশ ॥
 তমো মাখা নিশি প্রায়, দৃষ্টিপথে নীপ্তি পায়,
 অর্ধরূপী শরীর সকল ।
 নির্ণয় করিয়া রূপ, উথলে সংশয় কূপ,
 সময়ের এমনি কোশল ॥
 ঘন কাঁদে ঘন চাঁদে, সদা বাঁদে দৃঢ় কাঁদে,
 খেদে কাঁদে চকোর সকল ।
 আসিছে তরঙ্গ জল, ভাসিছে ভেকের দল,
 হাসিছে চাতক খল খল ॥
 গুরুতর গুরুলাজে, বসি গুরুজন মাঝে,
 অন্তরে হেরিয়া কান্ত মুখ ।
 ঈষৎ হাসিয়া ছলে, যেমন কৌশল কলে,
 করে রাখা গোপনে কোতুক ॥
 সেইরূপ দিবাকর, করে দূর জলধর,
 মাঝে মাঝে করে কর হাসি ।
 বুঝিয়া সূর্য্যের হল, অমনি মেঘের দল,
 তপনে গোপন করে আসি ॥
 নিশি হলে স্প্রভাত, পূর্ব্বমত দিননাথ,
 নবীন প্রভাবে নহে বুদ্ধ ।
 বিষম বিক্রম তাঁর, ক্রমে হয় অপ্ৰচার,

বরষার বিক্রম প্রযুক্ত ॥
 প্রভাতের প্রিয় মুখ, হেরে দূরে যায় চুখ,
 ভাবী স্বপ্ন ভাবি কৃষিকার্য্যে ।
 প্রমের পশ্চাৎ হয়ে, শস্যের কন্তনী লয়ে,
 চলে চাঙ্গা আশার সুরাজ্যে ॥
 স্মীতে ছিল শুদ্ধমূল, বসন্তে কুটিল বর্গল,
 গ্রীষ্মের প্রভাবে পুনঃজরা ।
 হায় রে বরষা কাল, কাটিয়া অজ্ঞান জাল,
 নানা ফলে পূর্ণ করে ধরা ॥
 মধুকর মনোলোভা, ক রুম কদম্ব শোভা,
 কানন আনন শোভা করে ।
 প্রস্ফুটিত নানা ফল, আমোদিত অলিকুল,
 বিরহী কুলের কুল হরে ॥
 সময়ের শুভযোগে, সংযোগী সন্তোগ ভোগে,
 হাসিছে ভাসিছে প্রেমনীরে ।
 অন্ধে মেখে পুষ্প গন্ধ, গন্ধ বহে মন্দ মন্দ,
 বহিছে দহিছে বিরোগীরে ॥
 প্রেণীবদ্ধ জলধর, দৃশ্য অতি ননোহর,
 নিরন্তর করে নীর দান ।
 ঘনদত্ত জল পেয়ে, ঘন ঘন গুণ গেয়ে,
 কামিনী কামের রাধে মান ॥
 বরষার ভাল কাঁদ, অবিখ্যাত তারাতাঁদ,
 বিদেশীর নিশাস্থ্য নাই ।
 আনন্দের কর্মচয়, বলা কিছু ভাল নয়,-
 বলিব সময় যদি পাই ॥

জীবন ।

পরিপূর্ণ আছে সব সমুদ্রেব জল ।
 প্রবল প্রবাহ তাহে করে টল মল ॥

কণমাত্র বিশ্ব তাহে হইলে উদয়।
পূনর্বার নিরাকার সেই জলে লয় ॥

আঁহা! পিঞ্জর স্থন্য করিয়া পক্ষী কো
থায় উড়িয়া গেল, একটা শুষ্ক পথে ছুটি
নীলপদ্ম নীরস হইয়া স্থির রহিয়াছে।

নীরস কমল মুখে স্থির ছুটি আঁখি।
সুখের পিঞ্জর ছেড়ে উড়ে গেল পাখী ॥
একেবারে পলাইল ছেড়ে এই ধরা।
ধর ধর করি তারে কিসে যাবে ধরা ॥

আঁহা! সরোবর সলিলে যে মৎস্য
শোভা করিয়া নৃত্য করিতেছিল; এই
ক্ষণে সেই মৎস্য ধীরকর্তৃক জালে
বদ্ধ হইয়াছে।

সংসার উদ্যান সম সদা শোভা পায়।
কলেবর মনোহর সরোবর তায় ॥
নির্দয় নির্ভর সেই কালকপ জেলে।
হরিল জীবন নান যত্ন জাল ফেলে ॥

বিরহ।

বাম্পকচ্ছন্দ।

কোথা হে আছ রমণী রমণ।
কটাক্ষে হরি রমণীর মন ॥
নয়নে নয়ন মাঝিয়া তীর।

নয়নে নয়ন করিলে নীর ॥
বাসনা শুনহে প্রেমের পাখি।
তোমার ওকপে শোভিহে আঁখি ॥
অথবা স্নেহেতে ছানিয়া রাখি।
হৃদয়ে চন্দন করিয়া মাখি ॥
তোমারে দেখি হে চিত্র পুতলি।
অস্থির হইল নেত্র পুতলি ॥
পুরুষ পরশ পরশ তনু।
নতুবা দাহন করে অতনু ॥
তব পরশেতে কনক হব।
অনঙ্গ অনলে গলিয়া রব ॥
তাহাতে নিখাদ অধিনী হবে।
পুরুষ পরশে সুরব রবে ॥
তুমি হে পরশ পরেশ বট।
তাই বলি অলি হওনা নট ॥
জগতে স্বাগতে করয়ে টান।
কে করে সেপরে পরাণ দান ॥
চতুর হওনা অতুর জনে।
ঐধু হে বিভর মিলন ধনে ॥
গুমান করনা অবলা কাছে।
পুমান হয়ে হে হেন কে আছে ॥
নলিনী মলিনী করে না অলি।
অলিনী ত্যজিয়ে তজয়ে কলি ॥
তাই বলি দেখা দেও রসময়।
কোথা হে আছ এত্থল সময় ॥

হৈমন্তিক প্রভাত।

বহুক্ষণ বিরাজিয়ে বিভাবরী শেষ।
প্রাচীন প্রভাত আলি প্রাচীতে প্রবেশ ॥

আসিয়া অরুণ হার করিল মোচন ।
 উদিত তপন দেব লোহিত লোচন ॥
 বোধ হয় ছায়া সহ জাগিয়া যামিনী ।
 নয়ন চয়েছে রাক্ষা, জিনিয়া দামিনী ॥
 চল চল তনুখানি, ঘুম ঘোর তরে ।
 তাহুল সিন্দূর রাগে ভাল শোভা করে ॥
 হেরিয়া জাতার ভাব অমুজ দ্বিজেশ ।
 লজ্জায় লুকায় মুখ, না হয় নির্দেশ ॥
 সরমে মরমে মরি, যত তারাগণ ।
 মেঘের ঘোমটা মুখে, করিল ক্ষেপণ ॥
 শোভিল আকাশ অঙ্গে, অরুণ কিরণ ।
 নীলচন্দ্রাতপে যেন লোহিত কিরণ ॥
 হেরিয়া অরুণ মুখ বিহঙ্গের দল ।
 খুড়া পেয়ে ছড়াছড়ি করে কোলাহল ॥
 একে অঙ্গ সজ্জাবধি ছিল অনিবার ।
 প্রহরে প্রহার তায়, করেছে নীহার ॥
 প্রতপ্ত তপন তাপে, তৃপ্ত হলো তনু ।
 নয়ন নীরজে শোভে, পুলকাঙ্ক অহু ॥
 শিশিরের বিস্মে করে, বিশ্ব সুশোভন ।
 রমণীর বিশ্বাধরে পীযুষ যেমন ॥
 শুক সহ যুক্ত হয়ে, যত সব শারি ।
 সারি সারি সারি দিয়া সুখে গায় সারি ॥
 অপকূপ শোভাধরে, নিকুঞ্জ কানন ।
 কূলে কূলে প্রজাপতি, করিছে ভ্রমণ ॥
 কুকুটের মূর্ত্তস্বরে সুযুপ্তি পলায় ।
 জাগৃহি জাগৃহি গৃহী এই রব গায় ॥
 সংসার চিন্তায় হলো, গৃহস্থ চিন্তিত ।
 হায় রে ভবের মায়ী একি তোর রীত ॥
 একে শীতে জড়সড়, শয্যার ভিতর ।

তাহাতে তোমার বিবে, অঙ্গ জর জর ॥
 অলসের সুখ বাড়ে এই কয় মাস ।
 বহুকাল বালিসের সহ অধিবাস ॥
 শ্রমের বিরুদ্ধে কত করয়ে নালিস ।
 লেপ ভায়া হন তাহে মধ্যস্থ সালিস ॥
 কৃষিকুল পুলকিত হেরিয়া প্রভাত ।
 পরিবার সঙ্গে লয়ে খায় পান্তা ভাত ॥
 গায়েতে গোধুড়ি কাঁথা, মাথায় পাগড়ি ।
 অগির হাঁড়ীতে হাত নাড়ে ঘড়ি ঘড়ি ॥
 নাহিক অন্তরে মল, স্বভাব সরল ।
 মুখেতে রহস্য সদা, হাস্য খল খল ॥
 পাইয়া নীহার ঋতু, ঘান করে ক্রিতি ।
 শিশিরের ধারা দেয়, যুবতী প্রকৃতি ॥ :
 হাস্য মুখী প্রকৃতির কত ভাব ভঙ্গী ।
 হেরিয়া মাতিল যত কবি নবরঙ্গী ॥
 শক্তিক্রমে শব্দ শ্রেনী করিয়া সূচনা ।
 স্বভাবের বলে করে, স্বভাব রচনা ॥
 ধন্য ধন্য দৈবশক্তি, শক্তি কত তার ।
 অভাবে স্বভাবে কত ভাবের সঞ্চার ॥

বন্ধুত্ব ।

অমিয়া ছানিয়া বুঝি, রসময় বিধি ।
 নিরমিল অপকূপ, প্রেমকূপ নিধি ॥
 সেই নিধি নিলয়ে, খেলয়ে এক মীন ।
 অপাক ভক্তি মন্ডরে, রহে রাক্তি দিন ॥
 বন্ধুত্ব নামেতে যাহে, কহে কবিগণ ।
 অখণ্ড আনন্দ যাহে, লভে ক্রিভুবন ॥
 এমন স্থখের রস, আর বুঝি নাই ।
 মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥ ১

অসার সংসার সার, বন্ধুর প্রণয় ।
 বাহাতে সরল করে, পাষণ্ড হৃদয় ॥
 পণ্ডর চরিত্র ফেঁদে, মিত্রভার বশে ।
 রস ভরা নানা কার্য, এই প্রেম রসে ॥
 স্ত্রীবে বলিয়া মিতা, রাম রম্ভবর ।
 দম্ভীবে বধিলেন, ধরি ধনুঃশর ।
 হরষিত জানকী, কানকী লতা পাই ॥
 মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥ ২

ভারতে এ রস কিবা, রচৈ দ্বৈপায়ণ ।
 মধুর বন্ধুত্ব গুণে, সিক্ত নারায়ণ ॥
 পাইয়া করুণাকপ, কীরদের কীর ।
 পৃথিবীরে জয় করে, ধনঙ্কর বীর ॥
 করিতে বন্ধুর তুষ্টি, সেই ভগবান ।
 সহোদরা স্তভদ্রায়, করিলেন দান ॥
 ভারত সুরত সূখা, স্মরহ সৰাই ।
 মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥ ৩

ভাগবত ভাগে ভাগে, এরস রচনা ।
 গোকুলে গোপাল কুল, সহিত সূচনা ॥
 প্রেমানন্দে ঢলাঢল, রাখাল সাজিয়া ।
 সুরভী সহস্র সহ, বাঁশী বাজাইয়া ॥
 বিপদে বাঁচায় ব্রজ, ধরি গোবর্দ্ধন ।
 কালিন্দীর কালিদহে, কালীর চমন ॥
 কতবার গোপকুল, বাঁচায় কানাই ।
 মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥ ৪

এই রসে পরিপূর্ণ, নানা ইতিহাস ।
 পুরাণ পুরাণ শাস্ত্রে, সদা স্মৃৎকাশ ॥

ততদিন বন্ধুদের, রাজ্য নিকপণ ।
 যত দিন বন্ধুভাবে, ছিল রাজ্যগণ ॥
 পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষে, নষ্ট করে দেশ ।
 জয়চন্ড্রে পুথুরাজে, মজায় বিশেষ ॥
 শত্রুবতা মুখে দিই, কালী চুণ ছাই ।
 মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥ ৫

দুর্লভ নাহিক কিছু, ভুবন ভিতর ।
 অতি হীন দীন হয়, রাজ্যের ঈশ্বর ॥
 নবাব নাজীম হয়, বাঁদীর নন্দন ।
 পাত্র পুল প্রাপ্ত হয়, রাজসিংহাসন ॥
 ভাট কত মহামান্য, পত্র সম্পাদনে ।
 সকলি স্থলভ হয়, মনুষ্য সাধনে ॥
 সব মিলে কিন্তু সে, বন্ধুত্ব কোথা পাই ।
 মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥ ৬

ধনেতে না মিলে বন্ধু, এমন কি আছে ।
 দশানন আনে মতৈ, পারিজাত গাঁছে ॥
 ধনেতে তাজের রোজা, হইল সৃজন ।
 ধনে হিন্দু কন্যা প্রাপ্ত, হইল যবন ॥
 ধন লোভে ধর্মত্যাগ, হিন্দুর সন্তান ।
 ধনে শূদ্র হয় ক্ষত্রী, পণ্ডিত বিধান ॥
 কিন্তু ধনে বন্ধুরত্ব, নাহি মিলে তাই ।
 মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥ ৭

বাহুবলে পরাক্রান্ত, হয় কত জন ।
 রণজিত রণজয়ী আছে নিদর্শন ॥
 চন্দ্র গুপ্ত কোরি হলো, মগধ ঈশ্বর ।

বিক্রমে বিক্রমাদিত্য, হলো নয়বর ॥
 এইরূপে বাঙ্কবলে, কত শত জন ।
 অনায়াসে লক্ষ করে, মানসের পণ ॥
 কিন্তু নাহি মিলে বন্ধু, মনে ভাবি তাই ।
 মধুর বন্ধু হুগুণে, বলিহারি যাই ॥ ৮

তপবলে দশানন, শাসিল ভুবন ।
 তপবলে বিশ্বামিত্র, হইল ব্রাহ্মণ ॥
 হরিশ্চন্দ্র নামে ছিল, এক নৃপবর ।
 তপবলে হইল সে, অক্ষর অমর ॥
 কিন্তু বল তপবলে, কোন্ মহাশয় ।
 পাইলেন প্রিয়তম, বন্ধু সদাশয় ॥
 বিনা বন্ধু সব পাই, তপস্যার টাঁই ।
 মধুর বন্ধু হুগুণে, বলিহারি যাই ॥ ৯

পেয়েছি বাঙ্কব এক, অমূল্য অতুল্য ।
 কৈবল্যের স্বর্থ পাই, তার আনুকূল্য ॥
 চমৎকার ভাব তার, কটুতা অভাব ।
 সে জেনেছে ভাব তার, যে করেছে ভাব ॥
 সরল স্বভাবে তার, হৃদয় গঠন ।
 গুণবশত তার সহ, হইল ঘটন ॥
 তাহারে পাইলে আর, কিছুই না চাই ।
 মধুর বন্ধু হুগুণে, বলিহারি যাই ॥ ১০

হেরিলে তাহার মুখ, দুখ পরিহারি ।
 শুনিলে তাহার নাম, আনন্দে শিহরি ॥
 প্রেম অহুরাগী নাম, বিখ্যাত নগরে ।
 সতত সঁতার দেয়, সজ্জন সাগরে ॥
 নয়ন নীরজে তার, মাধুর্যের বাসা ।

মানস সে রস পানে, সধা করে আশা ॥
 না ভাঙ্গে পিপাসা তার, সধা বলে খাই ।
 মধুর বন্ধু হুগুণে, বলিহারি যাই ॥ ১১

যাহার অন্তর শাদা, জিনিয়া জীবন ।
 সকলে সমান ভাব, সধা শুদ্ধ মন ॥
 হৃদয়ে শোভয়ে যার, দয়া হেম হার ।
 পর তুখে অশ্রু মুক্ত, চক্ষে অনিবার ॥
 পরের সুখেতে যার, সুখী হয় মন ।
 তাহারে মিলয়ে এই বাঙ্কব রতন ॥
 অন্তরে আনন্দ ঘেন, নন্দের বাধাই ।
 মধুর বন্ধু হুগুণে, বলিহারি যাই ॥ ১২

সর্বগ্রাস ।

গত নিশি পূর্ণমাসী, শশী সুপ্রকাশ ।
 বিমল বিধুর করে, উজ্জ্বল আকাশ ॥
 চল চল টল টল, তনু শোভা ভাল ।
 মনোহর করে করে, ত্রিভুবন আলো ॥
 কুসুম প্রমোদে ভাসে, সরোবর মাঝে ।
 কেশরে অলির বাদ্য, গুণ গুণ বাজে ॥
 স্ফটিক শরীরে সব, অঙ্গকার হয়ে ।
 চকোর চকোরী সুখে, সুধাপান করে ॥
 হৃদ হৃদ করে কর, যুবতীর স্তনে ।
 জলের প্রবাহ যেন, দক্ষিণ পবনে ॥
 বসনে চাঁদের আভা, শোভা তার কত ।
 বদনে মদন নাচে, হয়ে জ্ঞান হত ॥
 সুধাংশুর প্রতিভায়, যুবতীর ভাব ।
 সেই জানে যার মনে, প্রেমের প্রভাব ॥
 সৎযোগী সন্তোষ পায়, অনন্দের তুণে ।

মরি মরি বলিহারি, শশী তোর গুণে ॥
 চারিদিকে তারা তারা, থেকে থেকে জ্বলে ॥
 মল্লিকের মালা বেণ, স্ফটিকের গলে ॥
 দেখিতে সুন্দর নয়, মুখ যার কালো ॥
 চাঁদের কিরণে তবু, তাঁরে দেখি ভালো ॥
 কবিতে প্রকাশ করে, অনঙ্গের বাগ ॥
 পতির আদরে বাড়ে, সতীর সোহাগ ॥
 যুক্ত যারা, স্মৃতি তারা, থাকে মুখে মুখে ॥
 প্রবেশে কণ্টক বাণ, বিয়োগীর বুকে ॥
 একপ স্মৃতির শশী, গগনে উদয় ॥
 বিলোকনে পুলকিত, সবার হৃদয় ॥
 এমন সময়ে আসি, প্রসারিয়া বাহু ॥
 চাঁদে কবির গ্রাস, দুষ্ট কাল রাহু ॥
 করিয়া করাল গ্রাস, প্রথমে প্রকাশ ॥
 ক্রমে ক্রমে করিল, সকল ক্রম নাশ ॥
 খাঁটি ছিল একগুণে, সে ভাবান্তর দেখি ॥
 পূর্ণচন্দ্র হয়ে গেল, একেবারে মেকি ॥
 উদয়ের গুণ তার, নষ্ট হলো সব ॥
 চারিদিকে পড়ে গেল, হরিবোল রব ॥
 রাহু মুখে শশধর, হলো সর্বগ্রাসী ॥
 আকাশ আচ্ছন্ন করে, অন্ধকার আসি ॥
 একেকালে ফিরে গেল, নিশির স্বভাব ॥
 কি ভাবে এভাব কেহ, নাহি পায় ভাব ॥
 দিবা নয় রাত্রি নয়, দেখে হয় ভ্রম ॥
 কেহ করে অনুমান, কুবাটিকা সম ॥
 উপবাস করি কেহ, রক্ষা করে নাম ॥
 অন্নদান বস্ত্রদান, স্মৃতি স্বর্গে স্থান ॥
 ভিকারী ভিক্ষার হেতু, করে তাড়াতাড়ি ॥
 শাক ঘণ্টা বাজে যত, গৃহস্থের বাড়ী ॥

দণ্ড নয় দুশ্য নয়, বিশ্ব হাহাকার ॥
 অভাব হইল ভাবে, স্বভাব সবার ॥
 যাণ যজ্ঞ জপ তপ, ব্রাহ্মণ ঘিরিয়া ॥
 মুক্তি মান করে শেষ, উদয় হেরিয়া ॥
 উদয়ের প্রতি কারো অবিশ্বাস নাই ॥
 এঁটো পূর্ণচন্দ্র দেখে, প্রফুল্ল সবাই ॥

কাবুলের যুদ্ধ ।

সন ১২৪৮ সাল ।

তরঙ্গিনী ত্রিপদী ।

চেগেছে বিষম যুদ্ধ, তেগেছে কাবুল স্মৃতি,
 দেগেছে কামান শত শত ॥
 ভেগেছে গোরার দল, মেগেছে আশ্রয় বল,
 রেগেছে ইংরাজলোক যত ॥
 করেছে আগর জারি, হরেছে বিলাতী নারী,
 তরেছে সমরে খুব তারা ॥
 পরেছে করাল বস্ত্র, ধরেছে সকল অস্ত্র,
 মরেছে প্রধান যোদ্ধা যারা ॥
 হয়েছে সমুদ্র নষ্ট, সয়েছে অশেষ কষ্ট,
 বয়েছে দুখের ভার বুকে ॥
 রয়েছে কয়েদী যারা, লয়েছে শরণ তারা,
 কয়েছে কুবাক্য কত মুখে ॥
 ঘেরেছে সমর স্থান, মেরেছে অনল বাণ,
 হেরেছে ব্রিটিস সৈন্যগণে ॥
 চেতেছে এবারে ভাল, মেতেছে নেড়ের পাল
 পেড়েছে কামান কত রণে ॥
 জুড়েছে বন্দুকে গুলি, উড়েছে মাথার খুলি,
 পুড়েছে কপাল নানা মতে ॥

বেড়েছে যবন দল, চেড়েছে সকল বল,

পপেতেছে সে পাহাড়ের পথে ॥

সমর করিয়া পশু, সেনা সব লগুতগু,

অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড দেহ ॥

জীবন পেয়েছে যারা, আহার বিরহে তারা,

কোন রূপে স্থির নহে কেহ ॥

খেতকাণ্ডি সবাঁকার, চারিদিকে শবাঁকার,

অনিবার হাহাকার রব ॥

শৃগাল কুকুর কত, গৃধিনাদি শত শত,

মহানন্দে খায় সব শব ॥

হিংস জন্তু আরো সব, শবাহারে পরাভব,

কত শব সংখ্যা নাই তার ॥

সব শব করি দৃষ্টি, বোধ হয় অনাস্থষ্টি,

শব বৃষ্টি হরেছে এবার ॥

গেরে বন্দুকের ছুড়া, পাহাড় করিল গুঁড়,

ভাঙ্গিল মাথার চুড়া তায় ॥

শোণিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল নহে,

তৃণ আদি কত ভেসে যায় ॥

বড় বড় ছাড়ি গোঁপ, কেড়ে নিল গোলাতোপ,

বুদ্ধি লোপ হোপ সব হরে ॥

ছলে ছলে ফাঁদ কেঁদে, জঙ্গলে দঙ্গল বেঁধে,

মোঙ্গল মঙ্গল বাদ্য করে ॥

কাপ্তেন কর্ণেল কত, বিপাকে হইল হত,

অর্গগত ডবলিউ এম ॥

রাজদূত যাঁরে কয়, কোথা সেই এনবর,

কোথায় রহিল তাঁর মেম ॥

ছুর্জয় যবন নষ্ট, করিলেক মান ভ্রষ্ট,

গেল সব ব্রিটিশের কেম ॥

কেড়ে নিলে তাঁর টেন্ট, হত বল রেজিমেণ্ট,

হায় হায় করে কব সেম ॥

অবশিষ্ট যত সৈন্য, আহার অন্তাবে দৈন্য,

কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ॥

শুকাইল রাঙামুখ, ইংরাজের এত দুখ,

ফাটে বুক হায় হায় হায় ॥

চারিদিক গুলিগোলা, কোথা পাবে দামাছোলা

অশ্ব কাঁদে সেনা মুখ চেয়ে ॥

থেকে ২ লাফ পাড়ে, চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ে,

বাঁচে অধু দড়ী গোঁজ খেয়ে ॥

পাহাড়ে সেনার বাস, সেখানে যে আছে ঘাস,

চরে খেতে সোরে পড়ে পদ ॥

নিশির শিশির ছুই, দিবসে তপন রুই,

দিধিমতে বিষম বিপদ ॥

ফলে কিছু নহে অন্য, নিশ্চয় মরণ অন্য,

উঠিয়াছে পিঁপিড়ি ডেনা ॥

যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস,

সাজিয়াছে কোম্পানির সেনা ॥

ছুটিবে যখন গুলি, উঠিবে আকাশে ধূলি,

কুটিবে বিপক্ষ বুক শূল ॥

লুটিবে ছোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়,

টুটিবে সকল দেড়ে কুল ॥

জ্বলেছে গবর্নর ক্রোধে, বলিছে বিষম বোধে,

হলেছে সাসুজা ছল করে ॥

ফলেছে কামনা ফল, চলিছে সেনার দল,

টলিছে পৃথিবী পদন্তরে ॥

এইবার বাঁচা ভার, যেপ্রকার ঘোরঘার,

জোর জোর শোর সার তার ॥

জোর বল গোঁরা দল, ঢল ঢল টল টল,

ধরাডল রসাডল বার ॥

শিলিঙ্গির লোক যত, সকলি করিয়া হত,
সেফাই ঝুঁকিবে স্থখে তাল।
গুরু জরু লবে কেড়ে, চাঁপ দেড়ে যত নেড়ে,
এই বেলা সামাল সামাল॥

বাবু ছারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু।
যক্ষ দক্ষ নাগ রক্ষ, সকলি তোমার ভক্ষ্য,
এত খেয়ে নাহি মেঠে খাঁই।
ভয়ানক নাম মৃত্যু, শুনিলেই হয় মৃত্যু,
হারে মৃত্যু তোর মৃত্যু নাই॥
নাশিতেছে এই বিশ্ব, অথচ না হও দৃশ্য,
অদৃশ্য শরীর ভয়ঙ্কর।
মুক্ত কেবা তব হাতে, মুক্ত সদা তীক্ষ্ণ দাঁতে,
মুরহর খাতা স্মরহর॥
গজ গাভী উষ্ট্র হয়, কিছুই অখাদ্য নয়,
সমুদয় করিতেছে গ্রাস।
দয়ার দর্পণে মুখ, নাহি দেখ একটুক,
ধর্ম হয়ে ধর্ম কর্ম নাশ॥
ধরতর বেগধর, লছোদর রত্নাকর,
নিরস্তর ভরজ মভীর।
ভগ্ন করি ছুই পাড়, খেয়ে তার মাংস হাড়,
শুক কর সমুদয় নীর॥
দৃশ্য মাত্র হও হর্ষ, গগন করিছে স্পর্শ,
ধরাধর বহু স্থখদাতা।
তুমি তারে ভাব তুম্হ, ছুই কর কর উচ্চ,
ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মাতা॥
গহন কানন বত, ক্ষণমাত্রে কর হত,
দাবানল প্রজ্জ্বলিত করে।
নাহি রাখ অবয়ব, উদারায় স্বাহা সব,

ব্রাহ্মআদি জন্তু খাও খোরে॥
যত সব পক্ষীকৃত, তব গ্রাসে আছে মৃত,
মৃত হয় স্থিত নহে কেহ।
তঞ্চ করি পঞ্চভূতে, তুমি যেন পাও ভূতে,
ঘাড়ে চেপে ঘাড় নাড়া দেহ॥
অগোচর বস্তু যারা, তোমার গোচর তারা,
বিকট বদন ছাড়া নয়।
গরার করিয়া বাস, ভুত প্রেত কর নাশ,
কিছুতেই অরুচি না হয়॥
ভীমতর নিশাচর, নাম শুনে জ্বর জ্বর,
ধর ধর কাঁপে নরগণ।
সে রাক্ষস তব আগে, রেণু তুল্য কোথা লাগে,
রাক্ষসের রাক্ষস মরণ॥
রাক্ষসের অধিপতি, বিক্রমে বিশাল অতি,
কুড়ি হস্ত দশ মুণ্ড যার।
তুমি তার সব বংশ, ত্রোভাযুগে করি ধ্বংস,
একেবারে করিলে আহার॥
রক্তবীজ যুদ্ধ কালে, কত রক্ত দিলে গালে,
কত খেলে নাহি তার লেখা।
তনেতো জানিতে পারি, উদর কেমন ভারি,
বেঁচে থেকে যদি পাই দেখা॥
কুরুক্ষেত্রে মুক্ত মুখে, ভক্ষণ করিলে স্থখে,
কুরুকুল পাণ্ডুকুল যত।
কুশলের শেষ করি, মুম্বলের বেশ ধরি,
বহুকুল করিয়াছ হত॥
সংগ্রামে করিয়া বল, মঙ্গলের অমঙ্গল,
দাঁড়াইয়া গিজিনীর গেটে।
ঘর বাড়ী পরিজন, তুলে ফেলে মেওয়া বন,
মাটি শুষ্ক পুরিয়াছ পেটে॥

লাহোরে সময় স্থলে, শাশী কালো ছুই দলে,
 সে দিনেতে করিয়া নিধন ।
 টুপি কুর্তি গোলা ভোপ, বড় বড় দাড়ি গৌপ,
 সমুদর করেছ ভক্ষণ ॥
 বড় বড় ঈদতা দানা, আর আর জন্তু নানা,
 কত খেলে সংখ্যা নাহি তার ।
 কেবল খাবার ঘুম, ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম,
 হৃত্যু তোর পায়ে নমস্কার ॥
 শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আর, বড় খাতু পরিবার,
 সমুদর পেটে দেও পুরে ॥
 আলো আর অন্ধকার, স্বাধীনতা আছে কার,
 সবে বন্ধ কালতব পুরে ।
 শুক্র আদি পুষ রক্ত, সকল আহারে শক্ত,
 খেতে নাহি মাথা কর হেঁট ।
 স্বর্গ মর্ত্য রসাতল, অনায়াসে পার স্তল,
 ধন্য ধন্য ধন্য তোর পেট ॥
 ছাই ভস্ম যাহা পাও, সকলি শুষ্কিা খাও,
 দেখে শুনে হারা হই দিশে ।
 দিবানিশি চলে মুখ, আশ্তি নাই একটুক,
 এত খেয়ে পাক পায় কিসে ॥
 কন্যাপুত্র বন্ধু আতা, জ্ঞাতি আদি পিতা মাতা
 শোকাকুল প্রীতি জনে জনে ।
 ত্রিসংসার ছার খার, অনিবার বারিধার,
 বিধবার নীরদ নয়নে ॥
 কিছুতেই নহ তুষ্ঠ, নিয়ত বদন রুষ্ঠ,
 ছুষ্ঠী জুখা কেমন প্রবল ।
 নদ নদী খাও তবু, নির্ঝাঁপ না হয় কভু,
 প্রজ্জ্বলিত অঠর অনল ॥
 পল পাত্র কাল ময়, উপচার দ্রব্য অদ্য,

মত্ত সদা খাদ্য গুণ খেয়ে ।
 বার বার বার যোগে, পুষ্ঠিতত্ব তুষ্ঠি ভোগে,
 মাস মাস মাস মাস খেয়ে ॥
 ধিক ধিক ওরে যম, পৃথিবীতে তোর সম,
 অধম না দেখি আর হেন ।
 দেখু পোলে বিধাতায়, বিশেষ স্রাব তীর,
 তোর সৃষ্টি করিলেন কেন ॥
 পড়িয়া তবের ঘোরে, কি আর কহিব তোরে,
 দূর দূর পাপী ছরাচার ।
 এত দ্রব্য দিলি দাঁতে, প্রাণের দ্বারকানাথে,
 তবু তুই করিলি আহার ॥
 গুণে বশ দিগদশ, গান করে যার যশ,
 কাল তুই কাল হলি তার ।
 এই দেখ্ সবে স্কৃণ, হয়ে স্বীয় শোভাশূন্য,
 জগৎ করিছে হাহাকার ॥

খ্রীষ্ট ।

লঘু ত্রিপদী ।

একি পরিভাপ, বিষম সন্তাপ,
 সহেনা নিদাঘ জ্বালা ।
 রমণী হৃদয়ে, হার বিনিময়ে,
 অশোভিত স্বদেশমালা ॥
 যেন হস্তাশল, রবির কিরণ,
 বন উপবন দহে ।
 বিহঙ্গ সকল, বিশেষ বিকল,
 কাননে আর না রহে ॥
 বন অগ্নেবণে, ফেরে বনে বনে,
 তৃপ্তিত কুরঙ্গকুল ।

হায় একি দায়, জল নাহি পায়,
 হয় মাত্র স্কুলে ভুল ॥
 দূর দরশনে, তপন কিরণে,
 সরোবর ভ্রম হয়।
 ত্বরিত গমনে, জীবন প্রাপণে,
 জীবন হতেছে ক্ষয় ॥
 হাতী ঘোড়া উট, মারিতেছে ছুট,
 বন্ধন বিচল করি।
 করে ছট্-ফট্, বিকট প্রকট,
 বদন ভঙ্গিমা ধরি ॥
 বহে উষ্ণ বাত, যেন বেত্রাঘাত,
 করিতেছে কলেবরে।
 গন্ধজল মাখা, সুশীতল পাখা,
 কেবল শীতল করে ॥
 তপন প্রতাপে, মরুর কলাপে,
 শরীর রাখিছে সাপে।
 আপনার ভক্ষ্য, পেয়ে নাহি লক্ষ্য,
 কাতর অসহ তাপে।
 ফণি ফাতল, অতি সুশীতল,
 তথা নিদ্রা যায় ভেক।
 কেশরী আলয়, কুঞ্জর খেলয়,
 মিত্রতার অভিবেক ॥
 উহু উহু বাধা, জ্বলে যেন দাবা,
 যে দিগে ফিরাই আঁধি।
 একি দেখি ঘটা, দিবাকর ছটা,
 ক্ষরিছে অনল মাখি ॥
 রক্তনী সময়, বায়ু নাহি বয়,
 চাঁদের উদয় ভালো ॥
 নহে নিদারুণ, অন্ধকারে খুন,

মরি মরি বিনা আলো ॥
 আছুক রমণ, যদি আলিঙ্গন,
 রমণীতে হয় ঘুমে।
 অমনি চেতনা, আসিয়ে বেদনা,
 বরিষে মানস ভুমে ॥
 বট বৃক্ষতল, সহ কুপ জল,
 আর বাহা প্রয়োজন।
 ঘটে যদি ভাই, কিছু নাহি চাই,
 রঞ্জে লাল হয় মন ॥



শুক্ৰ তারা । *

ত্রিপদী।

একি হে প্রিয়সি বল, আকাশেতে সুনির্মল,
 তারা ঐ চারু শোভা ধরে।

* বৎসরের ছয়মাস প্রাতঃকালীন পূর্ব
 দিকে এবং অপর ছয়মাস সন্ধ্যাকালীন
 পশ্চিমদিকে যে নক্ষত্র অতি প্রদীপ্ত ভাবে
 প্রকাশ পায়, তাহাকেই জ্যোতির্বেত্তারা
 শুক্র গ্রহ কহেন, শাস্ত্রে ইহার প্রতি প্রণাম
 করণের মন্ত্র যথা,—“ হিমকুন্দ যুগলাভং
 দৈত্যানাং পরমং শুক্রং । সর্বশাস্ত্র প্রব-
 ত্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং । ” উপরি উক্ত
 মন্ত্রের অর্থানুযায়ী এই নক্ষত্রের আভা
 হিম, কুন্দ, যুগলের ন্যায়, অর্থাৎ দীপকের
 মত খেতোজ্জ্বল, এই নক্ষত্রকে সাধারণ
 লোকে শুক্রতারা কহিয়া থাকে। শুক্র হইতে
 “ শুক ” শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। ইংরা
 জীতে ইহাকে “ ভীনস্ ” ও “ হিস পেরস্ ”
 ও “ ভীস পেরস ” এবং ইভিনিষ্টার প্র-
 ভৃতি শব্দে বাচ্য করিয়া থাকে

নকর কিরণধর, বটে তার কলেবর,

• কিন্তু নহে দীপ্ত প্রেম করে ॥



কেবল কপেতে মন, গলেনাকো কদাচন,
সুখদ প্রণয় রস বিনে ।

চক্ষু মাত্র দৃষ্ট হয়, মন কিন্তু মুখা নয়,
হৃদয়ের বিনোদ বিপিনে ॥

অ'ছে অতি মনোহর, যুগল নক্ষত্রবর,
বিরাজিত বিমল কিরণে ।

প্রোজ্জ্বল হীরকচয়, সরমে মলিন হয়,
খরতর কর দরশনে ॥

শূন্যোনাহিশোভেতারি, তবেকোথাশোভেতারি
তুমি কি জাননা সবিশেষ ।

এই দেখ তারাদয়, শোভা করে অতিশয়,
তব যুগ্ম নয়নের দেশ ॥

যে নয়ন আকর্ষণে, টেনে আনে দেবগণে,
দেবলোক পরিক্রম করি ।

মর্ত্যে তারা এসে কয়, নয়ন মনোজালয়,
নন্দন কানন পরিহরি ॥

স্বর্গের উজ্জ্বল তারা, আর নাহি স্মরে তারি,
ভুলে গেল কামিনী নয়নে ।

শূন্যের তারকচয়, সাগান্য আলোকময়,
নহে দীপ্ত প্রণয় কিরণে ॥



প্রীতি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর ।

প্রশ্ন ।—বলনা ললনা প্রাণ, ললিত নয়নি ।

মলিনী মলিনী কেন, করে সে রজনী ॥

উৎ ।—যেঁকণ স্বভাব যার, সে চায় সেকপ ।

শক্তির বিচার করে, করিতে স্বরূপ ॥

• তিমিরে ত্রিলোক তুর্ণ, পূর্ণ করে যেই

তামরসে তমোরসে, দান করে সেই ॥

প্রঃ ।—অবনী অসিতবর্ণা, নিশা যদি করে ।

তবে যে কুমুদী রাজেরাজত নিকরে ॥

উৎ ।—সময়েতে হয় যারে, বন্ধু অমুকুল ।

কি করিতে পারে তারে, শত্রু প্রতিকুল ॥

কুমুদ বাজ্বব ঈন্দু, পূর্ণালোকময় ।

তিমিরারি আশ্রিতে, তিমিরে নাহি ভয় ॥

প্রঃ । কোথা সেই ইন্দু বন্ধু, দিবা আগমনে ।

মুদিতা কুমুদী ছবি, রবির কিরণে ॥

উৎ । উপযুক্ত প্রতিযোগী, মান যদি হরে ।

মানী তাহে কভু নহে, দুখিত অন্তরে ॥

শশী, সূর্য্য, ভেদ বহু, ভাবি মনে মনে ।

কুমুদী মুদিতা হয়ে, দুখ নাহি গণে ॥

প্রঃ ।—কুমুদিনী কমলিনী, নায়ক দ্বিপক্ষ ।

এর মধ্যেখল দেখি, প্রের্ত কার সখ্য ॥

উৎ ।—প্রের্ত গুণ তার, যার, স্বভাব সরল ।

সে নহে উত্তম যার, হৃদয় গরল ॥

সুশীতল, সুধাকর, নায়ক প্রধান ।

কৃষ্ণাণু পুর্ণিত ভাষ্ক, কৃভাস্ত সমান ॥

প্রঃ।—নলিনী নায়ক যদি, নায়ক অধম ।
 [পদ্ম তবে কেন তারে, ভাবে প্রিয়তম ॥
 উঃ।—সমানে সমানে যদি, মিলন উপজে ।
 উভয়ের মন তবে, প্রেমরসে মজে ॥
 লজ্জাহীনা কঙ্গলিনী, পূর্ণা অঙ্কুরে ।
 প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কর, ভাল লাগে তারে ॥

প্রঃ। নলিনীর লজ্জা নাই, কিরূপে জানিলে ।
 রূপ গর্বে গর্বিতা সে কি হেতু, মানিলে ॥
 উঃ।—মুখের ভঙ্গিমা দেখি, মন জানা যায় ।
 কে ভাল কে মন্দ লোক, পরিচিত তার ॥
 বিশেষে পদ্মিনী ফটে, প্রভাত প্রহরে ।
 পতি চক্ষে ধূলি দিয়ে, উপপতি করে ॥

প্রঃ।—কলানাথ কুমুদিনী, প্রেম কি কারণ ।
 উত্তম নামেতে খ্যাত, বল বিবরণ ॥
 উঃ।—উত্তম প্রণয়ি বলি, ব্যাখ্যা করি তারে ।
 বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ ক্লেশ, নাহি হয় যারে ॥
 অমা আগমনে, সুখাকর না প্রকাশে ।
 তথাপিও কুমুদিনী, সুখরসে ভাসে ॥

প্রঃ।—শশী অসুদয়ে বল, নিশি কি কারণ ।
 কুমুদীর ক্লেশকরী, না হয় কখন ॥
 উঃ।—প্রবল বিপক্ষ যদি, স্থানান্তর হয় ।
 কার সাধ্য তাহার, অধীনে করে জয় ॥
 কম্পান্তর কলানাথ, হইলে অন্তর ।
 নিত্য কুমুদীর হবে, প্রকুল অন্তর ॥

প্রঃ।—বল দেখি প্রিয়তমে, করিয়া বিচার ।
 নায়িকার শ্রেষ্ঠ গুণ, কাহাতে সঞ্চার ॥
 উঃ।—লজ্জাবতী যে যুবতী, সে উত্তমা হয় ।
 সেই মাত্র জানে সত্য, কিরূপ প্রণয় ॥
 লজ্জিতা প্রমদা, সহ কুমুদী উপমা ।
 লজ্জাহীনা পঙ্কজিনী, নায়িকা অধমা ॥

প্রেম নৈরাশ্য ।

যার তরে আকুঞ্চন, করিয়া কাতর মন,
 এ অবধি না হইল স্থির ।
 তাহারে এখনো আর, আশা আছে পাইবার,
 আরে মুখ মানস অধীর ॥
 পূর্বে যদি দৈবধীন, দেখা হতো কোন দিন,
 উভয়ের হাসিত নয়ন ।
 এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্বে প্রেমরেখা,
 হেঁট করে বিনোদ বদন ॥
 হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপজে সুখ,
 যথা নিশাচাঁদের উদয়ে ।
 সে সুখদ শশধর, সশক্তির নিরন্তর,
 গুরু পরিবাদ রাত্ ভরে ॥
 হবেনা হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয়,
 তবে কেন মিছে আশা জমে ।
 অধীর মানস মম, হয়েছে বধির সম,
 প্রবোধ মানেনা কোনক্রমে ॥
 ধিক কার্য নয়নের, ধিকরে আশার ফের,
 ধিক্ ধিক্ প্রণয় যাতনা ।
 হৃদয়ে চড়িলে দাগ, আর কি উঠে সে রাগ,
 প্রেম নহে শূলের বেদনা ॥

পাইয়া মানব দেহ, এসোনা এসোনা কেহ,

• প্রেমদীপী অবগাহনেতে ।

পিরীতি তটিনীতলে, মানা হিংস্র জন্তুদলে,

কেলি করে কমলা সনেতে ॥

কলক ভীষণ ভেক, চিন্তা নামা সহস্রেক,

আছে বিষধরী ভয়ঙ্করী ।

কুলোক ককট যত, গর্ভ করে মনোমত,

প্রেমিকের মনশ্চন্দ্র করি ॥

আছে বটে পদ্মবন, অতিশয় সুশোভন,

সুখ নামে বিখ্যাত ভুবন ।

দেখরে দাঁড়ায়ে তীরে, এই যে কুস্তীর নীরে,

নিরাশা কুস্তীর নিকেতন ॥

বদি কেহ সংগোপনে, শব্দহীন সমুদ্রণে,

পদ্মবনে হয় উপনীত ।

মনস্কাম সিদ্ধ তবে, নতুবা অস্থির রবে,

নিরাশা দশনে হবে বৃত ॥

—
সংগীত ।

রাগিনী স্মৃতি । মধ্যমান ।

চিরদিনের আশা মম, শেষ হবে এক দিন ।

আছেমাত্র প্রাণ বায়ু, হয়ে এই আশাধীন ॥

প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধানল, সতত করে চঞ্চল,

উপায় কি করি বল, হয়ে সে স্বধা বিহীন ॥

—
—

গ্রীষ্মকাল বর্ণন ।

উদয় হইল গ্রীষ্ম, ভীষ্মরূপ রবি ।

দিবাভাগে রুদ্ধভাব, হয় রৌদ্র হবি ॥

বিশেষত মধ্যাহ্ন মরীচি রুচিধর ।

ধরা জ্বরা হয় তাপে, বিলীর্ণ ভূধর ॥

মলিন কলিন শাখা, ছদ্ম সহিত ।

লতাগণ মৃত্যু সম, ধরায় পতিত ॥

কুসুম বিষম তাপে, না হয় প্রকাশ ।

কলিকালে শুষ্ক হেরি, অগ্নির উদাস ॥

মুকুলে ব্যাকুল হয়ে, ধার মধুকর ।

নীরস হেরিয়া তাহা, বিরস অন্তর ॥

পত্রতলে পতত্রি, রাধিগা নিজ তনু ।

বাহির না হয় রহ, যাবৎ সে তনু ॥

নিরাহারে পক্ষীকুল, অন্ধনীরে ভাসে !

নিরত নীরদ ধ্যান, ধার নীর আশে ॥

নীরাশয়ে নিরাশয়ে, ভুচর খেচর ।

নীরাশয়ে গভীরত, করে নিরন্তর ॥

কিন্তু যদি নীরাশে, নিরাশ হয় কেহ ।

সহসা ধরাতে তার, ধরা যায় দেহ ॥

একপ নিদাঘ রীতি, বাসরে বিশেষ ।

তপন তাপেতে সবে, সদা পায় ক্লেশ ॥

কাল ধর্ম সদা ঘর্ম, বহে কলেবরে ।

জনকের নাহি সুখ, ক্ষণেকের তরে ॥

কায়ার বাসনা সদা, ছায়াযোগে থাকি ।

সমীরণ সঙ্গে অঙ্গ, মিলাইয়া রাখি ॥

জীবন জীবন সম, জীবনের কাছে ।

জীবন বিহনে জীব, জীবনে কি বাঁচে ॥

যদি ঘন বন বিন্দু, বরিষণ হয় ।

ধরাস্থ সমস্ত জনে, যানে ভাগ্যোদয় ॥

কৃষিগণ ক্ষেত্র মধ্যে, নেত্র উজ্জ্বল করি ।

ধারা আশে তারা আছে, দিবস সর্বস্বরি ॥

—
সুবৃষ্টি ।

হইল অধার বৃষ্টি, শীতল করিল সৃষ্টি,

সস্তাপ প্রতাপ হৈল শেষ ।

যিক্রকর বরিশনে, হৃদয়ন্দ সমীরণে,
 ঘুচে গেল শরীরের ক্লেশ ॥
 স্বৈদ বিন্দু নাহি করে, বিমলিন কলেবরে,
 বিহরে শিহরে যুবা জানি।
 অনেক দিনের বাদ, দিনে পূর্ণ মনোসাধ,
 পরিবাদ অবিশাদ মানি ॥
 নীলরুচি নীলধর, শোভাকর মনোহর,
 নয়ন প্রফুল্লকর অতি।
 হায় রে কালীর ঘট, হেরি তোর শোভা ছটা,
 সাধে মজে ব্রজের যুবতী ॥
 শুনি ঘন ঘন ধ্বনি, অপার উল্লাস গনি,
 চাতকিনী স্বথধ্বনি করে।
 হৃৎকের যামিনী ভোর, স্বথ ভরে মীন চোর,
 ঘোর দিয়ে জমে সরোবরে ॥
 মরাল মোদিত মনে, সঙ্কে লয়ে স্বীয়গণে,
 সন্তরণে না দেয় বিরাম।
 করি রব কুক, কুক, প্রকাশে মনের স্বথ,
 ডাহুক ডাকিছে অবিশ্রাম ॥
 শুনিযে মেঘের নাদ, মত্তমতি মেঘনাদ,
 পাদপুট হইল অস্থির।
 জলধর দেয় তাল, নৃত্য করে পালে পাল,
 কাল পেয়ে প্রফুল্ল শরীর।
 আর আর স্থলচর, জলচর শূন্যচর,
 চরাচর নিবসয়ে য়েবা।
 হইয়ে শীতল কায়, কেহ ধায় কেহ গায়,
 আত্মমত করে আত্মসেবা ॥
 স্থান করি ধারা জলে, শ্যামল বিমল দলে,
 তরুতলে নব শোভা ধরে।
 বিরহ বিশ্রামে যেন, হাস্যরস পূর্ণ হেন,

যুবা জন আস্য শশধরে ॥
 তরুণ পল্লব মালে, দেখায় ডালে ডালে,
 কদম্ব কলিকা বিকসিত।
 মধুমক্ষি মত্ত হয়ে, সঙ্কেতে স্বদল লয়ে,
 পান করে অহত অমিত ॥
 হেরি তার মত্ত ভাব, মনে ভাব আবির্ভাব,
 ভয় হয় কবিতা রচনে।
 গুপ্তভাবে গুপ্তভাবে, রাখিলে কি হবে লাভ,
 গুরু ভয় গুরু কুবচনে ॥
 অতএব ব্যক্ত করি, মধুমক্ষি মধুহরি,
 মত্ত হয় বরষা কৃপায়।
 মল্লিকা বুকুতা ভাতি, মধুকর মদে মাতি,
 গুঞ্জরিয়া ভুঞ্জে মধু ভায় ॥
 আর এই দেখ সদ্য, খাইয়া মেঘের মদ্য,
 প্রাচীনার শিরোমণি ধরা।
 নবীনা ষোড়শী প্রায়, অপকূপ শোভা পায়,
 রসিক ভাবুক মনোহরা ॥
 রসপানে তরুলতা, প্রাপ্ত হয় প্রবলতা,
 মাদকতা গুণে বলিহারি।
 যত সব নদী নদ, খাইতে তুষার মদ,
 হইয়াছে শেখর বিহারী ॥
 রসে হয়ে গদ গদ, পাইয়া পরম পদ,
 সাগরেতে করিছে পয়ান।
 তথা সিদ্ধু স্থখী হয়ে, তাদের উচ্ছ্রিষ্ট লয়ে,
 অবিরত করিতেছে পান ॥
 ত্রিলোক তিমির হর, নাম যার দিবাকর,
 সেই সূর্য্য মদে মাতালা।
 ঢল ঢল লাল মূর্ত্তি, প্রকাশি বিশেষ স্মৃতি,
 শুষিছেন সংসার পেয়ালা ॥

অন্তএব বুধগণ, আমাদের নিবেদন,
 . অবশ্যেতে হউন সন্তোষ ।
 দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে,
 অভাপ্যগণেতে স্বচ্ছ দোষ ॥
 বহু বহু সমীরণ, বরিষ বারিদগণ,
 চমক হে চপলার মালা ।
 সহাস্য রহস্য মুখে, পান করি মনোমুখে,
 জুড়াইব অন্তরের জ্বালা ॥



স্বপ্ন ।

বিচিত্র বাণিজ্য শাল, অতি অপকৃপ ।
 নানাস্থানে পরিপূর্ণ, দ্রব্য নানা রূপ ॥
 দোকানি পসারি কত, সংখ্যা নাহি হয় ।
 স্থানে স্থানে দেখি স্রু, কৃষ্ণবর্ণ ময় ॥
 ক্ষুদ্র কুঁড়া কিছু নাহি, হয় হস্তগত ।
 অস্ত্র ধরি প্রহরী, পাহারা দেয় কত ॥
 মুখে মাত্র মহাজন, মহাজন বলি ।
 কর্তৃত্বার্থ কেহ নহে, মহাজন বলী ॥
 পদে পদে প্রতারণা, পরিপূর্ণ পাপ ।
 ভাব দেখে কার সাধ্য, কাছে যায় বাপ ॥
 কাণে কাণে ফুস ফুস, ঘুস ঘুস রব ।
 ঘুসাঘুসি শব্দ শুনি, স্তম্ভ গোক সব ॥
 বনিকের রক্ষ দেখি, দক্ষ হয় মন ।
 তখাচ লইতে দ্রব্য, করি আকুঞ্জন ॥
 মনে মনে এই ইচ্ছা, সব করি ক্রয় ।
 প্যাটন দেখিয়া কিছু, পছন্দ না হয় ॥
 কারে বলি সারজন, কোথা তার সার
 সারজন কেহ নয়, সকলি অসার ॥

হাতে বঁাধি পাঁজি, পাঁজি তার ভারি ।
 চারিদিকে খরিদার, অতিশয় জারি ॥
 ধরে ধরে দ্রব্য সব, শোভে তাঁর ঘরে ।
 কেমনে করিব ক্রয়, বনেনাকো দরে ॥
 না জেনে বাজার ভাও, আঁচ দিই আঁচে ।
 দর শুনি কি জানি মা, কাণ ধরে পাছে ॥ .

জোটে জোটে বোটে বোটে, হয় একাকার ।
 নানা রঙ্গে বোটি শ্রেণী, গুণে উঠা ভার ॥
 দ্রব্য পূর্ণ কত বোটি, আসে পাল পাল ।
 মাঝে মাঝে কন্সেল, কন্সেল আল ॥
 জাহাজের আমদানি, অস্ত্র নানা রূপ ।
 বিশ্বমাঝে দৃশ্য নাহি, হয় হেন রূপ ॥
 উপরের ঘরে শোভে, কতরূপ পাখী ।
 কণমাত্র হেরিলে, জুড়ায় দুই আঁখি ॥
 পাখামধ্যে কত রঙ্গ, কত রঙ্গ ভরা ।
 পিঁজিরায় বন্ধ তবু, নাহি যায় ধরা ॥
 সব পাখী এক হয়ে, করে সদা গোল ।
 বুঝিতে না পারি কিছু, তাহাদের বোল ॥
 টিয়া নয় তোতা নয়, কিবা রব করে ।
 এদেশের পাখী হলে, জানাযেতো স্বরে ॥
 তার মধ্যে একপক্ষী, মিশে গিয়া ঝাঁকে ।
 করে কেলি হেলি হেলি, ডেডে ডেডে ডাকে ॥
 ভাণিলাম এই পাখী, হাতে করি আগে ।
 এখন লইব কিনে, যত দর লাগে ॥
 কর পেতে দর করি, নিকটে ঘনিয়া ।
 ভয় পেয়ে ভাগিলাম, ম্যা ডাক শুনিয়া ॥
 নাহি আর থাকিলাম, কেহ সেই স্থলে ।
 পাখী ডাকে ম্যা, ম্যা, ডাক শুনে কাণ জ্বলে ॥

বিদেশী বিহঙ্গে আর, নাহি প্রয়োজন।
দিশি পাখী দিশি বোল, তাহে তুষ্ট মন ॥
রব শুনে মুখ সদা, স্নিগ্ধ হই দেখে।
গৃহস্থের খোকা হোক, পাখী কর ডেকে ॥

—*—
আশা ভঙ্গ।

ত্রিপদী।

হায় হায় একি দায়, প্রাণ যায় কব কায়,
দহে কায় মনস্তাপে মরি।
দেখিল'ম আগে পাছে, সর্ব্ব দুখে পার আছে,
আশা ভঙ্গে উপায় কি করি ॥
কুগ্রহ করিয়া আড়ি, মারিল বিষম আড়ি,
ভাল রঙ্গ ভাগ্যের খেলায়।
গড়িল প্রেমা দিশা, দিশা হারাইয়া আশা,
মাধে বাদ ঘটিল হেলায় ॥
ঐর্ষ্য আদি লাজ ভয়, সকল সম্পদ ক্ষয়,
একে একে হারিলাম পণে।
তার পর মনোমনি, তাহাকেও তুচ্ছ গনি,
হারিলাম সুখের স্বপনে ॥
বাকীমাত্র ছিল আশা, তাহাও হরিল পাশা,
কর্ণনাশা কেমন কুটিল।

বেচি দেহ গেহ পাটা, যাহা ছিল পুঁজিপাটা,
ক্রমে ক্রমে সকল লুটিল ॥
কুগ্রহ বিপক্ষ সম, প্রেকাশি বিষম তম,
মনোমত যাহা ইচ্ছা করে।
হালি হারা তরী প্রায়, ভাসিছে আমার কায়,
সীমাহীন নিরাশা সাগরে ॥
সুখের বাণিজ্য ছলে, যৌবন জলধিজলে,

ভাসাইয়া শরীর তরনী।

প্রেমদ্বীপ অভিযুখে, চলিল পরম সুখে,
মম মন সাধু নিরোমনি ॥
ঐর্ষ্য হালি করে ধরি, চালে তরি ত্বরী করি..
ঝাঁকা মারে থাকিয়া থাকিয়া।
আশা পালি বায়ু পূর্ণ, ভরঙ্গ বিনাশে তূর্ণ,
জুড়ায় নয়ন নিরখিয়া ॥
করিলাম অনুমান, দুখ হলো অবসান,
প্রেমদ্বীপ নিকট হইল।
সাধু সদাগর মন, আনন্দে অস্থির মন,
প্রেমধারা নদনে বহিল ॥
হায় একি পরিতাপ, এমন সময়ে পাপ,
উঠিল কলঙ্ক মেঘ রেখা।
বহিল বিচ্ছেদ বড়, ডাকে জল কড়মড়,
অমোঘ আতঙ্ক দিল দেখা ॥
খণ্ড খণ্ড আশা পালি, কাণ্ডারীর চতুরালি,
লগু ভগু হলো সেই ডরে।
হালি হারা তরী প্রায়, ভাসিছে আমার কায়,
সীমাহীন নিরাশা সাগরে ॥

—*—

কপক।

আশা কি সুখের বিষয়।

এই গায়াময় মহীমণ্ডলে মানবমণ্ডলী
সেহেড়োরে বদ্ধ হইয়া আশার সহিত প্রণয়
রাখাতে কি আশ্চর্য্যরূপে অবদীর কার্য্য
কদম্ব নির্ঝাহ হইতেছে, আশার সুলার
জন্য সকলেই নিজ নিজ যত্ন, পরিভ্রম, উৎ
সাহ, উদ্যোগ প্রভৃতি ব্যয় করাতে অন্যান্য

প্রকার আশাসমূহ সুসিদ্ধ করিয়া সহজে বা
বহুক্ষেপে সুখী হইতেছেন, এই প্রকারে
আশাবায়ু অনবরত প্রাণিপুঞ্জের হৃদয়গগনে
প্রবাহিত হইয়া নানা কার্যের প্রবৃত্তিরূপ
ধূলিরাশিকে উড্ডীয়মান করিতেছে,
প্রাণীমাত্রেই আশার দাস, আশার ক্ষেত্রে
সুশস্য প্রাপণাশয়ে সতত প্রযত্নরূপ সেচনী
দ্বারা বহুবিধ উদ্যোগরূপ সলিল সেচনে
অনেকেই ব্যগ্র আছেন, কেহবা সুস্থ মান-
সাকাশ সুপ্রকাশিত আশাচন্দ্রের প্রভা
ক্রমে বহু প্রকার ভাবী সুখ লক্ষ্য করিতে
ছেন, কেহবা বাঞ্ছিত সুখের মোত হেতু
আশাকে সম্বল করিয়া অতি গভীর দুর্গম
ভীম সমুদ্র ক্ষুদ্র বোঝে উল্লঙ্ঘন পূর্বক
অতি উচ্চ শিখরাদি নিবিড় গহনবিহারী
নানাবিধ হিংস্র পশুর সম্মুখ দিয়া দ্বীপ
দ্বীপান্তর গমনান্তর স্বকারণ উদ্ধার করত
হর্ষকে স্পর্শ করিতেছেন। বিষয় বিশেষের
আশা বিফলা হইলে আক্ষেপ জন্য প্রাণ
বিনাশের সম্ভাবনা হয়। কিন্তু ঐ দুঃখের
কালে আশা কেবল বন্ধুরূপ সহায় হইয়া
সাহস দানে জীবনকে দেহের মধ্যে স্বচ্ছন্দে
স্থাপিত করে। অতএব যে কারণে এই সং-
সারে আশা, আশাই তাহার সকল মূল কারণ
হইয়াছে। আশাপূর্ণ হইতে বিলম্ব হইলে
সে সময়ে মানস ধানে কি আশ্চর্য ভাবের
উদয় হয়। আশা! বিষয় বিশেষের আশা
পরিপূর্ণ হইলে অন্তঃকরণে যে প্রকার আ-
ক্লাদ জন্মে, তাহা নাকি দ্বারা ব্যাক্ত করিবার

নহে, যাঁহারা আশা সুখের নিগড় মর্ম্ম দৃঢ়
রূপে জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা স্মরণমাত্রই
মুগ্ধ হইয়া অতিরিক্ত আনন্দে বোধশূন্য
হইবেন, আমি ভালবাসা ভালবাসি, সুতরাং
প্রাণ থাকিতে ভালবাসার আশা ছাড়িতে
পারিব না, এবং ভালবাসার ভালবাসায়
আমা ছাড়িতে অক্ষম হইব।

আশানুরক্ত বিরক্ত মহাশয় আশার
আশা পরিত্যাগ পূর্বক আক্ষেপ চিন্তে আ-
শার বিষয়ে প্রভাকর পত্রে পয়ার প্রবন্ধে
যে এক পত্র লিখিয়াছেন, আমরা তাহার
প্রত্যেক কবিতার কৌশল দৃষ্টে এবং তাৎ-
পর্য্য প্রতি ভাবার্থ অবধারণে গোপন মর্ম্ম
ও বিশেষ চতুরতা লক্ষ্য করিয়া অতিশয়
তুষ্ট হইলাম, আশাবিবেকী পত্র লেখক কি
কারণে এতরূপ সুখের আশার বিরক্ত হই-
লেন, বোধ করি কোন আশাবিশেষে বঞ্চিত
হওয়াতে অভিমান জন্য হঠাৎ এই বিবেক
ভাবের উদয় হইয়াছে, কলন্তঃ বিবেচনা
করা কর্তব্য যে, গমন কালে চরণ চালনার
ক্রটি হেতু হৃত্তিকায় পতিত হইলে পুনরুত্থার
সেই হৃত্তিকা ধরিয়া উত্থান করিতে হয়,
অতএব তিনি যে আশা করিয়া নিরাশা-
ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছেন, পুনরায় সেই
আশার হস্ত ধরিয়া বলপূর্বক দণ্ডায়মান
হইলে অবশ্যই অভিলাম্ব সিদ্ধ হইবেক,
আশাদণ্ডে দণ্ডী হইয়া দণ্ডগ্রাহী বোগীর
ন্যায় শাস্তি দণ্ড ধারণ করত একেবারে এপ্র-
কার অরাসিকতা ও অপ্রেমিকতা প্রকাশ

করা উচিত হয় না, সে যাহা হউক, তাঁহার
মনের ভাব ঈশ্বর জানেন, আমার ভালবাসা
আমাকে ভাল বাসুক বা না বাসুক, সুখ
তাহাতে হউক বা না হউক, কিন্তু মনের
কিন্তু কখনই রাখিব না।

পয়ার।

অহরহ আশা বজ্র, মানস পথিক।
আশার সূসার হেতু, চিন্তে স্নগতিক ॥
আশার আত্মীয় মন, আশার আশ্রিত।
আশা পায়, আসে যায়, আশায় বাধিত ॥
নিষ্ঠুর নিরাশা যদি, হয় বলবান।
পুনর্বীর আশা তাহে, আশা করে দান ॥
এক আশা পূর্ণ হলে, অন্য আশা আসে।
আশায় ভাসায় সদা, অতিরেক আশে ॥
শরীর সদনে প্রাণ, যদবধি থাকে।
তদবধি আশা তারে, স্থির ভাবে রাখে ॥
দিবস যামিনী সন্ধ্যা, প্রভাত সময়।
হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, অদি ঋতু ছয় ॥
বার বার সাত বার, সাতবার আসে।
বারোমাস দুই পক্ষ, তাহাতে প্রকাশে ॥
এইরূপে তারা সব, আসে নাশে আয়ু।
তথাপি না দূর হয়, দীর্ঘ আশা বায়ু ॥
পূরিণে মনের আশা, আশা নাহি ছাড়ে।
নিয়ত নবীন সুখে, অভিলষ বাড়ে ॥
যদি বল সব আশা, সিদ্ধ নাহি হয়।
সে কথা যথার্থ বটে, খণ্ডিবার নয় ॥
কিন্তু তাহে কিন্তু ভাব, অপ্রেমের প্রথা।
যত হয় তত ভাল, খেদ করা ত্রাণ ॥
ঈবং নিরাশা দুখ, কত সুখ তায়।

সেই জানে যারে সেই, মজায় মজায় ॥
আশা যার পূর্ণ হয়, সমুদয় লোভে।
অগাধ আনন্দ জলে, মন তার ডোবে ॥
প্রতিকূল ইথে সব, মন্দ অভিপ্রায়।
সুখের হইলে ভোগ, রোগ নাহি যায় ॥
সত্য সত্য সত্য বটে, লিখিয়াছ যত।
ফলত সকল নহে, অভিমত মত ॥
এয়ে রোগ, দীর্ঘ ভোগ, ছাড়িবার নয়।
সুখের কারণ রোগে, রোগ বৃদ্ধি হয় ॥
এ রোগের সুখ দুখ, জানে মাত্র তারা।
বার বার ভুক্ত ভোগী, প্রেমরোগী যারা ॥
আশাবটে চুরাশয়, নিরাশার ভাই।
ফলত উভয় ভেয়ে, প্রেমলাপ নাই ॥
নিরাশার প্রভাবে, কেবল মনে দুখ।
আশায় হাসায় সদা, বৃদ্ধি করে সুখ ॥
আশায় আসায় যারে, তার আশা ভাল।
নিরাশার ঘরে নাই, আত্মাদের আলো ॥
তুমি এসো, আমি আসি, আর যেবা আসে।
আসাতে আশাতে শেষ, খেদরাশি নাশে ॥
সে জানে বিশেষ মর্দ, মন যার ঝাঁকে।
আশা সুখ কি বুঝিবে, প্রেমশূন্য লোকে ॥
সুখ ক্ষেত্রে আশাবৃক্ষ, সুখ তার নানা।
ফলের আশ্বাদে তার, গুণ যায় জানা ॥
যে প্রকার তার তার, ফল ভাল বটে।
ফলত সে ফলে ফলে, বিকল না ঘটে ॥
ভালবাসে ভালবাস, ভালবাসা আশা।
পরীক্ষায় বুঝিয়াছি, ভাল ভালবাসা ॥
তোমার এক কথা সব, ভাল কিসে হয়।
ভালবাসি কথা কত, প্রকাশের নয় ॥

ভালবাসা' কারে বলে, ভালবাস কারে ।
 তোমায় যে ভালবাসে, ভালবাস তারে ॥
 তোমার যে ভালবাসা, বুঝিলাম এই ।
 আমার যে ভালবাসা, মনে জাগে সেই ॥
 ভালবাসা কাননে, কলঙ্ক ফুল ফুটে ।
 প্রণয় পবনে তার, সুসৌরভ ছুটে ॥
 ভাবিক প্রেমিক বত, সুখে মুগ্ধ তায় ।
 অরমিকে গন্ধ পেয়ে, মন্দ গুণ গায় ॥
 অতএব বলি ভাই, শুন মন নেয়ে ।
 প্রেমদীপ ছেড়নাকো, আশানদী বেয়ে ॥
 আশা করি প্রেম হাটে, প্রতিদিন যাবে ।
 রসিক রসিকা মনে, নানা রস পাবে ॥



তত্ত্ব প্রকরণ ।

চিত্ররেখা চোপদীচ্ছন্দ ।

পাপকার্যে সদা লীন, তত্ত্বহীন অতি দীন,
 তোমার সুখের দিন,
 এলোনা হে এলোনা ।
 পাতিয়া সংহার জাল, সম্মুখে শমন কাল,
 আলস্যে চরম কাল,
 টেলোনা হে টেলোনা ॥
 শুন মন মহীপাল, দেহরাজ্য ক্ষণকাল,
 বিষয় বাসনা ঝাল,
 বোলোনা হে বোলোনা ।
 বল বল ধর্মবল, কর্মগুণে ফলে ফল,
 হাতে পেয়ে শুভ ফল,
 ফেলোনা হে ফেলোনা ॥
 কপাল তোমার পোড়া, হারালে কন্ঠের গোড়া,

হিংসাক্রপ দিব কোড়া,
 গেলোনা হে গেলোনা ।
 বিফল বিষয়ে মুগ্ধ, দিবে আশা চিনি দুখ,
 পাপ লোভ কাল সর্প,
 গেলোনা হে গেলোনা ॥
 আশায় প্রবল আশা, সন্তোষ হারায় বাসা,
 বৃথায় সুখের পাশা,
 খেলোনা হে খেলোনা ।
 ছিড়িল নৌকার পাল, হাবা দাবা ছেড়ে হাল,
 মিছামিছি বাজে চাল,
 চেলোনা হে চেলোনা ॥
 বিবেকের লহ সঙ্গ, রিপূরঙ্গ দেহ ভঙ্গ,
 মায়ার তরঙ্গে অঙ্গ,
 ঢেলোনা হে ঢেলোনা ।
 করুণা কুসুম হার, কর নিজ অলঙ্কার,
 বিবাদ প্রদীপ আর,
 জ্বেলোনা হে জ্বেলোনা ॥
 উপহাস পরিহাসে, যদি কেহ কটু ভাষে,
 রাগরজ্জু ঘেষপাশে,
 হেলোনা হে হেলোনা ॥
 হয়ে মত্ত তত্ত্বমদে, ধৈর্য্য ধর পদে পদে,
 শাস্তিগুণে ছুই পদে,
 ঠেলোনা হে ঠেলোনা ।

পদ্য ।

অহরহ, অহরহ, কত গতি হয় ।
 এই অহ, এই রহ, লোকে এই কয় ॥
 রাত্রি দিন যুক্ত, ভুক্ত, কাল সমুদয় ।
 দিন বাক্তি আছি আমি, মুখে পরিচয় ॥

দেখি বটে এই কাল, ফলত অদৃষ্ট ।
 সুখ দুখ ভেদে বলি, আপন অদৃষ্ট ॥
 প্রপঞ্চ শরীর পেয়ে, যতদিন রই ।
 এই কাল এই আমি, এই মাত্র কই ॥
 নাহি জানি কেবা, কেবা, আমি কেবা হই ।
 কতু ভাবি, আমি আমি, কতু আমি নই ॥
 বই করি স্থিতকাল, খুলে দেহ বই ।
 ভাবের খাতার শুধু, করি ঢেরা সই ॥
 বাজিল চুটির ঘড়ি, হলো রোজসই ।
 আর কেন, ওহে ভাই, কর হই হই ॥
 বোঝা গেল সবিশেষ, মিছে বোঝা বই ।
 কার প্রতি ভার দিই, কার ভার বই ॥
 আমি বলি এই এই, তুমি বল ওই ।
 দেখা বাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই ॥
 কুলে থেকে জল লহ, বলি পই পই ।
 ডুবিলে মাথার ত্রদে, পাবেনাকো থই ॥



শারদীয় প্রভাত বর্ণন ।

ত্রিপদী ।

যামিনী বিগত হয়, তরুণ অরুণোদয়,
 শশাঙ্কের শক্তি শরীর ।
 কাতরা যতেক তারা, চক্ষুতে নীহার ধারা,
 বহে শ্বাস প্রভাত সুমীর ॥
 কারো বা কল্পিত দেহ, নয়ন মুচিছে কেহ,
 কেহ পড়ে কেহ হয় লোপ ।
 নিরখিয়া সেই ভাব, কত কত নব ভাব,
 হইতেছে অন্তরে আরোপ ॥
 যেমন অস্তিমকালে, ঘেরি প্রিয় মহীপালে,

মহিবীর শ্রেণী করে শোক ।
 কেহ পড়ে ভূমিতলে, কেহ সিন্ধু অশ্রুজলে,
 কেহ শূন্য দেখে তিনলোক ॥
 অবোধ শোচনা মাত্র, কেবা কার প্রিয়পাত্র,
 সকলের এক দশা শেষ ।
 জীবনে দিবস কয়, এক অজ্ঞে গত হয়;
 যথা বনে বিহঙ্গ প্রবেশ ॥
 ভোগ ফুরাইলে আর, বন পক্ষী কেবা কার,
 একেবারে বিষয় বিচ্ছেদ ।
 অভাব বৃথা খেদ, বৃথা অশ্রু বৃথা স্বৈদ,
 কালের নিকটে নাই ভেদ ॥
 দেখহ নক্ষত্রকুল, পরশোকে সুলে তুল,
 বিলাপেতে বিষম ব্যাকুল ।
 কিন্তু তারা প্রতিক্রমে, দিবাগমে জনে জনে,
 কালগ্রাসে হতেছে নির্মূল ॥
 উঠিলেন দিবাকর, ঢল ঢল কলেবর,
 বিমল অনল প্রাধার ।
 প্রেমিকের মনে যেমন, নবপ্রেম দীপ্তি হেন,
 ষিকি ষিকি উঠে নিরন্তর ॥
 ক্রমে যত তেজ বাড়ে, খরতর কর ছাড়ে,
 সরমের সর্বরী পোহায় ।
 লোকভর তমোরাশি, পুঞ্জ পরাক্রমে নাশি,
 বিক্রম প্রকাশি ততো ধায় ॥
 ওই নিরীক্ষণ কর, তপনের কলেবর,
 ঘেরিলেক ঘন ঘন বেগে ।
 এই রূপ প্রেমিকের, নবভাব হৃদয়ের,
 ম্লান হয় মনান্তর মেঘে ॥
 বায়ু যোগে পুনর্বার, সমীরণ সহকার,
 দিনকর হতেছে যোচন ।

একাপে প্রেমিক মন, মুক্ত হয় সেইক্ষণ,
যদি বহে আশা সমীরণ ॥

অন্তগত হেরি শশী, বকুল বিপিনে বসি,
পিকবর ললিত কুহরে ।

হায় রে মধুর স্বর কবিজন মনোহর,
বরিষহ স্বধা প্রতিপুরে ॥

বরষা স্বস্থানে যায়, শরদ আগত প্রায়,
অদ্যাবধি জলদের ঘট ।

ফলে কোকিলের গানে, অন্য ঋতু কেবা জানে,
মনে জ্বলে বসন্তের ছটা ॥

প্রভাত প্রহরে নিতা, পিকবর ফুল চিত্ত,
শিহরে শরীর নব রসে ।

কুসুম বিহঙ্গবর, শুণে মুখ চরাচর,
দশদিগ পরিপূর্ণ বশে ॥

অতএব শুণ শ্রুত, কাপের সোদর জ্যেষ্ঠ,
কনিষ্ঠ অশিষ্ট লোকে ভাবে ।

নহে অন্য দ্বিভাবনী, পিকের প্রধান বলি,
খ্যাত হতো স্বরূপ প্রভাবে ॥

দিনপতি প্রিয়দূত, পিকবর গুণ যুত,
তার মুখে পেয়ে সমাচার ।

জাগিল বতেক পাখী, প্রকাশিয়া ছুই আঁখি,
হেরে নব প্রভার আধার ॥

অপার আনন্দ মনে, সহ সহচরগণে,
গান আরম্ভিল নানা স্বরে ।

মন মুখ মিষ্টরবে, যেন তুসুরাদি সবে,
সঙ্গীত সংযুক্ত স্বরপুরে ॥

রজনীতে ফুল বন, ছিল সবে অচেতন,

স্বধা স্বরে হৈল সচেতন ।

প্রকাশিয়া পুষ্পচয়, হাস্য করি স্বধময়,
সৌরভেতে পুরিল কানন ॥

ফুটিল চম্পক কলি, হেমছটা পড়ে গলি,
কিবা কামিনীর কান্তি হর ।

মানিনীর মন প্রায়, অতি উগ্র গন্ধ তায়,
লাভমাত্র ভুঙ্গ অনাদর ॥

দলকে দোপাটী দল, নানা রঙ্গ বল মল,
শ্বেত রক্ত হিঙ্গুল পিঙ্গল ।

কোমল হৃদয় অতি, তাহাতে হিমের মতি,
হার কাপে শোভে সুবিমল ॥

ধরিয়া সুবেশ ছদ্ম, ফুটিতেছে স্থল পদ্ম,
জলজের হরিতে গৌরব ।

কিন্তু কোথা মকরন্দ, কোথায় মোহন গন্ধ,
কোথা মধুকর মিষ্টরব ॥

এই কাপে নানা ফুল, রূপ রসে সমতুল,
প্রক্ষুটিত কানন ভিতর ।

মধুমক্ষী মধুব্রত, প্রজাপতি আদি যত,
মধুপানে মিশ্র কলেবর ॥

আগমনে দিনমান, সরোবর সন্নিধান,
মনোহর শোভায় শোভিত ।

প্রবল হিল্লোল পুরে, রাজহংস কেলি করে,
প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রলোভিত ॥

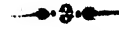
ধবল তরঙ্গ রঙ্গ, মরালের শ্বেত অঙ্গ,
প্রভেদ না হয় অনুমান ।

হংস টৈহত অপহুব, কেবল শুনিয়া রব,
অহুতব আছে বর্তমান ॥

চারিদিকে বনচয়, স্তব্ধ প্রায় হয়ে রয়,
 বোধ হয় এই সে কারণ।
 নিরখি সর্বরী শেষ, কুমুদীর মুখদেশ,
 বিষাদের বস্ত্রে আবরণ ॥
 ইন্দু বন্ধু অন্তগত, বিরহে বাসরে রত,
 অবিরত দুখের উদয়।
 দেখি তার মলিনতা, রুদ্যমান বৃক্ষলতা,
 শব্দহীন প্রায় সবে রয় ॥
 কে বলে কুমুদ ধরে, আমি বলি অক্ষিবরে-
 ভৃঙ্গরূপ নয়নের তারা।
 এই দেখে প্রতি দলে, কুমুদিনী মুখ ছলে,
 করিতেছে হিম অশ্রুধারা ॥
 ফুটিল কমলাবলী, অলি তাহে কুতুহলী,
 সংযোগ সম্মোগ পরায়ণ।
 গুঞ্জরে মধুর স্বর, অঙ্গে করে খর কর,
 চক্ৰমক্ চঞ্চল কিরণ ॥
 গাইতে বলিনী গুণ, অতিশয় সুনিপুণ,
 গাও গাও উচিত তোমার।
 যথা যেই উপকৃত, তথা সেই উপকৃত,
 কৃতজ্ঞতা ধর্মের আচার ॥
 কিন্তু দেখে প্রজাপতি, রসপানে রত অতি,
 ফলে গুঞ্জ রব নাহি মুখে।
 অকৃতজ্ঞ নর যেই, তাহার তুলনা এই,
 রীতি হেরি মজে লোক দুখে ॥
 এইরূপ শরদের, নব শোভা প্রভাতের,
 প্রদীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে।
 হায় হায় এ কি ক্রত, চঞ্চল চরণ যুত,
 হয়ে কাল ধরাতেলে ভ্রমে ॥
 সে দিনে শরদ গেলো, আবার ফিরিয়ে এলো,

সুখময় শারদীয় পূজা।

ঘরে ঘরে দেখা যায়, আনন্দের স্রোত ধায়,
 নিয়মিত দেবী দশ ভূজা ॥
 প্রতিদিন উষাকালে, সুমধুর বাদ্য তালে,
 গীত হয় আগমনী গীত।
 গুনিয়া বিমুগ্ধ মন, যতেক ভাবুকগণ,
 হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত ॥



প্রণয়।

প্রণয় স্বর্গের সার, পার নাহি যার।
 কি হেতু মনরে তজ্জ, কর অর্থ হার ॥
 ত্যাজিয়ে অনর্থ ধন, অশ্বেষণ তার।
 করিলে সংসারে তরা, কিছু নাহি ভার ॥
 কিন্তু প্রণয়ের আশা, কর্মনাশা সার।
 সরলতা প্রেমে আশা, ক্রিয়া পুষ্পহার ॥
 আশার অতীত যেই, পরয়ে গলায়।
 সরল স্বভাবে সত্য, ভাবেরে গলায় ॥
 কপট প্রণয়ে ভাই, কিছু নাই সুখ।
 সুধুই স্বভাবে ভেবে, ফেটে যায় বুক ॥
 আমি করি আমার, আমার যেই জনে।
 কতু নাহি আমার, ভাবয়ে সেই মনে ॥
 এমতে প্রণয় ভাই, নাহি রহে সার।
 কেবল কলঙ্ক মাত্র, হয় অনিবার ॥
 অতএব মন তুমি, উপদেশ ধর।
 পরমার্থ প্রীতি জন, সহ প্রেম কর ॥
 তাহাতে পাইবে সুখ, সহজে নিয়ত।
 স্বরূপে সমান জ্ঞান, হইবে নিয়ত ॥



রজনীতে ভাগীরথী ।

আহা মরি তরঙ্গিনী, কিবে শোভা ধরেছে ।
 রজত রজিত শাটী, অঙ্গবেড়ি পোরেছে ॥
 শূন্য পরে শশধরে, হেমছটা করিছে ।
 সুশীতল নিরমল, কর দান করিছে ॥
 তটিনী তরঙ্গে তারা, কত রঙ্গে খেলিছে ।
 পবন হিল্লোল যোগে, ঘন ঘন হেলিছে ॥
 যেন কোনো বিরোগিনী, নিদ্রাভরে রোয়েছে ।
 স্বপ্ন যোগে পতিলাভে, প্রমোদিনী হোয়েছে ।
 হাস্যবশে সুবদন, বলমল করিছে ।
 থর থর কলেবর, নিখর শিহরিছে ॥
 দেখিয়া স্বভাব ক্রিয়া, নয়ন প্রকাশিছে ।
 দেখিয়া এভাবে কিন্তু, হৃদে লাজ বাসিছে ॥



দীর্ঘ পরার ।

প্রণোত্তর ।

কারে কহিব প্রণয়, কারে কহিব প্রণয় ।
 প্রেম অনুরাগ আদি, শব্দ পরিচয় ॥

প্রেম মনের একতা, প্রেম মনের একতা ।
 চুষকেতে লাভ করে, আকর্ষণ যথা ॥

বল কোথা সেই থাকে, ২ ।
 কিবা লাভ হয় তার, ধরে প্রেম যাকে ॥

থাকে সৃজন অন্তরে, ২ ।
 ধরায় কৈবল্য আনি, দেখে তার করে ॥

বল সৃজন কেমন ২ ।
 কিরূপ প্রকৃতি তার, কিরূপ লক্ষণ ॥

তারে কহিব সৃজন ২ ।
 সরলতা শুনে যার, মুখ ত্রিভুবন ॥

কহ সরলতা কারে ২ ।
 কিরূপ প্রকার সেই, এ ভব সংসারে ॥

তারে বলি সরলতা ২ ।
 গরিমা গরল-হীন, সাধু সুশীলতা ॥

বল সরল কোথায় ২ ।
 অকপট ধীরমতি, কোথা পাওয়া যায় ॥

কর নিগূঢ় সন্ধান ২ ।
 অবশ্য মিলিবে সেই, পুরুষ প্রধান ॥

কহ এ কেমন কথা ২ ।
 পুরুষে প্রেমিক হয়, নারীতে অন্যথা ॥

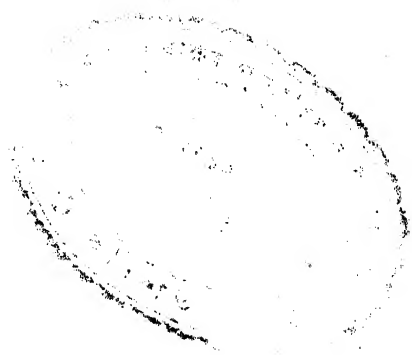
নহে সে পুরুষ বলি ২ ।
 আত্মায় উল্লেখমাত্র, আত্মায় সকলি ॥

ভাল ভাঙিল সন্দেহ ২ ।
 আপনি প্রেমিক কিনা, পরিচয় লহ ॥

গ্রীষ্মের পলায়ন ও বর্ষার রাজ্যাভিষেক ।

হাস বৃষ্টি সবাঁকার, কাল অনুসারে ।
না বুঝে অবোধ লোক, মরে অহকারে ॥
যেমন গ্রীষ্মের গর্ভ, ছিল সর্বদেশে ।
পড়িয়া বর্ষার হাতে, খর্ব্ব হৈল শেষে ॥
বরষার দাপে গ্রীষ্ম, গেল অধঃপাতে ।
অধর্ম্ম বৃষ্ণের কল, কলে হাতে হাতে ॥
গ্রীষ্ম ভয়ে বরষা, হইয়াছিল দীন ।
এতদিনে দীনের, কপালে শুভদিন ॥
আইল বরষা ঋতু, সহ পরিবার ।
পুনর্বার পাইল, আপন অধিকার ॥
গ্রীষ্ম ঋতু পলাইল, দেখিয়া বিপদ ।
দিনে দিনে বরষার, বাড়িল সম্পদ ॥
চাতক ময়ূর আর, জলধর ভেক ।
বরষাকে করিল, রাজ্যোতে অভিষেক ॥
সেনাপতি জলধর, শরবৃষ্টি করে ।
স্থানে স্থানে ভেকগণ, নকিব ফকরে ॥
আকাশে চাতকগণ বাজাইছে তুরী ।
আনন্দে কাননে নাচে, ময়ূর ময়ূরী ॥
ঘন ঘন ঘন ঘটা, গভীর গর্জন ।
গগনে গ্রীষ্মের প্রতি, করিছে তর্জন ॥
গ্রীষ্মের সহায় ভানু, ভয়ে লুকাইল ।
সেই হেতু চতুর্দিক, তিমিরে প্রলল ॥
তড়িত প্রদীপ শিখা, করিয়া ধারণ ।
কোণে কোণে গ্রীষ্মের, করিছে অশ্রেষণ ॥
সস্তাপে ভাপিত করি, সকল সংসার ।
কোথা পলাইল গ্রীষ্ম, তুষ্ট চরাচর ॥

সংযোগী যুবতী যুবা, করিল বিচ্ছেদ ।
বিরোগীর শতগুণ, সংযোগীর খেদ ॥
শুকাইল সরোবর, নদনদী হ্রদ ।
ঘটাইল তুষ্ট গ্রীষ্ম, এতেক বিপদ ॥
তবে যদি পাই দেখা, দেখাইব তারে ।
এমন অন্যায় যেন, রাজ্যে নাহি করে ॥
এইরূপে ধরাধর, করিছে শাসন ।
ধরায় না ধরে তার, ধারা বরিষণ ॥
সুধাবৃষ্টি প্রায় বৃষ্টি, রিষ্টি করে দূর ।
করি দৃষ্টি পরিতুষ্টি, জগতে প্রচুর ॥
পৃথিবীর উত্তাপ, হরিল কাদম্বিনী ।
মাতিল মদন মদে, পুরুষ কামিনী ॥
ঋতু মধ্যে সরস, বরষা মনে গণি ।
তাহে সেই ধন্য যার, পাশে গুণমণি ॥
অবিরত রত ভোগ, যত মনে উঠে ।
না ছুটেতে আপনি, কামের বাণ ছুটে ॥
গৃহ পাশে সেফালিকা, কুসুম স্নগন্ধ ।
সুশীতল সমীরণ, বহে মন্দ মন্দ ॥
আকাশে গভীর ধীর, ঘন ঘন ডাকে ।
মুনির মানস টলে, অন্যে কোথা থাকে ॥
রজনীতে না পুরে, নারীর মনোরথ ।
দিবস হইলে রাজি, হয় মনোমত ॥
নিবারিতে বরষা, নারীর মনো খেদ ।
রজনী দিবস দৌহে, করিল অভেদ ॥
শান্ত্রে বলে মেঘাচ্ছন্ন, দিন যে দুর্দিন ।
কিন্তু কামিনীর পক্ষে, অতি সে সুদিন ॥
পূর্ব্ব প্রভাকর লুপ্ত, বরষার গুণে ।
পর প্রভাকর দীপ্ত, বরষার গুণে ॥



কবিতাবলী ।



মহাকবি ।

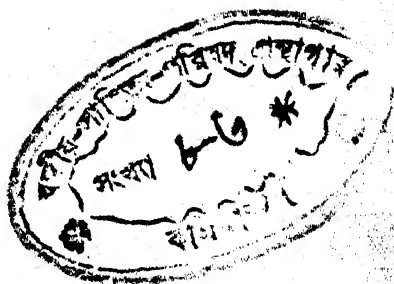
মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের

বিরচিত কবিতার

সার সংগ্রহ ।



ষষ্ঠ সংখ্যা ।



কলিকাতা ।

প্রভাকর বসু প্রদ্রিত ।

সন ১২৮০ সাল ।

মূল্য চারি আনা মাত্র ।

স্বভাবের শোভা ।

আমরা যখন সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ পূর্বক চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হই, তখন অন্তঃকরণে কত কত হুতন হুতন আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইতে থাকে । কিন্তু কোন্ অভাবনীয় শক্তি বা ভাবের প্রভাবে সেই সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, ভাবনা দ্বারা তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি না । যাহার যে পর্য্যন্ত বুদ্ধির সীমা, তিনি নানা প্রকার তর্ক, বিচার, অনুসন্ধান, চিন্তা ও বিবেচনা দ্বারা সেই পর্য্যন্তই নির্ণয় করিয়া থাকেন, ফলতঃ তাহাতেই বা কি নিশ্চিত হইতে পারে ? কারণ সেই পৃথক পৃথক নির্ণয়কারি ব্যক্তিব্যূহের মধ্যে পরস্পর পৃথক পৃথকরূপে মতের বিভিন্নতাই দৃষ্ট হইতেছে । যিনি যেক্রমে ব্যাখ্যা করুন, কিন্তু স্বভাবতঃ মানব বুদ্ধির এতদ্রূপ উচ্চতর শক্তি নাই, যদ্বারা এতৎ নিরূপন বিচিত্র বিশ্বের আশ্চর্য্য কার্য্যকপাল ধার্য্য হইতে পারে, তবে মহানুভব মহোদয়েরা সম্ভবমত অনুভাব ক্রমে ভবঘটিত যে সকল ভাব অনুভাব করিয়াছেন, সেই মনোভব ভাবের

মধ্যে যে যে বিষয় অবিরোধে যুক্তির সহিত যুক্ত হয়, কেবল তাহারাই আশ্চর্য্যাদিগের সুখদ হইয়া বিশ্বাসের হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকে । সে যাহা হউক, যিনি এই অণুকার ত্রুটিগুকে ভাঙ-বং খণ্ড বিখণ্ড করিয়া জলে স্থলে রসাতলে, শূন্যে শূন্যে আপনার অনির্বচনীয় অচিন্তনীয় ক্রীড়া সকল প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রকাণ্ড কাণ্ড মধ্যে বুদ্ধি রত্নির ক্ষুণ্ণি হওয়া কোনমতেই সম্ভব নহে । আমরা যে সময়ে যে স্থানে থাকিয়া স্থিরচিত্তে যে যে বস্তুর প্রতি নিরীক্ষণ করি, সেই সময়ে সেই সেই বস্তু মধ্যে কত কত চমৎকার মনোহর শোভা দেখিতে পাই । স্বভাবের সদনে অভাবের বিষয় কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না । প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র নাই, ক্ষুদ্র এক তৃণ, রক্তের এক পত্র, এবং মক্ষিকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গাদির শরীরের বিচিত্র কার্য্য দৃষ্টে সেই অদ্বিতীয় অদৃশ্য শিল্পকারির কি আশ্চর্য্য শিল্প বিদ্যার পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে । জল, স্থল, শূন্য এবং এই তিনের অন্তর্গত প্রাণিও আর আর দৃশ্যাদৃশ্য বস্তু কিয়া পদার্থ

পুষ্প ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্বভাবা-
নুসারে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,
এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া প্রতি
ক্ষণেই প্রত্যেককে পরমানন্দময় পরমে-
শ্বরের প্রণয়পথে প্রেরণ করিতেছে।
শ্বেত, পীত, পিঙ্গল, পাণ্ডু, রক্ত, নীল,
শ্যাম, কৃষ্ণাদি বিবিধ বর্ণ বিভূষিত
আকাশমণ্ডলে বিপুল শোভার বিভাস
দৃষ্টিে চিন্তাযুক্ত চিত্তমধ্যে কি অদ্ভুত
চিন্তা সকল সমুদ্ভূত হইতে থাকে।
তথাচ তাহার কিছুমাত্র হেতু নির্ণীত
হয় না। কারণ অনুমান কম্পে প্রায়
চিন্তার বিশ্রাম নাই, গভীর সমুদ্রের
তরঙ্গের ন্যায় ভাব সকল মন হইতে
নিয়তই নিঃসৃত হইতেছে, ইহাতে এক
ভাবের উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার
অভাব হইয়া আবার নানা ভাবের
সঞ্চালন হইতে থাকে। সুতরাং সহ-
জেই বিবেচ্য হইবেক, যে, যে প্রকার ত-
রঙ্গ সমূহ পুনঃ বিঘ্ন ও বিন্দু বিশিষ্ট
হইয়া সিন্ধু হইতে উৎথিত হওত পবন
হিল্লোলে নৃত্য করিয়া সেই সিন্ধুসলি-
লেই বিলুপ্ত হইতেছে, সেইরূপ মনুষ্যের
মন হইতে অনবরতই ভাবপুঞ্জ উদ্ভিত
হইয়া চিন্তার বাতাসে প্রচলিত হওত

আবার ঐ মনেই লয় হইয়া থাকে।
আমারদিগের চিন্তাশক্তির এমন কি
শক্তি আছে যে, তাহার দ্বারা সেই
অচিন্ত্য চিন্তাময়ের অনন্ত সৃষ্টির অন্ত
করিতে পারি? সমস্তই ভূতের ব্যাপার,
ভূতে ভূতে যোগ করিয়া যে সকল
অদ্ভুত ব্যাপার করে, তাহা অনুভূত
হওনের বিষয় কি?

কি আশ্চর্য্য সৃষ্টির কৌশল! আ-
মরা প্রতি দিবস প্রতিক্ষণে যাহা দৃষ্টি
করি, তাহার কিছুই পুরাতন বোধ হয়
না, যেন সকলি নূতন, এই মাত্র নৃফ
হইল। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক
প্রভাতে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া
যৎকালে সূর্য্যদেবের মুখাবলোকন
করি, তৎকালে ইহাই অনুভূত হয়,
এই প্রভাত গত দিবসের প্রভাত
নহে, বিশ্ববিরচক সেই স্মৃত পুরাতন
প্রভাতের পদে এতম্ননোহর নূতন
প্রভাতকে প্রেরণ করিয়াছেন। এই
রক্তিমাংকার তরুণ অরুণ অদ্য প্রসূত
হওত স্বকীয় স্বভাব গুণে প্রভাপুঞ্জ
প্রকটন পুরঃসর পঙ্কজের প্রফুল্লকর
হইয়া সরোবরের শোভা বৃদ্ধি করি-
তেছেন। দিবসের চারুদীপ্তি, আকা-

শোর পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও
সুশীতল মলয়ানিলের মন্দ গমন প্র-
ভৃতি পরিবর্তনীয় ভাব দ্বারা ভাবুকের
মনোমধ্যে এমনত ভাবের উদয় হইয়া
থাকে যে, ধরণী নিদ্রা হইতে উঠিয়া
নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করত যেন এই
নব যৌবন প্রাপ্ত হইলেন !

পদ্য ।

প্রতি দিন প্রাতে উচি বিজ্ঞ নাম স্মরি ।
তরুণ অরুণ আভা বিলোকন করি ॥
স্বভাবের শোভা কত, প্রকাশিব কিবা ।
নিদ্রা তাজি উঠে যেন, কুলবধু দিবা ॥
স্বামি অনুরাগে আগে, ভাঙ্গে যুম ঘোর ।
জাগাইছে অরবিন্দে, প্রেমানন্দে ভোর ॥
হাস্য মুখী কমলিনী, ঘোমটা খুলিয়া ।
নাচিতেছে হুহু হুদু, ছলিয়া ছলিয়া ॥
ছুটিয়াছে গন্ধ তার, ফুটিয়াছে কলি ।
মধুলোভে গুণ গুণ, গুণ গায় অলি ॥
দ্বিজরাজ অস্ত দেখি, দ্বিজকুল যত ।
নানা স্বরে রাগভরে, গান করে কত ॥
ধরাতল সুশীতল স্বমিমল হয় ।
পূর্বভাগে পূর্বরাগে অপূর্ব উদয় ॥
অপূর্ব নহেক সেটা অপূর্ব প্রভাস ।
নব পরিচ্ছদ যেন, ধরেছে আকাশ ॥
ছটা যুক্ত স্বর্ণের স্মন্দর অঙ্গুরী ।
অঙ্গুলিতে ধরে যেন, প্রকৃতি স্মন্দরী ॥
হেরিয়া প্রভাত প্রভা, পূর্ণানন্দ ময় ।
পুরাতন নয় কেন, পুরাতন নয় ॥

হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয় ।
যেন পুরাতন নয় ॥

পরন্তু যখন মর্ত্তও আবার প্রচণ্ড
প্রভা ধারণ করত মধ্যাহ্নসময়ে মস্ত
কোপরি স্থিত হন,

আর এক নব ভাব, মধ্যম সময় ।
দিবার যৌবন যাচে, প্রকটিত হয় ॥
শূন্যের সর্কস্বে যেন, হুতাশন ভরা ।
তপনের তপ্ত তম্বু, দীপ্ত করে ধরা ॥
সমীরণ সখা অঙ্গে, আলিঙ্গন দিয়া ।
জানায় পৃথিবী ময়, প্রকৃতির ক্রিয়া ॥
নবভাবে নভো পূর্ব, ভাব পরিহরি ।
পুনর্বার শুদ্ধ হয়, ধৌত বস্ত্র পরি ॥
পশু পক্ষী চোরেখায়, তাপ লাগে শিরে ।
থেকে থেকে কায়া রাখে, ছায়ার কুটিরে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়ের, একত্র মিলন ।
আলস্য আলায় লয়, দেহ নিকেতন ॥
শ্রমের হইল ভ্রম, গতি ধীরে ধীরে ।
বিরতি বসতি করে, মনের মন্দিরে ॥
অকস্মাৎ এইভাব, কিসের কারণ ।
নয়ন লজ্জিত অতি, দেখিতে তপন ॥
হেরিয়া ভবের ভাব, হয় নিকপন ।
স্বভাব উচিল জেগে, দেখিয়া স্বপন ॥
মধ্যকাল হেরে মন, ভাবে মুগ্ধ রয় ।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয় ।
যেন পুরাতন নয় ॥

তদনন্তর সায়াং কাল ।

সম্ভার সন্ধির যোগে, সূর্য্য হন বুড়া ।
পশ্চিমে ধরেন গিয়া, অস্তাচল চূড়া ॥
ঈষৎ আরক্ত ছবি, প্রভা হীন কর ।
অধোভাগে যান যেন, জলের ভিতর ॥
কোথা বা প্রথর দেহ, কোথা বা কিরণ ।
গ্লান মুখে মনোদুখে, মুদিত নয়ন ॥
অহসহ এক ভাব, নাহি আর ক্রম ।
যোতির মুকুট তাঁর, কেড়ে লয় তম ॥
দিননাথে দীন দেখি, দিন অতি জাজে ।
লুকায় আপন অঙ্গ, অঙ্গকার মাজে ॥
তিমিরের শয্যায়, শোভিত হয় নভ ।
নবভাবে যেন তায়, নিদ্রা যায় ভব ॥
ভাবি ভাবে মুগ্ধ হয়, ভাবকের মন ।
বুঝে ভবের ভাব, ভাবক যে জন ॥
দ্বিজরাজ আসিতেছে, সঙ্গে লয়ে রহ ।
দ্বিজগণ বাসালয়, নিজগণ সহ ॥
তরু শাখা শিখ হয়ে, এই সম্ভা কালে ।
ভঙ্গি করি গীত গায়, পবনের তালে ॥
মানস মোহিত হয়, সায়াক্ষ সময় ।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয় ।
যেন পুরাতন নয় ॥

অনন্তর রজনী ।

রজনী সজনী সহ প্রফুল্লিত মনে ।
হাসি হাসি বসে আসি, আকাশ আসনে ॥
ক্ষণমাত্রে দেখা যায়, অপকূপ ভাব ।
স্বভাব ধরেছে যেন, নূতন স্বভাব ॥

তারা যারা, তারা, তারা পতি খেয়ে জ্বলে ।
মুকুতা মণ্ডিত যেন, রজত অচলে ॥
বায়ুর বিচিত্র গতি, নানা ভাবে বহে ॥
প্রকৃতি বিকৃতি হেতু, এক ভাব নহে ।
কখনো নির্মল করে, গগন মণ্ডল ।
কভু করে ছিন্ন ভিন্ন, মেঘ ঢল ঢল ॥
নদ নদী কত দেখি, গগন উপর ।
ললিত লহরী যেন, চলে থর থর ॥
প্রহর হইলে গত, নিদ্রাগত সব ।
ক্রমে সব স্তব্ধ হয়, নাহি শব্দ রব ॥
ভূমিতল সুশীতল, তাপ নাই আর ।
তৃণ পত্র শোভা করে, নীহারের হার ॥
বহুকুপী বিভাবরী, বহুকূপ ধরে ।
শোক চিন্তা তাপ আদি, সমুদর হরে ॥
কখনো বা অঙ্গকার, কভু শুভ্রময় ।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয় ।
যেন পুরাতন নয় ॥

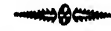
শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ,
হিম, এই ষট ঋতু পুনঃ পুনঃ গমনা-
গমন পূর্বক স্ব স্ব গুণানুসারে পৃথী-
বীর সমূহ প্রকার উপকার করিতেছে ।
কলতঃ বিশ্বের কি বিচিত্র ভাব ! যখন
যে ঋতুর অধিকার হয়, তখন সেই
ঋতুই নয়নের নিকট নূতনরূপে নি-
রীক্ষিত হয়, শীত যে সময়ে স্পর্শনে-
ন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত হয়, গ্রীষ্ম যে

সময়ে দেখে অগ্নিরক্ষি করিতে থাকে,
বর্ষাকালে ঘন ঘন ঘননাদ হইতেছে,
জলধর ধীবর স্বরূপ হইয়া সংসার
সাগরে তিমিরজাল নিক্ষেপ করিয়াছে,
কেবল এক একবার স্বভাবতঃ তড়িৎ
প্রদীপ প্রদীপ্ত হওয়াতে প্রকৃতির
আকৃতি অবলোকন হইতেছে, সেই
সময় যখন বারি মিশ্রিত বায়ু সঞ্চা-
লিত হইয়া স্পর্শ দ্বারা শরীরকে শীতল
করে, তখন বোধ হয়, যেন তাহাদি-
গের প্রত্যেকের সহিত এই নূতন
সাক্ষাৎ হইতেছে। আহা এতদ্বারা
সেই অদ্বিতীয় শিম্পকারির শিম্প
বিদ্যার কি সামান্য গুণ প্রকাশ
পাঠতেছে ?

পদ্য।

বসন্ত নিদাঘ বর্ষা, শরদ নীহার।
কাল ক্রমে ক্রমে সব, করে অধিকার ॥
ছয় কালে ছয় ঋতু, ছয় রূপ ভাব।
ছয় কালে ছয় ভাবে, শোভিত স্বভাব ॥
থাকে না অন্যের বোধ, একের সময়।
এইরূপে কত কাল, গত করি ছয় ॥
এই শীত ক্ষণ পরে, গ্রীষ্ম যদি হয়।
শীতের স্বভাব ভায়, অহু ভূত নয় ॥
ছয় ঋতু অধিকারে, ছয়রূপ যোগ।
নব নব পরাক্রমে, নব নব ভোগ ॥
কখনো কম্পিত কাণ, শীত সমীপে ॥

লালসা অধিক হয় রবির কিরণে ॥
কখনো তপন তাপ সহ নাহি হয়।
সুশীতল শিশু রসে, ইচ্ছা অতিশয় ॥
কখনো বা ভাসে সৃষ্টি বৃষ্টির ধারায়।
মেঘনাদ, অন্ধকার, দৃষ্টি হীন তায় ॥
জীবের ভোগের হেতু, ঋতুর সৃজন।
পৃথকে পৃথক তাঁর, প্রভা প্রকটন ॥
প্রতিক্ষণ, পায় মন, নব পরিচয়।
পুৰাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয় ॥



অপরন্তু, নিষ্ঠুরের গুণদ্বারা যাহা
প্রণীত হইয়াছে, তাহা অতি অদ্ভুত
ও তুলনা রহিত, এই যুক্তিকা, অগ্নি,
বায়ু, বারি প্রভৃতি ভৌতিক ব্যাপার
যাহা দেখি, তাহাই অতি বিচিত্র, সকলি
আশ্চর্যময়। নদ নদী, বন, উপবন,
দ্বীপ পর্বতাদিতে প্রতিক্ষেণেই এক
এক নূতন নূতন আশ্চর্য্য অবলোকিত
হইতেছে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আহার, নিদ্রা,
সুখ, দুঃখ, ক্লেশ, তৃপ্তি ইত্যাদি অনাদি
কালের সৃজিত ও অতিশয় পুরাতন
হইয়াও পুরাতন হয় না, নিয়তই যেন
নূতন রহিয়ায়ছে। ধন্য ধন্য।

পদ্য।

এই ধরা, এই বহ্নি এই বায়ু জল।
এই তরু, এই পত্র, এই পুষ্প ফল ॥

এই শ্রাণ, এই দৃষ্টি, এই স্পর্শ রব ।
 এই এই, এই এই, এই এই, সব ॥
 এই ভব পঙ্খীকৃত, পঙ্খ ছাড়া নয় ।
 এই পাত, ভেদগুণে, কতপাত হয় ॥
 এই ক্ষুধা, এই তৃষ্ণা, এই শোক, রোগ ।
 এই সুখ, এই দুখ, এই তৃপ্তি ভোগ ॥
 এই ভাব, এই বোধ, এই চিন্তা, মন ।
 এই খাদ্য, এই মুখ, এই আশ্বাদন ॥
 এই নদী, এই ক্ষেত্র, এই উপবন ।
 এই চন্দ্র, এই সূর্য্য, এই তারাগণ ॥
 এই রাত্রি, এই দিন, এই তিথি, বার ।
 এই দৃশ্য, এই আলো, এই অন্ধকার ॥
 এই প্রাত, এই সন্ধ্যা, এই মধ্যকাল ।
 এই পল, এই দণ্ড, এই, খণ্ড কাল ॥
 কি আশ্চর্য্য, ভবকার্য্য, সব পুরাতন ।
 অথচ নয়নে নিত্য, নিরখি নূতন ॥
 বিচিত্র তোনার দৃষ্টি, ওহে বিশ্বময় ।
 পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥
 জ্বরেছে নূতন দৃষ্টি এই দৃষ্টি হয় ।
 যেন পুরাতন নয় ॥

বর্ষা বর্ণন ।

প্রথম ।

ত্রিপদী ।

ছুটিল পুনের বায়ু, টুটিল গ্রীষ্মের আয়ু,
 ফুটিল কদম্ব কলিগণ ।

বরিষে জলদজল, হরিষে ভেকের দল,
 করিছে সঙ্গীত অনুরণ ॥
 তরুণ বয়স কালে, অরুণ জলদজালে,
 বরুণ সহিত করে রণ ।
 প্রভাতে সমর রঙ্গ, প্রভাতে ভানুর অঙ্গ,
 শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ ॥
 মলিন দিবস কান্ত, মলিন বিরস কান্ত,
 অলীন ভ্রমর তাহার কোলে ।
 বধুর বদনে মধু, শূন্য দেখি ফুলবঁধু,
 খেদ করে গুণ গুণ বোলে ॥
 হায় হায় একি দায়, লোকে কয় বরদায়,
 সংযোগীর উন্নত সম্ভোগ ।
 তবে কিবা আপরাধে, মধুপ বঞ্চিত সাধে,
 পদ্মিনীর সহ নহে বাগ ॥
 এই হয় বিবেচনা, প্রাবৃত্তের বিড়ম্বনা,
 গ্রীষ্মপতি ভানু প্রতি রাগ ।
 তাই তাঁর সমাপ্তিত, কিবা পত্নী পত্নী প্রীত,
 সকলেতে জন্মায় বিরাগ ॥
 নিবিড় নীরদ কলা, কি শোভা না যায় বলা,
 অমলা কালিন্দীর রঙ্গময় ।
 মনে মনে এই গনি, গ্রাসিবারে দিনমণি,
 ওই কালনাগিনী উদয় ॥
 বরবার ঘোর রিষে, নীরদ ভুজঙ্গ বিষে,
 ভানুকর নিকর নিকর ।
 ভস্ম আচ্ছাদিত যেন, প্রজ্বল অনল হেন,
 আজু প্রভাতের দিনকর ॥
 অতঃপর ঘোরতর, নীরবর আড়ম্বর,
 শূন্য পর করে অতিশয় ।
 চারু চারু সমুদিত, গুরু গুরু গরজিত,
 ছুরু ছুরু কম্পিত হৃদয় ॥

বহিতেছে সমীরণ, করিতেছে হয় রণ,

• নিদাঘ বরষা সহকার।

সন্ সন্ স্বরে গাজে, বান্ বান্ মাজে মাজে,

শব্দ করে স্তব্ধ ত্রিসংসার ॥

চক্ মক্ চিকি মিকি, খক্ খক্ খিকি খিকি,

স্বচঞ্চলা চপলার মালা।

বাম্ বাম্ হয় জল, ধরাতল স্রুশীতল,

ঘুচে গেল সস্তাপের জ্বালা ॥

একবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভাপায় তারা।

তারা যেন পড়িছে খসিয়া।

পুলকে চাতক দল, পান করে ধারা জল,

গান করে রসিয়া রসিয়া ॥

বর্ষার অভিষেক।

নীরদ দ্বিরদবর, আরোহিয়া তহুপর,

ঋতুবর বরবার জাঁক।

গুড়ু গুড়ু গুন্ গুন্, গুড়ু ম গুড়ু ম গুন্,

কাজিতেছে রণ জয় ঢাক ॥

ওই করে ফর্ ফর্ গতি অতি খরতর,

দামিনীর উড়িছে পতাকা।

প্রজাকপে তরুচয়, প্রণত হইয়া রয়,

দিয়া কর ফল পাকা পাকা ॥

যদি কেহ তুষ্ট হয়, নিদাঘের পক্ষে রয়,

না তোয়ানি নষ্টামিতে ভরা।

সাঁজোয়াল সমীরণ, কাণ ধরি সেই ঋণ,

লুটাইয়া দেয় তারে ধরা ॥

মণ্ডল কাঁটাল ভায়া, পেয়েছেন বড় পায়া,

হেঁড়ে পানি ভুঁড়ি স্রবিত্যত।

ফলের পিতৃব্য বুড়া, শ্যালা রসিকের চুড়া,

ঘরে ঘরে সব আঁছে জ্ঞাত ॥

কুলের কামিনী ধনি, চাতকিনী স্রুথগনি,

হলু ধ্বনি করে অবিরত।

জলশয় হংসীগণ, জলে দিয়া সস্তরণ,

কলরবে কেলি করে কত ॥

পূর্ণ হলো মনোসাধ, করিতেছে ভেরিমাধ,

• ভীষণ ভয়াল রবে ভেক।

আবাড়ের স্রসংগারে, শুভ শশধর বাড়ি,

হইল বর্ষার অভিষেক ॥

বর্ষা বর্ণন।

দ্বিতীয়।

ত্রিপদী।

সসজ্জ সন্ধান পুরে, আসিয়া গ্রীষ্মের পুরে,

প্রবেশিল বরবার দল।

দ্রিপুর প্রবল বল, দেখিয়া গ্রীষ্মের দল,

ভঙ্ক দিয়া ভাগিল সকল ॥

মহা শিলাবৃষ্টি ঘায়, প্রাণওষ্টাগত প্রায়,

হইল গ্রীষ্মের অস্থি শেষ

সস্তাপ সৈন্যের পতি, না পাইয়া অব্যাহতি,

পলাইতে চাহে অবশেষ ॥

শত্রু ভয়ে ভীত হয়ে, বিরহীর মনে রয়ে,

গোপনেতে লইল আশ্রয়।

একি অপক্লপ ধারা, নয়নে ললিল ধারা,

অন্তরে সস্তাপ অতিশয় ॥

বরষা হইয়া ভূপ, সর্ব রাজ্যে গাড়ে যুপ,

উড়াইল তড়িত পতাকা।

অভ কোলে শুভ্র আভা, কি কব তাহার শোভা,

দেখ ওই উড়িছে বলাকা ॥

পূরিল মনের সাধ, মেঘে করে সিংহনন্দ,

ঘন ঘন যত ঘনগণ।

ত্রিভুবনে দিয়া সাড়া, বাজার বিজয় কাড়া,

গুরু গুরু রবে অনুক্ষণ ॥

পূর্ণ করি জল স্থল, আকাশ তীর্থের জল,

আনি করে ভূপে অভিষেক।

চামর কেতকী ফুল, ঢুলার ভ্রমর কুল

জয় জয় ধ্বনি করে ভেক ॥

নয়ুরেতে মোরচ্ছল, করিতেছে অবিরল

দাঁড়াইয়া নৃপতির আগে।

নয়ুরী সে সভা মাঝে, যত্ন মনোহর সাজে,

নৃত্য করিতেছে অমুরগে ॥

তপস্যাতে বহুদিন, শরীর করিয়া ক্ষীণ,

যলিন আছিল নদীগণ।

সংপ্রতি অমৃত খায়, হয়ে অমরের প্রায়,

সঞ্চারিল পুনশ্চ জীবন ॥

চির বিরহিনী ছিল, ঋতুযোগ সঞ্চারিল

বিষাদে হইল হর্ষোদয়।

আহ্লাদে অফুল্ল কায়, নিজ পতি প্রতি খায়,

যত নদী বেগে অতিশয় ॥

মেঘাচ্ছন্ন চরাচর, শশী আর দিবাকর,

লুপ্তপ্রায় না হয় উদয়।

দিনেত্র মুদিত করি, সুখে নিদ্রা বান হরি,

এই সে কারণ চিন্তে লয় ॥

বরষা বিরহী নারী, ধরিয়া দিবসকারী,

করে অতি দৃঢ় আলিঙ্গন।

করের কক্ষণ তায়, খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়,

লোকে বলে বিছাৎ পতন ॥

তড়িত নর্তকীগণ, নৃত্য করে অনুক্ষণ,

স্থূললিত জলদ সভায়।

ছিঁড়িল মুকুতা হার, সেই ছলে অনিবার,

জলধার পড়িছে ধরায় ॥

ঋতুর প্রভাবে হেন, রবি শশী নাহি যেন,

নিশা দিন সমান আকার।

কুমুদিনী রাত্রি জানে, প্রফুল্লিতা দিন যানে,

পদ্মসনে কিবা চমৎকার ॥

ভাস্কর গগনে গুপ্ত, শশাঙ্ক তিমিরে লুপ্ত,

দিবারাত্রি বোধ নাহি হয়।

বায়ু সহ মন্দ মন্দ, কমল কুমুদ গন্ধ,

দেয় দিবারাত্রি পরিচয় ॥

ঘন ঘোর অন্ধকার, দৃষ্টিরোধ সবাকার,

বৃষ্টিজলে পূর্ণ সৃষ্টি পাত্র।

লুকায়িত বিকর্তন, অনুদ্দেশ জ্যোতিগন,

জোনাকি পোকার দৃষ্টি মাত্র ॥

জলময় নভস্থল, জলময় ভূমণ্ডল,

জলময় গিরি দিক্ দেশ।

দেখে হয় এই জ্ঞান, পুনরপি ভগবান,

ধরিলেন বরাহের বেশ ॥

আসিয়া বরষাকাল, ফেলিল জলদ জাল,

গগন গভীর সরোবরে।

রবি শশী আদি মীন, গগনে হইল লীন,

ক্ষুদ্র মৎস্য লুকাইল ডরে ॥

বিদ্যাৎ বড়সী প্রায়, চতুর্দিকে ফেলি তার,

বিরহীর প্রাণ মীন ধরে ॥

অসার ভাবিয়া হরি, কমলারে সঙ্গ করি,

চালিলেন শরীর সাগরে ॥

দাতা ঘন হরষিত, হেরে হয় উপস্থিত,

বাচক চাতক দ্বিজগণ।

ঘন আগে দেয় জল, করিয়া বিদ্যাৎ হল,

স্বর্ণমুষ্টি করে বিতরণ ॥

মেঘ পট্ট নানা সাজে, চতুর্দিকে বাদ্য বাজে,

ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে।

পথিকের সর্বনাশ, ঘন বহে ঘন শ্বাস,

নিজ বাস ভাবিয়া অন্তরে ॥

বহে স্তনীতল বায়ু, বিয়োগীর হরে আয়ু,

সংযোগীর পরম উল্লাস।

তারা করে অভিলাষ, বর্ষা হোক বার মাস,

অন্য ঋতু না হয় প্রকাশ ॥

বিয়োগীর বুকে বর্ষা, মারে বর্ষা তেঁই বর্ষা,

নাম তার বিদিত ভুবনে।

গুনি জলদের শব্দ, বিরহিনী গগনস্তব্ধ,

দক্ষ হয় মনের আগুনে ॥

প্রবাসী জনের ক্লেশ, বর্ণিয়া না হয় শেষ,

এই ছার বরষা সময়।

অন্তরে বিচ্ছেদ বাতি, জ্বলিতেছে দিন রাত,

বাহিরে বিবিধ ছুখোদয় ॥

রাগাঘরে কান্নাহাটি, ভিজে কাট ভিজে মাটি,

কোনমতে নাহি জলে চুলো।

নাকে চোকে জল সরে, সেইদণ্ডে ইচ্ছা করে,

চলোস্তব্ধ চোলে যায় চুলো ॥

ধনির স্তবের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী,

নাহি মাত্র মনের বিকার।

ভাল গাড়ী, ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী,

মনোমত অহার বিহার ॥

স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থিরযোগে স্থিরশুদ্ধি,

পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার।

সদা তায় সদাচার, আচারে কি কদাচার,

লোকাচারে মিছে ব্যভিচার ॥

দীন তাহা কোথা পান, স্তম্ভমাত্র জলপান,

ভুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে।

টাকা বিনে হতবুদ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,

ঘাস কাটি খান বোনে ঢুকে ॥

বিদেশী ধর্মের ষাঁড়, ভরসা কেবল তাঁড়,

ভাগ্য দোষে তাও যায় ভেঙ্গে।

বহু রাত্রে পেয়ে ছুটি, ছুটে আসে ছেড়ে কুটি,

চৌকীদার ধরে চক্ষুরেঙ্গে।

যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা,

জামা পাগ ভিজিল উদকে।

বহুকৈলে ছেঁড়া জুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা,

একেবারে উঠিল মস্তকে ॥

আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাত্রাপাত্র,

জানি শুদ্ধ এক মাত্র পাঠ।

বাবুদের গেয়ে গুণ, নাহি মাচ তেল লুণ,

ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাট ॥

মরি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়,

পুঁতি পাঁতি সব যায় ভেসে।

তিন মাস রুদ্ধ পাঠ, ফিরে হাট ঘাট মাঠ,

দেখে শুনে মরি হেসে হেসে ॥

আমাদের সৃষ্টিধর, চিরজীবী অড়হর,

আদসিদ্ধ তাই হয় পাক।

পৈতৃক সম্পত্তি বাদা, তাহার চিহ্ন ভিঁদাদা,

তাহে যুক্ত করি নটে শাক ॥

ছুই সন্ধ্যা তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই,

ষোঁবা বেটা ঘটায় প্রমাদ।

রাত্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহাস্থখে,

মিত্রজ্বর করি আশীর্বাদ ॥

বরষা তোমার গুণ, কি কহিব পুনঃ পুনঃ,

বারিবাক্যে চরাচর ভাসে।

কি আর তোমার ব্যঙ্গ, দোষের হয়েছে ব্যঙ্গ,

দেখে রঙ্গ রাড় বঙ্গ হাসে ॥

আমরা বিপ্রেস পুত্র, ধরিয়াছি বজ্রমুত্র,

শুন ওহে ঋতুরাজ বাপা।

জাতি ধর্মে ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি,
চাল ভেঙ্গে পড়ে ঘর চাপা ॥



বর্ষা ।

(তৃতীয় ।)

করিয়া সমর সাজ, ঋতুপতি বর্ষারাজ,
অবনীমণ্ডলে উপনীত ।

রণস্থল করি বৃদ্ধ, ব্যাপিল পৃথিবী শুদ্ধ,
ঘোর যুদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত ॥

দেখিয়া বিপক্ষ দল, গ্রীষ্মের টটিল বল,
পরাজয় করিল স্বীকার ।

পলাইল পেয়ে জয়, বরষার মহাজয়,
ত্রিভুবন করে অধিকার ॥

গগনের সিংহাসনে, বসিলেন হৃষ্ট মনে,
তিমিরের মুকুট মাথায় ।

পবন প্রবল অতি, পূর্বদিকে করি গতি,
দিবাশি চংগর ঢুলায় ॥

গুড়ুনি জলের জাল, লেটের উড়ুনি ভাল,
মাঝে মাঝে লাগিয়াছে খোঁচা ।

বারি বসন পরা, লুটাইয়া পড়ে ধরা,
বাতাসেতে উড়ে যায় কোঁচা ॥

সবুজ মেঘের দল, চল চল ছল ছল,
হত বল প্রবল অনিলে ।

স্থির চক্ষে দেখা যায়, সাটিনের কাঁবা গায়,
আস্তিন হয়েছে তার ঢিলে ॥

সোণার দামিনী হার, গলায় ঢুলিছে তার,
আঁহা মরি কত শোভা তায় ।

সেফালিকা প্রফুল্লিত, অতিশয় সুশোভিত,
জরির লপেটা জুতা পায় ॥

বিল বিল নদী নদ, সরোবর সিন্ধু হৃদ,
আর যত পারিষদ গণ ।

সকলের এক বোল, প্রেমানন্দে দিয়া কোল,
পারস্পর করে আলিঙ্গন ॥

তরকুন নত শাখা, প্রতি পত্রে জল মাখা,
সারি সারি সরস অন্তরে ।

নজর ধরিয়া ছলে, বরষার পদতলে,
ঘোড় করে প্রণিপাত করে ॥

ভেকপাল কোতোয়াল, করে করি খাঁড়া ঢাল,
জলে স্থলে কত সুখ লোটে ।

দেখিয়া ভেকের ভেক, বিয়োগীর বাড়ে ভেক,
ইচ্ছা হয় ডেক নিয়া ছোটে ॥

নকিব চাতক চয়, জয় ভূপতির জয়,
প্রতিক্ষণ এই রব হাঁকে ।

জল দেরে জল দেরে, প্রাণ যায় জল দেরে,
জলদেরে আর নাহি ডাকে ॥

কোন তুচ্ছ থিয়েটার, বরষার নাচঘর,
মনোহর শিখর সনাজ ।

দৃশ্য অতি অপকৃপ, চিত্র করা নানা রূপ,
সমুদয় স্বভাবের সাজ ॥

নিজ স্বরে জলধর, গান করে বহুতর,
নানা স্বরে রাগ ভাঁজে মুখে ।

বৃষ্টির বাজনা ভাল, ঝম্ ঝম্ বাজে তাল,
শিখী নিত্য নৃত্য করে সুখে ॥

কেমন কালের ধারা, অবিশ্রান্তে বারি ধারা,
সুধার সুধার বরিষন ।

সদাই প্রফুল্ল মন, চাতক চাতকী গণ,
শুভক্ষণ করে সুভক্ষণ ॥

জাঁকিল ভেকের দল, মাগিল স্বর্গের জল,
রাখিল ভুবনে ভাল বশ ।

ডাকিল মেঘের পাল, হাকিল ঠুকিয়া ভাল,
 ঢাকিল তিমিরে দিগ্‌ দশ ॥
 করিল উত্তম কর্ম্ম, হরিল গাত্তরের ধর্ম্ম,
 মরিল পিপাসা দাহ জ্বর
 তরিল যুবক যারা, ধরিল যুবতী দারা,
 পরিল পোষাক বহুতর ॥
 চারিদিক অন্ধকার, দৃষ্টিরোধ সবাকার,
 জলে স্থলে একাকার ময় ।
 হেরি শুদ্ধ নীরাকার, নিরঞ্জন নিরাকার,
 এই বুঝি চিহ্ন তার হয় ॥
 হায় হায় একি দায়, মহা প্রলয়ের প্রায়,
 সকল পৃথিবী ভাসে জলে ।
 অধরা হইল ধরা, জল নাহি বায় ধরা,
 একেবারে যায় ধরাতলে ॥
 ক্রোধযুক্ত ধরাধর, ডুবে গেল ধরাধর,
 কেবল মস্তক দেখা বায় ।
 ভুজঙ্গ বিহঙ্গ যত, কত শত হয় হত,
 পশু যত করে হায় হায় ॥
 রাজার বাজার জাঁক, গরবেতে গোঁপে পাক,
 ছাড়ে হাঁক ঐরাবতে চড়ি ।
 বাজে লোকে বাজ কর, ফলতঃ সে বাজ নয়,
 বরষাব দস্ত কড়মড়ি ॥
 বিষম বজ্রের শব্দ, ত্রিলোক হইল স্তব্ধ,
 খর খর ভয়ে কাঁপে সব ।
 হড়মড়্‌ কড়মড়্‌, সদা করে গড়মড়্‌,
 চড়্‌ চড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ রব ॥
 শুনি ধ্বনি বজ্রাঘাত, গর্ভিনীর গর্ভপাত,
 প্রমোদে প্রমাদ সদাগনে ।
 পতঙ্গ পতঙ্গ সম, নিজাঙ্গ করিল তম,
 মাতঙ্গ ভাতঙ্গ পায় মনে ॥

হড়্‌ হড়্‌ ছড়্‌ ছড়্‌, মেঘনাদ গুড় গুড়,
 জলদ জুটেছে ভাল যুটি ।
 লোকে বলে একি কাল, উড়িয়া স্বর্গের চাল,
 ভেঙ্গে পড়ে আকাশের খুঁটি ॥
 নাশিতে সকল রিষ্টি, বরষার কোপ দৃষ্টি,
 নগনে অমল তার জ্বলে ।
 সেই অগ্নি দৃশ্য হয়, ভ্রমেতে মনুষ্যচয়,
 চপলা বিদ্যুৎ তারে বলে ॥
 কেহ কেহ এই কয়, এ ভাব যথার্থ হয়,
 কেহ কয় তাহা নয় ভাই ।
 রনে হয়ে পরিশ্রান্ত, মহাবল পরাক্রান্ত,
 ঘন তোলে ঘন ঘন হাই ॥
 কেহ কহে সৌদামিনী, বরষার প্রিয় রাণী,
 স্কন্ধপসী মুনি মনোহরা ।
 তাহার মুখের হাসি, প্রকাশিয়া প্রভারাশি,
 অন্ধকারে আলো করে ধরা ॥
 বুজিবলে কেহ বলে, গ্রীষ্ম অন্বেষণ ছলে,
 পাতিয়াছে ঘোর ষড়্‌জাল ।
 বোঁপে অঙ্গ জ্বর জ্বর, যুক্তি করি জলধর,
 জ্বালিয়াছে তড়িৎ নশাল ॥
 সুবিল শশধর, গোঁপন করিয়া কর,
 অন্ধকারে লুকাইল আসি ।
 দেখিয়া বন্ধুর দুখ, বিবাদে বিদরে বুক,
 রজনীর মুখে নাই হাসি ॥
 সপত্নী সকল তারা, মুদিয়া নয়ন তারা,
 তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে ।
 ডাকে তারা ভারাক্রান্ত, কোথা তারা তারাক্রান্ত,
 অদিশ্রান্ত ভাসে শোক জলে ॥
 কুমুদের মনে খেদ, অন্তর হইল ভেদ,
 চকোর করিছে হাহাকার ।

ক্ষুধায় ক্ষুধায় তারে, ক্ষুধায় তুবিতে পারে,
 তার পক্ষে কেবা আছে আর ॥
 দিনপতি অতি দীন, দিন দিন প্রভাহীন,
 কোন দিন সুদিন না হয়।
 কেমন কুদিন তাঁর, দুর্দিন না যায় আর,
 রাত্রিদিন এক ভাবে রয় ॥
 রাত্রিমান দিনমান, নাহি হয় অল্পমান,
 পরিমাণ মনে পায় দুখ।
 কমলের মহামান, অপমানে গুণমান,
 অভিমানে নাহি তুলে মুখ ॥
 সংযোগীর অভিলাষ, উভয়ে একত্রে বাস,
 কোন রূপে না হয় বিচ্ছেদ।
 বুঝে সার অভিমত, তাই বর্ষা এই মত,
 রাত্রিদিন করিল অভেদ ॥
 ফুটেছে অনেক ফুল, ছুটেছে অমর কুল,
 জুটেছে কাননে শত শত।
 টুটেছে বিরহি জনে, উঠেছে বিচ্ছেদ মনে,
 ঘটেছে বিপদ তার কত ॥
 গেল সব নিরানন্দ, কুসুমে মধুর গন্ধ,
 বহে মন্দ মুখে মন্দ গান।
 অলিবৃন্দ সদানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
 করে সুখে মকরন্দ পান ॥
 বিষম চক্ষুর শূল, কদম্ব কদম্ব ফুল,
 দোলে পেয়ে বাতাসের দোলা।
 বিরহি করিতে বধ, সেনাপতি ষটপদ,
 কামের কামানে ছোড়ে গোলা ॥
 সংযোগীর মহাবোগ, যুক্তযোগে বাড়েযোগ,
 বোগবলে বাড়ে ভোগবল।
 কোন তুচ্ছ চতুর্ভুজ, স্বর্গ এক উপসর্গ,
 হাতে হাতে পায় স্বর্গ ফল ॥

কাস্তাগণ সহকাস্ত, করে ক্রীড়া অবিশ্রান্ত,
 রতিকাস্ত হারাইল দিশা।
 বর্ষা তাহে অন্তরঙ্গ, ক্ষণ নহে তাল ভঙ্গ,
 অনঙ্গ প্রসঙ্গে সঙ্গ নিশা ॥
 যে প্রকার শারি শুক, সুখের বাড়ায় সুখ,
 সদাকাল থাকে মুখে মুখে।
 ধরাতলে সেই ধন্য, কে আর তেমন অন্য,
 যুবতী রমণী বার বৃকে ॥
 যার ঘরে বেড়াছিটে, যদিগায়ে লাগেছিটে,
 অমৃত সমান জ্ঞান করে।
 পড়ে বৃষ্টি ছিটে ফোটা, পড়ে মজ্জা ছিটে ফোটা,
 প্রাণনাথে ভুলাব'র তরে ॥
 সংযোগীর এইরূপ উপলে আনন্দ কুপ,
 আহার বিহার যথোচিত।
 বিরহির বৃকে বর্ষা, মারিয়া নির্দয় বর্ষা,
 বর্ষা নামে হইল বিদিত ॥
 প্রবাসি পুরুষ যত, একেবারে জ্ঞান হত,
 প্রেমসীর প্রেম মনে হয়।
 মদন বাড়ায় রোষ, স্বপনে অধিক দোষ,
 কোন রূপে পরিতোষ নয় ॥
 কি কব দুখের দশা, দিনে মাটি রেতে মশা,
 দুইকালে বন্ধ দুইজন।
 শব্যায় ভাষ্যার প্রায়, ছারপোকা উঠে গায়,
 প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন ॥
 থুক থুক তুলে কাশ, বার বার ফেরে পাশ,
 দহে মন কামের আগুনে।
 বিচ্ছেনার লট পট, প্রাণবার ছট ফট,
 বাঁচে শুদ্ধ বালিসের গুণে ॥
 যেমন মূলধার, পড়ে বৃষ্টি অনিবার,
 বাহিরেতে নাহিয়ার চলা।

রসিকা রমণী যেই, অনুরূপ করে এই,
 , আকাশের ফুটিয়াছে তলা ॥
 বিমানে বাড়িল আঁক, বারিদ বাজায় শাঁক,
 বজ্র ছলে উলু উলু ধ্বনি ।
 বর্ষার বিষম গুণ, বিবাহ করিবে পুনঃ,
 পুরোহিত ভেক শিরোমণি ॥
 ময়ূরী নেড়ীর দলে, খেঁউড় গাইছে ছলে,
 নাচিছে চপলা সব এয়ে ।
 আনন্দের পরিপাটি, স্মৃতি করে কাদামাটি,
 চাতক জুটেছে ভাল রেয়ে ॥

ভারত-ভূমি ।

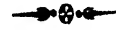
পদ্য ।

ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয় ।
 জননী দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয় ॥
 মনে হলে প্রাচীন, স্মৃতির স্ময় ।
 অসম্ভব বলি কভু, প্রত্যয় না হয় ॥
 রিপুরুপে বিজাতীয়, রাজা রাহু আসি ।
 স্মৃতিরূপ শশধর, অহরিল গ্রাসি ॥
 দেবরূপ স্মৃতিভাণ্ড, লয় হলো ক্রমে ।
 মানুষ মানস ফল, লয় হলো ক্রমে ॥
 ললিত মালতী লত', ভারতের ভাষা ।
 কটুতা কীটের বাহে, নিতি মিলে বাসা ॥
 কবিতা কুসুমকলি, ফুটেছিল কত ।
 সাহিত্য স্বরূপ মধু, পূর্ণ অবিরত ॥
 অলঙ্কার পত্রপুঞ্জ, লালিত্য পরাগ ।
 বর্ণরূপ বর্ণ তার, স্মৃতিচিহ্ন রাগ ॥
 শাস্ত্ররূপ ফল এক, ধরেছিল ভায় ।

তক্ষণেতে চতুর্বর্গ, কল বাহে পায় ॥
 বেদবিধি রসভার অপরূপ ভান ।
 ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তাঁর, যেই করে পান ॥
 অগ্নি হোত্র আদি নিত্য, নৈমিত্তিক ক্রিয়া ।
 কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা, এসব আশ্রিয়া ॥
 বিজ্ঞান স্বরূপ বীজ, ছিল সেই ফলে ।
 অসংখ্য লভিকা বাহে, জনিতা বিরলে ॥
 এমন স্মৃতির লতা, আশ্রয় বিহনে ।
 দিন দিন ম্রিয়মাণা, দুঃখের কাননে ॥
 হায় হায় সত্যপ্রিয়ী, মনুষ্য কোথায় ।
 অসত্য হইল সত্য, মিথ্যার প্রভায় ॥
 অবিদ্যায় অবসন্ন, গানবের মন ।
 অবিবেকী অবিনয়ী, আদর ভাজন ॥
 প্রসন্নতা প্রবাহ, প্রণয় সাধুজনে ।
 প্রবোধ প্রভব কভু, নাহি হয় মনে ॥
 প্রদীপের দীপ্তরূপ, প্রপঞ্চ আমোদে ।
 মুখগন মধুকর, প্রমদা প্রমোদে ॥
 প্রভামু প্রবল অতি, প্রসক্তি প্রসঙ্গ ।
 প্রশ্রয় পাইয়া সদা, দক্ষকরে অঙ্গ ॥
 রাগে অনুরাগ হত, রোবাল রসনা ।
 নয়নে নয়ন করে, আগুনের কণা ॥
 গরল মিশ্রিত তাহে, মুখের বচন ।
 ক্ষমা শান্তি আদি, হয় যাহাতে নিধন ॥
 কটাক্ষের শরে করে, সকলে অস্থির ।
 প্রচণ্ড সমীরে যেন, সরোবর নীর ॥
 লোলিত হয়েছে পুনঃ লোভ রূপ কীস ।
 পরায় মনের গলে, বাসনা বাতাস ॥
 পরদারা পরধন, হরণে ব্যাকুল ।
 বিহ্বল লালসা মদে, সদা স্কুলে ভুল ॥
 মোহ মেঘ করে আছে, বিবেক আচ্ছন্ন ।

চেতনা চন্দ্রিমা যাচ্ছে, শুণ্ড প্রতাপন ॥
 দারা স্তূত সহ, সমাবেশ সর্বাঙ্গন ॥
 চিত্তের কমলে মায়া, হয় সঞ্চারণ ॥
 মদেতে প্রমত্ত মন, বিপদ ঘটায় ॥
 পরের সম্পদে সদা, কাতর করায় ॥
 ঈর্ষা হিংসা দেবমদে, পূর্ণ এই দেশ ॥
 সকলে সমান নাই ইতর বিশেষ ॥
 গরিমা গরলে গেল, গুণের মৌরব ॥
 আপনি কৈবল্যধাম, অপর ধৌরব ॥
 এইরূপ মড়রিপু, নিবারণিত নহে ॥
 সোণার ভারত-ভূমি ভস্ম করি দহে ॥
 যত লোক অলসে, অস কলেবর ॥
 দরিদ্র, পরের ছিদ্র, সম্মানে তৎপর ॥
 নাহিমাত্র ঐক্য সখ্যভাবের সঞ্চারণ ॥
 হীন ধর্ম কর্ম মর্ম শুণ্ড সবাকার ॥
 কুকর্মেতে গুনা হয়, ধনের ভাগ্য ॥
 স্কন্ধে মুদিত হস্ত, কমল আকার ॥
 কোনমতে বৃদ্ধি যাচ্ছে, নহে স্বীয় গর্ভ ॥
 করেন বিবিধ পর্ব, শ্রাদ্ধ আদি সর্ব ॥
 কিরূপ পাতক বৃদ্ধি, উৎসবের দিনে ॥
 লিখিতে লেখনী বায়, লজ্জার অধীনে ॥
 হিন্দুধর্ম রক্ষাহেতু, যে হয় উদ্যোগ ॥
 বালির সেতুর প্রায়, সেই কর্ম ভোগ ॥
 ধর্ম রক্ষা হেতু এক, বিদ্যালয় আছে ॥
 কতদিন প্রদেশ, অস্থির হইয়াছে ॥
 অবশেষে ধনাভাবে, হলো ছায়াবাজি ॥
 বিপক্ষে দিতেছে গালি, বলি ছুঁছোবাজি ॥
 ধর্মসভাগতি সবে, ধর্ম অধিকারি ॥
 কি কর্ম করিছে যত, উত্তরাধিকারি ॥
 পিতা পৌত্তলিক পুত্র, একেশ্বর বাদী ॥
 নাম মাত্র মতাজ্ঞান, সর্ব ধর্মবাদী ॥

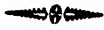
হিন্দু নাম ইহাদের হয়েছে কেমন ॥
 নামেতে বিহঙ্গ মাত্র, মরাল যেমন ॥
 ইহঁরা করেন ঘৃণা, খৃষ্টিয়ান গণে ॥
 কোকিল দোষেন যেন, কাকের বরণে ॥
 একপেতে পুণ্যভূমি, হলো ছারখার ॥
 বিভুর করুণা বিন', রক্ষা নাহি আর ॥
 ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয় ॥
 জননী ছুঁর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয় ॥



দুর্গোৎসব সময়ে অত্র নমস্কার মণ্ডে
 সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কোন কোন
 হিন্দুর ভবনে খানা দেওয়া হয়, এই উপা-
 লক্ষে ভগবতীর প্রতি কবির উক্তি ॥

তুমি দেবি দেবারাধ্যা, সকলের সারা ॥
 ত্রিলোক তারিণী হেতু, নাম ধর তারা ॥
 দেব দেব মহাদেব, স্বর্গে যাঁর বাস ॥
 করেন তোমার তিনি, মহিমা প্রকাশ ॥
 ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র, বহু গুণধার ॥
 করিলেন পৃথিবীতে, প্রতিমা প্রচার ॥
 ভক্তভাবে হইয়াছ, দেবী দশভুজা ॥
 তিন দিন অবনীতে, এসে থাও পূজা ॥
 পবিত্র সকল দ্রব্য, পবিত্র আচার ॥
 ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প, নানা উপচার ॥
 দেবীর পূজায় দেখি, বহু অনুষ্ঠান ॥
 মর্ত্যলোকে দেবগণ, হন অধিষ্ঠান ॥
 দেব দেব দারা তারা, দেব সেবা হও ॥
 মর্ত্য আসি দুঃখপাও, দেবগৃহে রও ॥
 ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ডকারি, মুচ্ছাতি যারা ॥
 তোমার পূজায় আসি, খানা খায় তারা ॥

কোথা দুর্গে মাতা দুর্গে, ঘোর দুর্গে নরি ।
 হিন্দুয়ানী শেষ হয়, রাম রাম হরি ॥
 ভগবতী পেলেন পরে, পেটে যারা পুরে ।
 মদখেয়ে নাচে তারা, ভগবতী পুরে ॥
 ভবানি ! কোথায় আর, তোমার আদর ।
 ভবানী ভরেছে তারা, ভাঁড়ের ভিতর ॥
 ধর্মসভা অধিপতি, নৃপনাম যাঁর ।
 গুনিয়াছি নানা শাস্ত্রে, দৃষ্টি আছে তাঁর ॥
 নৃপতিকে স্মৃতি মা, দেহ এই বার ।
 সাহেবের নিমন্ত্রণ, না করেন আর ॥
 অনুকূল হও মাতা, কুণ্ডলিনী কালি !
 পূজা করি খাব কভ, পাদরির গালি ॥



কার্তিকে বর্ষা কি ভয়ঙ্কর ।

কর হে করুণাময়, করুণা প্রকাশ ।
 অকালেতে অতিবৃষ্টি, সৃষ্টি হয় নাশ ॥
 আশাহত চানায়ত, ভেবে হয় সার ।
 গুরুবাড় দস্তা হাতে, শস্য যায় মারা ॥
 এ ভীম জলধিতবে, তুমি মাত্র সেতু ।
 সৃজন পালন আর, সংহারের হেতু ॥
 তিনের সমান ভাগ, সমভাবে চাই ।
 অগ্র আছে, শেষ আছে, মধ্য কেন নাই ॥
 সৃজিয়াছ বটে বিভু, না করি পালন ।
 একেবারে সংহার, করিছ কি কারণ ॥
 স্রষ্টা হয়ে একপে, নাশিলে সৃষ্ট সবে ।
 দয়ানয়ন নামের মহিমা, কোথা রবে ॥
 বিপন্নে প্রসন্নভব, সম্ভব এভাবে ।
 ওহে শিব, দেহ শিব, বাঁচে জীব তবে ॥
 কাতরে অভয় তব, দীর্ঘকরে ধরি ।

দৃশ্য হও বিদ্যনাথ, প্রণিপাত করি ॥
 ঘুটাও বিকটভাব, স্বভাব প্রকট ।
 কলাগ কলাগ চাই, তোমার নিকট ॥
 বসুধার দুখআর, নাহি সহ্যে প্রাণে ।
 যার সৃষ্টি নাশ রিষ্টি, দয়াদৃষ্টি দানে ॥

• রসলতিকা চৌপদীচ্ছন্দঃ ।

তুড়িতে গ্রীষ্মরে আড়ি,
 বরষার বড় বাড়ী,
 ভেঙ্গে পড়ে ঘর বাড়ী,
 অতিশয় বাড়াবাড়ী কোরেছে ।
 পৃথিবীর ঘোর রিষ্টি,
 অবিশ্রান্তে বারি বৃষ্টি,
 ডুবিল বিধির সৃষ্টি,
 অন্ধকারে দৃষ্টিপথ হোরেছে ॥
 ঋতুরাজ নবরঙ্গী,
 সঙ্কে সব সমসঙ্গী,
 বিকট প্রকট ভঙ্গী,
 কালের করাল বস্ত্র পোরেছে ।
 মেঘের বিবম জাঁক,
 জোরে হাঁক, গোঁপে পাক,
 ডাকে ডাকে ছেড়ে ডাক,
 আকাশের চারিদিকে চোরেছে ॥
 থরু থরু কলেবর,
 জ্বর জ্বর গ্রীষ্মবর,
 প্রভাকর শশধর,
 দুই যোদ্ধা সহোদর মোরেছে ।
 অবিরল পড়ে জল,
 রণস্থল টল মল,
 যতদল হত বল,

প্রতিফল পেরে সব সোয়েছে ॥

লাকে লাকে বীরদাপে,

আকাশ পাতাল কাঁপে,

গিরহী পড়িল পাপে,

অহুতাপে তলুতার জ্বরেছে ।

সেনাগণ অগণন,

টন্ টন্ ভন্ ভন্,

সমীরণ সন্ সন্,

দেখে রণ ত্রিভুবন ডোরেছে ॥

বরষার ঘোরঘটা,

তমোচ্চট, শিরেজটা,

বরুণ দারুণ ভট,

উঠে উর্দ্ধে ঘোর যুদ্ধে তোরেছে ।

গুড় গুড় ছুড় ছুড়,

ভনে প্রাণ ধুড় ধুড়,

দিবানিশি হুড় হুড়,

দশদিকে কোসে জল ভোরেছে ॥

বরষার নাহি পার,

অনিবার বারিধার,

কোথা তার উপকার,

সবাঁকার অপকার কোরেছে ।

স্বভাবের ভাব বেশ,

প্রথমে সংহার বেশ,

কোরে শেষ সব দেশ,

অবশেষ শিষ্ট বেশ, ধোরেছে ॥

মুরলী-চ্ছন্দঃ ।

বরষা আপন ঘর্ম, ভালরূপে পেলেছে ।

অবিশ্রান্ত নিবানিশি, কত জল ঢেলেছে ॥

চপলা মেঘের সঙ্গে, বহু রঙ্গে খেলেছে ।

নিজ অঙ্গে রাঢ়ে বঙ্গে, স্মৃৎদ্বীপ জ্বলেছে ॥

শরদ শিশির গ্রীষ্ম, দলপুঙ্খ হৈলেছে ।

ক্রোধযুক্ত জলধর, ভাল বাল খেলেছে ॥

ঘর্মপেয়ে ঘর্মপীড়া, গায়ে ঘর্ম গেলেছে ।

বর্ষা তারে একেবারে, দুইপায়ে ঠেলেছে ॥

সংযোজীর মহাস্মৃৎ, বুকে বুক মেলেছে ।

রাত্রিদিন সমভাবে, নিজ চাল চলেছে ॥

অন্ধকার সরোবরে, কামমীন খেলেছে ।

যতনে ধরিতে তারে, স্মৃৎ টোপ ফেলেছে ॥

আশার পুরিল আশা, নিরাশারে টেলেছে ।

যুক্ত হোয়ে, ভুক্ত ভোগে, অবশেষ হৈলেছে ॥

নিয়োগীর বুকেতে, বেলেুন যেন বেলেছে ।

ছুখেরে সে বুকে রেখে, প্রাণপণে পেলেছে ॥

রূপক ।

প্রণয় ।

পদ্য ।

মিলন না হবে যদি, স্মৃৎ কোথা তবে ।

কেবল প্রণয় কথা, কথায় কি হবে ?

দেখেছি নয়নে তার, মুখপদ্ম যবে ।

সে অবধি ভাসে মন, আশার অর্ণবে ॥

হায় হায় একি দায়, হইল আমার ।

ডুবিল মানসতরি, রাখা নাহি যায় ॥

সে মুখচঞ্চল হাসি, হইলে স্মরণ ।

উথলে প্রণয় সিন্ধু, বারি অমুক্ষণ ॥

অকুলে আকুল হয়ে, ছকুল হারাই ।

সে ভাব প্রভাব আমি, কাহারে জানাই ॥

আমার আশয় স্মৃতে, কত স্মৃতেদয় ।
 হরিষে বরিষে ধারী, নয়ন উভয় ॥
 কখন কখন ভাবি, দুখ হলো শেষ ।
 স্মৃচাকু প্রণয় বনে, করেছে প্রবেশ ॥
 কাছে গিয়া দৃষ্ট হয়, বিভ্রম না নদী ।
 প্রবল প্রবাহ তাহে, বহে নিরবধি ॥
 কার সাধ্য পার হয় তাঁর খরবেগ ।
 কেবল হৃদয়ে বৃদ্ধি, দ্বিগুণ উদ্বেগ ॥
 সরস মাতঙ্গরূপ, করিয়া ধারণ ।
 মিলন কমলবন, করিছে দলন ॥
 হেরি তায় ছুরাচার, নয়ন-ভ্রমর ।
 নিশিদিন অশ্রুজলে, সিক্ত করে ধরা ॥
 বিরস অধর রাগ, নীরস রসনা ।
 সরস সেকূপ মাত্র, হৃদয়ে রটনা ॥
 বিরহ-অনলজ্বলে, প্রবল হইয়া ।
 করিল ভস্মের রাশি, হৃদয় দহিয়া ॥
 মিলন-মেঘের জল, বিরল বুঝিয়া ।
 চেতনা-চাতক রহে, বিলাপে মজিয়া ॥
 প্রবোধ না মানে চিত্ত, প্রাণের সহিত ।
 জ্ঞান সহ পূর্ব ভাব, হইল রহিত ॥
 প্রেমে মজে একি দায়, হইল আমার ।
 অস্থির অন্তর সদা, ইতস্ততো ধায় ॥
 ভাবহে ভাবুক জন, ভাব ভাবভরে ।
 বিরহে হৃদয় ভাব, কি স্বভাব ধরে ॥
 সতত মানসে যারে, মানসে নেহারি ।
 সেইজন দেয় দুখ, সহিতে না পারি ॥



নিতান্ত আমার বোলে, জানিতাম যারে ।
 সে ভাবেতে ভাবান্তর, দেখিলাম তারে ॥

বিরূপ দেখিয়া তার, হতেছি বিস্ময় ।
 বিরূপ আমার ভাব, প্রকাশ না হয় ॥
 প্রজ্বলিত খরতর, চিন্তা হতাশন ।
 বেষ্টিত হইয়া তায়, দক্ষ হয় মন ॥
 নিশ্বাসের সমীরণে, উড়ে তার ছাই ।
 নিশ্বাসের নাহি আর, নিশ্বাসের ঠাই ॥
 ভূলাতে আমার মন, কত ছাঁদ ছাঁদে ।
 আনার সরল ভাব, পড়িলাম ফাঁদে ॥
 ফাঁদে ফেলে তার মন, নহে অনুগত ।
 ফাঁদাইল, ছাঁদাইল, কঁাদাইল কত ॥
 যেকূপ আমায় বলে, আমার আমার ।
 একূপ “আমার”, আর, কত আছে তার ॥
 বিরূপ আমার আমি, করিব প্রমাণ ।
 শতেক “আমার”, তার, আমার সমান ॥
 আমার বলিয়া তারে, তবে হতো বোধ ।
 যদপি করিত মম, স্বণ পরিশোধ ॥
 প্রকাশ্যে আমার ভাবে, রেখে অমুরাগ ।
 গোপনে দিয়াছে কত, প্রণয়ের ভাগ ॥
 মনের বাজারে তার, কত রূপ ঠাট ।
 ভাগে ভাগে ভাগ দিয়া, বসিয়েছে হাট ॥
 আগে যদি এইরূপ, অনুভব হবে ।
 হাটের ঠাটের প্রেম, কেন করি তবে ॥
 পরীক্ষা না করে তারে, সঁপিলাম মন ।
 কপালের দোষে হলো, দুখের ঘটন ॥
 আমার মনের টান, সে কেবল রোগ ।
 ভাগের ভোগের বস্তু, কার হয় ভোগ ॥
 আমার ভোগের ভোগ, কেন হবে সেই ।
 ভোগ হয়, ভোগ তার, ভাগ্যধর বেই ॥
 সবে মাত্র দুটা চক্ষু, সম্ভাবিত তার ।
 কত দিকে দৃষ্টি তায়, বুঝে উঠা ভার ॥



অভাব হইল ভাব, কাল সহকারে ।
 ভাবের ভাবক কই, ভাব কই কারে ॥
 সে যদি আমার ভাবে, না হইল ভাবী ।
 তবে কেন তার ভাবে, বৃথা আমি ভাবি ॥
 চিরদিন সমভাবে, ভাবের প্রভাব ।
 বুঝিতে না পারি তার, কেমন স্বভাব ॥
 কত বলে, কত ছলে, কত ছলে ছলে ।
 প্রেমপক্ষে দ্বৈব করি, দেশছেড়ে চলে ॥
 হেসে হেসে কাছে এসে, কথা কয় কত ।
 অথচ আমার ভাবে, কভু নহে রত ॥
 লোকে বলে, ভালবাসি, ভালবাসে তাই ।
 ভালবাসা বটে কিন্তু, ভালবাসা নাই ॥
 আশাপথে থাকি আমি, নিজ ভাব বশে ।
 আশার ভাসার সদা, নিরাশার জলে ॥
 অপরের প্রতি প্রীতি, প্রতি বাক্যে ভুর ।
 গোপনে রোপণ করে, প্রেমের অঙ্গুর ॥
 প্রকট কপট সেই, তার বাক্যে ভুলে ।
 এত কাল মরিলাম, আশা-কুপে উলে ॥
 অভিমান মানসহ, নাহি পাষ ঠাঁই ।
 বুঝে না অবোধ মন, কথা কই তাই ॥
 এবার হইলে দেখা, কথা নাহি কব ।
 রাখিয়া মনের মান, মুখ ঢেকে রব ॥
 যদি সে রসিক হয়, থাকে রসবোধ ।
 অবশ্য করিবে তবে, স্বপ্ন পরিশোধ ॥
 সরল হইবে মন, নিজ অনুরাগে ।
 সাধিয়া প্রণয়সাধে, কথা কবে আগে ॥
 শুনিলে মধুর ভাষা, আশা পাবে সুখ ।
 ভালবাসা ভালবেসে, দূর হবে দুখ ॥

বসন্তে বিরহীর ভাব ।

ছুরন্ত বসন্ত যেন, নিতান্ত কৃতান্ত ।
 জাইলেন বিরহীর, করিতে প্রাণান্ত ॥
 কুল কুল কাকলিতে, কোকিল কুহরে ।
 শিহরে কোকিলাকুল, কোকিলের স্বরে ॥
 সে রবে কে রবে আর, স্তম্ভির অন্তরে ।
 স্মর শরে প্রাণ নরে, প্রাণেশ্বরে স্মরে ॥
 কামিনী কুসুম ফুল, বিকশিত হয় ।
 কামিনী কেমনে বল, বল ধরে রয় ॥
 নহে কেহ আনুকুল, সবে প্রতিকুল ।
 কেমনে রাখিবে আর, কুলবালা কুল ॥
 ব্যাকুলা আকুলা বালা, গেল বুঝি কুল ।
 অকুল বিরহার্গনে, ব্যাকুল স্ত্রীকুল ॥
 প্রতিকুল বালা প্রতি, ফুল প্রতিকুল ।
 বকুল মল্লিকা জাতি, কুসুমের কুল ॥
 ফুল ফুল হেরি অলি, প্রযুক্তি প্রাণ ।
 মুখভরে মধুকরে, মধু করে পান ॥
 বিরহী ব্যথিত করে, গুণ গুণ স্বর ।
 গুণ গুণে মনাগুন, দিগুন প্রখর ॥
 মলয় প্রলয় করে, হরে লয় প্রাণে ।
 সে মলয় বিরহীর বুকে, শেল হানে ॥
 যামিনী কামিনীকুল, করিছে ব্যাকুল ।
 সংযোগিনী স্তম্ভী, মরে বিয়োগিনী কুল ॥
 গগনে সঘনে তারা, অক্ষিপাত করে ।
 দেখে পূর্ণ শশধর, লোকে শশধরে ॥
 বলনা ললনা কিসে, রয় বল ধরে ।
 ভেসে যায় নেত্রজলে, জ্বলে সে অন্তরে ॥
 যদি বালা ফুলমালা, কখন গাঁথয় ।
 বিবধর সম মালা, বিবধর হয় ॥

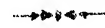
এই মত তার প্রতি, কিছু ভাল নয় ।
ভালই নহেক ভাল, কিসে ভাল হয় ?
বসন্ত অশক্ত অতি বধিলে পরানে ।
বসন্ত যাইবে কবে, তারা ভাবে মনে ॥



মহারাজা দলিপ সিংহের দুরবস্থা ।

পর্বত কাঁপিত আগে, যাহার প্রতাপে ।
এখন তাহারে দেখে, ত্বন নাহি কাঁপে ॥
সিংহাসনে সিংহ সম, যে করিত বাস ।
এখন শৃগাল তারে, করে উপহাস ॥
গণেশের মুখ করি, হরি হেরি হাসে ।
শিবসুত মুণ্ড বলি, হরি মরে ত্রাসে ॥
হর শিরোভূষা বলি, অহঙ্কারে নাগ ।
খগরাজ নিরখিয়া প্রকাশয়ে রাগ ॥
বরষায় মহী ছাড়া, অহি জলে ভাসে ।
দেখে ভেক কত ভেকে, হাসে উপহাসে ॥
স্থান দোষে পারিজের, পাতালে পয়ান ।
স্থানগুণে শূন্য হয়, সিংহের সমান ॥
তবেই আদর তার, যদি থাকে স্থানে ।
স্থান ছাড়া হলে পর, কেহ নাহি মানে ॥
সম্পদ বিপদবন্ধ, আদর্শের জালে ।
সুখ, দুখ, মানানান, স্থানে আর কালে ॥
অযোধ্যার পতি রাম, নিজধাম ছাড়ি ।
বন্ধুবোলে ঢুকিলেন, চাঁড়ালের বাড়ি ॥
ত্রিলোকের পতি হয়ে, স্ত্রীলোকের তরে ।
যাচিয়া দিলেন কোল, বনের বানরে ॥
দৈত্য-দর্পহারী হরি, প্রভু ভগবান ।
ব্যাধের বাণের ঘা, তাজিলেন প্রাণ ॥

দ্বারিকায় শ্রীকৃষ্ণের, লীলা মথরনে ।
যদুকুলবধু হয়ে, ক্ষুদ্র গোপগণে ॥
বাণ্ডব দাহনকারী, তৃতীয় পাণ্ডব ।
সে সব দেখিয়া যেন, হইলেন শব ॥
শক্তিহীন ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয় মনে ।
ধনঞ্জয় মন্ত্র আর, নাহি খাটে রণে ॥
কুরুপতি দুর্ঘোষন, খরা পরিহরি ।
শক্রভয়ে লুকালেন, জলরাস করি ॥
জলাশয়ে জ্ঞাতির কুকথা নাহি সয়ে ।
মরিলেন কুরুরাজ, উরুভঙ্গ হয়ে ॥
সুখ দুখ দুই ঘটে, ভাগ্যের আধারে ।
কালের কুটিলগতি, কে বুঝিতে পারে ॥
কহিতে দারুণ কথা, মর্মা হয় ভেদ ।
হায় হার কারে আর, প্রকাশিব খেদ ॥
প্রকাণ্ড পাণ্ডব রাজ্য, অধিকার যার ।
সিংহাসনে সিংহ সম করিত বিহার ॥
এখন সম্পদ সুখ, কিছু নাহি আর ।
হইয়াছে কারাগার, বাসস্থান তার ॥



ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম বিষয়ক
পদ্য ।

বীররসে বিভাসে, জুড়িয়া জোর তান ।
ছাড়িতেছে সেনা সব, রণজয়ী গান ॥
হইল বিবাদ ক্ষুণ্ণ, বড় বলবান ।
না হয় নির্ঝাঁপ আর, না হয় নির্ঝাঁপ ॥
কত দূর ছুটে অগ্নি, নাহি পরিমাণ ।
করুন ধরনী সুখে, নররক্ত পান ॥
এক গাঁড়ে গাঁড়িতে, মগের বাচ্ছা জান ।
খেত সেনাপতি যত, জলযানে যান ॥

কলে চলে জলে তরি, ধুমুযোগে টান ।
 এক এক জাহাজেতে, হাজার কামান ॥
 হোয়েছেন কমডোর সবার প্রধান ।
 কোনরূপে বিপক্ষের, নাহি আর ত্রাণ ॥
 জলে স্থলে, আগে তিনি, হলে আগুনান ।
 কোথা রবে মগেদের, বগ্‌মারা বাণ ॥
 লাক্‌ লাক্‌ বীরদাপে, শব্দ আন সান ।
 পাতালেতে বাসকীর, দেহ কম্পবান ॥
 রেঙ্গুনের গবানর, হবে হতমান ।
 আসিবে শিকল পায়ে, হয়ে বঁদিয়ান ॥
 হোঁরা দিয়া গোরা সব, খেতে দিবে খান ।
 অথবা করিবে তার, দেহ খান খান ॥
 কি করে আবার রাজা, যুবা জাম্বুবান ।
 ভাগ্যের দিবস তার, হয় অবসান ॥
 ইংরাজ সহিত রণে, পাইবে আসান ।
 ভেক হয়ে ধরিয়াছে, ভুজঙ্গের ভান ॥
 ক্ষণ মাত্র নাহি করে, মনে প্রণিধান ।
 কেমনে হইবে রক্ষা, জাতি কুলমান ॥
 শোভা পেতো হোলেপরে, সমান সমান ।
 পক্ষ্মতের সহ কোথা, তুণের প্রমাণ ?
 বন্দীরূপে রবে কিন্তু, বাবেনাকো প্রাণ ।
 “বেণ্ডিমেস লেগে” পাবে বসতির স্থান ॥
 সেখানে খুঁটান হোয়ে, ঢেঁকির প্রধান ।
 মেকির নিকটে লবে, ধর্মের বিধান ॥
 ধরাইয়া হাতে হাতে, করাইবে পান ।
 মেকাই একাই ভারে, করিবেন ত্রাণ ॥

অনল উঠিল জ্বলে, কে করে নির্দান ।
 সে অনলে অনেকেই, পাইবে নির্দান ॥

ব্রিটিস নিকটে তথা, মগের প্রতাপ ।
 জ্বলন্ত আগুনে যথা, পতঙ্গের ঝাঁপ ॥
 ফণি ফণা তুচ্ছ করি, কুচ্ছ বহুতর ।
 ভেক লয়ে ভেক ডাকে, গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর ॥
 হোতে চায় করি সম, সুরূপ শূকর ।
 তুরগের খরগতি, ইচ্ছা করে খর ॥
 দেখিয়া রবির ছবি, নাচিছে জোনাকী ।
 বকের বাসনা বড়, বধিতে বাসকী ॥
 শূন্যস্থত মিছে কেন, করিছে আক্রম ।
 হরি কি ধরিতে পারে, হরির বিক্রম ?
 ভীক ফের রব করি, জয় করে হরি ।
 হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল হরি ॥
 ইংরাজে করিবে দূর, কদাকার মগে ।
 কোথায় লাগেন, “বগা বাঙ্গালের লগে” ॥
 ধোরে থাক পাখা ভাঙ্গা, মাচ্‌ রাজা খগে ।
 বাঁধুক আবার অজা, দোক্তচূণ রগে ॥
 রাঙ্গামুখা দল যদি, বল করে ভালো ।
 আঁকা বাঁকা কালামুখ, আরো হবে কালো ॥

সন্ধিফলে রণানল, করিয়া নির্দান ।
 আবার ক্ষেপিল কেন, আবার প্রধান ॥
 হীনবলে এত কেন, প্রকাশিছে রোশ ।
 বুঝিলাম ধরিয়াছে, কপালের দোষ ॥
 নিরতে টানিলে পরে, নাজি যায় রাখা ॥
 মরণের হেতু উঠে, পিপীড়ার পাখা ॥
 দ্বিজরাজে দর্প করে, হইয়া সালীক ।
 অবোধ বগের প্রভু, মগের মালিক ॥
 সকল শরীর চিত্র, বিচিত্র ব্যাভার ।
 সাক্ষাৎ দ্বিপদ পশু, মানব আকার ॥

সেনা আর সেনাপতি, সম সযুদায় ।
 কেবা রঞ্জা, কেবা প্রজা, বুঝা অতি দায় ॥
 শ্রীরাম কাটারি হস্তে, সমরে নামিয়া ।
 মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক, “খামিয়া খামিয়া ॥
 ইরেস্তা বুকুলি তুলু, কামিয়া কামিয়া ।.,
 নাচে আর গান গায়, খামিয়া খামিয়া ॥
 কর্মের উচিত ফল, অবশ্যই পাবে ।
 আবাপতি হাবা অতি, বুঝিলাম ভাবে ॥

জ্ঞানহত, পশু যত, আর কত জ্বালাবে ।
 ভূতবেশে, যুদ্ধে এসে, মিছে কেন ঢলাবে ॥
 শ্বेतবীর, বাসকির, উচ্চ শির উলাবে ।
 রাজপুর, হয়ে চুর, রসাতলে তলাবে ॥
 কোপে কোপে, তোপে তোপে, গিরিদেশ
 হেলাবে ।
 জলে স্থলে, শত্রুদলে, বাট চেলা চেলাবে ॥
 তীরে উঠে, ছুটে ছুটে ছুই হাতে ঢেলাবে ।
 ডাক্‌ছাড়ি তুলে আড়ি, গোঁপদাড়ি ফেলাবে ॥
 কোরে রাগ, ধোরে তাগ, বাঁকা ডগ্‌ লেলাবে
 ডুরি দিয়া, মাঠে নিয়া, কত খেলা খেলাবে ॥
 হত দিশে, বুঝে নিশে, কাণে সিসে ঢালাবে
 মগাই পগাই স্বোণ, কামানেতে গালাবে ॥
 সেফায়েরা, বেঁধে ডেরা, জোরে ধনি জ্বালাবে
 বোকারাজে, চোরসাজে, সিন্ধুপথে চালাবে ॥
 যত গোরি, মেরে হোর, ভালঝাল ঝালাবে ।
 আবাপতি, হাবা ভূপ, বাবা বোলে পালাবে ॥

পরমার্থ তত্ত্ব ।

ত্রিপদী ।

অনিত্য ভৌতিক দেহ, চিরস্থিতি নহে কেহ,
 কলকাল দৃশ্য শোভা বটে ।
 জন্মনিশা হয় ভোর, শমন করিয়া জোর,
 ধরিয়াছে জীবনের জটে ॥
 কাননে কুসুম ফুটে, চারিদিকে গন্ধ ছুটে,
 শোভায় আমোদ করে কত ।
 কিছু পরে সেপ্রকার, সৌরভ না থাকে আর,
 একেবারে সব হয় গত ॥
 যৌবন কুসুম সম, ক্রমে ক্রমে যায় ক্রম,
 পরাক্রম কিছু নাহি রবে ।
 স্কুলদেহে স্কুল পঞ্চ, ঘুচিবে তাদের তঞ্চ,
 ক্রমে স্তম্ভ, আরো স্তম্ভ হবে ॥
 সংসার বাহার কীর্তি, রচনা করিয়া পৃথী,
 সৃজন করিল নানা প্রাণি ।
 অন্য সব মিছা আর, এক সত্য সেই সার,
 মনে মনে তাঁরে শুদ্ধ মানি ॥
 প্রণয়ের সহোদর, বিশ্বাস বান্ধববর,
 সেই যেন রহে রাত্রি দিবা ।
 আকার প্রকারতার, থাকে থাকে যে প্রকার,
 প্রকাশের প্রয়োজন কিবা ॥
 সরল স্বভাবে থাক, প্রণয়েরে হৃদে রাখ,
 দ্বেষহিংসা ক্রোধ পরিহর ।
 হিতকার্য্যে হোয়ে রত, অবিরত মাধ্য মত,
 জগতের উপকার কর ॥
 কর সদা যত কর্ম, দান দয়া মূল ধর্ম,
 পেলে মর্ম শর্ম ফল ফলে ।

শুভকাৰ্য্য যেই করে, সংসার আঁধার ঘরে,
 প্রশংসা প্রদীপ তার জ্বলে ॥
 অভিমান অহঙ্কার, ধনজন পরিবার,
 ফক্কিকার বিষয়ের বুলি ।
 রবে শুদ্ধ রবে রব, শেষেতে বিফল সব,
 সার মাত্র হরিবোল বুলি ॥

কেন মন কি কারণ, এত নিদ্রা তোর !
 মোহমদে এত মত্ত, নাহি ভাঙে ঘোর ॥
 উঠ উঠ চেয়ে দেখ, নিশি হয় ভোর ।
 প্রভাত হইলে পরে, পলাইবে চোর ॥
 নয়ন মুদিরে আছ, কিসে হবে জোর ।
 দেখিতে না পাও কিছু, মুখে মিছে শোর ॥
 এই আছে এই নাই, এইত শরীর ।
 কখন বিনাশ হবে, কিছু নাহি স্থির ॥
 দিন যত গত তত, গণিতেছ দিন ।
 অথচ জাননা তুমি, দিনের অধীন ॥
 নিশ্বাস বায়ুর সহ, আয়ু হয় শেষ ।
 কৃতান্ত নিতান্ত তব, ধরিয়াছে কেশ ॥
 স্থিরভাবে একবার, কররে স্মরণ ।
 আমিছে বিকট কাল, নিকট মরণ ॥
 কলে চলে কলেবর, স্মৃতি তার কল ।
 সে কল বিকল হলে, বিফল সকল ॥
 পাঁচের বিকার হেতু, আকার স্বীকার ।
 এই আমি এই আছি, এই নাই আর ॥
 বতদিন থাকে দেহ, ততদিন ভাল ।
 মানস মন্দির মাঝে, জ্ঞানদীপ জ্বাল ॥
 পেয়েছ পবিত্র দেহ, ধর্মলাভ তাহে ।
 মন্য বুঝে কর্ম্য কর, ধর্ম্য রাহে যাহে ॥

বিশ্বমাঝে দৃশ্য যত, নহে বিশ্বমূল ।
 সে সব যে কিছু দেখ, নয়নের তুল, ॥
 ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চিদানন্দ যিনি ।
 স্থল, জল, প্রস্তুত, অটবী নন্তিনি ॥
 অন্ধ হোয়ে অন্ধকারে, কোথা তারে পাবে ।
 নিজ দেশে দ্রেষ্য করি, কোন দেশে যাবে ॥
 ঘরে আছে মহারত্ন, দেখিতে না পাও ।
 কাঁচহেতু বস্ত্র করি, দূরদেশে যাও ॥
 একি ভ্রম, কেন ভ্রম, বৃন্দাবন কাশী ।
 নিত্য সেই, নিত্য বিত্ত, চিত্ততীর্থ বাসী ॥
 রোয়েছে সকল বস্তু, মনের আগারে ।
 ভক্তিতরে জ্ঞানপুষ্পে, পূজা কর তাঁরে ॥
 ভাবের ভানে বসি, ভব ভাব লও ।
 মিছে কেন ভব ঘূরে, ভবঘূরে হও ॥
 সকলি অসার, আর সকলি অসার ।
 আত্মতীর্থ মহাতীর্থ, সকলের সার ॥
 আপনি হে আপনার, পরিচয় লও ।
 আত্মার আত্মীয় হোয়ে, আত্মতীর্থে রও ॥
 অনুরাগে, একরাগে, বিভূষণ পাও ।
 দূর হবে ভবক্ষুধা, জ্ঞানসুখা খাও ॥



সার উপদেশ ।

হায় হায় কি আশ্চর্য্য, মনুষ্যের মন ।
 কিছুই নিশ্চিত নাই, কখন কেমন ॥
 দৃঢ়জ্ঞানে এক বস্তু নাহিভাবে সার ।
 এই ভাবে একরূপ, কণে ভাবে আর ॥
 স্মৃতে মুগ্ধ হোয়ে করে, অধর্ম্য স্বীকার ।
 বিশ্বাসের প্রতি শেষ, বিশেষ বিকার ॥

তত্ত্বনিষ্ঠ দৃঢ়জ্ঞানী, যেজন সুখীর ।
 একমনে ঐক বস্তু, সেই ভাবে স্থির ॥
 ভ্রমশীল অজ্ঞানের, দুখ নানা রূপে ।
 দক্ষ করি নিজ গৃহ, বাসকরে কুপে ॥
 স্বীয় পথ রুদ্ধ করি, মিথ্যা উপদেশে ।
 কলুষ কন্টকে পড়ি, খঞ্জ হয় শেষে ॥
 অবোধ কুরঙ্গ কুল, নিজ নিজ ভ্রমে ।
 সূর্য্যাকর জলবোধে, নানাস্থান ভ্রমে ॥
 ভ্রমে ভ্রমে প্রাণ যায়, পিপাসার দায় ।
 সর্ব্বব্যাপী প্রভাকর, দোষী নন, তায় ॥
 আহারের লোভহেতু, ক্ষীণ মীন রাশি ।
 লোহার কন্টক কলে, বিদ্ধ হয় আসি ॥
 সুখ লোভে সেকপ, অবোধ লোক বত ।
 পাপের কন্টকে পোড়ে, আয়ু করে হত ॥
 পরম প্রণিত পথে, কিছু নাহি খেদ ।
 জাতি বর্ণ ধর্ম্ম কর্ম্ম, প্রভেদ প্রভেদ ॥
 ধর্ম্ম ভেদে মনুষ্যের, ভিন্ন ভিন্ন ভেদ ।
 উদ্ধারের কর্ত্তা সেই, সারমাত্র এক ॥
 ঈশ্বরের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি ।
 ভবসিন্ধু পার হেতু, নিজ ধর্ম্মতরি ॥
 স্বীয় পথ পরিহারি, পরপথে যায় ।
 চরমে পরম বস্তু, কভু নাই পায় ॥
 মূলবর্ত্তা ছেড়ে জীব, ভুলপথ ধরে ।
 জলে থেকে মীন বখা, পিপাসায় মরে ॥
 লোভে ক্ষোভে বুদ্ধি হত, অলি অলি বঁধু ।
 নলিনী ব্যতীত নাহি, কাষ্ঠ হয় মধু ॥
 স্বকণ্ঠে অমূল্যহার, দেখিতে না পায় ।
 কাঁচভুষা অশ্বেষণে, দূরদেশে যায় ॥
 তৃষ্ণায় যদি পি যায়, চাতকের প্রাণ ।

তথাচ মহীর নীর, নাহি করে পান ॥
 চকোরের যদি হয়, অতিশয় ক্ষুধা ।
 চিত্তস্থখে খার শুধু, চারুচন্দ্র সুধা ॥
 স্বভাব সুসিদ্ধ বার, তার এক ভাব ।
 স্বভাবে সন্তুষ্ট মন, সারবস্তুরাভ ॥
 অগ্নির দাহিকাশক্তি, অগ্নি মধ্যে রাখে ।
 সলিলের স্নিগ্ধগুণ, সলিলেই থাকে ॥
 বাতাসের গুণ বাহা, বাতাসেই স্থিতি ।
 ক্ষিত্তির ধারণ শক্তি, ধরে সেই ক্ষিতি ॥
 ফলের সুস্বাদ বাহা, ফল মধ্যে হয় ।
 কুসুমের গন্ধগুণ, কুসুমেই রয় ॥
 আকাশের গুণ কিছু, বাতাসেতে নহে ।
 নিজ নিজ কর্ম্মগুণ, নিজধর্ম্মে রহে ॥

প্রণয়ের প্রথম চূষন ।

পাদ্য ।

প্রণয় সুখের সার, প্রথম চূষন ।
 অপার আনন্দপ্রদ, প্রেমিকের ধন ॥
 আছে বটে অমৃত, অমরাবতী পুরে ।
 প্রেমোদিত করে বাহে, যত সব সুরে ॥
 উথলয় সুখসিন্ধু, পানে এক বিন্দু ।
 বার আসে গ্রাসে রাহু, পূর্ণিমার ইন্দু ॥
 সে ক্ষুধার সুধা মাত্র, নহি একক্ষণ ।
 যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চূষন ॥ ১

অশ্রুরের প্রিয় পেয়, সুরারস মাত্র ।
 রসনা সরস গাত্র, পরশিলে পাত্র ॥
 মার লাগি হলো ধ্বংস যত্নবংশগণ ।
 স্বভাবে অভাব সদা, রেবতী রমণ ॥

অদ্যাবধি মদ্যমাত্র, পানীয় প্রধান।
বিদ্যাজন খাদ্য মাংসে, সদ্য বিদ্যমান ॥
এমন মধুরা সুরা, নাহি চায় মন।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুষন ॥ ২

অমল কমল সম, কবিতার শোভা।
ভাবকের মন তাহে, মত্ত মধুলোভা ॥
ছুখপানে মুগ্ধ বখা, ভাবকের মন।
কবিতার তৃপ্ত তথা, হয় সর্বজন ॥
বাহায় প্রসাদে পরিহত, পুল্লশোক।
পুলক আলোক পায়, ভাগ্যহীন লোক ॥
হেন কবিতার শক্তি, নাহি প্রয়োজন।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুষন ॥ ৩

গলকুণ্ড দেশে আছে, হীরক আকর।
রত্নত কাঞ্চনময়, সুরেশ্বর শেখর ॥
নানা রত্ন পরিপূর্ণ, রত্নাকর জলে।
গজমুক্তা মূল্যযুক্তা, নহেক সিংহলে ॥
কুবের লইয়া যদি এই সমুদর।
আনারে প্রদান করে, হইয়া সদয় ॥
ক্ষেপণ করিব দূরে, প্রহারি চরণ।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুষন ॥ ৪

তত্ত্ব মত্ত পুরাণাদি, সর্বশাস্ত্রে শুনি।
পুন পুন এই বাক্যে, কহে যত নুনি ॥
ইহধরা, দুখভরা, অসার সংসার।
নহেক তিলেক সুখ, সুধার সঞ্চার ॥
মুনীনাথ মতিভ্রম, এইস্থলে ঘটে।
নতুবা অযুক্তি হেন, কি কারণ রটে ॥

দেখাইব কত সুখ, এ তিন ভুবন।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুষন ॥ ৫

নয়নে নিরখি প্রকটিত পদ্মবন।
সুমধুর গীত শ্রুতি, করয়ে শ্রবণ ॥
হৃদয়ে আনন্দে প্রভ, হয় সন্দীপন।
সহস্র সহস্র সুখ, প্রাপ্ত হয় মন ॥
রসনায় রসবারি, খর স্রোতে বয়।
শিহরে সর্বাক্ষ, ভঙ্গ দেয় লজ্জাভয় ॥
এইরূপ স্বর্গভোগ, লভি সর্বজন।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুষন ॥ ৬

রতির প্রতি বিরহিণীর
উক্তি।

ওগো পঞ্চশর দারা, ভুবনমোহিনি!
হাবভাব লাভন্য সম্পন্ন, বিনোদিনী ॥
তব পতি নিদারুণ, আশুন সমান।
সতত দহন করে, রমণীর প্রাণ ॥
তুমিত অবলা বট, সরলা প্রকৃতি।
পতিরে সরল কর, তবে মানি কৃতি ॥
অধিনী প্রেমদা তব, তব জাতি হই।
তব পদ দাসী আমি, অন্য কেহ নই ॥
কাতরে করুণা কর, কামের কামিনী।
অনঙ্গ দহিছে অঙ্গ, দিবস যামিনী ॥
এমন হিতের কার্যে, যদি থাকে রতি।
তবে মানি ওগো সতি! নাম তব রতি ॥
পর উপকারে যদি, বিরতি তোমার।
কিরূপে হইবে তবে, যুগতি প্রচার ॥

বিরহ কেমন জ্বালা, জান ত সে সব ।
 ভব কোপানলে ভস্ম, হলে মনোভব ॥
 চেয়েছিলে ভেজিবারে, জীবন জীবনে ।
 শারদার প্রবোধে প্রবোধ পেলে মনে ॥
 কুলের কামিনী আমি, কোথা সে প্রবোধ ।
 শারদা কিরূপ তাহা, নাহি মাত্র বোধ ॥
 একবার শুনেছিলে, মম নিবেদন ।
 প্রিয়তম সহ যবে, প্রেম সজ্জটন ॥
 সমাদর পেয়েছিলে, তাহার উচিত ।
 এবে কেন গালি খেতে, এতেক সম্প্রীত ॥
 দুখের সাগরে ভাসে, কলেবর তরি ।
 বিরহ বাতাসে তাহে, উপজে লহরি ॥
 তীরে বসে তব কান্ত, মারিতেছে তীর ।
 ছিন্নময় হলো তাহে, তরপি শরীর ॥
 তরল তরঙ্গ দেখে, মন কর্ণধার ।
 হাল ছেড়ে খোর দুখে, করে হাহাকার ॥
 চারিদিকে শূন্য দেখি, হয়েছে কাতর ।
 নিরাশ হইয়া ভয়ে, কাঁপে খর খর ॥
 প্রতিক্ষণ এই মাত্র, করে প্রতীক্ষণ ।
 কতক্ষণে দেহতরি, হবে নিগজ্জন ॥

বাম্পকচ্ছন্দঃ ।

সুখের সাগরে, মিলন দ্বীপ ।
 মম প্রাণেশ্বর, তার অধিপ ॥
 দেহ তরি মন, নাবিক তার ।
 বেচিবে তাহারে, প্রেম ভাণ্ডার ॥
 অতএব দেবি, করুণা কর ।
 ভয়াল বিরহ, দুখ সাগর ॥

একি বিপরীত, কুসম কালে ।
 হৃদয় মেরেছে, জলদ জালে ॥
 মাঝে মাঝে উঠে, বিজলি আশা ।
 নিনাদ বিলাপ, কপাল ভাষা ॥
 তরঙ্গ বয়সে, তরঙ্গে মরি ।
 প্রতিকূল তাহে, মহেশ অরি ॥
 মনোজমোহিনী, শুন গো সতি ।
 নিবার তোমার, পতির মতি ॥
 অবলা সরলা, কুলের বালা ।
 কি রূপে সহিব, এতেক জ্বালা ॥
 দম্ভজ দলন, তম্ভজ যিনি ।
 মম্ভজ তাড়ন, করেন তিনি ॥
 তাইবলি তারে, করো বিনয়
 কামিনী বধিলে, যশ না হয় ॥
 বরদা হও গো, অধিনী জনে ।
 বিতর আমায়, মিলন ধনে ॥



প্রণয় ।

প্রিয়জন অব্যবধে, চল যাই মন ।
 বিরহ অনলে কেন, হতেছ দাহন ॥
 এ অনল পরশেতে, নাহি বাঁচে কেহ ।
 ক্রমে ক্রমে প্রেমিকের, দম্ব হয় দেহ ॥
 নিরন্তর অন্তর, দহিছে তার দুখে ।
 তথাচ গোপনে রাখি কথা নাই মুখে ॥
 মনে কি নির্ঝাঁপ হয়, মনের আশুন ।
 প্রকাশ করিলে পুন, বাড়য়ে দ্বিগুণ ॥
 অরসিক অপ্রেমিক, শত্রু লোক যারা ।
 সে আশুনে উপহাস ঘৃত, দেয় তারা ॥

আছতি পাইয়া অগ্নিশিখা উঠে উড়ে।
 কোথায় থাকিবে আশা, বাসা যায় পুড়ে ॥
 তখনি নিভিবে সব, ভালবাসা গেলে।
 ভালবাসা কোথারবে, ভালবাসা গেলে ॥
 বাড়িল বিষম বাকি, চিন্তার অনীলে।
 শীতল হইবে তার, সাফাং সলিলে ॥
 পোড়ার পোড়ায় ঘর, গোড়া তার নাই।
 আমারে করিছে ছাই, নিভে হয়ে ছাই ॥
 তখন দেখিব তারে, সখা সঙ্গি হয়ে।
 পোড়ায় পোড়াব শেষ, পোড়া ঘর লয়ে ॥
 সে যদি আমার মত, হয়ে থাকে পোড়া।
 দুই পোড়া এক হয়ে, পোড়াইব পোড়া ॥
 আলোকে পুলক পাব, রহিবে না তম।
 অনঙ্গ পোড়াবে অঙ্গ, পতঙ্গের সম ॥
 বচনে পোড়ায় সদা, পোড়ালোক যারা।
 মনের আগুনে তারা, পুড়ে হবে সারা ॥
 হিংসার বাতাসে অগ্নি, হইবে প্রবুল।
 নাহি পাবে পুন, আর নির্ঝঞ্ঝের জল ॥
 সাহস সহায় করি, আশা পথে চল।
 পুরিবে আশার আশা, তারে এই বল ॥
 নিরাশারে যেতে বল, খেদ সিদ্ধুতটে।
 অনুরাগযুক্ত থাক, মনের নিকটে ॥
 ভাব চিন্তা অভিপ্রায়, সঙ্গ সঙ্গ লহ।
 তারা যেন ঐক্য থাকে, প্রণয়ের সহ ॥
 একতায় যদি তাহ, ঐক্য নাহি হয়।
 ঈর্ষ্যতার রজ্জু দিয়া, বধ সমুদয় ॥
 প্রবোধে প্রযত্নে ডাকি, চাল মনোরথ।
 সেথো হয়ে দেখাবে সে, মিলনের পথ ॥
 অন্ভাব না হয় ভাবে, ভাব রাখ বশে।
 উভয়ে শীতল হব, প্রণয়ের রসে ॥

প্রণয়।

ত্রিপদী।

বহুদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম অনুরাগি,
 আশাপথে আশা ছিল একা।
 সদয় হইয়া বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি,
 গোপনে পেয়েছি তার দেখা ॥
 নটবর নবরঙ্গি, মনোহর ভাবভঙ্গি,
 সঙ্গ তার সঙ্গি নাই কেহ।
 স্বভাবে স্বভাব বশে, বশযুক্ত নিজ যশে,
 যেহ রসে পরিপূর্ণ দেহ ॥
 ভাবের করিয়া স্থিতি, প্রতিবাক্যে প্রীতি বৃষ্টি
 দৃষ্টিমেঘে দামিনী নলকে।
 কিছু তার নহে বঁাকা, লজ্জার বসন ঢাকা,
 নয়নের পলকে পলকে।
 বিষাদের সুধাক্ষরে, প্রেমিকের কুণা হরে,
 বাক্য শুনি আস্ত হয়ে মনে।
 পিকবর মধুকর, শুনে স্বর জ্বর জ্বর,
 নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে ॥
 মনে মনে এই চাই, কোন খানে নাহি যাই,
 ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে।
 প্রেমভাবে কাছে এসে, দৈব কটাক্ষে হেসে,
 একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে।
 থেকে আড়ে আড়ে, আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে,
 ভাব দেখি ত্রিভুবন ভোলে।
 চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্ধ ফোটা পদ্ম ফুল,
 পবন হিল্লোলে যেন ধোলে ॥
 তুলনা তুলনা তার, তুলনা কি আছে আর,
 সেকালের নাহি অনুকূপ।

হাস্ততরা আস্তখানি, গলিত অমৃত বাণী,
• ললিত লাবণ্য অপকৃপ ॥

কলেবর কমনীয়, নহে কাম গমনীয়,
রতির সে রমণীয় নয় ।

ভাবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে সত্তার প্রিয়,
ম্রিয় হেরে ম্রিয়মান রয় ॥

অনুরাগ অভিপ্রায়, স্থিররূপে দীপ্তি পায়,
আশা চায় উভয়ের আশা ।

দয়া প্রেম সরলতা, এক চাঁই যুক্ত তথা,
হৃদয়েতে মাধুর্য্যের বাসা ॥

বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত,
মনোভাব বাক্ত করি মুখে ।

বিপক্ষেরে দুষিয়াছে, শোকসিদ্ধ শুবিয়াছে,
তুবিয়াছে সন্তোষের সুখে ॥

আগে মন ছলিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে,
গলিয়াছে মেহ বস নিয়া ।

মম ভাবে কাঁদিয়াছে, কত ছাঁদ ছাঁদিয়াছে,
বাঁধিয়াছে প্রেম ডুরি দিয়া ॥

দেখিয়াছি যত ক্ষণ, কত সুখ তত ক্ষণ,
প্রণয়ের নানা কাঁদ কেঁদে ।

এখন নাহিকো দেখে, কি ফল জীবন রেখে,
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেঁদে ॥

আমারে বিনয় করি, দুটি হাতে হাতে ধরি,
দেখা যায় ওই যার চোলে ।

রাহু তার বাক্য আসি, ধৈর্য্যশশি গেল গ্রাসি,
হাসি হাসি আসি আসি বোলে ॥

হাসি হাসি আসি বলে, শুনে ভাসি আঁধিজলে
এসো এসো কোন্ মুখে বলি ।

নিষেধ করিব উঠে; দেখে নহি মুখ ফুটে,
মনের আগুনে শুদ্ধ জ্বলি ॥

তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই,
আগি আমি কব আর কারে ।

সে যদি আমার হয়, আমারে আমার কয়,
আমার কহিব আমি তারে ॥

সে দিন পাইব কদে, করে বা মঙ্গল হনে,
অমঙ্গল কপালে আমার ।

উদ্দেশে শুদাসা লয়ে, চাতকের মত হয়ে,
আশাপথ চেয়ে আছি তার ॥

সে যখন মনে জাগে, কিছু নাই ভাল লাগে,
ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বসি ।

স্থির নহি ক্ষণমাত্র, চিন্তাপূর্ণ চিন্ত পাত্র,
পাত্র হতে অগ্নি পড়ে খসি ॥

সে যদি প্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লয়,
দেখে যাবে কিরূপেতে থাকি ।

এবার পাইলে দেখা, স্বথের না হবে লেখা,
রেখাদিয়া একা কোরে রাখি ॥



প্রণয়ের আশা ।

কত আর রব তার, আসা আশা লোয়ে ।

দিন দিন তন্মু ক্ষীণ, প্রেমাধীন হোয়ে ॥

সদা যার মেহভার, শিরে মরি বোয়ে ।

আমারে কি ভুলাবে সে, মিছে কথা কোয়ে ॥

একাকী রোদন করি, এক স্থানে রোয়ে ।

বিরহ বাতনা আর, কত রব সোয়ে ॥

বুঝি তার আশাপথে, পরিপূর্ণ স্বথ ।

কখনো জানে না মনে, নিরাশার দুখ ॥

এমন না হলে পরে, দেখা দিত ফিরে ।

আমারে ভাসাবে কেন, নিরাশার নীরে ॥

প্রণয়ের লক্ষ্যে সেই, করে যার আশা ।
 সে বুঝি দিয়াছে তারে, হৃদয়েতে বাসা ॥
 আশা দিয়ে বাসা দিয়ে, রাখিয়াছে বেঁধে ।
 আমার ভাবিয়া আমি, বুঝা মরি কেঁদে ॥
 বুঝেনা অবোধ মন, প্রণয় না মানে ।
 আমার বলিয়া তারে, নিতান্ত সে জানে ॥
 সব তার এক মন, এক চাঁই বাঁধা ।
 ভ্রমেতে আমার মনে, লাগিয়াছে ধাঁধা ॥
 হোক হোক তার হোক, স্বখী আমি ভাতে ।
 আমারে ফেলিল কেন, নিরাশার হাতে ॥
 যদি না আসিবে সেই, বাঁধাপ্রেম ছেড়ে ।
 ছলেতে আমার মন, কেন নিলে কেড়ে ॥
 যখন বিরলে সেই, বোসে রবে একা ।
 এই কথা বোলো তারে, হলে পরে দেখা ॥
 বিধিমতে তোমার, মঙ্গল যেন হয় ।
 মঙ্গল তোমার পক্ষে, এ পক্ষেতো নয় ॥
 ইঙ্গিতে বলিবে সব, যে স্বখেতে আছি ।
 ছাড়া হয়ে কাড়ামন, ফিরে পেলে বাঁচি ॥
 বুঝায়ে বলিও তারে, অতি ধীরে ধীরে ।
 একবার দেখা দিয়ে, মন দেয় ফিরে ॥



প্রণয় ।

বিচ্ছেদের পর মিলন ঘটতি—

কথোপকথন ।

“ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা প্রাণ, ছুঁয়োনা আমায় ।
 কয়োনা কয়োনা কথা, হাত দিয়া গায় ॥
 জ্বর জ্বর কলেবর, প্রণয়ের দায় ।
 প্রবল বিচ্ছেদ তব, অনলের প্রায় ॥

তৃণ সম তনু মম, পুড়িতেছে তায় ।
 অন্তরে জ্বলিছে শিখা, দেখা নাহি যায় ॥
 তোমার বিমল রূপ, স্নকোমল কায় ।
 তাপিত হইবে তনু, পরশিলে তায় ॥
 স্তব্ধ মিলন বারি, সদা মন চায় ।
 শীতল হইবে তাহে, এই অভিপ্রায় ॥
 কি জানি কপাল দোষে, নাহি হয় হিত ।
 ভয় আছে ঘটে পাছে, হিতে বিপরীত ॥
 না হলো না হলো মম, অনল নির্ঝাঁপ ।
 তোমারে শীতল দেখে, জুড়াইব প্রাণ ॥
 খেদানলে মম মন, দক্ষ হয় দুখে ।
 তব ভাল ভাল প্রাণ, তুমি থাক স্বখে ॥
 আমার বিশেষ ভাব, হইল প্রকাশ ।
 বুঝিতে না পারি প্রাণ, তোমার আভাস ॥
 যে প্রকার তোমার, বিরহে প্রাণ দহে ।
 সে রূপ কি তুমি প্রাণ, আমার বিরহে ॥
 তুমি হে আমার মত, যদি প্রাণ হবে ।
 নিদর্শন কেন তার, দেখালে না তবে ॥ ? ॥
 “আমার নিকটে সদা, আসিয়া আসিয়া ।
 কহিতেছ কত কথা, হাসিয়া হাসিয়া ॥
 দেখিয়া তোমার হাসি, ভাসি আমি দুখে ।
 নিরব হয়েছি প্রাণ, কথা নাই মুখে ॥
 যদি হে তাপিত নহ, বিরহের বিষে ।
 আমার সমান প্রাণ, তবে হবে কিমে ?
 আমার বিরস ভাব, করি নিরীক্ষণ ।
 সরস হইল কেন, তোমার বদন ॥
 আমার নয়ন দুটী, সদা ছল ছল ।
 তখাচ করিছ তুমি, নয়নের ছল ॥
 নঃনে নয়ন দৃষ্টি, রাখিয়াছি বেঁধে ।
 থেকে থেকে তবু দেখে, প্রাণ উঠে কেঁদে ॥

বুঝিতে না পারি ভাব, এ ভাব কেমন ।
 আমার এ মন কেন, হইল এমন ?
 বলনা বিশেষ কথা, অভিলাষ মত ।
 কত বাঁধে বাঁধাইবে, কাঁদাইবে কত ॥
 তোমার প্রেমের কাঁদ, কাঁদিতে কাঁদিতে ।
 কত কাল যাবে আর, কাঁদিতে কাঁদিতে ॥
 বরঞ্চ সে ভাল ছিল, না হইত দেখা ।
 বিরলে তোমার ভাবে, কাঁদিতাম একা ॥
 দেখা হয়ে যত দুখ, কি করিব বোলে ।
 দ্বিগুণ আগুন পুন, উঠিয়াছে জ্বলে ॥
 তোমার মনের কথা, বলিতে বলিতে ।
 দাহন হতেছে মন, জ্বলিতে জ্বলিতে ॥
 পরকীয় প্রেমমন্ডে, টলিতে টলিতে ।
 এখনো করিছ ছল, ছলিতে ছলিতে ॥
 যাওমেনে থাক তুমি, নিজ অল্পরাগে ।
 এখন আমায় আর ভাল নাহি লাগে ॥
 রাগের উদয় হয়, মনের বিরাগে ।
 বিছার কামড় তব, মিছার সোহাগে ॥
 সোহাগ তোমার প্রাণ, সোহাগা ত নয় ।
 গলিবে তাহাতে মম, সোণার হৃদয় ॥
 অতএব তোমার এ, সোহাগ বিফল ।
 গলিবে না চিরদিন, জ্বলিবে কেবল ॥ ১ ॥
 “ কি কথা কহিছ প্রাণ, সরল স্বভাবে ।
 পেয়েছি তোমার ভাণ, তোমার অভাবে ॥
 তবে যে মুখের হাসি, সুখের সে নয় ।
 বুকের উপর দেখ, দুখের উদয় ॥
 পৃথিবী তৃষিতা ছিল, হয়ে অতি কৃশা ।
 নয়নের জলে তার, ভাসিয়াছি তৃষা ॥
 রজনী রয়েছে সাক্ষি, সহিত স্বপন ।
 যেকোপে যামিনী আমি, করেছি যাপন ॥

বিশেষ সংবাদ পাবে, অতনুর কাছে ।
 কেমনে আমার তনু, তনু করিয়াছে ॥
 সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা কর, কুম্বুমের দলে ।
 আমার দারুণ দশা, তাহারা কি বলে ॥
 দেখিনি নয়ন মেলে, সুবাসের বাসা ।
 আছাণের ভয়ে সদা, ঢেকে রাখি নাসা ॥
 বিধুশ্কার মৃদুভাবে, কর বরিষণ ।
 কখন দেখিনি সেই চাঁদের কিরণ ॥
 দেখ হে সন্ধান আছে, সূচাক্ষু চন্দন ।
 সৌরভের ভয়ে তারে, করিনে ঘর্ষণ ॥
 সংযোগী সন্তোম হয়, কোকিলের গানে ।
 আমি হে বধীর হই, হাত দিয়া কাণে ॥
 মলয়ারে সুধাইলে, পাবে সব স্থির ।
 কেমন আমার পক্ষে, দক্ষিণ সমীর ॥
 সে যেমন প্রতিক্রম, পরাক্রম করে ।
 উড়াইয়া দিই তারে, নিশ্বাসের ভরে ॥
 আর কি হে আছে প্রাণ পরীক্ষার বাকী ।
 তোমাতে প্রবোধ দিতে, সাক্ষি সব রাখি ॥
 তুমি কেন বৃথা ভ্রমে, ভাব ভিন্ন ভাব ।
 ভয় নাই হয় নাই, আমার অভাব ॥
 তবে যে প্রকাশ হাস, বদনেতে আছে ।
 দেখিয়া নিরস ভাব, লোকে বুঝে পাছে ॥
 উভয়ে যদিপি ফেলি, নয়নের জল ।
 প্রবোধ পাবে না তবে, দাঁড়াবার স্থল ॥
 ডলকরি জল ঢাকি, হাসি রাখি মুখে ।
 অথচ অন্তর দহে, নিদারুণ হুখে ॥
 এখন সে ভাব নাই, হেরি তব মুখ ।
 সুখের উদয় মনে, পলাইল দুখ ॥
 তবু যে নিরস তুমি, পূর্বভাব মত ।
 আমারে সরস দেখি, কহিতেছ কত ॥

আমার সরস ভাব, এই অভিপ্রায় ।
 স্বভাবে স্বভাবে প্রাণ, আনিব তোমায় ॥
 “যে কথা कहিলে প্রাণ, সকলি প্রমাণ ।
 সত্য সত্য সত্য সব, বটে বটে প্রাণ ॥
 জানিয়া তোমার মন, আমার সমান ।
 মিছে কেন এত ক্ষণ, করিলাম মান ॥
 তুমি তাহা বলিয়াছ, আমি যাচা চাই ।
 তুমি আমি আমি তুমি ভিন্ন আর নাই ॥
 অতএব বিচ্ছেদের, কেন দিব চাঁই ।
 আগুনে আগুন দিয়া, আগুন নিভাই ॥
 মিলনের মেঘে বহে, সংযোগের জল ।
 এখন শীতল হবে, প্রবল অনল ॥
 রুচি কথা শুনে তুমি, তুষ্ঠি হও প্রাণ ।
 উচ্ছলে করে যথা, অনল নির্ঝাণ ॥
 উভয়ের মনে আর, কিছু নহে ভেদ
 উভয়ে উভয় ভাবে, হয়ে রব এক ॥
 স্মৃচিকণ ঘেহ ডারে, প্রেম আছে আঁটা ।
 দুই পায় ঠেলে দিব, কলঙ্কের কাঁটা ॥
 উচ্চরবে তুচ্ছ করি, লোক পরিবাদ ।
 প্রণয় প্রমোদে আর, হবে না প্রমাদ ॥
 উভয় মনের মিল, খিল দেহ ঘরে ।
 দুখের বাতাস যেন, প্রবেশ না করে ॥
 স্থির চিন্তা পালঙ্কেতে, ভাবের মসারি ।
 স্মৃথের শয়ন তাহে, শরীর পশারি ॥
 নিন্দক মশার পাল, বাহিরেতে থেকে ।
 হিংসায় মরুক সব, ভন্ ভন্ ডেকে ॥
 ভাবনা দুখের গৃহে, রবে অহরহ ।
 নিদ্রার হইবে যোগ, নয়নের সহ ॥
 ফুলদলে বল প্রাণ, উঠুক সে সব ।
 ফুটুক তুলিয়া মুখ, ছুটুক সৌরভ ॥

বলুক সে ভগবায়, হুচু হুচু হাসি ।
 পুঞ্জ পুঞ্জ মধুভুঞ্জে, শুঞ্জে কুঞ্জে আসি ॥
 কোকিল বহুক গিয়া, ভ্রমালের মাছে ।
 করুক সে কুহরব, যত সাধ আছে ॥
 বলুক মলয়া বায়ু, যত শক্তি তার ।
 এখন তাহারে কিছু, তবু নাহি আর ॥
 এখন ধরুন চাঁদ, মনোহর শোভা ।
 করুন নিকুঞ্জধাম, অতি মনোহোভা ॥
 চন্দন ঘর্ষণ করি, এক পাতে রাখি ।
 ঘেহরসে মিশাইয়া, রঞ্জে অঞ্জে মাখি ॥
 দুই অঞ্জে দৃশ্য হবে, একরূপ রেখা ।
 গন্ধ পেয়ে পঞ্চশর, এসে দিবে দেখা ॥
 সংযোগ করিব তাহে, সংযোগের বাণ ।
 প্রাণ ভরে পলাইবে, পাপ পঞ্চবাণ ॥



বিলাতের টোরি ও হুইগ সম্প্রদায়ের
 পরস্পর গোলযোগ ।

কিছুমাত্র নাহি জানি, রাম রাম হরি ।
 কারে বলে রেডিকেল, কারে বলে টরি ॥
 হুইগ কাহারে বলে, কেবা তাহা জানে ।
 হুইগের অর্থ কভু, শুনি নাই কাণে ॥
 টরি আর হুইগের, যে হন প্রধান ।
 আমাদের পক্ষে ভাই, সকল সমান ॥
 গুণে করি গুণগান, দোষে দোষ গাই ।
 শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই ॥
 আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই ।
 শুধু সুবিচার চাই ॥ ১ ॥

নিতান্ত অধীন দীন, এদেশের লোক ।
 শক্তিহীন অতি কণীন, সদা মনে শোক ॥
 রাজ্যের মঙ্গল হেতু, বাকুল সকল ।
 প্রীতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ, রাজার কুশল ॥
 চাতকের ভাব যথা, জলদের প্রতি ।
 সেকপ রাজার ভাব, আমাদের প্রীতি ॥
 যাহাতে দেশের সুখ, চিন্তা করি তাই ।
 শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই ॥
 আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই ।
 শুধু সুবিচার চাই ॥ ২ ॥

চারিদিকে যুদ্ধের, অনল রাশি জ্বলে ।
 নির্ঝাণ করহি ভু, সন্ধিরূপ জলে ॥
 রণরঙ্গে প্রাণিনাশ, বিবাদের হেতু ।
 বিবাদ সাগরে বান্ধ, ঐক্যরূপ সেতু ॥
 সন্ধিযোগে দান কর, শান্তিগুণ রস ।
 পৃথিবীর লোক যত, প্রেমে হবে বশ ॥
 প্রশংসা পুষ্পের গন্ধ, বাবে সব চাঁই ।
 শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই ॥
 আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই ।
 শুধু সুবিচার চাই ॥ ৩ ॥

পরিবর্ত কর সব, নিয়মের দোষ ।
 যাহাতে হইবে বৃদ্ধি, প্রজার সন্তোষ ॥
 জন্ম কর্ম ধর্ম রীতি, জাতি আর দেশ ।
 কোন রূপ কোন পক্ষে, নাহি থাকে ঘেঁষ ॥
 নির্মল নয়নে কর কুপাদৃষ্টি দান ।
 একভাবে ভাব মনে, সকল সমান ॥
 মাজুলিক সব কার্যে, স্বেচ্ছা যেন পাই ।
 শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই ॥

আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই ।
 শুধু সুবিচার চাই ॥ ৪ ॥

দুর্জ্ঞান তস্কর ভয়ে, ভীত লোক সব ।
 চারিদিকে উচিরাছে, হাহাকার রব ॥
 ধনিকপে খাতিাপন্ন, জমীদার বার ।
 নীলামের শত্রু দায়ে, মারা যায় তারা ॥
 শমনের সহোদর, নীলকর যত ।
 ধনে প্রাণে প্রজাদের দুখ দেয় কত ॥
 অত্যাচার দেশে যেন, নাহি পায় চাঁই ।
 শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই ॥
 আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই
 শুধু সুবিচার চাই ॥ ৫ ॥

তত্ত্ব প্রকরণ ।

প্রভাকর নিজকরে, কত প্রভাকরে ।
 জগতের সমুদয় অন্ধকার হরে ॥
 গগনে হইলে সেই, নাথের উদয় ।
 কমল ভ্রমল ভাবে, প্রকটিত হয় ॥
 মরি কিবা সরোবর, শোভা মনোহর ।
 বধুসহ মধুখায়, বধু মধুকর ॥
 অস্তাচলে গেলে পর, সেই দিবাকর ।
 আকাশ আসনে আসি, বসে শশধর ॥
 যামিনী কামিনী তার, প্রেমভাব ধরে ।
 সখী যারা ভারা তারা, চাকু শোভা করে ॥
 কুমদ প্রমোদ হেতু, প্রেমদের আশে ।
 আমোদ প্রমোদ ভরে, প্রেমজলে ভাসে ॥
 চকোর নিকর ভাবে, দূর করে ক্ষুধা ।
 হেলায় খেলায় সুখে, পান করি সুধা ॥

এইরূপে শশী সূর্য্য, উদয় অধীন ।
 দিন গতে রাত্রি হয়, রাত্রি গতে দিন ॥
 রাত্রি দিন দিন রাত্রি, প্রভাত প্রদোষ ।
 ক্রমে ক্রমে শূন্য করে, আয়ুর কলস ॥
 গ্রহরাশি সমুদয়, তিথি পারিক্রমে ।
 বার বার আসে যার, যাহার নিয়মে ॥
 রীতিমত হ্রাস বৃদ্ধি, দৃশ্য সবাকার ।
 নিয়ম লঙ্ঘন করে, সাধ্য আছে কার ॥
 মূলসূত্র বোধ হেতু, সার প্রণিধান ।
 মনবুদ্ধি অহঙ্কার, যে করিল দান ॥
 বাহাতে নীমাংসা কম্পে, জ্ঞানের উদয় ।
 সৃষ্টির কোশল সব, অনুভব হয় ॥
 বোধ রূপ অনলেতে, ভাস্তিবন দহে ।
 আমি আমি আমি বুদ্ধি, আর নাহি রহে ॥
 জলবিষ সমভাব, আমি জলগামি
 আমি কিন্তু আমি সেই, ভিন্ন নই আমি ॥
 এভাবেব কর্ত্তা যেই, কর্ত্তা নাই বার ।
 সেই প্রভু তাঁর পদে, প্রণাম আমার ॥

পরমার্থ তত্ত্ব ।

সংসার কুহক কাচে, বিষয় বিষম ।
 জেনে কেন ভ্রমে খাও, বিষয় বিষম ॥
 দেহ গেহ নরদার, শূন্য বটে তিন ।
 প্রপঞ্চ তাহাতে পঞ্চ, পঞ্চটাই লীন ॥
 পাঁচতে ব্যাপক জ্বল, শিখিরাছি শুনে ।
 সে পাঁচ প্রভেদ আছে, পাঁচ পাঁচ গুণে ॥
 নিদ্রালস্য ক্ষুধা তৃষ্ণা, লজ্জা ভয় আর ।
 ক্রমেতে উদ্ভব পাঁচ, পঁচিশ প্রকার ॥

পাঁচের দেখিয়া ভিন্ন, পাঁচ ভাব হির ।
 পঞ্চবায়ু ঘেরে আছে, সকল শরীর ॥
 একাদশে মগমন, ঈশ্বরের ধানে ।
 দশেন্দ্রিয় দুই ভাগ, কর্ম্ম আর জ্ঞানে ॥
 নাসিকা রসনা শ্রুত, শ্রবণ লোচন ।
 জ্ঞানেন্দ্রিয় এই পাঁচ, শাস্ত্রের বচন ॥
 পদোপস্থ পানি আদি, কর্ম্মেতে নিয়োগ ।
 অকার ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব, জ্বলরূপে যোগ ॥
 মনবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়, পঞ্চ সমীরণ ।
 তৈজস শরীর সূক্ষ্ম, অপঞ্চী গঠন ॥
 উক্ত দুই দেহ নানা কর্ম্মের কারণ ।
 অগ্নি মকার প্রোক্ত, শরীর কারণ ॥
 উক্ত তিন তনু আছে, তিন ভাগে ছেদ ।
 সূক্ষ্ম জাগ্রত স্বপ্ন, ত্রয়াবস্থা ভেদ ॥
 ধরাকাশ যুক্ত কিন্তু, নানা কলধরে ।
 কলে চলে কলেবর, প্রাণবায়ু ভরে ॥
 বাতাস হইয়া রুদ্ধ, হত হবে বল ।
 সে কণ বিকল হলে, বিকল সকল ॥
 অতএব রাখ মন, পরতত্ত্ব প্রথা ।
 কলের মুরাদ হোয়ে, বল কর বৃথা ॥
 লাবণ্য বিশিষ্ট বটে, প্রণয় শরীর ।
 কখন বিনাশ হবে, কিছু নাই স্থির ॥
 তুমি নহ ফলিতার্থ, পথের পথিক ।
 কেমনে বুঝিবে সার, দেহের গতিক ॥
 পদ্মদল জল তুল্য, জীবনের গতি ।
 বিশ্বাস না হয় কভু, নিশ্বাসের প্রতি ॥
 দেহের বিচিত্র শোভা, নষ্ট হয় ক্রমে ।
 অসত্য জগতে কেন, সত্য বোধ ভ্রমে ॥

শুদ্ধ পত্র ।

| পৃষ্ঠা । | কৃষ্ণ । | পংক্তি । | অঙ্ক । | শুদ্ধ । |
|----------|---------|----------|----------------|----------------|
| ১৬১ | ১ | ২১ | নিরুপন । | নিরুপন । |
| ক্র | ক্র | ২২ | কপাল । | কলাপ । |
| ক্র | ২ | ২৪ | প্রাণিও । | প্রাণি ও । |
| ১৬৩ | ২ | ১ | পরিচ্ছিন্নতা । | পরিচ্ছিন্নতা । |
| ১৬৪ | ক্র | ৯ | জ্যোতির । | জ্যোতির । |
| ক্র | ১ | ১৭ | বাসালয় । | বাসা লয় । |
| ক্র | ২ | ১৯ | শীত । | শীত । |
| ক্র | ২ | ২১ | পৃথিবীর । | পৃথিবীর । |
| ১৬৫ | ১ | ১৫ | পাঠতেছে । | পাইতেছে । |
| ক্র | ১ | ১৯ | ঋতু । | ঋতু । |
| ক্র | ২ | ২৪ | রহিয়ায়ছ । | রহিয়াছে । |
| ক্র | ২ | ৮ | তাহার । | তার । |
| ১৬৬ | ২ | ১৩ | অপরাধে । | অপরাধে । |
| ক্র | ২ | | | |

কবিতাবলী ।

মহাকবি

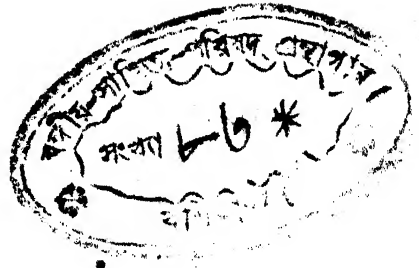
মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের

বিরচিত কবিতার

সার সংগ্রহ।

— ১০১ —

সপ্তম সংখ্যা ।



কলিকাতা ।

প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত ।

সন ১২৮০ সাল।

মূল্য চারি আনা ।

তত্ত্ব প্রকরণ ।

যিনি যাহা করুন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান

ভিন্ন মুক্তি হইতে

পারে না ।

পদ্য ।

সাংসারিক কত ক্লেশ, করিতেছ ভোগী ।
মনে মনে এই বোধ, শিক্ষা হবে যোগ ॥
সুখের বাসনা যত, করি পরিহার ।
নিরাহারে কভু থাকে, কভু নীরাহার ॥
ইচ্ছাধীন আহার না, চাহ কারো তাঁই ।
একপা সাধনা করি, কোন ফল নাই ॥
জলদের মুখ চেয়ে, গগনেতে থাকে ।
শুনা যায় সঠিক, ফটিক জল ডাকে ॥
প্রাণান্ত মহীর নীর, কভু নাহি লয় ।
চাতক চাতকী তবে, যোগী কেন নয় ? ১

বাহ্যিক বিষয়ে প্রায়, বাসনা বিহীন ।
লোকের সমাজে তুমি, সাজিয়াছ দীন ॥
ত্যাগিয়াছ বসন, ভূষণ চারু বেশ ।
উলঙ্গ সম্যামী হয়ে, জন্ম দেশ দেশ ॥
পরিহৃত পরিহারে, প্রাজ্ঞ হলে পর ।
উদ্ধার হইত কত, খেচর ভুচর ॥
স্বৈচ্ছাধীন চিরদিন, যথা তথা ভ্রমে ।
সুখ ভোগ আতিশয্য, নাহি কোন ক্রমে ॥
লজ্জাহীন দিগম্বর, নিজ ভাবে রয় ।
বনের গর্ভে তবে, যোগী কেন নয় ? ২

স্বৈচ্ছাচারী হয়ে তুমি, স্বৈচ্ছাচার ঘর ।

খাদ্যাখাদ্য কিছু নাহি, বিবেচনা কর ॥

ঘণা হত, সুখে রত, স্বমত প্রচার ।

কোনমতে নাহি কর, আচার বিচার ॥

যাহা ইচ্ছা সুখে তাহা, করিছ ভক্ষণ ।

ভক্ষণ কখন নয়, যোগের লক্ষণ ॥

আহারের লোভে সদা, বেড়ায় ঘুরিয়া ।

যাহা পায়, তাহা খায়, উদর পুরিয়া ॥

ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারেতে, ঘণা নাহি হয় ।

শূকর শূকরী তবে, যোগী কেন নয় ? ৩

শরীরের সমুদয় লোমকূপ ঢেকে ।

দিবানিশি থাক তুমি, ছাই ভস্ম মেখে ॥

বড়ছটা ঘোর ঘণা, ভজনার জাঁক ।

মাঝে মাঝে উচ্চরবে, ছাড়িতেছ ডাক ॥

ভ্রম হেতু যোগতত্ত্বে, হ'রায়েছ দিশে ।

ডেকে ডেকে ছাইমেখে, যোগী হবে কিনে ?

ভস্মমাখা কলৌবর, দৃশ্য ভয়ঙ্কর ।

ভয়ে কাঁপে থরথর, দেখে যত নয় ॥

থেকে থেকে ডাকছাড়, ভস্মমাঝে রয় ।

কুকুর কুকুরী তবে, যোগী কেন নয় ? ৪

শীত গ্রীষ্ম সহ্য কর, নিজ দেহ বলে ।

তুখ বোধ নাহি মাত্র, রৌদ্র আর জলে ॥

জল আর তৃণফল, করিয়া আহার ।

তপসায় চিরকাল, করিছ বিহার ।

সমভাবে সহ্য কর, সকল সময় ।

তপস্বীর এই যদি, সত্যধর্ম হয় ॥

তৃণ জল খায় শুধু কাননে বসতি ।

হিংসামাত্র নাহি করে, সদা শুদ্ধমতি ॥

শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, অম্ল, মৃদু, মধুর
বনের হরিণ ওষে, যোগী কেন নয় ? ৭

শিবদুর্গা কান্দে বন, বনিনী হৃদয়ে
সদা কৃষ্ণ, বাগ্যাক্ষয় লবঙ্গ মধুর
দেবদেবী নাগ জন, মনে পড়ে নন্দন।
উচ্চৈঃস্ববে নৈচ্যে বন মিত্র
লোক মাঝে ক্ষণেই হইল ক্ষয় পাইবে
দেবদেবী নাগ নহে, তাই ক্ষয় তব
কৃষ্ণ বসন্ত মুখে গনি, মন হইল পব
মুক্তিপদ প্রাপ্ত হতো, তাই ক্ষয় হেচর
রাধাকৃষ্ণ শিবদুর্গা, সদা মুগ্ধ
শুক আর নাহি তব, যোগী কেন নয় ? ৬

মর্ত্যদেবী হও তুমি একেবারে ভব
ছুটি ভাই প্রভুপ্রেম, স্নেহে অভিযেক।
সম্পদের সম্বন্ধে পক্ষতে বসিয়া।
অধর অমৃত খাও, বসিয়া রনিয়া।
পাত্র পাত্র এক কবি প্রভুপ্রেম বাঁচ।
উচ্ছিন্ন আহার কবি, বাহু তুলে নাচ।
আহার দেখিলে পবে, সন্তোষিত থাকে।
নাঞ্চল বিস্তার কবি, মেও মেও দাঁকে।
পাতের উচ্ছিন্ন খেয়ে, মনে তুষ্ট হয়।
গৃহীর বিড়াল তবে, যোগী কেন না ? ৭

রজ্জ দিয়া অঙ্গবাগ, অঙ্গ স্নোহিত।
দেখে হয় মাহুঘের, মানস মোহিত।
শিষ্টবেশ হত কেশ, অপকৃপ ভাব।
সমুদয় শরীরেতে, পবিত্র ছাব।

নাহি কখন চিত্র কবা তাহে বসকলি,
গলায় এককণ্ঠ বাজা, গায়ে নামাবলী।
ছায়া নেবে ভাব জাবি, তাহে কিবা ফল।
তিলক কতল নহে, মুক্তির সম্বল।
বিচিত্র কলিলে দেক, যোগী যদি হয়।
মহাব ময়বী তবে, যোগী কেন নয় ? ৮

পুঞ্জ দে'ম, যজ্ঞ, যাগ, নানাকপ জিহা।
গজ' তবৈ গুণধন, কোষাকুশি নিবা।
গুণ তলি মান কবি, পুঞ্জায় নিবেশ
নাচ মন খসায়, কবিছা শেষ।
দিতলৈব মে'পালৈব পদম আদব।
নিম্নাং করত শিব কাটিয়া পাখর।
লইয়া পিতৃগণ, মাথাও চন্দন।
মনে মনে ভাব তাল, নন্দেব নন্দন।
ঘটিয় প্রস্তাব কাসা, যোগী যদি হয়।
কাসারি তব তব, যোগী কেন নয় ? ৯

সুখদুখ কিছু নাহি, বোধ নাই মনে।
সমভাবে একা তুমি, বাস বর বনে।
দিবানিশি ধবাসনে হৃদিয়া নহন।
কটক তণেব পৃষ্ঠে, স্নেহেতে শয়ন।
গোপনে নিবিড স্থানে, আছ মাত্র একা।
মাঠবেব সঙ্কে আব, নাহি হয় দেখা।
একপ বিবল ভাসে, বাস করি বনে।
সিদ্ধ হয়ে বিভূ পায়, ভ্রমমাত্র মনে।
নিখত নিষ্কর্জন হয়ে, বনশাসে বয়।
ভল্লুক শাদ্দুল তবে, যোগী কেন নয় ? ১০

শরীরে বিশেষ চিহ্ন, করিয়া প্রকাশ ।
 বাহিরে জানাও স্বীয়, ধর্মের আভাস ॥
 বাধ্য করি নিজ মতে, বন্ধ করি দল ।
 বিস্তার করিছ ক্রমে, যত যুক্তি বল ॥
 ধর্মের সূচনা করি, নাম হলো জারি ।
 নানারূপ গীতবাদ্য, আড়ম্বর ভারি ॥
 সাধনায় সাধুতাব, স্বভাবে সরল ।
 ভিন্ন এক চিহ্ন ধরি, কিছু নাই কল ॥
 ঢোল মেরে গোল কোরে, জ্ঞানী যদি হয় ।
 নট নট, যাঁত্রাকর, যোগী কেন নয় ? ১১

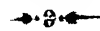


তত্ত্ব প্রকরণ ।

একাবলী চন্দ্রঃ ।

ওহে মধুকর, কর কি আশা ।
 কেন ভবে তব হয়েছে আসা ?
 যেমন ভাবিবে, তেমন হবে ।
 ভাবিহে ভোমার, ঘোষণা রবে ॥
 কর মধু আশা, চরম পদে ।
 পরমার্থ বলি, দলোনা পদে ॥
 সংসার কেতকী, তাহা কি চাও ?
 অন্তর রাজীব, পশ্চাতে চাও ॥
 একান্ত বাসনা, মার্তিগু করে ।
 নিতান্ত কমলে, প্রফুল্ল করে ॥
 হোলে ফুল ফুল, প্রমোদ প্রাণ ।
 লোলে মধুলিহ, বাঁচিবে প্রাণ ॥
 ভ্রমে মধুহীন, কণ্টকী ফুলে ।
 গেলে অন্ধ হবে, পরাগ কুলে ॥
 পাতকী কেতকী, শুধুই প্রাণ ।
 গড়িলে তাহাতে, নাহি হে প্রাণ ॥

অসি সম ধার, পাতার তার ।
 পক্ষ ছিন্ন হবে, বলি হে সার ॥
 থাকিতে যাইতে, না পারে মন ।
 এহেতু নিশ্চয় কর হে পণ ॥
 প্রেয় কেতকীর, পাশে না যাবে ।
 শ্রেয়ঃ পদ্মিনীতে, সন্তোষ পাবে ॥
 নিত্য মধু পেয়ে, তাজ না ওহে ।
 বৃথা ভ্রম কেন, সংসার মোহে ॥
 সৌরভ গোরদে, বিষ প্রসূন ।
 আছয়ে বর্জিত, বলি হে স্তন ॥
 তার তার পেলে, না হবে ভুল ।
 ভব ঘুরে বার, না পাবে তুল ॥
 অতএব বলি, শুন হে সারি ।
 পক্ষজের পর, লহ হে তারি ॥
 কত শত অলি, ভ্রমিছে তথা ।
 সাধু সাধু বলি, কহিছে কথা ॥
 নাহি শোক মোহ, কিছুই কার ।
 পরমার্থ ভারি, গলার হার ॥
 এক যাত্রা সেই, সত্য সিধান ।
 করে সত্য পণ, মনোনিধান ॥



যৌবন ।

ত্রিপদী ।

সিঞ্চিয়া অমৃত নিধি, জীবে দান দিল বিধি,
 নিরুপম যৌবন যৌতুক ।
 যে রতন হারাইলে, কোটিকপ্পে নাহি মিলে
 কালকূট কালের কৌতুক ॥
 জিনিয়া স্নগস্ত গণি, যৌবন রতন গণি,
 তরনি তুলিতে ভেজ বার ।

খরতর কর ভরে, হৃদয় রাজীব বরে,
 ফুলকরে হরে অক্ষরকার।
 আনন্দ হৃদয় গন্ধ, রস তায় মকরন্ধ,
 টল টল করে নিরন্তর।
 বিবিধ প্রবন্ধে তায়, কেলি করে ফুল কায়,
 রস-খায় মনঃ মধুকর ॥
 নৃত্য নবরস রঞ্জে, নিত্য নবরসে মঞ্জে,
 নৃত্য করে পশিয়া নীরঞ্জে।
 কতু পরিহাস লাস্য, হাস্যে বিকশিত হাস্য,
 প্রতি অঞ্জে আনন্দ উপঞ্জে ॥
 কখন করুণা রসে, নয়ন নীরদ রসে,
 হরিশ্বে বরিশ্বে বারিধারা।
 সেই ধারা তারাকারা, শীতল যাহার ধারা,
 ধরা তাপ হরা যেন ধারা ॥
 কখন ঘৃণার বশে, বিকল বীভৎস রসে,
 মানসের শশ প্রায় গতি।
 দাবানলে দক্ষ বন, কুসঞ্জে কুরঙ্গ মন,
 চপল চপল সম অতি ॥
 প্রণয় পরম রঙ্গ, তাহে হলে আশা ভঙ্গ,
 প্রবৃতি পিপাসা পরিশেষ।
 ভাল বাসা ভাল বাসা, তাহে পেয়ে ভাল
 বাসা, আনন্দের নাহি থাকে শেষ ॥
 প্রথমেতে বাড়াবাড়ি, তারণের কাড়াকাড়ি,
 অবশেষ ছাড়িছাড়ি মাত্র।
 বিষম বিরহ ব্যথা, মনোজাগে ঐ কথা,
 খেদানলে পুড়ে উঠে গাত্র ॥
 ছত্যাশে হতাশ বাড়ি, বিলাপ প্রলাপ পাড়ি,
 শোচনা প্রেমিক মন ঘেরে।
 আশ্রিত নাহি হয় হত, আশ্রিতরে অবিরত,
 সকল স্বপন সম হেরে ॥

পরেতে প্রবোধ লয়ে, প্রণয়ে বিরাজী হয়ে,
 অনাকুপ ভাব পথে ধায়।
 প্রণয়ের হৃদাদর, নিরখিয়া নিরন্তর,
 ক্রমে ক্রমে যৌবন পলায় ॥
 হেরিয়া যৌবন অন্ত, মন সদা দুখ গ্রস্ত,
 নিরন্তর আনন্দ বিহীন।
 ক্ষুধায় ভ্রমরা ক্ষুধা, শতদল শোভা শূন্য,
 প্রদোষের প্রমাদে মলিন ॥



রূপক।

প্রেম প্রকরণ।

বথার্থ প্রেমের পথে, প্রেমিক যে জন।
 নির্মাল জলের প্রায়, মিশ্র তার মন ॥
 শুদ্ধ ভাবে থাকে শুদ্ধ, আপনার ভাবে।
 প্রিয়জনে প্রিয়ভাবে, আপনার ভাবে ॥
 সরল স্বভাবে পায়, সন্তোষের সুখ।
 ভ্রমে কতু নাহি দেখে, ছলনার মুখ ॥
 রসের রসিক সেই, পরিপূর্ণ রসে।
 ভুখন ভুলায় নিজ, প্রণয়ের বশে ॥
 ভাব তুলি মেহে তুলি, রঞ্জে রঙ্গ ঘটে।
 মিত্ররূপে চিত্র করে, হৃদয়ের পটে ॥
 সুখময় শুকপক্ষী, ভাল ভাল বাসা।
 মানস বৃক্ষেতে তার, মনোহর বাসা ॥
 প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ, অনুরাগ ফলে।
 পড়া পাখী না পড়াতে, কত বুলি বলে ॥
 আঁখির উপরে পাখী, পালক নাচায়।
 প্রতিপক্ষ প্রীতিপক্ষ, বিপক্ষ নাচায় ॥
 প্রেমের বিবন্ধ সেই, ভাল বাসি মনে।
 আদরে পুষেছি তারে, হৃদয় সদনে ॥

পোষমাণা পড়া পাখী, দরিদ্রের ধন ।
সাবধানে রাখি কত, করিয়া যতন ॥
পোড়া লোকে পাপচক্ষে, দৃষ্টি করে তারে ।
আর আমি কোনমতে, দেখাবনা কারে ॥

তাব ও প্রণয় ।

নানা স্রুত সদা যুক্ত, মানুষ্যের মন ।
স্থিররূপে নাহিপায়, স্রুতের আসন ॥
চিত্তের চঞ্চলগতি, স্থিত কভু নর ।
কত ভাবে কত ভাবে, ভাবের উদয় ॥
চিত্তরূপ সমীপ, বহে প্রতিক্ষণ ।
ভাবরঞ্জ দোলে দোলে, স্থির নহে মন ।
একভাবে এক ভাবে, আরভাবে আর ।
ভাবে ভাবান্তর ভাবে, ভাবের সঞ্চার ॥
লজ্জা করে আচ্ছাদন, বাসনার মুখ ।
কেমনে হইবে তার, প্রণয়ের স্রুত ॥
ফুটিলে প্রণয়পদ্ম, স্রুতলাভ যাতে ।
প্রতিবাদী প্রতিকূল, কত কাঁটা তাতে ॥
কলঙ্ক কুরবগন্ধ, কুটিলের মুখে ।
আশায় হাসায় লোক, ভাসায় অস্রুখে ॥
প্রেমিকের প্রেমমদে, মন যদি টলে ।
কলঙ্ক ফুলের হার, অলঙ্কার গলে ॥
ভালবাসে ভালবাসা, ভালবাসা তায় ।
তখন কি করে আর, লোকের কথায় ॥
শত্রু সব সরল স্বভাব, নাহি ধরে ।
পদে পদে প্রেমপথে, পরিবাদ ধরে ॥
না হয় ভাবের বশ, সদা রস হত ।
রসিকের মন ভাঙ্গে, অরসিক যত ॥
যার নাই রস বোধ, সে করে অযশ ।
আমি কেন নিজ রসে, হইব বিরস ॥

প্রিয়জন আনারে, আমার যদি কয় ।
সরসে নিরস ভাব, তবে আর নয় ॥
গোষ্ঠে করে গোচারণ, গোপাল যে জন ।
গোপনে গোপীর ভাবে, বন্ধ তার মন ॥
তরঙ্গ বহু চারু, নবীন ত্রিভঙ্গ ।
যমুনার তরঙ্গে, করিল কত রঙ্গ ॥
রাধিকার অধিকার, মনেতে চাহিয়া ।
তরুণী করিল পার, তরুণী বাহিয়া ॥
দানী হয়ে দানসাথে, কত ছল করি ।
যোগী হয়ে দানসাথে, শিরে জটাধরি ॥
অতএব প্রেমরসে, মুগ্ধ নেই হয় ।
কুটিলের বাক্যে তার, কলঙ্ক কি হয় ॥
অদৃশ্য শরীর সব, ভাসিছে চিকুর ।
ডুবিয়াছি দেখিব, পাতাল কতদূর ॥

লোভ ।

পাপের তনয় লোভ, অতি ভয়ঙ্কর ।
বাপের মঙ্গল হেতু, ফেরে নিরন্তর ॥
প্রকট বিকটাকার, হিংসা দার তার ।
চকিতে চমকে লোক, নাম শুনে তার ॥
প্রতিক্ষণ প্রিয়পক্ষী, সঙ্কে রঞ্জে রাখে ।
ধরিয়া যুগল রূপ, প্রেমভাবে থাকে ॥
স্ত্রীপুরুষ এক হয়ে, স্পর্শ করে যারে ।
অনাদরে অপমানে, পূর্ণ করে তারে ॥
লোভের তনয় দ্বেষ, দেশথ্যাত যেটা ।
বাপুর বাপের চেয়ে, বল ধরে সেটা ॥
এমন বিষম লোভ, থাকে যার মনে ।
সন্তোষ না হয় তার, পৃথিবীর ধনে ॥

পাইলে প্রচুর ধন, লোভ নাহি ছাড়ে ।
 পরের অনিষ্ট হেতু, অভিলাষ বাড়ে ॥
 উপকারে উপকার, নাহি থাকে বোধ ।
 দ্বেষের সহিত সদা বৃদ্ধি হয় ক্রোধ ॥
 ক্ষোভের উদয় হয়, লোভেরে দেখিয়া ।
 কৃতজ্ঞতা মহাধৰ্ম্ম, পলার ছুটিয়া ॥
 লোভির হৃদয় শুধু, হিংসানলে দহে ।
 আত্ম পর বোধাবোধ, কিছু নাহি রহে ॥
 অতএব মন ভায়া, স্থির বুদ্ধি ধর ।
 সন্তোষ সহায় করি, লোভ পরিহর ॥
 অন্য লোভ নষ্টকরে, আত্মাদের আলো ।
 ঈশ্বর সাধনা লোভ, সেই লোভ ভাল ॥

— ০ —

বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের ঋক্ষধৰ্ম্মানুরক্তি ।

লেখাপড়া শিখিয়াছ, তুমি নও শিশু ।
 অতএব মিছা ভ্রমে, কেন ভ্রজ যিশু ॥
 সবিশেষ জ্ঞান সব, সবেমাত্র এক ।
 ভিন্ন ভিন্ন বতদেখ, সে কেবল ভেক ॥
 পেয়েছ নির্মল নেত্র, জানিয়াছ দেখে ।
 স্বভাবে বৈষ্ণব জাতি, কি করিবে ভেকে ॥
 রাগেতে বিরাগ করি, মিছে লও ভেক ।
 প্রবল কুঞ্জর হয়ে, কেন হও ভেক ॥
 রহিল কলঙ্ক অন্ধ, পূর্ণিমার চাঁদে ।
 জেনে শুনে দিলে পদ, অধর্ম্মের কাঁদে ॥
 হঠাৎ একপ কেন, বুদ্ধির বিকার ।
 স্বমুখে স্বীকার করি, হইলে শিকার ॥
 ফিকিরি শিকারি তার, ধরিয়াছে হাতে ।
 এখনি করিবে গ্রাস, রক্ষা নাই ত'তে ॥

বিষম পাপের ভোগ, খণ্ডিবে কেমনে ।
 ইচ্ছায় দিয়াছ হাত, সাপের বদনে ॥
 জ্বর জ্বরকলেবর, ভুজঙ্গের বিবে ।
 বুখা করি জলসার, রক্ষা হবে কিসে ॥
 পাপারণ্যে কেন গেলে, হয়ে দুরাশয় ।
 বাঘের কি মনে আছে, গোবধের ভয় ॥
 লোভী কি পাইলে খাদ্য, রুদ্ধ করে মুখ ?
 পরদ্রব্য গ্রহণে কি, চোরের অমুখ ?
 সম্মুখে ইন্দুর মীন, যদি হয় লাভ ।
 বিড়াল না ধরে কতু, বৈষ্ণবের ভাব ॥
 শব আদি মাংস খণ্ড, পাইলে প্রচুর ।
 তরুণে কি ক্ষান্ত হয়, শৃগাল কুকুর ?
 কুলটার কুটিল, কটাক্ষ খরশরে ।
 লম্পট কি কতু ভাই, শান্তিগুণ ধরে ?
 যেখানেতে শ্রাদ্ধ আদি, দলাদলি ঘোঁটে ।
 ভবানী কি সেখানেতে, করেনাকো চোটে ॥
 যেখানেতে দান পূজা, রজত মণ্ডিত ।
 সেখানে কি নাহি যান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ?
 যেখানেতে বালকের, নিপরীত মতি ।
 সেখানেই মিসনারি, বলবান অতি ॥
 পাতিরা কুহকী ফাঁদ, ফেলিয়াছে পেড়ে ।
 এমন মুখের গ্রাস, কেন দেবে ছেড়ে ॥
 গাচপাকা মর্ত্তমান, বর্ত্তমান চোকে ।
 বুদ্ধি দোবে ছেড়ে দিয়ে, কেন বাবে ফোকে ।
 তুমি ত সুরোধ চণ্ডী, বৈষ্ণবের ছেলে ।
 কোথা যাও মনোহর, মাঙ্গসাভোগ ফেলে ॥
 হিন্দু হয়ে কেন চল, সাহেবের চেলে ।
 উদরে অসহ্য হবে, মাংস মদ খেলে ॥
 ক্ষীর সর ননী খেয়ে, বুদ্ধি কর কায়া ।
 বিধর্ম্ম ডোবার জল, খেয়োনো হে ভায়া ॥

যদ্যপি আহার হেতু, ইচ্ছা তোর হয়।
 আয় ভাই ঘরে আয়, কিছুনাই ভয়॥
 কত কারখানা করে, খেতে দিব খানা।
 গোটুহেল ডোনকের, কে করিবে মানা॥
 সরপোট গোসে খাব, খুসি মেরা খুসি।
 যদি কেঁচ কিছু বলে, ঘরে দেগা ঘুসি॥
 আহার বিহারে ভাই, ভয় কার কাছে।
 ধর্মসভা নাহি লয়, ব্রহ্মসভা আছে॥
 আপন বিক্রমে হব, রুসীয়ার কিং।
 টেবিলে বসিব খেতে, হাতে দিগা রিং॥
 গায়ত্রী করিব পাঠ, প্রতি বুধবারে।
 পাব নিত্য চিত্তরূপ, শরীর আগারে॥
 জ্ঞান অস্ত্রে কেটেদেহ, হারাকূপ গণ্ডী।
 ভ্রমদণ্ডে দণ্ডী হয়ে, কেন হও দণ্ডী॥
 পূর্ববৎ হিন্দু হও, যিগুমত খণ্ডী।
 হাড়িবী চণ্ডীর আজ্ঞা, ঘরে আয় চণ্ডী॥



জীব।

এই অবনীমণ্ডলে বিবিধ পথাব-
 লম্বী মানবমণ্ডলী স্ব স্ব দেশবিহিত
 আচার ব্যবহার ও পারলৌকিক
 সাধন, প্রধানরূপে জ্ঞান করত
 তদবলম্বন পূর্বক দেহযাত্রা নির্বাহ
 করণে যত্নশীল হইতেছেন।—যিনি
 যে পথে ভ্রমণ করুন, যে বাক্য
 উচ্চারণ করুন,—যে রূপ আচরণ
 করুন, অথবা যে রূপ ব্যবহার করুন,

যাহা করুন, কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য
 এক মাত্র—সকলেই কেবল সেই
 সর্বজীবের আদি কর্তা এক অদ্বিতীয়
 পরম পুরুষ পরমেশ্বরের পরম পবিত্র
 প্রীতি পথের পথিক হইতে ইচ্ছা
 করিতেছেন। সকলেই সেই করুণা-
 সাগরের করুণাসাগরে অবগাহন
 করণে অনুরত হইতেছেন। এই জগতে
 প্রায় কেহই যথাসাধ্যক্রমে পুরুষার্থ
 সাধনে বিরত নহেন।—কিন্তু কি
 অযোগ্য, দুর্ভাগ্য!—সরল সুপথ
 কাহারো দৃষ্টিপথে দৃষ্ট হয় না।
 এতদ্বিম্বয়ে পূর্ব পূর্ব সাধু সদাশ্রী
 সর্বজ্ঞ জনেরা নানা উপায় নির্দেশ
 করিয়াছেন,—কি আশ্চর্য্য! সেই
 সমস্ত মহত্বপায় সম্বন্ধেও জীব সকল
 ভ্রম বশতঃ জগদীশ্বরের মায়াকূহকে
 পতিত হইয়া সাংসারিক সুখকে
 পরম সুখকর পরম পুরুষার্থ জ্ঞান
 করিতেছে, এ সুখ যে, কি অসুখকর,
 তাহা কেহই বিবেচনা করে না—
 কেবল এই মাত্র দেখিতেছি যে,
 তাবতেই পরব্রহ্ম বিষয়ে বিমুখ হইয়া
 এই অনাদি সংসারে ত্রিগুণ নদীর
 স্রোতে পড়িয়া শুদ্ধ উন্মজ্জন নিমজ্জন

রূপে কালষাপন করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আত্মবোধ কাহারো নাই। হায় কি বিচিত্র ! যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি জ্ঞাত নহে, সে ব্যক্তি কি প্রকারে গুণাভীত সর্বগুণময় নিৰ্গুণ পুরুষকে জ্ঞাত হইতে পারিবে ? অতএব সৰ্ব্বাঙ্গেই সর্বজীবের আত্মবোধ করা অতি অবশ্যই আবশ্যক হইয়াছে।

হে জীব !—তুমি মনে করিতেছ, “ আমি ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ। আমি সংকুলীন, পণ্ডিত। আমি শ্রোত্রিয় গোষ্ঠিপতি। আমি গৌর, অতি সুরূপ, আমি স্থূল, আমি বলবান,— আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র,,—এইরূপ আমি আমি করিয়া কতই অভিমান এবং কতই অহঙ্কার করিতেছ,—কিন্তু এ সকল কেবল তোমার ভ্রমমাত্র।—কারণ “ তুমি,, যে এক “পদার্থ,, সে পদার্থ কি ?— “ তুমি পদার্থ,, যিনি “ তিনি,, পুরুষ নহেন, স্ত্রী নহেন—নপুংসক নহেন—তিনি ব্রাহ্মণ নহেন—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নহেন—ও শূদ্র নহেন।—তাঁহার জ্ঞাতি নাই।—তিনি স্থূল

নহেন—ক্ষীণ নহেন—গৌর নহেন,—কৃষ্ণ নহেন।—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—কুলীন, শ্রোত্রিয়—গৌর, কৃষ্ণ, স্থূল ও ক্ষীণ, এ সকল কেবল দেহধর্মমাত্র।—তুমি অভেদ বুদ্ধিতে এই দেহের মধ্যে বাস করিতেছ, এজন্য এই সমুদয় দেহধর্ম—তোমাতে আরোপমাত্র হইতেছে। এইরূপে যদিচ্ছাং তুমি স্বীকার ভ্রম ছাড়িয়া এই শরীরে পরকীয় বুদ্ধি কর, তবে তুমি আর কখনই দেহধর্মে আক্রান্ত হইবে না—তাহা হইলে তুমি বথার্থই—“ তুমি,, হইবে—কেন না অহঙ্কার আর তোমার উপর অহঙ্কার করিতে পারিবে না—অভিমান অভিমান পূর্বক পলায়ন করিবেক, ভ্রমের বিবন ভ্রম হইবে, ভ্রম আর এ পথে ভ্রমণ করিতে পারিবে না।

তুমি বিবেচনা করিতেছ, “ এই দেহ, আমার দেহ,, আমি কি রূপে এই দেহে পরকীয় বুদ্ধি করিতে পারি ?,, জীব হে ! তোমার এই উক্তি শিবকর নহে। তুমি বিশেষ বিচার করিয়া স্থিররূপে—প্রাণিধান কর “ তুমি,, কে ?—তুমিই কি এই

দেহ ? কি, এই দেহ তোমার ?—
কি এই দেহ পরকীয় ?—তুমি কথ-
নই এই শরীর নহ এবং শরীর কথ-
নই তোমার নহে।—অতএব তুমি
দেহ, অথবা—তোমার দেহ কোন-
মতেই হইতে পারে না।

প্রথমতঃ দেহ, পিতার অঙ্গ
হইতে নির্গত প্রস্রাবতুল্য বীৰ্য্য
নানক চরমধাতু, এবং মাতার শোণিত,
এই দুই অম্পৃশ্য বস্তু, যাহার স্পর্শে
স্নান করিতে হয়, দৈব বশতঃ তাহা
একত্র সংযুক্ত হইলে শরীর উৎপন্ন
হয়, পরে আহারাদি দ্বারা ক্রমশঃ
উন্নত হইতে থাকে।—উল্লিখিত
অম্পৃশ্য বস্তুদ্বয় পরিণত জড় পদার্থ-
রূপ দেহমধ্যে তুমি চৈতন্যরূপ পরম
ব্রহ্মের অংশরূপে বাস করিতেছ।—
সুতরাং কিরূপে তোমার সহিত দেহের
অভেদ হইতে পারে ?—ইহাতে যে
অভেদবুদ্ধি সে অতি দুর্ব্বুদ্ধি। বিশে-
ষতঃ এই “দেহকে,, আমার বলা
কোন ক্রমেই তোমার কর্তব্য হয় না।
কারণ যিনি উৎপাদনকর্তা পিতা, তিনি
এমত বলিতে পারেন, যে, “এই
কলেবরটা আমার বীৰ্য্যে জন্মিয়াছে,

অতএব ইহা আমারি, ইহাতে আর
কাহারো অধিকার নাই,, এবং যিনি
গর্ভধারিণী জননী, তিনি অবশ্যই
এরূপ কহিতে পারেন, যে, আমার
শোণিতে এই তনু উদ্ভব হইয়াছে,
আর আমি দশমাস গর্ভে ধারণ করি-
য়াছি ও লালন, পালন, পোষণ আদ্য
হইতেই হইয়াছে—অতএব এই বপু
শুদ্ধ আমার, ইহার উপর অন্যের
কিছুমাত্র স্বত্ব নাই—অপর এই
দেহ যাহার অন্তে পুষ্ট হয়,
সে ব্যক্তিও এমত কহে যে,
আমি যখন অন্ন দিয়া এই শরীর
রক্ষা করিয়াছি, তখন বিচারমতে ইহা
আমারি বস্তু।,, যে ব্যক্তি ক্রয়কর্তা,
সে কহে “আমি যখন অর্থ দিয়া ক্রয়
করিয়াছি, তখন এই দেহ আমা ভিন্ন
অন্য কাহারো হইতে পারে না।,,
—অগ্নি কহিতেছেন “আমি চরমে
এই দেহ দগ্ধ করিব, অতএব এই
দেহ আমারি বস্তু।,, অধিকন্তু কি
কহিব ! শৃগাল কুকুর ও কাক প্রভৃতি
পশুপক্ষিগণ হাম্ম পূর্ব্বক কহিতেছে
“আমরাই শেষকালে এই দেহ ভক্ষণ
করিব, অতএব বিচারমতে ইহাই

কেবল আমাদিগের ভোগ্য হই-
তেছে ।,, হে জীব ! দেখ, এই শরীর
সাধারণ বস্তু, দেহকে আমার আমার
বলিয়া কি কারণে এত আশ্রিত হই-
তেছ?—অসার জড় পদার্থকে সার
ভাবিয়া কেন মহানোহে মুগ্ধ হইতেছ ?

পদ্য ।

কে তুমি, কে তুমি, জীব, কে তুমি, তা কও ।
যে তুমি, যাহার তুমি, তার “তুমি”, হও ॥
দেহে কর, আমি বোধ, “দেহ,” তুমি নও ।
অংশরূপে, হংশরূপে, দেহে তুমি বও ॥
কে তোমার, বহে ভার, কার ভার বও ।
আমার আমার করি, কার ভার লও ॥
কে তুমি, কে তুমি, জীব, কে তুমি, তা কও ।
যে তুমি, যাহার তুমি, তার “তুমি”, হও ॥

কিরূপে সৃজিত হয়, এই কলেবর ।
মনে কর, কিরূপেতে, হোলে তুমি নয় ॥
করিছ যে দেহ পেয়ে, এত অহংকার ।
মিছে স্নেহ, এই দেহ, মনে কর কার ॥
মনে কর, কোথা তুমি, করিতেছ বাস ।
মনে কর, কিরূপে, এ দেহ হবে নাশ ॥
মনে কর, কে তোমার, তুমিই বা কেবা ।
আমার বলিয়া তুমি, কর কার সেবা ॥
দেহেতে অভেদ ভাব, একি অপরূপ ।
একবার ভাবিলেনা, আপন স্বরূপ ॥
কেবল ভ্রমেতে কর, আমার আমার ।
অদ্যাবধি আন্ববোধ, হোলোনা তোমার ॥

মায়ার কুহকে ভুলে, কিছু নও জ্ঞাতী ।
ভুলিরাছ, গুরাতন, সখা “অবিজ্ঞাত,” ॥
কেবল দেখিছ স্কুল, দৃষ্টি নাই মূলে ।
পেলে নাম “পুরঞ্জন, নিরঞ্জন ভূলে ॥
মুকুরে নিরাখি মুখ, স্মৃতি কতরূপ ।
মনে মনে অভিমান, হোয়েছি সুরূপ ॥
গলদেশে সূত্র দিরা, সূত্র তায় ভারি ।
“ব্রাহ্মণ,” হোয়েছি বোলে, কর কত জারি ॥
বেদপাঠে পূজা পাও, পণ্ডিত হইয়া ।
সবে করে সমাদর, কুশীন বলিয়া ॥
আপনিই ভবে পোড়ে, না পাও পাথার ।
অগচ লোকেরে কর, ভবনদী পার ॥
তিন খাই “দড়ি,” বৈদে, আপনার গলে ।
ত্রিলোক বেঁধেছ তুমি, কুহকের বলে ॥
একেতো মায়ার সূত্রে, পড়িয়াছি বাঁধা ।
আবার এ সূত্র দেখে, লাগিয়া ছে ধাঁধা ॥
কোথায় সূত্রের মোড়া, নিরূপণ নেই ।
এক খেয়ে উঠিতেছে, কত খেই, খেই ॥
করিয়াছ আরোহণ, অভিমান-রথে ।
কেবল করিছ গতি, প্রবৃত্তির পথে ॥
ছেড়ে তত্ত্ব, মদে মত্ত, কিসে পাবে পদ ।
হারািলে পূর্বকার, সহায় সম্পদ ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুষ্টয় ।
অভিমান নারমাত্র, কিছুইতো নয় ॥
“তুমি,” কোন বর্ণ নও, জাতি তব নাই ।
দেহধর্মো অহংকার, কেন কর ভাই ॥
নর নও নারী নও, তুমি নও, কেউ ।
দ্বিগুণ সাগরে কেন, গুণিতেছ ডেউ ॥
তুমি, আমি, আমি, তুমি, জেনো এই সার ।
তুমি আমি, এক হোলে, কেবা আর কার ॥

দেহেতে অভেদজ্ঞান, কর পরিহার ।
 তোমার এ দেহ, বোলে, ছাড় অহঙ্কার ॥
 বিচারে তোমার তনু, কখনোতো নয় ।
 ভুতের ভবন এই, ভুতে হবে লয় ॥
 জড়ে কেনা জড়ীভূত, করিল তোমাতে ।
 কেন হও, অভিভূত, ভুতের ব্যাপারে ॥
 ভুতের কুহকে যদি, হোয়েছ হে ভূত ।
 আর কেন মিছামিছি, কাল কর ভূত ॥
 সকলি ভুতের হাট, ভুতের ভবন ।
 ভুতাতীত ভুতনাথ, কররে স্মরণ ॥

হে জীব ! তুমি যে পদার্থ, তা-
 হাতো জ্ঞাত হইলে, এক্ষণে তোমাতে
 তোমার “তুমি বুদ্ধি,” করা অতি
 কল্হবা হইতেছে । তুমি স্বভাবতঃ
 বিশুদ্ধ হইয়া জড়ে কেন জড়িত হও ?
 —তুমি অবিনাশী, অক্ষয়, তোমার
 নাশ নাই, ক্ষয় নাই—তুমি যে দে-
 হের স্নেহে মোহিত হইয়াছ, সেই
 দেহ ভৌতিক মাত্র, চিরন্তন বস্তু নহে,
 —এখনি বিনাশ হইবে, দেহের
 নাশে কিছু তোমার নাশ হইবে না,
 তুমি যে চৈতন্যময় নিত্য পদার্থের
 অংশ স্বরূপ, তাহাই থাকিবে ।—
 অতএব দেহের হ্রাস বৃদ্ধি ও সুখ
 দুঃখে তোমার সুখ দুঃখ ভোগকরা ও
 আহ্লাদ করা বা শোক করা উচিত হয়
 না । এই অলীক নশ্বর দেহের পতনে

তোমার কি হানি আছে ?—কিছুই
 নহে—তুমি তোমার—“তুমিস্ব,”
 বিষয়ে কখনই বঞ্চিত হইবে না—
 কিন্তু এইক্ষণে মায়া তোমার সর্বনাশ .
 করিতেছে ।—জীব ভায়া—তুমি যত
 দিন মায়া জায়ার ছায়া—পরিত্যাগ
 না করিবে, ততদিন তোমার পক্ষে
 কল্যাণ দেখিতে পাই না । তুমি সূর্য্য
 স্বরূপ, তোমার প্রভা মেঘে আচ্ছন্ন
 করিয়াছে । তুমি অগ্নি স্বরূপ, তোমার
 আভা ভস্মে আচ্ছাদিত হইয়াছে ।
 তুমি উজ্জ্বলমণি স্বরূপ, ধূলায় তো-
 মার জ্যোতিঃ আবরণ করিয়াছে ।
 মোহজালে আচ্ছাদিত হওয়াতে তুমি
 আপনার ভ্রাতা আপনি দেখিতে
 পাওনা, তুমি সঙ্গনোবে আত্মবিস্মৃত
 হইয়াছ ।—স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়াছ, অত-
 এব আর কুসঙ্গে কুরঙ্গে কুপ্রসঙ্গে অন-
 র্থক সময় সম্বরণ করা উচিত হয় না ।
 তুমি আর কেনে ভ্রান্ত রও, ভ্রান্ত রও ।
 এখনি শান্ত হও শান্ত হও ।—বিষ-
 ময় বিষয় ভোগে ক্ষান্ত রও, ক্ষান্ত
 রও । এই দেহ থাকে থাকে থাক্
 থাক্, যায় যায়, যাক্ যাক্ । অনিত্য
 শরীরের নিমিত্ত তুমি এত কেন

ব্যাকুল হইয়াছ ? সাংসারিক সুখ
 দুঃখে এরূপে ব্যাপ্ত হওয়া তোমার
 পক্ষে বিধেয় নহে ।—তুমি এই সমস্ত
 ব্যাপার হইতে অবসৃত হইয়া শুদ্ধ
 স্বীয় শিব সম্পাদনে সংযুক্ত হও—
 স্বভাবে থাকিয়া স্বভাবে সম্পন্ন কর—
 কেবল আনন্দ কর—আনন্দ সাগরে
 অবগাহন করিয়া আনন্দ ধনিত্তে দিক্
 সকল আচ্ছন্ন কর । আপনার মালিন্য
 হর—আপনাকে পবিত্র কর—জ্ঞান-
 রূপ বিশুদ্ধ বস্ত্র পর, আনন্দময়ের
 ধ্যান ধর, সদানন্দে সদানন্দে স্মরণ
 কর ।

নবগ্রহচ্ছন্দঃ ।

সাহসে বাঁধিয়া বুক, প্রকৃতির দেখ মুখ,
 দূরে যাবে সব দুখ, বিষয়ে বিশেষ কথ,
 হয় হয়, হোলো হোলো, না হয়, না হয়, হোলো,
 হয় হয়, নয় নয়, মিছে খেদ কোরে না ।

চিরজীবী নহে কেহ, পতন হইবে দেহ,
 পেয়েছ ভূতের গেহ, মিছে কেন এত স্নেহ,
 থাকে, থাকে থাক্ থাক্, যায় যাবে যাক্ যাক্,
 থাকে থাক্, যায় যাক্ ভেবে আর মোরোনা ॥

রবে আর কত কাল, কালে হয় গত কাল,
 নিকট নিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল,
 এইকাল, সেইকাল, কালেই আসিছে কাল,
 পাণ্ডবে কাল, যত কাল, বুঝা কাল হোরো না ॥

ভুলিয়াছ তব ভাব, ভাবিতেছ তব ভাব,
 স্বভাবে স্বভাব ভাব, কর নিজ অমুভাব,
 কি ভাব, কি ভাব, ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব,
 ভাবে ভাব, আবির্ভাব, অভাবেরে ধোরোনা ॥

মানস-বিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ,
 দেহরূপে অবতংস, নাহিক তোমার ধ্বংস,
 মানসের সরোবর, পরিহারি নিরন্তর,
 কর কিলে, গুণনীরে, আর তুমি চোরো না ॥

ছিলে তুমি অপ্রকাশ, হইলে হে সুপ্রকাশ,
 ভাল-বাস ভালবাস, পেয়ে বাস, কর বাস,
 কত আশ, অভিলাষ, কত হাস পরিহাস,
 শুন ভাব, ধর ভাস, ভ্রমবাস পোরোনা ॥

আমি হে ছিলাম একা, পেয়েছি তোমার দেখা
 নাহিক সুখের লেখা, আর কেন হও ভেঁকা,
 ঠেকিয়া হোলোনা শেখা, দিতেছ জলের রেখ
 দেখে শেষ, ভুলে দেশ, আর যেন মোরোনা ॥

অশিবের ধন নও, আছ জীব, শিব হও,
 শিবরব মুখে কও, শিবের সদনে রও,
 কেন হে অশিব লও, অশিবের ভার বও,
 বার বার, দেহে আর, পাণ্ডার ভোরোনা ॥

হে জীব ! তুমি যত দিন এই দেহ
 গেহে অবস্থান পূর্বক এই জগতীপুরে
 বিচরণ করিবে, ততদিন তুমি পরমা-
 রাধ্য পরমপূজ্য পরমপ্রিয় পরমেশ্ব-
 রকে নিরন্তর অন্তর মধ্যে স্মরণ করিবে,
 ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহাকে অন্তরের

অন্তরু করিও না।—যদি জগতে আসিয়া জগতীয় যাবতীয় সরল সুখ গম্ভোগ করণের অভিলাষ হয়, তবে জগতের প্রিয় হও।—জগতের প্রিয় হইবার নিমিত্ত যে সকল প্রিয় কর্মের প্রয়োজন হয়, প্রিয়জন হইয়া তাহাই কর। তুমি জগতের প্রিয় হইতে পারিলেই জগদীশ্বরের প্রিয় হইতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। করুণাময় জগন্নাথের প্রধান অভিপ্রায় এই যে, জীবমাত্রেরি তাঁহার নিয়মানুসারে হিতকর কর্মে নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে, তাঁহার নিয়োজিত নির্মল নিয়ম পালন পূর্বক সমুদয় ইন্দ্রিয় সহিত শরীর সার্থক ও জন্ম সার্থক করিবে।

এইক্ষণে তুমি আপনার কর্তব্য কর্ম বিবেচনা কর। কি কি কল্যাণের কার্য্য করিলে তোমার “প্রেম,, এই সংসারীয় সমুদয় জনের মনের মন্দির অধিকার করিতে পারে, তৎকম্পে অনুরাগী হও। সর্ব্বোপরে তোমার ঘরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরে পরের প্রতি কটাক্ষ করাই উচিত হয়। দেহকে বলীভূত কর,—ইন্দ্রিয়গণকে যথা যোগ্য

শুভময় বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া চরিতার্থ কর।—নয়নকে জ্ঞান-পূরিত গ্রন্থ দর্শনে এবং এই বিনোদ বিশ্বের বিচিত্র ব্যাপারবৃহৎ বিলোকনে।—শ্রবণকে ভৌতিক ধ্বনি সকল ও সাধু সমূহের সঙ্গপদেশ শ্রবণে।—নাসিকাকে সুখময় সুরভি সকলের সৌরভ গ্রহণে।—ত্বককে শীত উষ্ণাদি অনুভব করণে—রসনাকে শুভদ সুস্বাদু সামগ্রীর রসাস্বাদনে স্বাদিত করণে, প্রিয় কথনে, পরম পুরুষের গুণ সংকীর্ণনে।—চরণকে সজ্জন সমাজে গমনে, শিবকর বস্তু বিশেষ আনয়ন জন্য গতি করণে।—করকে পাত্র বিশেষে দান করণে, মহা মঙ্গলিক কার্য্য সাধনে ও মহা মঙ্গলময় মহেশ্বরের গুণ লেখনে নিয়োজিত কর।—কামকে নানাবিধ বিষয় ভোগে বিরত করিয়া ঈশ্বর প্রেমকামনায় কামী কর।—ক্রোধের বারণ কারণ বোধের অরাধনা কর।—লোভকে সামান্য ধনতৃষ্ণায় বিরত করিয়া পরম পুরুষার্থ পরমার্থ ধনান্বরণে উৎসুক কর।—মোহকে পরম প্রেমে মোহযুক্ত কর, তাহা হইলে আর দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিবে

না—অর্থাৎ আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার গৃহ, আমার বিষয়—আমার আমার আর করিবে না।—মদকে ভক্তিমদে মত্ত করিয়া রাখ, মদ তত্ত্ববিষয়ে মত্ত হইয়া যত মদ প্রকাশ করিতে পারে করুক।—মাৎস্যকে পূর্বোক্ত পঞ্চ রিপূর প্রতিকূলে মাৎস্য প্রকাশ করিতে আদেশ কর।—মনকে জ্ঞানের গৃহে স্থাপন করত আপন বশে আনয়ন কর, তাহা হইলেই তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, আর কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনাই থাকিবে না, মনের কল্যাণকরী রুতি সকল স্ব স্ব ভাবে আবির্ভূত হইয়া তোমাকে অশেষ সুখে সুখী করিবে।

তুমি যেমন আপনার সম্মান, আপনার সম্ভ্রম, আপনার সুখ, আপনার স্বাস্থ্য ও আপনার মঙ্গল আপনি প্রার্থনা কর, সেইরূপ এই সংসারে আপনার ন্যায় সমভাবে সকলের সম্মান, সকলের সম্ভ্রম, সকলের সুখ, সকলের স্বাস্থ্য ও সকলের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি কর।—

তুমি যেমন আপনার সুখে আপনি সুখী, আপনার দুঃখে আপনি দুঃখী, ও আপনার ক্লেশে আপনি ক্লিষ্ট হও, তদ্রূপ পরের সুখে সুখ, পরের দুঃখে দুঃখ ও পরের ক্লেশে ক্লেশ ভোগ কর—তুমি যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, সে তোমার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিবে।—তুমি যখন নয়নাগ্রে দর্পণ অপণ কর, তখন কিরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাও? তুমি আপনার মুখ ভঙ্গিমা যদ্রূপ কর, প্রতিবিম্বের ভঙ্গিমা অবিকল তদ্রূপই দৃশ্য হইয়া থাকে, অতএব যখন তুমি আপনার দেহ ভঙ্গিমা দোষে আপনিই আপনার রূপের নিকট উপহাস প্রাপ্ত হও, তখন অপ্রিয় ব্যবহার দ্বারা পরের নিকট প্রেম লাভ করিবে, ইহা কি প্রকারে সম্ভাব্য হইতে পারে? তুমি স্বয়ং যদি মহাশয় হইয়া মহাশয় পদে বাচ্য হওনের ও গৌরবযুক্ত সুসম্ভাষণের প্রার্থনা কর, তবে সমুদয় মনুষ্যকে লাধুভাবে সম্ভাষণ পূর্বক মহাশয় শব্দে সম্বোধন কর।—প্রিয় হইবার উপায় কেবল “প্রিয় হওয়া”, তুমি আপনি যদি সক-

লকে প্রিয় জ্ঞান কর, তবে তাবতেই তোমাকে প্রিয়জ্ঞান করিবে। তুমি অভিমান ও অহঙ্কারের অধীন হইয়া যদি স্বেচ্ছাং সকলকে ঘৃণা পূর্বক তাল্হল্য করিয়া কুকথা উল্লেখ কর, তবে কে তোমার পদে ফুলচন্দন দিয়া পূজা করিবে? কে তোমাকে মস্তকে তুলিয়া নৃত্য করিবে? কে তোমাকে সূজন বলিয়া সমাদর করিবে? তুমি যাহার উপরে একগুণ দুর্ব্যবহার করিবে, সে শতগুণে তাহার পরিশোধ লইতে ত্রুটি করিবে না। আপনার সুখ সম্মান কেবল আপনার ব্যবহারের প্রতিই নির্ভর করে।—তুমি যাহার শরীরে প্রহার করিবে, সে কিছু স্থায়ী কর দ্বারা তোমার শরীরের সেবা করিবে না।—তুমি যাহাকে পীড়া প্রদান করিবে, যাহাকে অপমান করিবে, যাহার ধন হরণ করিবে, ও যাহার মনে বেদনা দিবে, এই জগতে সেই ব্যক্তিই তোমাকে পীড়িত করিবে, ব্যথিত করিবে, তোমার মান নাশ, তোমার ধন নাশ, তোমার প্রাণ নাশ ও তোমার সর্বনাশ পর্য্যন্ত করিবে। একটি প্রাচীন

কথা আছে “আপ্ ভালা, তো, জগৎ ভালা, তুমি আপনি ভাল হও, তো জগৎ তোমার পক্ষে ভালই হইবে, এবং ইহার বিপরীত হইলে, সমুদয় বিপরীত হইবে।

তুমি এই ভূতময় সংসারকে মনোময় কর।—মমতা ছাড়িয়া সকল বিষয়ে স্নেহের সমতা কর।—তুমি অভেদজ্ঞানে এই কলেবরে বাস করাতে ইহার প্রতি আমার বলিয়া তোমার মমতা হইয়াছে, একারণ ইহার কষ্ট জন্ম রুক্ষ ও পুষ্ট জন্ম তুষ্ট হইতেছ।—আমার দেহ, আমি দেহের কর্তা, এইরূপ অভিমান সুখে সুখী হইয়া বেশ বিচ্যাস পূর্বক কতই কম্পিত শোভা ধারণ করিতেছ। এই দেহ চিরস্থায়ী ভাবিয়া কত কষ্ট স্বীকার করিতেছ, চিরকাল সুখে মত্তোগ হইবে ভাবিয়া উপার্জনার্থ না করিতেছ এমত কর্মই নাই।—আমার গৃহ, আমার শয্যা, আমার পরিচ্ছদ, আমার ভাণ্ডার, আমার ভূমি, আমার শস্য, আমার সরোবর, আমার উদ্যান, আমার বৃক্ষ, আমার পরিবার, আমার দাস, আমার দাসী,

আমার জ্ঞাতি, আমার কুটুম্ব, আমার গ্রাম, আমার পল্লী, আমার হট্ট, এবশ্বকার প্রত্যেক প্রত্যেক বাহাতে বাহাতে তুমি আমার আমার উল্লেখ করিতেছ, তাহাতে তাহাতেই তোমার মমতার আধিক্য হইতেছে।—তুমি আপনার দেহে বেদনা পাইলে যেমন কাতর হও, পরকে তদপেক্ষা সহস্র-গুণে পীড়িত দেখিলে কখনই তাহার শতাংশের একাংশ কাতরতা প্রকাশ কর না। আনলে আপনার গৃহ দগ্ধ হইলে, দৈব ঘটনায় আপনার স্বাবর বস্তুর ব্যাঘাত হইলে, আপনার অস্বা-বর বস্তু অপহৃত হইলে, রাজদ্বারে বা জন সমাজে তিরস্কৃত হইলে, কোনরূপ বিপদ ঘটিলে এবং আপ-নার পুত্র পৌত্রাদি কেহ মরিলে, দুঃখে কত খেদ ও কত বিলাপ করিতে থাক, শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, স্নতবৎ হইয়া ধূলিশয্যা সার কর। কিন্তু অপরের সেইরূপ শত শত বিপদ দেখিলে তোমার কিছুমাত্র দুঃখ বোধ হয় না, যে হেতু সেই সকল বিষয়ে তোমার স্বকীয় বলিয়া জ্ঞান নাই, পরকীয় বোধে আনার বলিয়া

মমতা জন্মে নাই, সুতরাং তাহাতে তোমার স্নেহ হয় না, প্রেম হয় না, এজন্য খেদও হয় না। ফলে স্থিররূপে প্রণিধান করিলে তোমার পক্ষে উভয় তুল্য। তুমি যাহাকে আমার বলিতেছ, বিচারমতে তাহাতে তোমার নহে। যদি তোমারি সাব্যস্ত হয়, হউক, হানি কি? এইস্থলে বিবেচনা কর, তুমি যেমন আপন বস্তুকে আমার বলিয়া মমতায় ব্যাকুল হইতেছ, সেইরূপ জগতী ধামে তাবতেই স্ব স্ব বিষয়ে আমার আমার করিয়া অধিক মোহে মুগ্ধ হইতেছে। অতএব তুমি যখন আপনার মিথ্যা দেহ, গেহ, বিষয় ও পরিজনাদির মঙ্গলামঙ্গলে ও সুখ দুঃখে সুখী দুঃখী হইতেছ, তখন অন্যের শুভাশুভ ঘটনায় সেইরূপ সুখী ও সেইরূপ দুঃখী কেন না হও? হে জীব! তুমি যতদিন এরূপ না করিবে, ততদিন যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

দিনকর যেমন স্বীয়করে সর্বত্র আলো করে, বিধু যেমন স্নহকরে সকলকে তৃপ্ত করে, মেঘ যেমন রক্তির, সৃষ্টি করিয়া সমভাবে সর্বত্র

বর্ষণ করে, শিশির যেমন নীহার
রক্ষি করিয়া সকল স্থান আর্দ্র করে,
বায়ু যেমন প্রবাহিত হইয়া সকলের
শরীর শীতল করে, পুষ্প যেমন সক-
লকে সমান সুবাস প্রদান করে, নদ-
নদী সকল যেমন জীবন দানে তৃষা-
তুরদিগের জীবন রক্ষা করে, তুমি
সেইরূপ স্বীয় সাধ্যক্রমে সর্বজীবের
সমান ভাব, সমান দয়া, সমান প্রেম ও
সমান স্নেহ বিতরণ কর।—তুমি
একা এক গুণ ব্যয় করিলে কোটি
কোটি জীবের নিকট হইতে কোটি-
গুণে প্রাপ্ত হইবে।

হে মানব! তুমি বৃহস্পতিতুল্য
পণ্ডিত হও, ব্রহ্মার ন্যায় কবি হও,
জনকের ন্যায় জ্ঞানী হও, কামের
ন্যায় সুন্দর হও, বলির ন্যায় দাতা
হও, ভীষ্মের ন্যায় বীর হও, কুবেরের
ন্যায় ধনী হও, এবং সমাগরা পৃথি-
বীর অধিপতি হও, কিন্তু মনে কিঞ্চি-
দাত্ম অভিমান ও অহঙ্কার থাকিলে
সকলি রূখা হইবে। তোমার সেই
বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, সভ্যতা, বল,
বিক্রম, বিষয়, বিভব, রাজত্ব, প্রভূত্ব
কিছুতেই কিছু করিবে না। সমুদ্রে রত্না-

কর ও জলনিধি হইয়াও লবণ-দোষে
সকলের ত্যজ্য হইয়াছে।—চন্দ্র
জগত্প্রসিকর সুধাকর হইয়াও যুগচিহ্ন
জন্মকলঙ্কীরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন।—
ফণী মণিধর হইয়াও গরল-দোষে তাব-
তের অবিশ্বাসী হইয়াছে। দুর্কামা
মুনি মহর্ষি হইয়াও উদর-দোষে লো-
কের নিকট নিন্দিত হইয়াছেন।—
নারদ মুনি দেবঋষি হইয়াও কোন্দল-
দোষে দেবমণ্ডলে অমান্য হইয়াছেন,—
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক হই-
য়াও অশ্বখামার বিষয়ে কৌশলে
মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করাতে নরক
দর্শন করিয়াছেন। অতএব তুমি
পর্কত তুল্য উচ্চ হইলেও গর্ব-দোষে
খর্ব হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। দাস্তি-
কতা, ছলনা, চাতুরী, অভিমান প্রভৃ-
তিকে শাস্তিসলিলে বিসর্জন কর।
হৃদয়মন্দিরে ঈশত্যাগেবের প্রতিষ্ঠা
করিয়া নিষ্ঠা-পূর্বক দয়া, ধর্ম, অন্ধা,
ভক্তি, করুণা, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য
ইত্যাদিকে মনের ক্রোড়ে সমর্পণ
কর।—মন যেন আর কণকালের
নিমিত্ত ইহাদিগের অঙ্গসঙ্গ ভঙ্গ
দিয়া অনঙ্গরঞ্জের রঙ্গী ও সঙ্গের

সঙ্গী না হয়। যিনি এক অধিতীয়
অনঙ্গ অসঙ্গ, কেবল তাঁহারি সঙ্গে
সঙ্গ করুক ও তাঁহারি সঙ্গে রঙ্গ
করুক।

তুমি যদি অতুল ঐশ্বৰ্য্যের অধি-
পতি হও, সিংহাসনে বসিয়া অনে-
কের উপর প্রভুত্ব কর, লোকে তো-
মায় মহারাজ চক্রবর্তী বড়মানুষ
বলিয়া মহা সম্মানে সম্বোধন করে,
কিন্তু তুমি যদি আপনি মানুষ না হও,
তবে মানুষে তোমায় কখনই মানুষ
বলিবে না, মানুষ, মানুষ, বড় মানুষ,
সে বড় মানুষ কি ধনে হয়? ধনের
বড় মানুষ কখনই মনের বড় মানুষ
নহে, ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের
মানুষ মানুষ। আমি ধন দেখিয়া
তোমাকে সমাদর করিব না, জন
দেখিয়া তোমার আদর করিব না,
সিংহাসন দেখিয়া তোমার সম্মান
করিব না, বাহুবল দেখিয়া তোমার
সম্মম করিব না, কেবল মন দেখিয়াই
তোমাকে পূজা করিব। তুমি যদি-
স্ত্রাং স্বয়ং অমানুষ হও, অথচ দণ্ডধর
হইয়া দণ্ড ধরিয়া আমাকে দণ্ড করণে
উদ্যত হও, তথাচ আমি দণ্ড ভয়ে

কদাচ তোমাকে দণ্ডবৎ করিব না।
কিন্তু তুমি যদি পবিত্রচিত্তে সাধু-
স্বভাবে ভিক্ষার বাুলি ধারণ করিয়া
আগমন কর, তবে তোমার দর্শন
মাত্রেই তৎক্ষণাৎ অমনি ধূলি ধূষরি-
তাদ্র হইয়া পদতলে প্রণত হইব।
অতএব যদি মানুষ হইবার অভিলাষ
থাকে, তবে মনকে বিমল কর, ও
সরল কর।—আপনি ছোট হইলেই
বড় হইবে, বড় হইলে কখনই বড়
হইতে পারিবে না।

তুমি এই পৃথিবীকে আমার
আমার বলিয়া যতই অভিমান করিবে,
পৃথিবী ততই হাস্ত করিবেন। কারণ
তোমার ন্যায় এমনধারা কত “আমি,,
আমার আমার করিয়া গত হই-
য়াছে, গত হইতেছে ও গত হইবে,
তাহার সংখ্যা নাই। “তুমি,, বলিতে
অথবা “আমি,, বলিতে, আমার
বলিতে বা তোমার বলিতে, জগতে
কেহই রহিবে না, কিন্তু বস্তুমাতা
যে রূপ স্বভাবে শোভা করিয়া আছেন,
চিরকাল সেইরূপ থাকিবেন। যদি
এই অবনীকে তোমার নিতান্তই
আমার বলিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে,

তবে বল, কিন্তু আমার বলা উচিত হয় না, আমার পৈতৃক ধন বলিয়া সম্ভোগ কর, অভিমান কর, অহঙ্কার কর, তাহাতে কেহই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না এবং বসুধা সতীও আর হাফ করিবেন না, কারণ জগদীশ্বরের এই জগৎ । জগদীশ্বর তোমার পিতা, তুমি তাঁহার পুত্র, অতএব পিতার পুত্র হইয়া পিতৃধন আমার ধন বলিয়া ভোগ করিলে কে তোমাকে হান্ধ্যাম্পদ বলিয়া ঘৃণা করিবে ? পৈতৃক সম্পত্তির স্বত্বের প্রতি আপত্তি কেহ করিতে পারে না ।— হে জীব ! তোমরা তাবতেই পরম পিতা পরমেশ্বরের বংশ, সমভাবে অংশ করিয়া ভোগ কর, কেহ কাহাকে বঞ্চিত করিও না, বল পূর্বক যিনি পিতৃধনের অধিকার করিয়া অন্যায় ভ্রাতাদিগকে বঞ্চিত করেন, তিনি পিতার প্রিয় হইতে পারেন না, পিতা যে তাঁহাকে গোপনে গোপনে ত্যজ্যপুত্র করেন, তিনি তাহা জানিতে পারেন না । তাঁহাকেই উত্তম সৎপুত্র বলি, যিনি পিতার অভিমতানুযায়ী কর্ম করেন, তাঁহা-

কেই পিতার মধ্যম পুত্র বলি, যিনি পিতার আজ্ঞানুযায়ী কর্ম করেন,— এবং তাঁহাকেই পিতার অধম অসৎ পুত্র বলি, যিনি পিতার আজ্ঞা অবহেলন করেন । তুমি যদি অতি উত্তম সৎপুত্র হওনের প্রার্থনা কর, তবে অভিপ্রেত রূপ কার্য সাধন করত তাঁহার প্রিয় হইয়া প্রেমলাভ কর । ভ্রাতৃগণের সহিত বিরোধ ত্যাগ কর, সকলের প্রতি সমান দয়া কর, তাহা হইলেই তুমি সাধুসমাজে সাধুবাদ প্রাপ্ত হইবে, সকলের প্রিয়তম, জগতের প্রিয়তম এবং জগদীশ দয়াময়ের রূপাপাত্র হইবে ।

লঘু ত্রিপিদী ।

বল দেখি ভাই, শুনি শুনি ভাই,
কি তোমার আছে পুঁজি ।
এসে এই ভবে, চিরদিন রবে,
মনেতে ভেবেছ বুঝি ॥
আমার আমার, মুখে বার বার,
মিছে কেন আর কহ ।
পেয়ে কলধর, হোলে তুমি নর,
কখনো অমর নহ ॥
ভাব নিজ ভাল, হবে সুখ লাভ,
সবল স্বভাব ধর ।
সকলে সমান, প্রেম কর দান,
আত্মান পরিহার

আমার এ সব, আমার বিভব,
 স্বত, স্বতা, সহোদর ।
 তোমার তনয়, তোমার, ত, নয়,
 মমতা সমতা কর ॥
 পথ ছেড়ে সোজা, বোয়ে কার বোঝা,
 কুমতে কুপথে চর ।
 বল তুমি কার, কেবাই তোমার,
 কার ভার বোয়ে মর ॥
 অসত সহিত, বসত বিহিত,
 এ ভাব কভু না ধর ।
 অহিত রহিত, স্তম্ভন সহিত,
 সতত বসত কর ॥
 পর বাসে রোয়ে, পরবশ হোয়ে,
 মিছে কেন কাল হর ।
 ভাব কি ভাবনা, কেন রে ভাবনা,
 পরম পুরুষ পর ॥
 অমে পরস্পর, দেখে নিজ পর,
 নাহি জানে নিজ পর ।
 সকলেই পর, শুধু সেই পর,
 পর নাহি তার পর ॥
 নিজ পরিবারে, নিজ ভাব বাবে,
 নিজ নহে সেই পর ।
 তোমার যেকোন, হইবে আপন,
 কেমনে সে হবে পর ॥
 ভবের ভিতরে, যে তোরে, বিতরে,
 অশেষ স্তবের নিধি ।
 তাহারে ভজনা, সে রসে মজনা,
 একিরে, বিহিত বিধি ॥
 তাহার পীরিতে, গিরিতে ফিরিতে
 কিছুই না করি ভয় ।

অনলে অনিলে, পাতালে সলিলে,
 সব চাই পাব জয় ॥
 জয় গুণধাম, জয় দাতারাম,
 রাম রাম নাম লহ ।
 রাম নাম নিয়া, হাসিয়া খেলিয়া,
 বেড়াও সবার সহ ॥
 ভাই হে যখন, খুলিয়া নয়ন
 আইলে জনমভূমি ।
 যে তোরে দেখিল, সকলে হাসিল,
 কেবলি কাঁদিলে তুমি ॥
 শেষেতে যখন, যদিয়া নয়ন,
 যাইবে আপন বাসে ।
 তোমার গমনে, যেন কোন জনে,
 সে সময়ে নাহি হাসে ॥
 সদা সদাচার, হইলে প্রচার,
 দশ দিগে যশ ছুটে ।
 দেহ হোলে শব, কাঁদে যেন সব,
 চাচার যেন উঠে ॥
 যত দিন অছ, যত দিন বাঁচ,
 যত দিন রহে ভবে ।
 প্রেমিতে বাঁধাও, কাঁদিয়া কাঁদাও,
 হাসিয়া হাসাও সবে ॥
 সাধু যদি হও, সাধু পথে রও,
 নাহিক স্তবের লেখা ।
 খলের আচার, ছলের আচার,
 যেমন জলের রেখা ॥
 জগতে সবাই, হয় ভাই ভাই,
 আপনা দেখনা একা ।
 দেখানে যেকপ, দেখিবে সেকপ,
 মুকুরে বদন দেখা ॥

ভালবাস বাহা, যদি চাও তাহা,
 ভালবাস তবে সবে ।
 পাবে সুখসার, তুলোকে সবার,
 ভালবাসা তুমি হবে ॥
 সময় পাইয়া, সুখের লাগিণী,
 করিলে না কিছু সত্ত্ব ।
 আসিয়া মেলায়, মায়ার খেলায়,
 হেলায় হারালে রত্ন ॥
 করিয়া যতন, পরিণা ভূষণ,
 দেহ ঢাকো চারু বাসে ।
 আঁচড়িয়া কেশ, যত কর বেশ,
 ততই শমন হাসে ॥
 জরাজ কুমার, ভেবে আপনার,
 যে জন আদর করে ।
 ভ্রম শুধু তার, তনয় আমার,
 মনে কত সাধ ধরে ॥
 তাহার জননী, এদিগে অমনি,
 আপনারি মান মানেন ।
 বলে একি পাপ, তুমি কার বাপ,
 যার বাপ সেই জানেন ॥
 নাহি জেনে মূল, স্কুলে হয়ে ভুল,
 বিষয় আসবে রত ।
 ভাবিয়া প্রধান, যত অভিমান,
 অপমান হয় তত ॥
 এই যে আমার, ধরা অধিকার
 আমি হই ক্ষতিপতি ।
 শুনে তার ভাস, করি পরিহাস,
 হাসেন ধরণী সতী ॥
 অবনী আমার, স্বামী আমি তার,
 একথা শুনিবে যেই ।

লাজ না বাসিবে, কুভাষ ভাষিবে,
 কুহাস হাসিবে সেই ॥
 পেয়েছ রসনা, পুরাও বাসনা,
 ঘোষণা করহ মুখে ।
 আমার পিতার, অখিল সংসার,
 ভোগ করি আমি সুখে ॥
 পৈতৃক বিভব, স্বভাবে সম্ভব,
 ভোগ কর ভবে থেকে ।
 কেহ না দুষিবে, সকলে তুষিবে,
 পুন্নিবে হৃদয়ে রেখে ॥
 ভাই আছ যত, হোয়ে এক মত,
 এক ভাব সবে ধর ।
 করি এক মন, করি এক পন,
 সমানে সুভোগ কর ॥
 কেহ নহে পর, সব সহোদর,
 পরস্পার কর মেহ ।
 এক রসে সব, কর এক রব,
 একেই দোহাই দেহ ॥
 একের বাজার, একেই হাজার,
 একে হয় কত শত ।
 এক টেনে নিলে, কিছু নাহি মিলে,
 সমুদয় হয় হত ॥
 তাই বলি ভাই, এক বিনা নাই,
 একের পুজাই ধর ।
 সদা এক জ্ঞানে, থেকে এক ধ্যানে
 জীবন সফল কর ॥

পায়ার ।

রোয়েছে পরম ধন, নিকটে পড়িয়া ।
 এই বেলা লহ জীব, যতন করিয়া ॥

জখন না লও যদি, পাবে না হে আর।
 অবশেষে কেবল, যাতনা হবে সার।
 সময়ে এ ধন যদি, হাত ছেড়ে যায়।
 শুধুই করিবে খেদ, হায় হায় হায়।
 নির্ধনের ধন এই, নিধনের ধন।
 এ ধন সাধন কর, ওরে বাছা ধন।
 মহাধন, এইধন, যদি নাহি রয়।
 কি ধন পাইবে তবে, নিধন সময়?
 এ ধন হৃদয়ে রাখ, ঠেলোনা ঠেলোনা।
 হাতে কোরে, তুলে লও, ফেলোনা ফেলোনা।
 হবে ধনী, হবে ধনি, ওরে বাপধন।
 নিধনে সধন হবে, পাইলে এ ধন।

প্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রীতি।
 করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের পতি।
 জগতের প্রিয় হও, ব্যবহার গুণে।
 জগৎ বন্ধন কর, ব্যবহার গুণে।
 যে ভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেকূপ।
 জগৎ মেভাবে তোরে, দেখিবে সেকূপ।
 প্রেম-বলে জগতের, প্রিয় হয় যেই।
 জগদীশ পুরুষের প্রিয় হয় সেই।

প্রণয় শিখিতে যার, মনে সাধ আছে।
 এখনি শিখুক গিয়া, পতঙ্গের কাছে।
 দেখে তার, কি প্রকার, প্রণয়ের ধার।
 অন্যায়সে অনলে, পুড়িয়া হয় সারা।
 লাক মেরে ঝাঁপ দিয়া, প্রাণ দেয় স্মৃথে।
 একবার আহা, উহ, করেনাকো মুখে।
 সহজে কি প্রেম কোরে, তারে পাৰি বোকা।
 চিরকাল একভাব, বুড়া হোয়ে খোকা।

জানাপ্তান ঝাঁপ দেরে, দূরে যাক খোকা।
 এখনি পুড়িয়া মর, হোয়ে প্রেম পোকা।

ঘরে ঘরে ফের যদি, ঘর ছাড়া হোয়ে।
 ঘর ছেড়ে কিবা কাজ, থাক সব লোয়ে।
 পেট নিয়া, দ্বারে দ্বারে, যদি গুণ হাপু।
 এমন সম্মাসে তোর, ফল কিরে বাপু।
 ঘর ছেড়ে ঘর ঘরে, না ফিরিতে হয়।
 তবে বাপু, ঘর ছাড়া, অনুচিত নয়।
 বোসে থাকো এক চাঁই, নীরব হইয়া।
 চাঁচাওনা কারো কাছে, পেটে হাত দিয়া।

প্রভাতে উঠিয়া করি, হাস্য পরিহাস।
 সে দিন করিতে হয়, যদি উপবাস।
 যায় যায়, উপবাসে, দিন যায় যাবে।
 সাধুসহ সদালাপে, কত সুখ খাবে।
 অমৃত ভোজন করি, যদি যায় দাঁত।
 হরিগুণ লিখিয়া যদ্যপি যায় হাত।
 যায় দাঁত, যায় হাত, কিছু ক্ষতি নাই।
 লেখ লেখ হরিগুণ, সুখ খাও ভাই।
 লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
 কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে।
 যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
 নিজে খাও, খেতে দাও, সাধা অনুসারে।
 ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
 প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে।

ভাবী বিনা, স্বভাবের, ভাব কেবা ধরে।
 জানী বিনা, জানপথে, কেবা আর চরে।

বর্ষা বিনা, সাগরের, উদর কে ভরে ।
 মাতা বিনা, সন্তানের, আদর কে করে ॥
 রবি বিনা, জগতের ক্ষান্ত কেবা করে ।
 দাতা বিনা, দরিদ্রের, দুঃখে কেবা মরে ॥

হায় হায়, হাসি পার, তোমায় দেখিয়া ।
 কুশল কামনা কর, কুসঙ্গ করিয়া ॥
 বিষ-বৃক্ষ সৃজিয়া কি, পাবে সুখফল ।
 অনল কি দিতে পারে, আগ্নের শীতল ?
 জলনিধি রত্নাকর, বিমল শরীর ।
 অপার বিস্তার যার, স্বভাবে গভীর ॥
 অগাধ নীরধি যেই, বহু গুণরাশি ।
 বাঁধা গেল রাগের হয়ে প্রতিবাসী ॥

ঠক্ ঠক্ শব্দ করি, ঘুরাতেছ মালা ।
 ভাবিয়াছ দেশের, যশের তুমি মালা ॥
 চাল নাই, খুঁটি নাই, নাই গুণ লেশ ।
 কেমনে হইবে শালা, বল না বিশেষ ॥
 ঠক্ ঠকে, ঠোঁকে যাণে, আয়ু ঘুরাইলে ।
 কি হইবে মিছামিছি, মালা ঘুরাইলে ॥
 হৃদয় পবিত্র নহে, কিসে রবে সুখে ।
 না বুঝিয়া পরগাম, হরিনাম মুখে ॥
 ফেরে ফেরে ফেরাতেছ, জোপে ফের ফের ।
 জান না কি এই ফেরে, কত আছে ফের ॥
 পড়ুক কাটের মালা, হাত থেকে খোসে ।
 জপরে মনের মালা, স্থির হয়ে বোসে ॥

কদিন বাঁচিবে, আর, কদিন বাঁচিবে ।
 এ ভাবে, কদিন আর, জীবন বাঁচিবে ॥

কদিন, ধরিবে আর দেহের এ বল ।
 কদিন, চলিবে আর, দেহের এ কল ॥
 কদিন, ইচ্ছিয়গণ রবে আর বশ ।
 কদিন, করিবে ভোগ, বিষয়ের রস ॥
 জীবন জীবন বিষ, স্থায়ী কতু নয় ।
 নিশ্বাসে বিশ্বাস নাও, কখন কি হয় ॥
 শত বর্ষ পরমায়ু, লিপি বিধাতার ।
 রজনী হরণ করে, অর্দ্ধভাগ তার ॥
 বাল্য রোগ, জরা, দুঃখ, বিষম অঞ্জাল ।
 বিফলে বিনাশ হয়, তার অর্দ্ধকাল ॥
 তথাপিও অবশিষ্ট, অপ্পকাল যাহা ।
 কলহ, দম্পতি-সুখে, নষ্ট হয় তাহা ॥
 তথাচাক্ষিৎকাল, বাকী যাহা রয় ।
 দলাদলি নিন্দাবাদে, করে তাহা ক্ষয় ॥
 অহরহ পাপপথে, চালে দেহ রথ ।
 ভ্রমেও ভাবেনা জীব, পরমার্থ পথ ॥
 গতকাল, পুন কিছু, আসিবে না আর ।
 আসিছে যে কাল, তাহা, স্থিত থাকে কার ॥
 বর্তমান কাল শুধু, হিতকর হয় ।
 করিতে উচিত যাহা, কর এ সময় ॥
 এসেছে অতিথিকাল, কর তার সেবা ।
 অতিথে বিমুখ হোয়ে, যশ পায় কেবা ॥
 আপনার হিত দেখ, বিহিত বুঝিয়া ।
 অতিথি বিদায় কর, স্নান করিয়া ॥
 কাল যত গত, তত, গত হয় আয়ু ।
 তথাচ না দূর হয়, মিছে আশা বায়ু ॥
 নিরাশা পরমসুখ, আশা ঘোর দুখ ।
 আশানদী পারে গেলে, পাবে কত সুখ ॥
 বিমল সন্তোষ ধাম, প্রাপ্ত হবে যদি ।
 পার হও মিছে আশা, কর্মনাশা নদী ॥

যৌবনের শোভা আর, ফুলের সৌরভ।
করোনা করোনা এই, ছয়ের গোরব ॥
যৌবনে রূপের ভাতি, ফুল সম হয়।
কিছুকাল শোভামাত্র, পরে নাহি যায় ॥
সম্পদের অভিমান, করোনারে মন।

পদে পদে বিপদের, হয় আগমন ॥
যে প্রকার বরষায়, নদী আর নদ।
সেবাপ নিশ্চয় জেনে, জীবের সম্পদ ॥
হিম্মাগমে জলের প্রবাহ হয় হ্রাস।
বিপদে ভেমনি করে, সম্পদ বিনাশ ॥
যদিও তোমার এই, সম্পদ রবেনা।
বিপদের পদ ভজ, বিপদ হবে না ॥

কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায়।
জীবন করিছ শেষ, খেলায় খেলায় ॥
আর কত ঘরিবে হে, মেলায় মেলায় ॥
এই বেলা পথ দেখ, বেলায় বেলায় ॥
ভুতে করে হাড় খুঁড়া, টেলায় টেলায়।
জাননা কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায় ॥

মুক্তি মুক্তি করি সদা, যত নারী নরে।
কথায় বসিয়ে হাট, কেনা বেচা করে ॥
কেহ বেচে, কেহ কেনে, কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাহি কান ॥
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কারো নাই।
কোথা মুক্তি, কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই ॥
প্রকৃতি প্রকৃতি গেলে আকৃতির নাশ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া, হয় অপ্রকাশ ॥

অবিনাশী আত্মা এক, সত্যাবেই রয়
বল তবে এ জগতে, মুক্তি কার হয় ॥

মান।

মনে যার প্রণয় পীুষ ভূমা আছে।
অভিমান ম্রিয়মান, হর তার কাছে ॥
দাহিলে প্রেমিক মন, বিচ্ছেদ দুর্জয়।
মানসে উপজে মান, মিলন সময় ॥
মুখের আলাপ নাই, নয়নে আলাপ।
কে কারে সাধিবে ঘটে, এই পরিতাপ ॥
বন্ধ হয়ে মনপক্ষী, মানের পিঞ্জরে।

অধিরত জ্ঞানহত, ছট্‌ফট্‌ করে ॥
স্বচর প্রণয় তরু, অপরাপ ঠাম।
ধরেছে স্কুল ভাষে, স্কুল যার নাম ॥
কিরাপে সে ফল বল, পাইবে অন্তর।
পিঞ্জর বাহরে সেই, ফল মনোহর ॥
হৃদয়েতে ক্রমে উঠে, প্রণয়ের শোক।
নয়নের জলে নিবে যার প্রেমালোক ॥
কিন্তু উভয়ের মনে, প্রণয়ের টান।
পুনর্বীর হৃতাশনে করে বলবান।
বসনেতে ঝাঁপিয়া, বদন শতদল ॥
গোপনেতে সঘরন, করে অশ্রুজল ॥
ছল ছল করে তবু, অভিমান ছলে।
শিশিরের শোভা যেন, শতদল দলে ॥
অথবা মুক্তা হার, পদ্ম রাগ পরে।
ঝকু ঝকু তকু তকু, কিবা শোভা করে ॥
তখন উভয় মন, নহে এক যত।
একজন মানভরে, অন্য জন নত ॥

নম্র হোয়ে ধরে প্রিয়, চরণ যুগল ।
 ভাতিকা জড়ায় যেন, তরুণর দল ॥
 কভু করে ধরে কভু, ধরে বিস্ময়ধর ।
 সাধনা করয়ে কত, বাড়য়ে আদর ॥
 “একি আর দেখি প্রাণ, হিতে বিপরীত ।
 অভিমানে অধোমুখ, সাধের পীরিত ॥
 অনুগত জনে কেন, এত অপমান ।
 অনাদর নাহি সহে, স্ত্রুথের পরাণ ॥
 অনুযোগ করো মোরে, তাহে ক্ষতি নাই ।
 অনালাপে হৃদয়েতে, বড় ব্যথা পাই ॥
 অনুক্ষণ অনুরক্ত, আমি হে তোমার ।
 অনুস্মৃতিতে কত, জ্বালাইবে আর ॥
 অনুমান করি তব, অনুরাগ নাই ।
 অনুপায় আমি ওহে, দোহ ই দোহাই ॥
 অনুচিত অনুগতে, এত অভিযোগ ।
 অনুদিন তব ভাবে, না হয় সন্তোষ ॥ ”
 এইরূপ সাধনায়, কোথা অনুরোধ ।
 মানির মনেতে নাহি, প্রবেশ প্রবেশ ॥
 পরিতপ্ত হয়ে প্রিয়, যত ভারে সাধে ।
 ততই বাড়িয়ে মানি, পরমাদ সাধে ॥

ঈশ্বর-স্তোত্র ।

চম্পকজ্বলঃ ।

দয়াময়, তোমা বিনা, আর কিছু, চাইনে ।
 আর কিছু চাইনে ॥

তব নাম স্মৃতি বিনা, আর কিছু খাইনে ।
 আর কিছু খাইনে ॥
 তব গুণ-গীত বিনা, অন্য গীত গাইনে ।
 অন্য গীত গাইনে ॥
 তব প্রেম-পথ বিনা, অন্য পথে বাইনে ।
 অন্য পথে বাইনে ॥
 তব প্রজ্ঞা-জল বিনা, অন্য জলে নাইনে ।
 অন্য জলে নাইনে ॥
 তব স্ত্রুথে স্মৃতি বিনা, কিছু স্মৃতি পাইনে ।
 কিছু স্মৃতি পাইনে ॥
 তব ভাব দিক ছেড়ে, কোন দিকে বাইনে ।
 কোন দিকে বাইনে ॥
 ওহে হরি, তোমা ছাড়া, কোন দিকে চাইনে ॥
 কোন দিকে চাইনে ॥
 চিরকাল খেটে মরি, নাহি পাই মাইনে ।
 নাহি পাই মাইনে ॥
 বিনা মূলে কিনে লবে, লিখেছ কি আইনে ।
 লিখেছ কি আইনে ?

লম্বু পয়ার ।

এ জগতে যত কিছু, সকলি অসার ।
 সকলের সার, তুমি, সকলের সার ॥
 দয়াময়, দয়া কর, দেখে দীনহীন ।
 তোমার অধীন, আমি তোমার অধীন ॥
 তোমার চরণ যেন, স্মরণ হে রয় ।
 মরণ সময়, নাথ, মরণ সময় ॥
 চরণে পরম গীত, রসনায় গায় ।
 ভুলিনে তোমার, যেন, ভুলিনে তোমার ॥
 স্ত্রুথে তব, নাম জব, হব তব পার ।
 কি ভয় আমার, বল, কি ভয় আমার ?

দিনান্তে যে তব নাম, অপে একবার ।
 বিপদ কি তার, নাথ, বিপদ কি তার ? ॥
 হৃদয়ে তোমার ভান, হইলে উদয় ।
 কিছু কিছু নয়, আর, কিছু কিছু নয় ॥
 কখন হওনা মম, অন্তর অন্তর ।
 জাগ, নিরন্তর, মনে, জাগ নিরন্তর ॥
 জ্ঞানরূপ অসি দিয়া, কাটো মোহপাশ ।
 অজ্ঞান বিনাশ কর, অজ্ঞান বিনাশ ॥
 মনাকাশে বোধ-লশী, করহ প্রকাশ ।
 এই অভিলাষ, করি, এই অভিলাষ ॥
 যতরূপ স্মৃতিভোগ, বিষয়ে বিধান ।
 করি তৃণজ্ঞান, সব, করি তৃণজ্ঞান ॥
 ধরণীর কোন ধনে, নাহি করি আশা ।
 তুমি ভালবাসা, হও, তুমি ভালবাসা ॥
 তোমায় না ভোঞ্জে, যদি, হয় স্মৃতিদয় ।
 স্মৃতি কভু নয়, সেতো, স্মৃতি কভু নয় ॥
 তোমার সাধনে হোলে, দুখের উদয় ।
 দুখ কভু নয়, সেতো, দুখ কভু নয় ॥
 তোমার সাধনা স্মৃতি, সেই স্মৃতি স্মৃতি ।
 আর সব দুখ, নাথ, আর সব দুখ ॥
 তব নাম-চাঁদের, অমৃত যেই খায় ।
 ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় তার, ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় ॥
 সে রসের আনন্দন, পেয়েছে যে জন ।
 সফল জীবন, তার, সফল জীবন ॥
 তারে, তারে, তারিয়াছে, পেয়েছে সে তার ।
 সকলি বেতার, তার, সকলি বেতার ॥
 চাঁদ ফেলে আছাড়িয়া, নাহি ছোঁয় ক্ষুধা ।
 যায় ভব ক্ষুধা তার, যায় ভব ক্ষুধা ॥
 ইহ, পরকালে তার, দুইকালে জয় ।
 সদা শিবময়, সেই, সদা শিবময় ॥

নিরানন্দ নিকটেতে, যেতে নাহি পারে ।
 সন্তোষ-সাগরে, ভাসে, সন্তোষ-সাগরে ॥
 কাননের তরুতল, নগর প্রধান ।
 সকল সমান, তার, সকল সমান ॥
 রোগ, শোক, জরা, দুখ যাতনা অপার ।
 কিছু নাই, তার, মনে, কিছু নাই তার ॥
 সদা কাল, সমভাব, সম্পদে বিপদে ।
 মতি তব পদে, শুধু, মতি তব পদে ॥
 সৃজন, কুজনে নাই, তুষ্টি আর খেদ ।
 আত্ম পর, ভেদ নাই, আত্ম পর ভেদ ॥
 সেক্ষপ বিমলভাব, ওহে বিশ্বসার ।
 কবে পাব আর, আমি, কবে পাব আর ॥
 ভ্রমের বাড়ীয়ে ভ্রম, ভ্রমি এই ভবে ।
 আমার কি হবে, নাথ, আমার কি হবে ?
 আমারে অভ্রম যদি, কর এই ভবে ।
 অভ্রম কি হবে, তার, অভ্রম কি হবে ॥
 ভ্রমে ভ্রমে, মন সদা, নাহি জানে ক্রম ।
 হর তার ভ্রম, হর, হর তার ভ্রম ॥
 আমায় কৃতার্থ কর, কল্যাণ করিয়া ।
 নিজ জ্ঞান দিয়া, বিভূ, নিজ জ্ঞান দিয়া ॥
 আমি, আমি, আমার, আমার সমুদয় ।
 না করিতে হয় যেন, না করিতে হয় ॥
 যখন যে ভাবে আমি, যেখানেতে থাকি ।
 তোমাতেই ডাকি, শুধু, তোমাতেই ডাকি ॥
 অন্তর বাহির আর, কেন রাখ ভেদ ।
 দূর কর খেদ, সব, দূর কর খেদ ॥
 করিবে হে, তব প্রেম, বারি বরিশণ ।
 হেরিয়া নয়ন, রূপ, হেরিয়া নয়ন ॥
 মরমে উদয় হোক, পরম প্রবোধ ।
 আমি আমি বোধ, যাক, আমি আমি বোধ ॥

আমায় কুরে না কেহ, আমার আমার ।
হইব তোমার, শুধু, হইব তোমার ॥

সংগীত ।

রাগিণী ললিত ।

তাল আড়া ।

কি হবে, কি হবে, ভবে, কি হবে আমার হে,
কত দিনে পাব আমি, প্রবোধ কুমার হে ॥
এসে এই মারাপুরে, অন্ধকারে গরি ঘুরে,
এখনো গেলনা দূরে, ত্রিতাপ আঁধার হে ॥
পরম প্রণয় ধরি, বৃথা স্মৃতি পরিহরি,
রসনায় হরি হরি কবে কবে আর হে ॥
পরমেশ পরাংপর, পতিতে পবিত্র কর,
পতিত পাবন নাম, শুনেছি তোমার হে ॥
জ্ঞানারূপ অহুদিত, হৃদিপদ্ম সমুদিত,
মোহমেঘে আচ্ছাদিত, অখিল সংসার হে ॥
পাইয়া অনিত্য দেহ, নিতান্দ্রে করে স্নেহ,
আপন স্বরূপ কেহ, না করে বিচার হে ॥
মন নহে মনোমত, কত ভাবে ভাবে কত,
অবিরত হেরি যত, মায়াবি বিকার হে ॥
দিকলে বিগত কাল, নিকট হোতেছে কাল,
না হইল ক্ষণকাল, স্মৃতির সঞ্চার হে ॥
যেজন যেভাবে ভাবে, স্বভাব না পায় ভাবে,
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে, ভাবনা অপার হে ॥
স্বরূপ স্বভাব মতে ভ্রমিলে ভাবনা পথে,
দেখা যায় এজগতে, সকলি অসার হে ॥
ভুতময় যত হয়, কিছু তার সার নয়,
সদানন্দ শিবময়, তুমি মাত্র সার হে ॥
কেহ নাই তব সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মানস মন্দিরে মম, করহ বিহার হে ॥

সব ভাবে অপরূপ, বিরূপ কিরূপ রূপ,
স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে ॥
মনোময় রূপ দেখে, অন্তরে বাহিরে রেখে,
নিরন্তর ঢেকে রেখে, নয়নের দ্বার হে ॥
সকলে তোমায় কয়, নিরাকার নিরাময়,
আমি দেখি মনোময়, তোমার আকার হে ॥
কতরূপ কতরূপ দেখিতেছি বতরূপ,
তাবতেই তবরূপ রোয়েছে প্রচার হে ॥
দেখে এই তবরূপ, না দেখে যে তব রূপ,
হায় একি অপরূপ, বৃথা জন্ম তার হে ॥
অচল সচল চয়, রূপ শোভা যত হয়,
সকলেরি দয়াময়, তুমি মূলধার হে ॥
তোমার বিভাস তায়, যদি না প্রকাশ পায়,
একে একে সমুদায়, হয় অন্ধকার হে ॥
কেমন মনের ভুল, জীব সব বুঝে স্থূল,
তব মূল, তব মূল, বোধ আছে কার হে ?
না চিনিয়া আপনায়, তোমার চিনিতে চায়,
সাঁতারে কি হওয়া বার, পারাবার পার হে ॥
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ভার ধরিলাম,
কিছুই না করিলাম, নিজ উপকার হে ॥
ভয় করি পর-ক্রোধ, অনুরোধ উপরোধ,
জনমের পরিশোধ, হইল এবার হে ॥
আমি দ্বিজ, আমি মুচি, আমি পাপী, আমি শুচি,
এ অরুচি, এই রুচি, দেশ ব্যবহার হে ॥
মতে মতে দিয়া মত, সময় হইল গত,
এখনো রাখিব কত, পাপ দেশাচার হে ॥
কেবা বিপ্র, কেবা মুচি, কে অশুচি কেবা শুচি,
দেখিতেছি মিছামিছি, এ সব বাপার হে ॥
বৃথা করি পরিশ্রম, তোমার রূপার ক্রম,
বিনা এই ঘোর ভ্রম, হবে না সংহার হে ॥

অবিদ্যার ঘোর জোর, রজনী না হয় ভোর,
 কেবল করিতে সোর, চোর অহঙ্কার হে ॥
 যত দিন শত্রু সবে, প্রবল হইয়া রবে,
 ততদিন এই ভবে, না দেখি নিস্তার হে ॥
 বপুসে রিপুদল, প্রকাশ করিছে বল,
 ক্রমে সেই দলবল, হতেছে বিস্তার হে ॥
 থাকিতে সরল সোজা, না হইল সার বোঝা,
 ক্রমেই ভ্রমের বোঝা, হইতেছে ভার হে ॥
 এ ভার বিষম ভারি, আমি নিজে নই ভারি,
 এ নহে তোমার ভারি, হর এই ভারি হে ॥
 ভারি হয়ে ভার ধর, ভারি ভার হর হর,
 গুণাকর কর কর, আশার সুসার হে ॥
 কৃপাকর কৃপারামি, অবদ্যার বল নাশি,
 করুক বিবেক আসি, দেহ অধিকার হে ॥
 একপ হইলে তবে, আর কি হে ভয় রবে,
 বিরাগ আসিয়া হলে, অজুচর তার হে ॥
 বিবেকের অবয়ব, দেখে হলে পরাভব,
 ছেড়ে যাবে শত্রু সব, মনে আগার হে ॥
 রাগ ঘেস নাহি রবে, আশার মানস তবে,
 সহজে পবিত্র হবে, হবে পরিকার হে ॥
 হইলে ধর্মের জয়, সমুদয় শুভময়,
 বিপন্নের যত ভয়, হবে ছারখার হে ॥
 আগায় দেখিয়া দীন, এমন সুদিন, দিন,
 তবে জানি ভক্তাধীন, করুণা অপার হে ॥
 গত যত হয় ভাগী, ততই ভাবেতে ভাগি,
 সেরূপ ভাবেত ভাগী, কবে হব আর হে ॥
 গুপ্ত কথা নাহি কোয়ে, হাসিতেছ গুপ্ত রোয়ে,
 আমি কেন গুপ্ত হোয়ে, ভুগি কারাগার হে ॥
 দিয়েছ ঈশ্বর নাম, না দিলে ঈশ্বর ধাম,
 ঈশ্বর তোমার নাম, করিয়াছি সার হে ॥

কি করিব নাম নিয়', তুঘিলেনা ধাম দিয়',
 নামে ধামে এক করা, বিহিত বিচার হে ॥
 বিবেচনা সুখালয়, ক্রিয়া সব শুভময়,
 সকলেই যেন কর, ঈশ্বর তোমার হে ॥

পর্যায় ।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা ।
 দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা ॥
 আকাশের অকস্মাৎ, আর এক ভাব ।
 হয় দৃষ্ট নয় সৃষ্ট, সুখদ স্বভাব ॥
 তরুণ তপন হবে, তরল তামস ।
 লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস ॥
 ক্রমে ক্রমে সে ভাবে, হয় ভাবান্তর ।
 ধরতর করকর, হনুদিবাকর ॥
 ক্রমেতে, ক্রমের প্রাস, পশ্চিমেতে গতি ।
 দিন যত গত, তত, দীন, দিনপতি ॥
 পরিশেষ পুনর্বার, ঘোর তাককার ।
 প্রণাম তোমার, প্রভু, প্রণাম আমার ॥
 এখনি অজান করি, এখনি সাধারণ ।
 তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ॥
 এই দেখি, এই আছে, এই নাই, আর ।
 প্রণাম তোমার, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

প্রফুল্লিত কত কুল, বন উপবনে ।
 শত শত শতদল, শোভা করে বনে ॥
 কুসুমের বাস ছেড়ে, কুসুমের বাস ।
 বায়ু ভরে, এসে কবে, নাসিকায় বাস ॥
 মধুভরে টগটল, চলচল বাপ ।
 আশ্র ভরা, হাস্য তাপ, দৃশ্য অপকপ ॥

মাজে মাজে, যত দিচ্ছ, নিজ নিজ দলে ।
 রস আর, যশ গায়, বোসে পুষ্পদলে ॥
 শরীর পতন করে, ধন্য তার ক্রিয়া ।
 বাঁচায় অসংখ্য জীব, মকরন্দ দিয়া ॥
 ক্ষণ পরে, সেই শোভা, নাহি থাকে তার ।
 প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥
 এখন সৃজন করি, এখনি সংহার ।
 তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?
 এই দেখি, এই আছে, এই নাই, আর ।
 প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

নয়নেতে হেরি এই, বিকল্প আভাস ।
 স্নেহময়, সন্দেহ, অমল অঁকাশ ॥
 পূন দেখি, নব নব, অসম্ভব সব ।
 শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ ॥
 আর বার, দেখি তার, নাহি সেটরূপ ।
 সজল জলদজালে, জগৎ বিকল্প ॥
 নয়নেরে লজ্জা দেয়, অন্ধকার রাশি ।
 তাই দেখে, মাজে মাজে, চলার হাসি ॥
 সে সময়, মনে মনে, ভাবি এই ভাব ।
 স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব ॥
 ক্ষণ পরে, চেয়ে দেখি, সকলি িকার ।
 প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥
 এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার ।
 তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?
 এই দেখি, এই আছে, এই নাই, আর ।
 প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

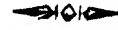
এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব ।
 এই রূপ, এই রস, এই আছে, রব ॥

এই হস্ত, এই পদ, এই আছে, সব ।
 এই এই, আর নেই, পরে এই শব ॥
 এই ভ্রাতা, এই পুত্র, এই পরিবার ।
 এই হাস্য, এই সুখ এই চাহ'কার ॥
 এই ভাব, এই ভক্তি, এই বিলোকন ।
 এই চিন্তা, এই শক্তি, এই বুদ্ধি, মন ॥
 এই মেগা, এই যত্ন, এই অনুমান ।
 এই তুগি, এই আগি, এই অভিমান ।
 ক্ষণ পরে, আমি কোথা, কেবা আর কার ?
 প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥
 এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার ।
 তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য কার ?
 এই দেখি, এই আছে, এই নাই, আর ।
 প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

যর নাম, দাতারাম, খরি হে'রণে ।
 দরাকর, দয়া কর, দীনহীন জনে ॥
 কালের নির্দোষ, আমি, নাচি করি ভয় ।
 ভিতরের গ্রীষ্ম যত, সব কব ক্ষয় ॥
 তাপেতে দাঁহছে দেহ, রহেনা রহেনা ।
 সতেনা, সহেনা, আর, যাতনা সহেন ॥
 অহঙ্কার, দিবাকর, খর কর ধবে ।
 অভিমান অনিষ্ট, অনল বৃষ্টি করে ॥
 আশারূপ ঘূর্ণাব'তে, ঘোর অন্ধকার ।
 দেখিতে না পাই কিছু, করি হাহাকার ॥
 কর্মভোগ ধূলি উড়ে, অন্ধ কোরে রাখে ।
 ক্ষণেকে প্রলয় করি, দিক সব ঢাকে ॥
 ধনতৃষা, নহে কৃশা, সদাই প্রবল ।
 মানস-চাতক ডাকে, দে জল, দে জল ॥

জোভি রূপ ঘন, ঘন, করিছে গজ্জ্বল ।
 নিরন্তর চেয়ে আছে, তাহার বদন ॥
 মাঝে মাঝে ক্রোধ রূপ, বজ্রনাদ হয় ।
 শুনে রব, হই শব, জীবন সংশয় ॥
 কামনার অনল, প্রবল হোয়ে জ্বলে ।
 সে অনল, শীতল, না হয় কোন জলে ॥
 বল আর, কিপ্রকার, রাখিব জীবন ।
 পিপাশায়, ছাতি ফাটে, না পাই জীবন ॥
 দয়া-নদী শুখায়েছে, বেগ নাই আর ।
 মোহরূপ, পাঁকে ভরা, কলেবর তার ॥
 সাধ্য কার, তাহার, উপর করে গতি ।
 পদার্পণ করিলে, অমনি অধোগতি ॥
 কোথা হে, অনাথনাথ, করুণানিধান ।
 তোমা বিনা, এ শব্দটে, কে করিবে গ্রাণ ॥
 অন্তর তো নও, তুমি, অন্তরেই রও ।
 কি দোষ দেখিয়া তবে, সদয় না হও ?
 ভাবনায় ভগবান, তুমি গুণাকর ।
 গুণের সাগর হোয়ে, গুণ তার ধর ॥
 হর হর পাপ তাপ, এ বাতনা হর ।
 দয়াময় ! দাসের, ছদ্দশা দূর কর ॥
 অনুগত অকিঞ্চন, অনুতাপে মরে ।
 কিঞ্চৎ করুণা কর, কাতর কিঙ্করে ॥
 করুণা-বরুণালয়, তুমি কৃপাময় ।
 এ বিপদে বারি দান, সুবিহিত হয় ॥
 হরি হে, গগনরূপ, হৃদয়ে আমার ।
 করহ বিবেকরূপ, বরষা সঞ্চার ॥
 অনিরত জ্ঞানবারি, করি বরিষণ ।
 অন্তরে করিয়া দাও, বরষা আবণ ॥
 স্বধার স্বধার মত, পড়িবে হে নীর ।
 একেবারে জুড়াইবে, অন্তর বাহির ॥

পাপ তাপ নিদাঘের, দায় এড়াইয়া ।
 লইব তোমার নাম, শীতল হইয়া ॥
 আর না রহিবে দেহে, কোনরূপ ভয় ।
 সুখেতে করিব গান, “জগদীশ জয়,” ॥



১২৬০ সালের বিদায় ।

তোমার সময় সঞ্চ, হয় অবগান ।
 আর নাহি ক্ষণকাল, হবে অবস্থান ॥
 এখনি খুঁজিয়া লহ, আপনার স্থান ।
 খাইয়া মাছের মুড়ি, করহ প্রস্থান ॥
 প্রকাশ হইলে দিন, মৌন যাবে মারা ।
 তুমিও তাহার সহ, হইবে হে সারা ॥
 যতক্ষণ আছে চাঁদ, গগনমণ্ডলে ।
 যতক্ষণ তারাগণ, বিকিধিকি জ্বলে ॥
 যতক্ষণ কুণ্ডিনী, থাকিয়া প্রকাশ ।
 বিতরণ করিবেক, আপন সুবাস ॥
 যতক্ষণ প্রকাশিত, না হবে ময়ূখ ।
 যতক্ষণ কমলিনী, না তুলিবে মুখ ॥
 যতক্ষণ কোকিল, প্রভাতী নাহি গায় ।
 ততক্ষণ দেখা শুনা, তোমার আশায় ॥
 দিনের প্রবেশ হোলে, নীনের বিনাশ ।
 অকস্মাৎ ভেড়া এসে, চোরে খাবে ঘাস ॥
 তখন তোমার আর, না থাকিবে ভাগ ।
 ঈশ্বর দর্শন পক্ষে, চাঁদের সংযোগ ॥
 যাও যাও যাও তুমি, লয়ে পরিবার ।
 ষাট্ ষাট্, ষাট্, ষাট্, বলিব না আর ॥
 ওহে কাল, আর কেন, কালবেশ ধর ?
 মহাকালে মিশাইয়া, কাল গিয়া হর ॥
 যে তোমার দোষ গুণ, তুলিব না মোলে ।
 সগয়ে করিব গান, “পুরাতন, বোলে ॥

এইকপু কত বর্ষ, তোমার মতন ।
 ঘুরে ছিল ঝাশিচক্রে, হইয়া নূতন ॥
 সবাই হয়েছে গত, তুমি ছিলে বাঁকি ।
 এখনি ঘুমাবে তুমি, মৃদে ছুই আঁখি ॥
 সালেতে পড়িলে শূন্য, হয় সর্বনাশ ।
 উপমা রয়েছে তার, চল্লিশ, পঞ্চাশ ॥
 পঞ্চাশের 'ঙলাউঠা', নষ্ট করে দেশ ।
 চল্লিশেতে ডুবে যায়, দক্ষিণ প্রদেশ ॥
 গ্রামে আর লোকজন, কেহ না রহিল ।
 একেবারে ঘরবাড়ী, উড়াই হইল ॥
 মারা গেল, শিশুরের, বাবু জমীদার ।
 বিকুলো মণ্ডলঘাট, জমীদার তাঁর ॥
 বিশেষতঃ তিরিশ সালের বিবরণ ।
 মনে হোলে, 'হৃৎকম্প', হয় প্রতিকৃণ ॥
 এই বাঙ্গালার আছে, যতক বাঙ্গাল ।
 একেবারে হইয়াছে, সবাই কাঙ্গাল ॥
 নীরাকারে নিরাকার, সমুদয় স্থলে ।
 ভারতের সব ভূমি, ভেসেছিল জলে ॥
 উঠেছিল নাগ, নর, সব এক গাছে ।
 সেকেলে 'মগাই জ্বর', আজো মনে আছে ॥
 কাহারো শরীরে আর, ছিলনাকো সাড় ।
 হাড়ে হাড়ে, খুড়েছিল, ভেঙেছিল ঘাড় ॥
 তোমাতে দেখিয়া 'শূন্য', হোয়েছিল ভয় ।
 প্রতিদিন ভাবিতাম, কি হয় কি হয় ॥
 তুমি 'ষাট', কর নাই, সেপ্রকার ঘাট ।
 প্রণার কল্যাণ হেতু, কিছু ছিল আঁট ॥
 অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, আর ।
 হয় নাই (এ বছর,) সেক্রপ প্রকার ॥
 ভালরূপে জন্মেছিল, শস্য সব দিশ ।
 কেবল দামেতে চড়া, সোর্ষে আর তিণি ॥

আলোর বিষয়ে ভাল, হয় নাই হিঁচাঁ
 তেলের সমান দর, ঘূতের সহিত ॥
 মটর, কলাই, মুগ, ছোলা, যব, গম ।
 কোনরূপে কোন খানে হয় নাই কম ॥
 পটল, বেগুন, আলু, সিম, কচু, দাটী ।
 হয় নাই আঁটা দর, সব ছিল ঘাটী ॥
 আহারের এত স্নেহ, আর নাহি হবে ।
 পেট ভোরে মধুকল, খেয়েছিল সব ॥
 এ সকল উপকার, ভুলিব না মনে ।
 এখনো খেতেছি আঁব, তোমার কল্যাণে ॥
 তুমি দিয়ে গেলে গাছে, ভাল আঁব কাঁচা ।
 ভারি দায়, নূতনের, হাতে তার বাঁচা ॥
 কাছে দেখি, গাছে দেখি, মনে ভয় আছে ।
 আসিয়া 'নূতন সাল', সাল হয় পাছে ॥
 আঁব দেখে ভাব উঠে, প্রাণ কাঁপে ডরে ।
 পবন (যবন ব্যাটা), কি জানি, কি করে ॥
 রাবণের গধুবন, ভাঙিলেন যিনি ।
 বেঁধে দল, কচি ফল, খান সব তিনি ॥
 হার হায়, কব কায়, ভেবে হই হাবা ।
 একা তাঁরে রক্ষা নাই, বায়ু তাঁর বাবা ॥
 গলে আঁটি বেধেছিল, অশোকের বনে ।
 বানরের সেই কথা, আজো আছে মনে ॥
 পাকার নিকটে ভয়ে, নাহি যান বাছা ।
 রাগ কোরে, পাঁতা ফুল, কেশী, খান কাঁচা ॥
 ছেলে ব্যাটা, ঘোর চাঁটা, করে এইপাপ্ ।
 পাকিতে না দেয় ফের, বুড়ো তার বাপ্ ॥
 দোহাই "অঞ্জনা দেবী", দোহাই তোমার ।
 গঞ্জনার ভাগী হবে, হোলে অভ্যাচার ॥
 তোমার ছেলের হাত, এড়ানো গিয়াছে ।
 সাধের সোণার আঁবে, আঁটি ধরিয়াছে ॥

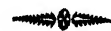
স্বপ্নিতে না মুখ ফুটে, তোমার যে, তিনি ।
 করিয়া বিচিত্র গতি, ঘুরিছেন যিনি ॥
 শাখায় না চড়ে যেন, নামাও নামাও ।
 থামাও থামাও তাঁরে, থামাও থামাও ॥
 কিন্তু যেন বেঁধনাকো, হৃদয়েতে রেখে ।
 নিয়ত চরাও তাঁরে, কাছে কাছে থেখে ॥
 তিনি যদি “মন্দ,, হন, মন্দ তবে নয় ।
 মন্দ হোলে, জগতের, কত ভাল হয় ॥
 বা হোক, তা হোক, যাট, যা হয়, তা হয় ।
 তোমারে তোমার গুণ, বলা ভাল নয় ॥
 দুই এক বিষয়েতে, যে কোরেছ হানি ।
 আমি ভারে দোষ বোলে, কখনো না মানি ॥
 সে দোষে কে দোষে বল, এত যার গুণ ।
 ছষুক বিলিতি লোক, রণে হোরে খুন ॥
 বলাবলি করে সব, এরাপ প্রকার ।
 “কোম্পানি না পেতো যদি নুতন চাটীর ॥
 কুইনের অধীনে, থাকিলে অধিকার ।
 ভারতের হইত, অশেষ উপকার ॥,,
 কি জানি, কি হোতো ভায়, কে বলিতে পারে ।
 এ কারণে, একারণ, দুষ্মনে তোমারে ॥
 খুঁড়িতে খুঁড়িতে কেঁচো, যদি উঠে সাপ্ ।
 তবেই প্রাণের দফা, একেবারে সাপ্ ॥
 কহিলাম যতগুণ, মিছা সব হয় ।
 করিলে কি সৰ্ব্বনাশ, গমন সময় ॥
 তিন দিন বড় করি, বঙ্গদেশ খেবে ।
 ব গানের যত আঁব, সব দিলে সেরে ॥
 একেবারে উঠাইয়া, ভারতের ভাত ।
 বজ্রাঘাতে করিয়াছ, মানুষ নিপাত ॥
 শিবনারায়ণ ঘোষ বাবু গুণরশি ।
 হইলেন পুণ্যকলে, গঙ্গাতীরবাসী ॥

এক দিনে কি বিপদ, করিয়াছ তাঁর ।
 গরুহত্যা নারীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা আর ॥
 ঘোড়াসাঁকো সিংহপুর, করি অজ্ঞকার ।
 হরিলে হরিশ ঘন, সৰ্ব্বগুণধার ॥
 তাঁহার অভাবে সব, মরিতেছে দুখে ।
 হাহাকার উঠিয়াছে, সকলের মুখে ॥
 আপনি বিদায় হোন্ করি নমস্কার ।
 সভায় করিব পাঠ, কুলজী তোমার ॥



১২৬১ সালের রাজ্যাভিষেক ।

এসো এসো, একষাট, নববর্ষরাজ ।
 তোমার কারণে আজি, কোরেছি সমাজ ॥
 বোসো বোসো সিংহাসনে, ধর্ম অবতার ।
 প্রজার গালক হোয়ে, কর সুবিচার ॥
 করি এই নিবেদন, করিয়া প্রণতি ।
 অনুল হও নাথ, ভারতের প্রতি ॥
 অদ্য তব অভিষেক, মঙ্গলের তরে ।
 কতরূপ শুভাচার, প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 দ্বারেতে কদমী তরু, কুসুমের হার ।
 পূর্ণঘণ্টে আগ্রশাখা, করিছে বিহার ॥
 আনন্দের বোলাহল, করি সব নরে ।
 জলছত্র ছাড়াছত্র, সুখে দিন করে ॥
 কাড়িয়া নুতন খাতা করিয়া প্রণাম ।
 প্রথমেই লিখিয়াছে, আপনার নাম ॥
 আমাদের সুখ দুখ, মান অপমান ।
 ভৌতিক সম্পদ এই, দেহ, আর প্রাণ ॥
 যা করিবে, তা হইবে, শুন গুণাকর ।
 সকলি নির্ভর হোলো, তোমার উপর ॥
 অনুল হও তুমি, এই ভিক্ষা চাই ।
 কোরোনা অশিব কিছু, দোহাই দোহাই ॥



কবিতাবলী ।

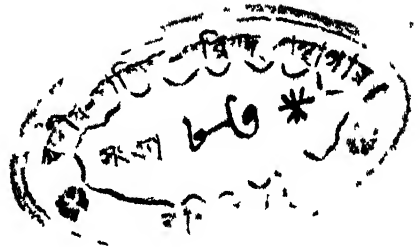
— :: —

মহাকবি

মহাত্মা দ্বৈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের
রচিত কবিতার
সার সংগ্রহ

— :: —

অষ্টম সংখ্যা ।



কলিকাতা ।

প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত ।

সন ১২৮১ সাল ।

শীতকালে কবি নৌকারোহণ পূর্বক

গঙ্গাপথে পশ্চিম প্রদেশ

গমন করিতে করিতে

নিম্নলিখিত কবিতাটী

রচনা করেন ।

ত্রিপদী ।

অমণের অখ কত, নিগত নিষাদ যত,
অবিরত স্থখে রত গন ।

হেরি সব নব ন', কত কন, হত রব,
পরাভব মুখের বচন ॥

এক ভাব অহর', দেখা হয় যার সহ,
সহোদর সম সেই জন ।

কিছুমাত্র নাহি খেদ, কিছুমাত্র নাহি ভেদ,
অভেদ ভাবেতে আলাপন ॥

আদ্ সিদ্ধ করি পাক, উদরেতে পরিপাক,
ক্ষুধানল তখনি নির্বাপন ।

ভাল-মন্দ ভেদ নাই, বাহা পাই তাহা খাই,
লাগে ছাই তমুত সমান ॥

রোগীর নাথাকে রোগ, ভোগীর দ্বিগুণ ভোগ,
যোগীর যোগেতে মন লয় ।

বিধাতার চারু সৃষ্টি, চারিদিকে করি দৃষ্টি,
অখরূপ বারি বৃষ্টি হয় ॥

একেভো গঙ্গাব শে'ভা, অতিশয় মনোলে'ভ
ত্রিভুবনে তুল্য তর নাই ।

তাহে অতি প্রিয়তর, নয়ন সন্তোষকর,
মনোহর চর টাঁই টাঁই ।

স্থানে স্থানে কত কত, গঙ্গা নদী শত শত,
পরিণত গঙ্গার তরনে ।

গোধ হয় তারা স', কল কল করি র',
পুলকিত প্রেম আলাপনে ॥

নদী নদে যোগ যোগ, অপকপ ভাব তথা,
শে কণা ক'হন কারে আর ?

যে জন ভাবুক হয়, সেই তার ভাব লয়,
দেখে সেই চক্ষু আছে যার ॥

স্বভাবের ভাল ধ'র', এক টাঁই দুই ধ'র',
প্রভেদ প্রভেদ তার তার ।

এক দিকে কৃষ্ণাংশা, স্থিররূপে যায় দেখা,
যেঁতেরেখা অন্য দিক তর ॥

হয়েছে একত্র যোগ, ফলত বিভিন্ন ভোগ,
ভিন্ন গুণ ধবে দুই জল ।

এক জল যেন দুখা, পান মা'ত্রে পাড়ে দুখা,
স্বভাবত অত 'মর-ল ॥

নানা জাতি নানা জন, বিশেষত মহাজন,
তরিবোগ নানা গণে যায় ।

ভাঁটি যায় ঢলে ঢলে, কেহনী উচ্চ ন চলে,
যেখানে যাহার মন চায় ॥

গোলা গজ হাটে হাটে, বাটে বাটে নাঠে নাঠে,
নানা জাতি দ্রব্য সমুদয় ।

নাহি অন্য আলাপন, নিরূপণ করি পণ,
দিয়া ধনী কেনা বে ১ হু ॥

সম্বোধন অবধান, পরস্পর সাবধান,
ব্যবধান হাটের ভিতর ।

বুকে সব নিজ ফল, ফলেতে লাভের তুল,
তুল নাই ফলের উপর ॥

কেহ যার কার্যস্থলে, কেহ বা অমণ ফলে,
কেহ করে তীর্থ পথটন ।

গতি বটে সবাঁকার, সেইরূপ সুখ তার,
যাহার যেমন আশ্বাসন ॥

সমস্ত দিবস ভরি, সাহসে চালাই তরি,
স্থিতি করি সর্বদা সময়।

কোথা গ্রাম কোথা হাট, কোথা বন কোথা মাঠ,
কিছুমাত্র নিৰাপিত নয় ॥

দশখানা এক ঠাঁই, তাহে কিছু ভয় নাই,
নিদ্রা যাই অভয় অন্তর।

বত কণ জাগরণ, হাসি খুসি ততক্ষণ,
সুখে মন থাকে নিরন্তর ॥

স্থান বখা ভাল নয়, তথা হয় মনে ভয়,
দৃষ্টি পাইছে লয় খন।

নিদ্রাযোগ পরিতরি, জপ করি হরিহরি
বিভাবরী করি জাগরণ ॥

স্থির করি দুই তারা, দৃষ্টি করি সপ্ততারা,
কারো মুখে তারা তারা রব।

নিশি যাবে কতক্ষণ, নিরীক্ষণ প্রতিক্ষণ,
প্রতীক্ষণ করে তাই সব ॥

বৃক্ষেতে নিহত হয়, দেব দিবা পরিচয়,
ললিত ভৈরবে পরি তান।

ঈষৎ রক্তিন রেখা, পূৰ্বদিকে যায় দেখা,
পুলকে পুরিত হয় প্রাণ ॥

হেরে প্রভাতের মুখ, বিগত বিপুল দুখ,
নব সুখ হৃদয়ে উদয়।

নৌকাবাসী যত নরে, বিশ্বকর বিশ্বেশ্বরে,
ভক্তিতেই স্মরে সমুদয় ॥

পুবেল বাকাল জীব, বৈবদী, ববানী তিব,
অরিবোল অরিবোল অরে,।

হাত সব দেড়ে চাচা, দাড়ি ধুয়ে খুলে কাচা,
‘মাল্লা, বোলে ডাকে উচ্চ স্বরে ॥

শুনিয়া সে সব ধ্বনি, অন্তরে আছাদ গনি,
দিনমণি করি দরশন।’

অপকূপ আভা তার, তরুণ কিরণ হার,
জলে জ্বলে লোহিত বরণ ॥

হেরি এই অপকূপ, মনে ভাবি এইরূপ,
করিয়া জাহ্নবী জলপান।

গরিভৃঙ্গ প্রভাকর, বিস্তার করিয়া কর,
শূন্য হতে স্বর্ণ করে দান ॥

কুআশা বদাপি হয়, তমোময় সমুদয়,
দৃষ্ট নাহি হয় জলস্থল।

যেদিকে গিরিয়া চাই, কিছু না দেখিতে পাই,
অক্ষকরে আবৃত সকল ॥

আসিয়াছে দিনমান, কেবা করে অনুমান,
মিহমান নিজে দিনকর।

জলস্থল একাক'ব, ভেদ বোধ নাহি আর,
ধুম্রাকার তিমির নিকর ॥

শিশিরের ঘোর ধূম, জল হতে উঠে ধূম,
উর্দ্ধভাগে উঠিতে না পায়।

ঘন ঘন থবে থবে, গঙ্গার গর্ভের পরে,
বায়ুভরে খেলিয়া বেড়ায় ॥

খেচর না চরে চরে, আঁখি মুদে বৃক্ষ পরে,
মাঝে মাঝে করে নিজ স্বর।

তাহে পাই উপদেশ, রজনী হইল শেষ,
প্রাচীতে উদয় প্রভাকর ॥

একেবারে গতি রোধ, দূরে গেল দূর বোধ,
মহা জম মরীচিকা প্রায়।

উষার তুমার বৃষ্টি, দূরে গেল দূর দৃষ্টি,
আপা'রে দেখিতে না পাই ॥

তরঙ্গের অঙ্গ পরে, নীহার বিহার করে,
স্রোতবেগে লিকুপথে যায়।

নাহি তার অঙ্গরূপ, যুদ্ধস্থানি টুপ টুপ
 'অঙ্গরূপ রূপ হয় তায় ॥
 নয়নের পরতৃপ্ত, রবির কিঞ্চিৎ দীপ্তি,
 জলে যদি জ্বলে সেই কালে।
 তাহে নোধ হয় হেন, চঞ্চলা চণলা যেন,
 বিভূষিত রজতের জালে ॥
 ভূতের অদ্ভুত খেলা, ক্রমে যত হয় বেলা,
 ভালা ভালা ঐশিক ব্যাপার।
 ক্রমে তার যায় ক্রম, জাগকের যায় জগ,
 অঙ্গপথে যুক্ত পুনর্বার ॥
 অরুণ উদয় কালে, ছুটে যায় পালে পালে,
 দাঁড়ি মাজি আর আর যত।
 প্রভাতের কর্ম সারি, উঠে সব সারি সারি,
 নিজ নিজ কর্মে হয় রত ॥
 হাঁক ডাক জোর জ্বল করে কত শোরশার,
 লেগে যায় মহা গগুগোল।
 স্বজি তুলে খুলে তরি, “বদর বদর হরি,
 “গঙ্গার পীরিতে হরিনোল,, ॥
 ভাঁটিপথে যায় যত, তাদের উল্লাস কত,
 কপি হেঁকে পালি আকর্ষণ।
 কপি মূর্ত্তি নিরখিয়া, পিতৃ স্নেহ প্রকাশিয়া,
 অনুকূল আপনি পবন ॥
 ক্যালে দাঁড় বঝে বাক, ঘোর হাঁক জোর ডাক
 গৌপে পাক সন্তোষ হৃদয়।
 একে পালি, তাহে ভাঁটি, দুইদিকে পরিপাটী
 শীতকাল তাদের সদয় ॥
 গোড়েনে গোড়েনে উঠে নীরকেটে তীর ছুটে,
 নিমিষেতে চক্ষু ছাড় হয়।
 কলের জাহাজ সব, মিছামিছ করে রব,
 তার কাছে কোথা পড়ে রয় ॥

যায় উজানের যান, যায় উজানীর জান,
 প্রতিকূল অঙ্গনার পতি।
 নিগুণ সহজে গুণ, তার পেটে যত গুণ,
 সেই গুণে অতি যত্নগতি ॥
 জলে তরি অম্প নীরে, ধীরে ধীরে তীরে তীরে,
 বাড়িয়াছে বিষম বিপদ।
 কি কব তাহার গতি, যেন সতী গর্ভবতী,
 চোলে যেতে চোলে পড়ে পদ ॥
 স্থানে স্থানে পাক জল, ছাড়ে ডাক কল কল,
 বল করি বেগে দেয় মোড়া।
 উজানীরা সেইখানে, নাহি আর বাঁচে প্রাণে,
 গোধের উপরে বিষফোড়া ॥
 লহরী আসিছে আড়ে, গুণ বায় উচ্চ পাড়ে,
 ঘাড়ে বল করি দেয় টান।
 অতি জোর একট না, কি করিবে গুণটানা,
 টানাটানি কোরে যায় প্রাণ ॥
 কাটিতে জলের টান, সটানে মারিছে টান,
 তবু নাহি আধ হাত নড়ে।
 কণমাত্রে হয় খুন, তখাচ না ছাড়ে গুণ,
 হাঁটিতে হোঁছোট্ খেয়ে পড়ে ॥
 পাছাড় মারিছে ধেয়ে, কাছাড় আছাড় ধেয়ে,
 তরুসহ পড়ে এসে জলে।
 শব্দ হয় বিপর্যয়, পেয়ে ভয় মনে লয়,
 সহদয় স্বয়ং রসাতলে ॥
 সেইখানে যত নায়, ঠেপাঠকি হোয়ে যায়,
 গুণ নিয়ে হুড়াহুড়ি বাগ।
 পাশাপাশি চালাচালি, সদালাপ শালাশালি,
 গালাগালি পাড়ে সব রাগে ॥
 পরস্পর ঠাণ্ডে রাগে, বাহির হইবে আগ্নে,
 ছই ঝাপ ভেঙ্গে যায় কত।

বচনেতে মাতামাতি, কিন্তু নাট হাতাহাতি,

কটু কথ মুখে আসে যত ॥

ভেড়া নেড়া দি. আমে ভাগে হয় বাদী,

তেরেরি দি নয় পুরা ॥

আমি গুণ ভারি দেও, পিছে লাও হট্লেও,

বেটিচোৎ বাঙ্গাল স্বভাবা ॥

বাঙ্গাল কহছে "মাংস, সেমাই কেমাই বাংস",

মাজি বলে. "গুণ ছ রে দিমু ?

পুড়ির পেলানি হাল", উরিলে পেলের ছাল,

দাড় টাকা দাম দোর নিমু ॥

দিশি দাঁড়ি নাশি যারালিশ গল দেয় তারা,

সে কথা জ্ঞান আর কাকে ? [ছাড়ি.

কাটির আস্তের আড়ি, হোলে পরে ছাড়া

আড়াঅড়ি আর নাতি থাকে ॥

কোথায় সাঁতার দিয়, চোলে যার নৌকা নিয়া,

দক ভেঙ্গে উঠে গিয়া চরে ॥

পশ যদি পয় সোজা, বড় নয় তার বোজা,

ঝুঁকে ঝুঁকে যায় বসভরে * ॥

চ'লে তীর শ্রমভরে, ঠেকে যায় ডুবো চরে,

মাজি থেরে যার মাজামাজি ॥

ঠেগে যায় বাহবল, পড়িলে অধিক জলে,

সাঁস সাঁস বলে মাজি ॥

বহুকণ্ঠে সেই স্বর, প্রাপ্ত হেরে পরিজ্ঞ,

যেরে গান শুনে বেত্তে বেত্তে ॥

এত যে করিল ক্রেশ, নাহি বোধ দুখ লেশ.

মনের আনন্দে যায় মেতে ॥

ভাদের ললাট পটে, এক দিন যদি ঘটে,

অনুকূল পবনের যোগ ॥

কি কব স্বখের ভাব, অপুলের পুল লাভ,

দরিদ্রের যেন রাজ ভোগ ॥

বদর বদর বাণী. চাট্গোয়ে মেংরাণী,

এই শোলে পালি দেয় তুলে ॥

গুড়কে মারিয়া টান কাছি ধোরে ছাড়ে গান,

রাঁধা বাড়া সব যায় ভুলে ॥

এ ঘটনা অসময়, এক দিন বড় হয়,

বাতাসের বাতিকের খেলা ॥

কিঞ্চৎ করিয়া চিত, একেবারে বিপরীত,

অবশেষ পশ্চিমের ঠেলা ॥

বাড়ার বন্দন নাই, তিন দিন এক টাঁই,

বনে মাঠে করি অধিগাস ॥

আহারের যোগ্য নয়, উপস্থিত বাধা হয়.

পেটপুরে থাই গ্রাস গ্রাস ॥

কিছুতেই নাহি দুখ, বিরস না হয় মুখ,

মহা সুখ চাহিনিকে চেয়ে ॥

যাত্রি সব র'খে চলে, বাতাসতে প্র'ণে মরে,

বারো আনা বালি কেলে খেয়ে ॥

সমীরণ শনশন, দেহ করে কন কন,

কোণে মতে নাচি হই স্থির ॥

দারুণ দুর্জর জাড়, নাহি বাখে কিছু সাড়,

হাড় ভেঙে কাঁপায় শরীর ॥

নলের টেঠেছে দাঁত, ছুঁলে নেয় কেটে হাত

খেলে হয় প্রমাদ প্রবল ॥

পিপাসায় মোরে যাই, শীতে নাহি জল খাই.

একি পাপ দাঁতকটা জল ॥

হোক জল বড় হিম, হোক শীত বড় ভীম,

তাতে বড় করেনাকো দোষ ॥

* রসভর—দাঁড়ি মাজিদিগের বাসহা-

রিক ভাষা । ইহার অর্থ শ্রেনীবদ্ধরূপে

নৌকা চালনা ।

সমস্ত দিনস যায়, বড় খেদ করি তায়,
 বড় জোর যায় ছই ক্রোশ ॥
 শুধু মানুষের নয়, অনেকের শত্রু হয়,
 এই শীত দুই দুরাচর ।
 শত্রু হে'য়ে জাহ্নবীর, শুকা'য় সকল নীর,
 অস্থিচর্ম করিয়া ছ সার ॥
 সুরধুনী আদমড়া, বুকেতে পড়েছে চড়া,
 বাঁকের হয়েছে ফের ভাই ।
 কত প্রেমে নিয়ে ভরি, বিশ ক্রোশ ঘুরে মরি,
 এক ক্রোশ তবু নাহি যাই ॥
 গমনে নিলয় যত, মনের অস্থখ তত,
 দুই মাসে কুড়ি দিন এসে ।
 মনে ভাবি দূর ছাই, ফিরে কার কাজ নাই,
 ভাটিপথে ফিরে যাই দেশে ॥
 তখনি সে ভাব যায়, স্থির করি অভিপ্রায়,
 হুতন দেখিতে চায় মন ।
 একি যায় তাগ করা, অজ্ঞান-তিমির-হরা,
 দুখভরা কথের ভ্রমণ ॥
 যদি ইথে আছে দুখ, আগি ভাবি ঘের অস্থখ,
 প্রকৃতির প্রকৃতি একপ ।
 প্রকৃতির কার্য সাধ, বিকৃতি কি হয় তাহা,
 অপকৃপ অতি অপকৃপ ॥
 ভ্রামকের অভিপ্রায়, দৃষ্টিপথে সদা ধায়,
 সার তার বস্তুর বিচার ।
 নদী নদ গিরি বন, নানারূপ দরশন,
 নিকৃপণ নিশের ব্যাপার ॥
 ঐশিক সকল কার্য, হয় বটে অনিবার্য,
 করে ধর্য্য সাধা বার হয় ।
 তথাচ অবোধ মন, করে হেতু অন্বেষণ,
 একারণ বিশ্ব পরিচয় ॥

মানুষের কীর্তি যত, কত স্থানে হেরি কত,
 অবিরত মনের উল্লাস ।
 আশু অশিা আশাসিদ্ধি, ক্রমে হয় বোধ বুদ্ধি,
 জ্ঞাত যত হই ইতিহাস ॥
 কোথায় দেখিতে পাই, মানুষের বাস নাই,
 সমুচয় চর আর বন ।
 মরুভূম হয় যথা, খাদ নাহি পায় তথা,
 পশুপক্ষী না করে ভ্রমণ ॥
 শুনি শেষ লোকে বলে, ছিল আগে এইস্থলে,
 অতি মনোহর গ্রাম ধাম ।
 গজারাক্ষসীর গর্ভে, বিনাশ পেরেছে সর্ব্ব,
 ক্রমে লোপ হইতেছে নাম ॥
 তথাকার নানা প্রাণী, হয়ে সব নানা স্থানী,
 নানা স্থানে করিল আগার ।
 এক ঘরে দুই ভাই, তারা গেল দুই ঠাই,
 অস্থখ নাই কারো মনে আর ॥
 স্থানে স্থানে নব গ্রাম, ব্যক্ত তার নাই নাম,
 বসিয়াছে দুই চারি ঘর ।
 কেহ চায় করে মাঠে, কেহ বা দোকানি ঠাঠে,
 পরিবার পালে পরস্পর ॥
 এই সব বিলোকনে, বিপুল বিলাপ মনে,
 ভাবনার পথে ভাব ধায় ।
 ঈশ্বরীয় কাণ্ড কল, কোথা জল, কোথা স্থল,
 বল বুদ্ধি নাহি খাটে তায় ॥
 ভয়ঙ্কর স্রোতস্বতী, চোয়ে অতি বেগবতী,
 যে দিকেতে করেন গমন ।
 বিস্তার বদন ধরি, সেই দিক্‌ গ্রাস করি,
 অন্য দিকে করেন বমন ॥
 এক কূল খান বটে, দুই কূলে দায় ঘটে,
 কোনো দিকে শোভা নাহি রয় ।

এক কুল বাস যত, আর কূলে চর যত,
 তীরানী দূরবাসী হয় ॥
 যেতে যেতে কিছু দূর, অচিরে দুখ দূর,
 স্বর্গপুর তচ্ছ বোধ হয় ।
 এই যে অখিল সৃষ্টি, বাহাতেই করি দৃষ্টি,
 তাহাতেই ব্রহ্মানন্দময় ॥
 দূর হোতে ধরাধব, চিক যেন ধরাধব,
 মনোহর কলেবর তার ।
 তাহে বোধ কত রূপ, হয় তার কত রূপ,
 অপরূপ দৃশ্য চমৎকার ॥
 পর্বতে প্রকাণ্ড তর, দেখা যায় ক্ষুদ্র সর,
 বাতাসেতে নড়ে তার শ'খা ।
 তাহে চয় এই ভ্রম, যেন কৃষ্ণ বিষ্ণুম,
 উড়িতেছে বিহারিয়া পাখা ॥
 উদয় উদয়'চলে, ভাঙ্গ' চলে অশা'লে
 দুই ক'ল অতি মনোলাভা ।
 রসনা সরস রাস, বাকা নাই তার বশে,
 প্রকাশিতে শিখরের শোভা ॥
 বিশেষ গদাঙ্ক ক'লে, গগন'জলদ জালে,
 যদিবাৎ হয় আচ্ছাদিত ।
 দিনকর কিনকর, মাঝে মাঝে করে কয়,
 সঘন চপলা চমকিত ॥
 নয়ন পেরেছে যেই, সে সময় যদি সেই,
 চেয়ে দেখে পর্বতবন্দন ॥
 স্বভাবের ভোর ঘট', বিনোদ চিত্র ছট',
 সেই জন এক মাত্র জানে ॥
 নেষ্টন করিয়া ক্ষিতি, বক্রভাবে করে স্থিতি,
 উচ্চ চূড়া দূরে দেখা যায় ।
 যেন কার কুলদার', মধুপানে মাতোয়ারা,
 নেণী শ্রেনী এগাইয়া ধায় ॥

নিবারে নিঃসৃত নীর, আনন্দনে যেন কীর,
 তীরবেগে পড়ে ভূমিতল ।
 তাহে নাই কিছু মল, পরম পবিত্র জল,
 স্বভাবত অতি সুশীতল ॥
 নিকট হইলে পর, তত নয় মনোহর'
 ফলত সুন্দর শোভা বটে ।
 অতি দীর্ঘ স্কুলকার, শ্রেনী গাঁথা দেখা যায়,
 বিরাজিত তরঙ্গিনী তটে ॥
 অখো উর্জি বৃক্ষ যত, নানা জাতি শত শত,
 কত তার বেষ্টিত লতার ।
 খেয়ে তার রসফল, নানা জাতি দ্বিজদল,
 নিশ্বাসে বিভু গুণ গায় ॥
 সুখী তাশ বার মাস, করে যারা চ'ব বাস,
 স্তিরূপে হোয়ে গিরিগামি ।
 গম্বরের অতি কাছে, কন্দরে বন্দর আছে-
 বিকিকিনি করে তথা আসি ॥
 নাই কোন অপ্রতুল, খায় কত ফলমূল,
 বরগার বারি করে পান ।
 পরিশ্রমে শশা হয়, ঘৃত দুগ্ধ অতিশয়,
 স্বভাবত অতি বলবান ॥
 আস পাশ দেখি চেয়ে, উঠেছে আকাশ ছেয়ে,
 সাধ্য নাই বায়ু করে গতি ।
 হিংস্র জীব বহুতর, বিশাল নিপিন-বর,
 ঘোরতর ভয়ঙ্কর অ'ত ॥
 কিন্তু অতি রমণীয়, সুকৃতি তার কমণীয়,
 দুখ এই গমণীয় নয় ।
 মন বলে যাই উড়ে, অমিব পর্বত যুড়ে,
 প্রাণ বলে আমি করি ভয় ॥
 শিখরে নিকর ধ্বন্দ্ব, মনে প্রাণে ঘোর ধ্বন্দ্ব
 ভাল মন্দ বিবেচনা কত ।

দেখিয়া প্রাণের ভয়, মন শেষ ভীত হয়,

সেই মতে দেয় অভিমত ॥

তখাচ না যায় লোভ, মনের না মেটে ক্ষোভ,

কত মত করে আন্দোলন ।

যত দূর দৃষ্টি যায়, অনুমান করি তায়,

দূবে হোতে লয় আশ্রয়ন ॥

কোনোখানে জলজুড়ে*, পর্বত উঠেছে ফুঁড়ে

পক্ষী গিয়ে উড়ে বসে তথা ।

দলে দলে করে ভীড়, উচ্চ ডালে বাঁধে নীড়,

কোনো রূপ শঙ্কা নাই যথা ॥

চারি দিকে জলময়, মধ্যভাগে গিরি রয়,

অতিশয় ভয়ানক স্থল ।

ভাঁটি পথে স্রাত ধায় বেগে লাগে তার গায়,

কর্ণভেদী শব্দ কল কল ॥

উচ্চে তার চুড়া জাগে, গগন মধ্যভাগে,

পরিপূর্ণ কালো বালো গাছে ।

দূরে অনুমান করি, জলপান করি করী

উর্দ্ধদিকে শুণ্ড তুলিয়'ছে ॥

এই ভাব একবার, পরক্ষণে ভাবি আর

এ প্রকার শোভা নাহি পায় ।

সদাশিব সদা সেবি, সুরতরঙ্গিনী দেবী,

নিরন্তর ধরেন মাথায ॥

হরের দ্বিতীয় জাখা, পাষণ-নন্দিনী মায়া-

শিব তাঁরে না হন সদায় ।

সপত্নীর দেখে স্বখ, দেবীর দারুণ দুখ,

কাটে বুক তাপিত হৃদয় ॥

হিমালয় মশায়, দ্রুতিতার দুখচয়,

স্তান মনে হইলেন খাপা ।

দূতেরে বলেন বানী, সে দূত পর্বত আনি,

দিয়েছে গঙ্গার বুকে চাপা ॥

পুন অনুমান করি, সুরধুনী নিশাচরী,

গিরি ধর কোরেছে আঁরি ।

পাতর কঠিন কার, উদরে কি পাক পায়,

পেট ফেঁপে ক'রছে উদার ॥

স্থানে স্থানে অতি রম্য, সবাকার হয় গম্য,

হর্ষা তায় অতি উচ্চতর ।

অত্রির উপরে আড়ি, তাগাতে বিচিত্র বাড়ী,

জল হতে দেখি মনোহর ॥

সবল খল কায়, নীলকর আসি তায়,

ধন লোভে সদা করে বাস ।

গিরিবনে উপবন, তার কোলে চলে বন,

বনে বন দেখিতে উল্লাস ॥

বাস করি এক বনে, যেতে চাই আর বনে,

বনে মনে বনের মমতা ।

বনবাসী বটে হই, কিন্তু বনবাসী নই,

খাব বন যাবনাকো তথা ॥

যে দিবস নিশামানে, পর্বতের অধস্থানে,

থাকা যায় লইয়া তরনী ।

কেহ আর স্থির নয়, মনে ভয় কত হয়,

জেগে রয় সকল রজনী ॥

কিন্তু যেই ধীর জন, কোরে অতি স্থির মন,

নগ ঘ্রেশ করে নিরীক্ষণ ।

যায় তার যত দুখ, পায় স্বভাবের স্বখ,

সকল তাহার জাগরণ ॥

অ'ছে বটে গুরুভর, ফলে তাহা গুরু নয়,

লঘু হয় সময়ে আঁরি ।

ভুখরের নিকেতন, তাহাতে বিপুল বন,

বিলোকন বিনোদ ব্যাপার ॥

* কাহানগী এবং জাঙ্গির, এই দুই
স্থলে গঙ্গার জলের উপর পর্বত আছে ।

জ্বলে জ্বলে দীপ্তি জ্বলে, ধক্ ধক্ অগ্নি জ্বলে,
আলোময় হয় গিরিদেশ।

কত রূপ হয় শোর, শব্দ তার করি জোর,
করে আসি অবশে প্রবেশ ॥

না বুঝি তার স্ত্র, যেন কোন ধনি পুত্র,
পরিপাটী পলিচ্ছদ ধরি।

মন্দির দিয়া গায়, বিবাহ করিতে যায়,
আলো জ্বলে সমারোহ করি ॥

ধন্য বিভু বিশ্বময়, তবরূপ দৃশ্য হয়,
উদ্দেশে অসংখ্য নমস্কার।

তোমার এ ভব রাজ্য, কত তাই চারুকার্য,
করে ধার্য্য শক্তি আছে কার ?

ছোট ছোট নগ মাঝে, শিবের সদন সাজে,
মাঝে মাঝে পীরের আলয় *।

যায় ক্রাশী বৃন্দাবন, যাত্রীগণ ভক্তিময়,
দর্শন করে সমুদয় ॥

শিখর সমাজে গড়া, এখন রয়েছে খড়
মৃকদেহ প্রাণ নাই ত্বর।

সে হর্গের দুর্গ ঘোব, ভাগের রজনী ভোর,
করিয়াছে সকল সাহার ॥

প্রভুত্বের হয়ে শেষ, পরাধীন রাজ্য দেশ,
সম্পদের লেশ মাত্র নাই।

রজাকর হলো ঘর, গোম্পদ প্রখরতর,
স্রোতধর কালে দেখি ভাই ॥

পুরাতন কীর্তি নাশ, তারে বলে সর্বনাশ,
সর্বমতে দুখের ব্যাপার।

* জাগিরার পর্কতে শিবালয় এবং
পীরের আস্তানা আছে।

† তেলিয়া গড়।

কি করি উপায় হত, মনের সন্তাপ যত,
মিছে কেন প্রকাশিব আর ?

ভাগ্যের ঘটনা যাহা, কাল ক্রমে ঘটে তাহা,
খণ্ডন না হয় কভু তার।

কালেতে পর্কিত যত, চূর্ণ হয়ে ধরাগত,
রেণু ধরে পর্কিত আকার ॥

ধনু বংস রাশি রাশি ভাীরখী তটে আসি,
উচ্চ চরে করিয়া ভ্রমণ।

তৃণ পত্র যত পায়, সেবে সোরে সোরে খায়,
রাখাল করিছে গোচারণ ॥

নাশি বর্ণ ধনু সব, কপিতে ছ হাম্মারব,
খাদ্য লয়ে হয় রাগারাগি।

থাকে সব এক ঠাঁই, আর কোন চিন্তা নাই,
কেবল আহারে অনুরাগি।

হেলে হলে গতি কবে, কেহ আসে নিম্ন চরে
কেহ করে ভুতলে শয়ন।

যথা ইচ্ছা তথা যায়, বাছুর পশ্চাতে ধায়,
বৈকে বৈকে নাশয় চরণ ॥

নাঝে মাঝে কেহ কেহ, প্রকাশিয়া মাতৃ শেহ,
আপন বৎসের দেহ চাটে।

বাছুর পুলক ভরে, থেকে থেকে মৃদু স্বরে,
হেঁট হোয়ে মুখ দেয় বঁটে ॥

ভুতলে ফেলিছে দীর, তৃশাতুরা পৃথিবীর,
তৃষা কৃশা করিবার তরে।

যিনি হন সর্বধার, কপি তাঁর উপকার,
মাঘষের উপদেশ করে ॥

বলে, “ওরে নর যত, হরে তোরা অবগত,
কেমনে করিতে হয় দান।”

মুখের আধার দিয়া, দেখায় দাতব্য ক্রিয়া,
বাছুর প্রচুর হৃপাবান ॥

পালেতে পালের মাঁড়, নেড়েঘাড় বৃকে চাড়,
শৃঙ্খল আড় বিকট গর্জজন ।

ছুটে মাঁড়ে দেখা দেখি, শিঙে শিঙে ঠেকাঠেকি
করে রণ গাভীর কাবন ॥

ধন্যরে কুহকি ভব, ধন্য তব মনোভব,
ভোমাতেই সকল সম্ভব ।

যিনি এত ভবধব, সেত ভব পরাভব,
অসম্ভব শক্তি বটে তব ॥

পিপাসা অধিক হোলে, অসিধা গঙ্গার কোলে
যত পাবে তবে জলপান ।

পুল্লবতী গাভী তায়, বিনা মূলে নাহি খায়,
বাঁট গোতে দুগ্ধ কবে দান ॥

একত ধনল নীর, তাহে স্রবভীর ক্ষীর,
পতে যেন স্নেহের ধারা ।

দুগ্ধ খান ভাগীরথী, জলখান ভগবতী,
সুখী ভাব দেখে তাই যারা ॥

আর এক সে সময়, সুখময় শোভা হয়,
দেখে ঘর চক্ষু করি স্থির ।

বাছুব গঙ্গায় ঝুঁকে, পেছু চুকে কাকে কাকে,
কন্মিথে কেড়ে খায় ক্ষীর ॥

নিরখি একপ ভক্তি, মন হয় নবরক্তি,
অহুগাণ সজ্জি তার কাছে ।

অভিপ্রায় অহুগাণে, মানস-মন্দিরে জাগে,
স্মরণ জীবিত তাই আছে ॥

স্মরণে স্মরণ করি, করেছে লেখনী ধরি,
লিখি তাই যাহা মনে লয় ।

দোষ যত রচনাব, করিবেন পরিহার,
গুণগ্রাহী গুণি সমুদয় ॥

জমনীয় ভাব যাহা, আমি কি বুঝিব তাহা,
প্রকাশিতে করিয়াছি মতি ।

কললোভী কুজ প্রায়, মন মন উর্দ্ধে ধায়,
কিন্তু কালী কি করেন গতি ॥

যথা জ্ঞান যথা যুক্তি, সেইরূপ হয় উক্তি,
ভাবরস অহুগামী তার ।

কে পারে করিতে ক্রম, 'মুণীনাথ, মতিভ্রম',
দ্বীপের পশ্চাতে অন্ধকার ॥

পাঁচনী করিয়া করে, হারে রেরে রব করে,
গোপাল গোপাল পালে মাটে ।

শিশুকালে পশুপালে, সকেতে সকল চালে,
মাঝে মাঝে ফিরে ঘাটে ঘাটে ॥

পরস্পর করে খেলা, কেহ করে যারে ঢেলা,
তারা যেন সাজিয়াছে নাটে ।

যায় যায় পাছে চার, আশুপানে ছুটে ধার,
নাচে হাসে রাখালিয়া ঠাটে ॥

পাশেতে পাঁচুনি খুয়ে, তুমির আসনে শুয়ে,
মীত গায় মোহনীর স্বরে ॥

বাগ স্বর বোধ নাই, তথ্য শুনিয়া তাই,
অমনি মানস মুগ্ধ করে ॥

হেরি রাখালিয়া ভাব, কত ভাব আবির্ভাব,
ভাব ভরা ভবের ভবনে ।

ধন্য ব্যাস মহাশর, তখনি উদাস হয়,
ব্রজলীলা পড়ে যায় মনে ॥

যে জীলায় নিজে হরি, রাখালের রূপ ধরি,
হইলে নন্দের নন্দন ।

ননী চুরি ঘরে ঘরে, যশোদা ধরিয়৷ করে,
উদথলে করিল বন্ধন ॥

উবায় উত্থান করি, মনোহর মূর্ত্তি ধরি,
ধড়া চুড়া করি পরিধান ।

জমনীর কাছে যেচে, বাঁকা হয়ে নেচে যেচে,
ক্ষীর সর, নবনীত খান ॥

বাল্যভোগ সমাধিয়া, খ্রীদায় আদি সঙ্গে নিয়া
গোকুলের গহনে গমন ।

আধো আধো মিস্ট্রববে, ডাকিছে রাখাল সবে,
বেণু শুনে ধায় ধেমুগণ ॥

তপন তনয়া তীরে, গতি অতি ধীরে ধীরে,
রূপ হেরি লজ্জা পায় শশী ।

রাখালেরে সাজাইয়া, বেণু বাদ্য সাজাইয়া,
বিহার বিরল বনে বসি ॥

বনের স্কল পাড়ি, করে সব কাড়াকাড়ি,
এঁটো বোলে ঘৃণা কিছু নাই ।

খেতে খেতে বনে ফেরে, মুখে রব হারে রেরে
হাঁরে ওরে ধেরো মোরে ভাই ॥

সুখাসাখা রাখা নাম, বাঁশী লয় অবিশ্রাম,
কত লীলা সুখ বৃন্দাবনে ।

ভারতে ভারতী সার, আমি কি লিখিব আর,
প্রণিপাত ব্যাসের চরণে ॥

প্রভাতের একরূপ, পরে হেরি অন্যরূপ,
সন্ধ্যাকালে প্রভেদ আবার ।

এই সব স্থির কাল, সম্ভাব চিরকাল,
প্রতিকাল হুতন প্রকার ॥

অস্তুগত নিশাকর, প্রকটিত প্রভাকর,
তাঁহে হয় প্রকাশিত দিন ।

পাতিয়া অগতজাল, তিন কালে তিন কাল,
ধরে খায় আয়ুৰূপ মীন ॥

জলের হৃদয়ে বাস, নূর্তন দেখিতে আশ,
চাই তাই নতন দিবস ।

কিন্তু তায় বোধ হত, দিন যত চয় গত,
শূন্য হয় আয়ুর কলস ॥

ভবের ব্যাপার মত, সমুদয় এই মত,
মোহরসে মুগ্ধ জীব সবে ।

মহারত্ন মহাধন, নাহি তার অশ্বেষন,
বিমোহিত বিকল গিভবে ॥

আমিও সেকূপ হই, যত লিখি যত কই,
ছাড়া নই ভ্রম অঙ্ককার ।

এসেছি ভ্রমণ ছলে, ভ্রমি বটে স্থলে জলে,
তবু সদা বিষম বিকার ॥

কখনো কখনো ভাই, পদব্রজে চোলে যাই,
মনে কিছু চিন্তা নাই আর ।

যাই যাই চাঁই চাঁই, আশে পাশে ফিরে চাই,
দেখি তায় অশেষ প্রকার ॥

কত যায় কত রঞ্জে, দেখা হয় যার সঙ্গে,
যেন তায় কত কলে প্রেম ।

কিছু নাহি দেখি চেয়ে, কত সুখ তারে পেয়ে,
দরিদ্র যেমন পায় হেম ॥

কিবা জাতি কোথা ধাম, কেবা জানে কার নাম
কেবা কার পরিচয় লয় ।

সকলের মন শাদা, পরস্পর ভাই দাদা,
জাতৃতাবে সম্বোধন হয় ॥

এইরূপ দিব্যভাগে, সব নব নব রাগে,
অনুরাগে করি সমাধান ।

রজনীর আগমনে, তরুণীর নিকেতনে,
যথা ক্রমে হয় অবস্থান ॥

উল্লাসিত সৰ্বজন, প্রকাশিত পুষ্পমন,
সৰ্বমতে আছি হরষিত ।

বর্তমানে সমুদয়, মিত্র হয় শত্রু নয়,
কেবল নিপক্ষ ব্যাটা শীত ॥

চড়িয়া মানস রঞ্জে, এই শীতে জলপথে,
জল-পথে চলে যেই জন ।

যেমন বজ্রাত চাঁটা, তার কাঁছে অক্ষ ব্যাটা,
পদাঘাত করে প্রতিজন ॥

ভাঙো, ভাঙো ঘুম ঘোর, চেতনার নাহি জোর
নয়ন মুদিত নিজ স্থানে ।

নিশি শেষে দাঁড় বেয়ে, জেলে যায় গীত গেয়ে

তার স্বর স্বধা লাগে কাণে ॥

অমনি চেতনা হয়, মন আর স্থির নয়,
শুনিতে লাগল পুনরায় ।

আর কি তেমন হবে, তেমন ললিত রবে,
পুলকিত করিবে আমায় ॥

তখন ছিলাম যাহা, পুন আর নাই তাহা,
আমি তো সে আমি আর নই ।

এখন সে ভাব কই, এখন যে হই হই,
সেই ভাবে করি হই হই ॥

লিখিতে লিখিতে মন, ছোঁয়ে গেল উচাটন,
মরমে রহিল তাই খেদ ।

প্রভু প্রেমে বেখে প্রীতি, অদ্য এই হলো ইতি
পরে হবে পর-পরিচ্ছেদ ॥

সিপাহী-বিদ্রোহ শান্তির নিমিত্ত

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ।

কর কর কর দয়া, দীন-দয়াময় ।

হর হর হব নাথ, বিপদের ভয় ॥

আর যেন না হি থাকে, কোনোরূপ দায় ।

রাজা প্রজা স্বধী হোক, তোমার কৃপায় ॥

প্রকাশ করহ প্রভু, অবিমল মেহ ।

যেন আর, হাহাকার, নাহি করে কেহ ॥

অত্যাচার করিতেছে, যত দুরাশয় ।

তাদের পাপের ভার, কত আর সয় ?

ধন, প্রাণ, মান আদি, সব হয় লোপ ।

ভারতের প্রতি নাথ, এত কেন কোপ ? ॥

যদ্যপি হোয়েছে কোপ, কর পরিহার ।

তবে জানি কৃপাময়, করুণা তোমার ॥

হইলে মহিমা-চাঁদে, কলক প্রচার ।

দয়াময় নাম তবে, কে লইবে আর ? ॥

সব দিকে রক্ষা কর, এই ভিক্ষা চাই!

দোহাই দোহাই নাথ, দোহাই দোহাই ॥

একাবলী ।

করুণা কর হে, করুণাকর ।

হর হে সকল, বিপদ হর ॥

প্রণতি করি হে, চরণে তব ।

প্রণত পতিতে, প্রসন্ন ভব ॥

সকলি দেখিছ, হৃদয়ে রোয়ে ।

বিহিত করহ, সদয় হোয়ে ॥

তোমারি চরণ, স্মরণ করি ।

তোমারি ভাবনা, ধ্যানেন্তে ধরি ॥

কাতরে তোমারে, অন্তরে ডাকি ।

মনের বিষয়, মনেতে রাখি ॥

ধর হে আপন, প্রভাব ধর ।

কর হে বিহিত, বিচার কর ॥

পালন শাসন, তুমি এ ভবে ।

নামের মহিমা, রাখিতে হবে ॥

পামর পাতকী, পাবণ্ড যত ।

পাপের ঘটনা, করিছে কত ॥

অদোষে হইরা, কুপথে রত ।

রমণী বালক, করিছে হত ॥

শুনিয়া বধির, হতেছি কাঁদে ।

সহেনা সহেনা, সহেনা প্রাণে ॥

এ সব দেখিরা, ছোঁয়ে পাখাণ ।

কেমনে পেহেতে, ধরিব প্রাণে ?

দেখিতে কিছুতো, নাহিক বাঁকি ।
 তপন-শশাক, তোমার আঁখি ॥
 জীবের অন্তরে, যে কিছু আছে ।
 সে সব বিদিত, তোমার কাছে ॥
 অন্তর বাহির, অধীপ হোয়ে ।
 কিরূপে এখনে, রয়েছ সোয়ে ॥

বিলাপিনী ছন্দ ।

দয়াবান, ভগবান, দয়া-দান, কর ।
 দিয়ে জয়, সমুদয়, শত্রুভয়, হর ॥
 সবাঁকার, তুমি সার, মূল্যধার, হরি ।
 কোথা নাথ, ভবভাত, প্রণিপাত করি ॥
 প্রতিক্ষণ, জ্বলাতন, দুখে মন, দহে ।
 বার বার, অনাচার, কত আর, সহে ॥
 তোমা বই, কারে কই, হোয়ে রই স্তম্ভ ।
 অনিবার, অশ্রুধার, হাহাকার শব্দ ॥
 এ বিপদে, রাখো পদে, দুটি পদে, ধরি ।
 প্রতীকার, কর তার, সুবিচার, করি ॥
 কলেবর, জর জর, অতি খর তাপে ।
 ধরাধর, ধর খর, ঘোরতর, পাপে ॥
 এ দেশের, বড় ফের, পাপিদের, দাপে ।
 ঢলঢল, টলমল, ধরাতল, কাঁপে ॥
 হও মূল, অমূল, শেতকূল, পক্ষে ।
 লমুচয়, শত্রুক্ষয়, তবে হয়, রক্ষে ॥
 অতি ক্ষীণ, জ্ঞানহীন, চিরায়ীন বার ।
 মেরে লাগ, কোরে পাপ, দেয় তাপ, তার ॥
 আজ্ঞাচারি, রক্ষাকারি, অস্ত্রধারি, বত ।
 একেবারে, এপ্রকারে, পাপাচারে, রত ॥
 নরপশু, হরে বসু, করে অসু, নষ্ট ।
 হতবর, কত কব, কত সব, কষ্ট ॥

কি বিশাল, সেনাপাল, বামাবাল, নাশে ।
 অকারণে, ক্রোধ মনে, প্রভুগণে, শাসে ॥
 যে বিহিত, কর হিত, সমুচিত, মেহ ।
 নিজবলে, দুষ্টদলে, রসাতলে, দেহ ॥



নানা সাহেব কাণপুরের ব্রিটিস
 ছাউনি অধিকার করণানন্তর বিখুর
 নগরে প্রত্যাগমন পূর্বক নিজ রাজ্য-
 ভিষেক কম্পে বহুসংখ্যক তোপধ্বনি
 করণের আজ্ঞা দেন । তদুপলক্ষে
 কবির মনের ভাব ।—

পদ্য ।

নানার, কি, নানাকলে, আজ্ঞা আছে মন ?
 নানার, কি, নানাকলে, আজ্ঞা আছে জন ?
 নানার, কি, নানাকলে, আজ্ঞা আছে মন ?
 নানার, কি, নানাকলে, আজ্ঞা আছে পণ ?
 নানার, কি, নানাকলে, আজ্ঞা আছে ডাক ?
 নানার, কি, নানাকলে, আজ্ঞা আছে জাঁক ?
 প্রকাশিছে পাপপন্থা, হোয়ে পন্থী “চুচু,” ।
 ‘চু, মারিতে জানে শুধু, ঘটে তার “চুচু,” ॥
 নানা পাপে পটু নানা, নাহি শুনে না, না ।
 অধর্মের অঙ্গকারে, হইয়াছে কাণা ॥
 ভাল দোষে ভাল, তুমি, ঘটালে প্রমাদ ।
 আগেতে দেখেছ ঘৃণু, শেষে দেখে কঁাদ ॥



কাণপুরের যুদ্ধ জয়ের আনন্দ ।

রেজাছন্দ ।

(এই ছন্দটা অক্ষরগত নহে,
মাত্রাগত । দুই শত বৎসর পূর্বে এই
ছন্দের সৃষ্টি হয়, পূর্বতন লোকেরা
টিকেরার ও কাড়ার বাদ্যতালে এই
ছন্দ গান ও পাঠ করিতেন ।)

বাজী রাও পাশা যিনি ।

বাজী রাও পাশা যিনি, সাধু তিনি,

মান্য নানা মতে ।

মহারাষ্ট্র, মহা রাষ্ট্র, পূজ্য এ জগতে ।

ছেড়ে সে নিজ দেশ ।

ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশ,

বাঁচিবার তরে ।

আত্ম সমর্পণ করে, ব্রিটিশের করে ॥

হোয়ে সে পুত্র-হত ।

হোয়ে সে পুত্র-হত, ক্রমাগত,

করে কত দান ।

আঁটকুড়ো কপালে তবু, হোলো না সন্তান ॥

কোথাকার মহাপাপ ।

কোথাকার মহাপাপ, বোলে বাপ,

পুত্র হোলো 'নানা', ।

কাকের বাসায় যথা, কোকিলের ছানা ॥

সেটা তো পুষ্টি এঁড়ে ।

সেটা তো পুষ্টি এঁড়ে, দখি ভেড়ে,

নশ্বি কর তারে ।

উঠে ধানে পত্তি যেন, না করিতে পারে ॥

নানা, কি, নানাকলে ।

নানা, কি, নানাকলে, রাজ্য পেলে,

ভাইতে এত আরি ।

যাহা স্বেচ্ছা, তাহা করে, হোয়ে স্বেচ্ছাচারী ॥

হোলে সে পাসার ছেলে ।

হোলে সে পাসার ছেলে, চাসার চলে, "

কেন তবে চলে ?

হোয়ে কাল, বামা, বাল, নাশে নানা ছলে ॥

হোলো সে হোলোই হিন্দু ।

হোলো সে হোলোই হিন্দু, দোষের সিদ্ধ,

ঘেযানলে দহে ।

গলে দোলে পাপের স্ত্র, বাপের পুত্র নহে ॥

সেটাতো একা নয় ।

সেটা তো একা নয়, তুরাশয়,

ভাই তার ভোলা ।

পথে পথে মেগে খাবে, হাতে কোরে খোলা ॥

বড় সে ধূর্ত হাঁদা ।

বড় সে ধূর্ত হাঁদা, ফেরে গাদা,

বড় দাদার হিতে ।

"একা রাশে রক্ষা নাই, স্ত্রীবি তার মিতে" ॥

জুটেছে সমান ছুটো ।

জুটেছে সমান ছুটো, দাঁতে কুটো,

কোর্তে হবে শেষে ।

গলে দড়ী, খেঁই ছড়ি, কির্কি দেশে দেশে ॥

কে পাকার হরির খুড়ো ।

কোথাকার হরির খুড়ো, মেলে হুড়ো,

গুঁড়ো কোরে দেহ ।

বংশে যেন, বাতী দিতে, নাহি থাকে কেহ ॥

তারি, যে পছী ঢু ঢু ।

তারি, যে পছী ঢু ঢু, যরে ঢু ঢু,

গেল ছারেখারে ।
 হাড়ে মাটি, বাড়ে দুর্ক, হোলো একেবারে ॥
 বিথুরে আর কি আছে ।
 বিথুরে আর কি আছে, নানার কাছে,
 নাইক কাণা কড়ি ।
 অতঃপরে অম্মাভাবে, বাবে গড়াগড়ি ॥
 ছিল যার বস্তু যত ।
 ছিল যার বস্তু যত, ক্রমাগত,
 গোরা নিলে লুটে । [ছুটে ॥
 কোংকা খেয়ে, হোংকা এঁড়ে, হাম্মা বোলে
 হোয়েছে হতভোষা ।
 হোয়েছে হতভোষা, অষ্টরস্তা,
 নাহি মাত্র চাকি ।
 সব কলির সঙ্গা এই, কত আছে বাকী ॥
 কোরেছে যেমনি মতি ।
 কোরেছে যেমনি মতি, ভেমনি গতি,
 শাস্তি অঁতে অঁতে ।
 অধর্ম বৃকের ফল, ফলে হাতে হাতে ॥
 ছেড়ে দেও বামুন বোলে ।
 ছেড়ে দেও বামুন বোলে, টোলে টোলে,
 ধরি পদতলে ।
 ষাবড়া মেরে, ষাবড়াপথে,
 চালান দেহ জলে ॥
 যদি ভাই আমরা হাঁড়ি ।
 যদি ভাই আমরা ছাড়ি, মাড়ামাড়ি,
 কোর্কের গোবা হবে ।
 বাঘেরে গোহত্যা ভর কে শুনেছে কত ?
 নানা, না, পাপী নানা ।
 নানা, না, পাপী নানা, কথা নানা,
 কোয়ে না রে কেহ ।

যথা, তথা, নানা কথা, ছেড়ে সব দেহ ॥
 লেখনী থাকো থেমে ।
 লেখনী থাকো থেমে, নিত্য প্রেমে,
 মত্ত হোতে হবে ।
 কুমার সিংহের কথা, লিখি কিছু তবে ॥
 সেটাতো কতক ভাল !
 সেটা তো কতক ভালো, ধর্ম আলে,
 কিছু আছে ঘটে ।
 নারীহত্যা, শিশুহত্যা, করেনিকো বটে ॥
 তবুতো অত্যাচারী ।
 তবুতো অত্যাচারী, হত্যাকারী,
 বোলতে তারে হবে ।
 রাজদেবী মহাপাপী, কবেই কবে হবে ॥
 হোয়ে সে রাজা ছাড়া ।
 হোয়ে সে রাজা ছাড়া, লক্ষ্মী ছাড়া,
 রক্ষা কিসে পাবে ?
 কর্ম দৌসে, ধর্ম দৌসে, অধঃপাতে যাবে ॥
 ছোট তার সিংহ অমর ।
 ছোট তার সিংহ অমর, সেকি অমর ।
 গোমর্ করে কিসে ?
 চামর্ হোয়ে, কোমর্ বেঁধে সমর করে কীশে ?
 হবে তার মুখের মত ।
 হবে তার মুখের মত, গোরা যত,
 শাস্তি দেনে কোসে ।
 এক্ষাপড়ে অস্ত্র যাবে দস্ত্র যাবে খোসে ॥
 মেতেছে মান সিঙ ।
 মেতেছে মান সিঙ, মেড়ে শিঙ,
 কিঙ হবে বোলে ।
 কুর্ভ হোয়ে ধূর্ত মান, অভিমানে গোলে ॥
 হবে শেষ মানসিংহ ।

হবে শেষ মানসিংহ, গ্রাম্ সিংহ,
 বনে বনে থেকে ।
 কন্যা হোয়ে মারে যাবে, যেউ যেউ ডেকে ॥
 থেকে, সে অনুগত ।
 থেকে, সে অনুগত, পাপে রত,
 বুজি দোষে মরে ।
 খানা কেটে লোণা জল, ঢুকাইল ঘরে ॥
 এত ভাই বড় মজা ।
 এত ভাই বড় মজা, হোয়ে অজা,
 বাঘের মুখে চরে ।
 পিপীড় ধরেছে ডান, মরিবার তরে ॥
 ছাদে কি শুনি বাণী ।
 ছাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী,
 টোটক্ টা ককী ।
 মেয়ে হোয়ে, সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি ?
 নানা তার ঘরের ঢেঁকি ।
 নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেকী,
 গোয়ালের দলে ।
 এত দিনে, খনে জনে, যাবে রসাতলে ॥
 হোয়ে শেষ নানার নানী ।
 হোয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী,
 দেখে বুক কাটে ।
 কোম্পানির মুলুকে, কি, বর্গিগরি খাটে ?
 বড় সব, খেড়ে খেড়ে ।
 বড় সব, খেড়ে খেড়ে, ছাগল-দেড়ে,
 নেড়ে পানে ঝুকে ।
 চোড়ে ষাড়ে কোসে দেও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে ॥
 পশ্চিমে মিয়া মোল্লা ।
 পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাচা খোলা,
 ডোবাভাল্লা বোলে ।

কোপে পোড়ে, তোপে উড়ে, যাবে সব জ্বোলে,
 কেবলি মর্জি ভেড়া ।
 কেবলি মর্জি ভেড়া, কাজে ভেড়া,
 নেড়া মাথা যত ।
 নরাধম নীচ নাই, নেড়েদের মত ॥
 যেন ঝাল লক্ষা পোড়া ।
 যেন ঝাল লক্ষা পোড়া, আগা গোড়া,
 নষ্টামিতে ভরা ।
 টেনি পোরে চটে বোসে, ধরা দেখে শরা ॥
 তারা তো হোয়ে ঢোঁড়া ।
 তারা তো হোয়ে ঢোঁড়া, যেন বোড়া,
 দিতে এলো টুক্র ।
 এক রত্তি বিষ নাইকো, কুলোপানা চক্র ॥
 সাজরে বত গোরা ।
 সাজরে বত গোরা, মেয়ে হোরা,
 ভেড়ে ধরো নেড়ে ।
 তক্ত লুটে, শক্ত হোয়ে, রক্ত খাও কেঁড়ে ॥
 যত পাও, খেয়ে সেরি ।
 যত পাও, খেয়ে সেরি, হোয়ে মেরি,
 পাত্র হোতে খোরে ।
 নেচে নেচে মুখে বল, "হিপ্ হিপ্ হোরে , ॥
 এ শীতে বড় ঠাণ্ডি ।
 এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, রম্ ত্রাণ্ডি,
 কিছু কিছু খেয়ে ।
 মনের আনন্দে দেও, ঈশু শুণ গেয়ে ॥
 বুচিল শত্রু ভয় ।
 বুচিল শত্রু-ভয়, বুছে জয়,
 জয় সেনাপতি ।
 করিলেন বাহুবলে, অগতির গতি ॥
 রাখিলেন নর্যাক গড় !

রাখিলেন রা'জ্ গড়, থা'জ্ গড়,
কলিন্ কামেধ ।

সাধু, সাধু, সাধু তুমি, বিপক্ষে ন শেল ॥
কোথা মা ভগবতী ।

কোথা মা ভগবতী, করি নতি,
প্রকাশিয়া দয়া ।

একেবারে শত্রুকুলে, কোরে দাও গয়া ॥



প্রভাতের সূর্য্য । স্বভাবের সৌন্দর্য্য ।

হে জীব ! শিবময় সদাশিবকে
স্মরণ করিয়া অদ্য একবার প্রভাতের
সুখাবলোকন কর । আহা ! দেখ,
বিচিত্র আকাশ ক্ষেত্রে এবং জগতের
সর্ব্বত্র কি চমৎকার শোভা বিকীর্ণ
হইয়াছে, এই সমস্ত পদার্থই মহা
মঙ্গলময় মহাপুরুষ মহেশ্বরের মহিমা
প্রকাশ করিতেছে । স্বভাবের সৌন্দর্য্য
সন্দর্শন পূর্ব্বক একবার পরমপিতার
প্রেমরসে আর্দ্র হও ।

এই জ্যোতির্ময় লোকলোচন সর্ব্ব
সাক্ষী সূর্য্যদেব কি পদার্থ, তাহার
ষথার্থ মর্ম্মার্থ গ্রহণ কর, এবং মনের
সহিত ভক্তিভরে তাঁহাকে একবার
নমস্কার কর ।

ত্রিপদী ।

ওহে জীব বাক্য বর, ভ্রম নিদ্রা পরিহর,
পূর্ব্বদিকে কর দরশন ।

ছবির কি কব ঘট, রবির আরক্ত ছটা,
কবির প্রফুল্ল করে মন ॥ •

পরিচা স্তম্ভাক ভূষা, হাস্যমুখী হোলো উষা,
দেখ ত'র অপকৃপ শোভা ।

বিভাকর করে বিভা, প্রকাশ হতেছে দিবা,
আহা কিণ নিভা মনোলোভা !

নিশা সহ ছিল তারা, কোথায় এখন তারা,
কোথায় গিয়েছে অঙ্ককার ?

অথ উল্লে করি দৃষ্টি, হইতেছে কৃপা বৃষ্টি,
যেন এই সৃষ্টির সঞ্চার ॥

প্রভার পুরিল ভব, দেখ সব অভিনব,
কত কব, রব নাহি সরে ।

ভাবে ভাব পরাতব, দেখি সব অনুভব,
যেন নভ নব ধব পরে ॥

লোহিত লাবণ্য বরি, মোহিত করেছে হরি,
সহিত আপন প্রিয জ'য়া ।

পতি প্রেম রসে গলে, টল টল তলটলে,
স্তলে জ্বলে জলে জ্বলে ছ'য়া ॥

ধরণীর উল্লে রোয়ে, তরুণী ঘরণী লোয়ে,
হইয়াছে কেলি রসে রত ।

ক্ষণে কোলে টানে, ক্ষণে ফালে অধপানে,
টানাটানি করিতেছে কত ॥

নয়ন রোযেছে যার, চেয়ে দেখ একবার,
দৃষ্টি যাত্রে দ্রব হয় শিলা ।

ছায়াজায়া সঙ্কে করি, মাখামুখ নিজে হরি,
আহা মরি কি আশ্চর্য্য লীলা ॥

ধন্য ধন্য ভাব-রস, দিক দশ প্রেমে বশ,
ত্রিভুবন যার বশ ঘোষে ।

একাকী নাগক মিত্র, কত নাগিকার মিত্র,
সমভাবে সকলেরে ভোষে ॥

এক ভাব সব ঠাই, ছোট বড় ভেদ নাই,
বিশ্ব মাঝে সকল সমান ।

মহাকর প্রভাকর, স্বভাবে সহস্র রব,
প্রতি কবে প্রীতি কবে দান ॥

নিরি বন নদী নদ, সর্বোত্তম সিন্ধু হৃদ,
স্বপদ পেয়ে সব সুখি ।

চরাচর দীপ্ত হয়, আলোময় সমুদয়,
প্রাণিচর কেহ নয় দুখি ॥

প্রভাত দেখিয়া নিশি, যোগযুক্ত হন ঋষি,
কি সুখ করিছে কৃষি সুখে ।

মানব মানবী যত, নিজ নিজ কর্শো বত
জয় জগদীশ বলে মুখে ॥

স্তিত হোয়ে এক স্থানে, কটাক্ষ সবার পানে,
শাসনের দণ্ড বড় জোর ।

দেখিয়া যমেব বাপ, পাণীগণ ছাড়ে পাপ,
সাধু হয় ভয়ে যত চোব ॥

সাক্ষাৎ অনলময়, লোকে কয় মিছে নয়,
কিন্তু তার এই কবি যশ ।

কেবল আগুন নয়, রসপূর্ণ রসময়,
অনলের ভিতরেতে বস ॥

হাযবে ঐশিক-কাষ্য, সমুদয় অনিবার্য,
হয় ধার্য্য কিরূপ প্রকার ।

যে কবে দাচন কবে, সেই কবে রবি করে,
সুশীতল জলের সঞ্চার ॥

তরুলতা পত্র ফুল, অমূল্য কলয়ল,
সৃজন করিয়া সমুদয় ।

জীবিকা করিয়া দান, বাঁচান জীবের প্রাণ,
দীননাথ দীন দয়াময় ॥

নিবপেক্ষ নির্বিকার, নেত্ররূপ সবার, অপরূপ অতি অপরূপ ।

তমোহর দীনকর, অতিশয় ক্ষুদ্রকর,
জগতের জীবন স্বরূপ ॥

সহস্র কবেব কবে, কিবা শোভা সরোবরে,
সেবাপের নাহি অরূপ ।

নলিনী ফেলিয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাস,
• প্রকাশ কোবেছে নিজ রূপ ।

মাথার অঁচল খুলে, প্রিয় পানে মুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায় ।

আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর,
ঘেহে তার বদন মুছায় ॥

নেচে নেচে কণে কণে, হেটমুখে পড়ে বনে,
মনে এই ভাবের আভাষ ॥

কমল দলেব তলে, রবি ছবি জলে জলে,
বিদূরিত হোতেছে বিলাস ॥

দলগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটো ফোটো,
ছোট ছোট কমলের কলি ।

মধুকব দলে দলে, সেই কলি দলে দলে,
কেলিরূপে বলী বটে অলি ॥

মোহিত মধুব রসে, উড়ে গিয়ে কঁুড়ে বসে,
এক ছেড়ে ধবে গিয়া আর ।

মধুলোভী মধুব্রত, পাইবাছে সদাব্রত,
লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার ॥

দেখি ভান্স অল্পকুল, বনে বনে কত ফুল,
" মধুভঞ্জে প্রকুল বদন ।

তাদের সুরাস লোয়ে, পবন চঞ্চল হোয়ে,
জ্বলপথে করিছে গমন ॥

বার্তা পেয়ে বায়ুযুগে, উটে ছুটে গিয়ে সুখে,
বিহঙ্গ পতঙ্গ অগণন ।

পান করে সুলবস, গান করে বিড়ু ধন,
তনিয়া অবশ হয় মন ॥

শ্রম ওঃ প্রভাকর, মনাক্রাশে প্রভাকর,
প্রভাকর প্রভা কর দান।

অক্ষকব দব কর, স্বীয় স্ত্রুত শঙ্কা হয়,
শঙ্কট সাগবে বর হাণি।

ডাক প্রভাকর কর, কোথা প্রভাকর কর,
প্রভাকর তোমার রচিত।

পালিতেছ প্রভাকর, পালি এই প্রভাকর,
তোম'তেই কবেছি অর্পিত।

সদা স্ত্রুত রাখ দেহ, রচনার শক্তি দেহ,
নষ্ট কর, কষ্ট সমুদয়।

নাচি চাই হীরা হেম, তোমার পবিত্র প্রেম,
অস্তরে উদয় যেন হয় ॥

গৌড় রাজ্যের ভয়াবস্থা

বর্ণন উপলক্ষে কবির

খেন্দোক্তি।

দীর্ঘ চোপদী।

কাল-হস্তে সমুদয়, কাল ছাড়া কিছু নহ,
কালে হয়, কালে লয়, কালে যায় কাল রে।

কে বুঝে কালের মর্ম, কে বুঝে কালের কর্ম
একপ কালের ধর্ম, জাছে চিরকাল রে ॥

একবারে অনিন্দ্য, সম ভাবে হয় ধর্ম,
এ সব কালের কার্য, বিষম বিশাল রে।

এই এক প্রাকরণ, অন্যকপ পরক্ষণ,
মোহিত করেছে মন, অগদিস্থ জাল রে ॥

বৃক্ষ এক অবিরল, মূলে তার নাই স্থল,
অবিরত ক্রান্তি ফল, নাহি পাতা ডাল রে।

আস্থাদনে হই বশ, জমে কভ করি যশ,
বিষমাখা তার রস, মধুর রসাল রে ॥

কার্য কর্ম বহুতর, মনোহর শোভাকর,
আকাশে রয়েছে ঘর, নাহি খুঁটি চাল রে।

ভাবভরে হেরি ভব, ভাবে ভাব পরাভব,
ভুতের ব্যাপার সব, ভাল্ ভাল্ ভাল্ রে ॥

কালে কাল লুপ্ত রয়, ঋণ্ডিবার কতু নয়,
রুক্ষ-কেশ শুভ্র হয়, বৃদ্ধ হয় বাল রে।

সমুদ্র শুখায় যায়, দ্বীপের সঞ্চার ভায়,
দিনকর ক্রীণ-কার, হোলে সম্মাকাল রে ॥

কালের বিচিত্র গতি, অমূল্য বস্তুমতি,
দারকাব অধিপতি, ব্রজের রাখাল রে।

কালে সেই যদুবংশ, এককালে হোলো ধ্বংস,
ভূতে ভুক্ত ভুত অংশ, ভূত বড় জাল বে ॥

দশামন দর্পধারী, স্বর্গ-মর্ত্য-অধিকারী,
ইন্দ্র-চন্দ্র-আজ্ঞাকারী, নিশাচরপাল রে।

গেল তার জোর ডঙ্কা, বন্ধনে সিঁধুর শঙ্ক,
বানরে পোড়ালে লঙ্কা, বাজাইয়া মাল রে ॥

যারা আগে হুঁষ্ট মনে, আহারের অগ্নেবশে,
বেড়াইত বনে বনে, পোরে বৃক্ষ ছাল রে।

কালেতে তাহারানব্য, হইয়াছে সভ্য ভব্য,
অসম্ভব ভবিষ্য, প্রসন্ন কপাল রে ॥

সত্যধর্ম লোপ হয়, বেদবিধি নাহি রয়,
প্রকটিত পাপময়, বদন-করাল রে।

হতেছে বনের নব, অবনীর অধীশ্বর,
কি হইবে অতঃপর, হায় চায় কাল রে ॥

পদ্য।

ভবের ভৌতিক-ভাব, ভাবনীর নয়।

ভাবিলে স্বভাব ভাবে, ভাবের উদয় ॥

ভূতে ভেসে, ভূত লেজে, বুধা হই ভাবী ?
 নাহি বুঝি কার ভাবে, কেন ভাবি ভাবী ?
 ভাবের ভবন বটে, ভবের ব্যাপার।
 যত ভানে, যত ভাব, নাহি তার পার ॥
 কতু হাস্য পরিহাস, স্তম্ভের সঞ্চার।
 কখনো দাক্ষিণ দুখে, শুধু কাহাকার ॥
 কখন কাহার ভাগ্যে স্তম্ভের সংযোগ।
 কেবা করে রাজ্যখাটি, কেবা করে ভোগ ॥
 দেখিয়া কালের গতি, মিছে খেদ করা।
 কারো পক্ষে চিরকাল, ধরা নন ধরা ॥
 কোথাকার লোক এসে, কোথা করে গস ?
 প্রচুর প্রভাবে করে, প্রভুত্ব প্রকাশ ॥
 কালেতে ভবন বন জনহীন স্থান।
 কালেতে কাননে হয়, নগর নির্মাণ ॥
 আকাশে উঠেছে চুড়া অতি উচ্চতর।
 অতি দীর্ঘ কলেবর, ধনে ধরাধর ॥
 কাল ক্রমে হয় তার, শরীর পতন।
 ভুধর অধরে কবে, ধরণী-চূষন ॥
 ব্যাপার হইল ভারি, এসে ভব-চাতে।
 মোহিত হইল মন, নাটুয়ার নাটে ॥
 মোহ মেঘে ঘেরিয়াছে, অখিল সংসার।
 বোধরূপ-লশাঙ্কের, না হয় সঞ্চার ॥

ঢাকা, বিক্রমপুর, এবং রাজনগর

প্রভৃতির পুরাতন উজ্জ্বল এবং

নূতন মলিন অবস্থা

বর্ণন।

ত্রিপদী।

হাঁরে ও করাল কাল, নিদর কালের কাল,
 চিরকাল স্থিরকাল নও ?

হোয়ে বহুরূপা প্রায়, ধর বহুরূপ-কার,
 কালে কালে কতরূপ হও ?
 সীমাহীন রত্নাকর, হর তার রত্নাকর,
 কর তার দ্বীপেয় সঞ্চার।
 গোষ্ঠদের বিম্বু জলে, সিন্দু কব নিজ বঁকে,
 পূর্ণিমারে কর অঙ্গকার ॥
 রেণু কৈ পঙ্কিত কর, হোয়ে সেই ধরাধর,
 শোভা করে গগনমণ্ডলে।
 সগনসহিত হায়, গগন ছাড়িয়ে তার,
 মগন করহ রস-তলে ॥
 নগর কানন কর, সমুদয় শোভা হর,
 কালে কালে কালমূর্তি ধর।
 ভোগার অসাধ্য কিবা, বজ্রীয়ে কর দিবা,
 দিব্যারে রজনী তুমি কর ॥
 ভূমি কাল সর্বকাল, ইংকাল পরকাল,
 সর্বকাল তোমার করাধীন।
 বালকেরে বৃদ্ধ কর, যুবার যৌবন হর,
 বলিরে করহ বল হীন ॥
 হাঁরে ওরে সর্বনাশী, এদেশের সর্ব নাশি,
 উদরে দিয়েছ স্বর্ণভূমি।
 গর্বনাশা, সর্বনাশা, পৃথ্বীপতি কীর্তিনাশা,
 বৃত্তিনাশা, কীর্তিনাশা তুমি ?
 দেখিয়া হোতেছে ক্রোধ, এখনি ক'বব শোধ,
 দেখিব কেমন তুমি নদী।
 খেয়ে বারি প্রাণে মারি, একেবারে দক্ষা মারি,
 জহু মুনি হোতে পারি যদি ॥
 রাজা রাজবল্লভের, হৃদি-রূপপল্লভের,
 সমুদয় চরিত্রের ধন।
 সাধনেতে যেই ধন, সঞ্চারিল নৃপধন,
 সেই ধন করিল নিধন ॥

বিক্রমে বিক্রমপুর, ছিল, যে বিক্রমপুর,
সে বিক্রম কিছু নাই আর।

বঙ্গদেশ ভঙ্গ করি, রঙ্গরস পরিচরি,
অঙ্গ শোভা হরিয়াছ তার ?

শ্রীরাজনগর গ্রাম, শ্রীমতীর প্রিয় ধাম,
কেবল হোয়েছে নাম সার।

শোভাময়ী রাজপুরী, সে শোভা করেছ চুরি,
সকলি করেছ ছাখার।

রাজবংশ অবতংস, মানসেব রাজহংস,
অংশ অংশ ধ্বংস করিয়াছ।

নীরানন্দ নাহি আর, নীরানন্দ সবাকার,
মানসের নীর হরিয়াছ ॥

মনোহর সরোবর, উপবন, দেবঘর,
একেবারে সমুদয় নিলি।

অখের বাঙাল দেশ, কাঙাল কবিতা শেব,
অখের জাঙাল ভেঙ্গে দিলি।

প্রাণীনের কিছু নাই, ছিন্ন ভিন্ন সব ঠাঁই,
কত দিন রবে আর রব ?

“বেগের,” সে বেগ হত, মলিন কুলীন যত,
গাঙ্গুলি লাঙ্গুলি হোলো সব ॥

খড়দহ মেল যার, বেমেল হোয়েছে তার,
খড়তে আশুন গাণিধাছে।

নাহি আর পূর্ব ভাব, ক্রমে ক্রমে ভঙ্গভাব,
স্বভাবের অভা। সটীকীছ ॥

বিক্রমেতে ফুলে কুলে, বিক্রমপুরেতে ফুলে,
কোরেছিল কুলের গোরব।

সে কুলের নাহি রস, সে কুলের নাহি যশ,
নাহি তার মধুর সৌরভ ॥

দুর্লভী বল্লভী দল, বল্লভের নাহি বল,
ভববল্লভের নাহি দয়া।

গর্বহীন সর্বানন্দী, সর্বানন্দ হোলো বন্দী,
সর্বানন্দ পাইয়াছে মরা ॥

বেদমেল বেদহত, বিশেষ কহিব কত,
কোণা আছে পণ্ডিত রতন ?

বংশজ বংশজ যত, হোয়েছে বংশজ-হত,
কেবা করে তাদের যতন ॥

গ্রহ নয় তুচ্ছ নয়, কারো নয় পরিণয়,
দুখ হয় কহিতে অধিক।

এক ভাব পরম্পরে, ময়ূর থাকিলে পরে,
সকলেতে হোতেন কার্তিক ॥

গোষ্ঠিপতি শ্রোত্রী বাঁরা, গোষ্ঠীহীন প্রায় তাঁরা,
ক্রমেতে ক্রমের ব্যতিক্রম।

কুলে শীল, ধনে মানে, পূর্ববৎ কেবা মানে,
কালগুণে স্মৃতিল বিক্রম।

শোনা ছিল স্বোণা নাম, স্বোণার স্বোণার গ্রাম
সে স্বোণা এখন নয় খাঁটি।

পুরাতন রাজধাম, কেবল রয়েছে নাম,
ভূপতির নাহি তিটে মাটি ॥

কেহ নাই রাজবংশে, প্রজাগণ কোনো অংশে
পূর্ববৎ নহে আর অধি।

অখস্বর্ষ, অস্তগত, মামি সব মান-হত,
ধনবান সকলেই দুখি।

মহারাজ আদিপুত্র, অধীর সাফাৎ সুর,
বৈদ্য কুলমস্তকভুবাণ।

পঞ্চ জন দ্বিজবর, আনিলেন নৃপবর,
নিজ যজ্ঞ সাধন কারণ ॥

দাস লোয়ে নিজ নিজ, আইলেন পঞ্চদ্বিজ,
পাঁচ কুল কায়স্থ সে পঁ চে।

পাজারে মালাতে তজ্জি, জামাতে দিগ্গের শক্তি
আশীর্বাদ করিলেন গাছে ॥

সে তরু মীরস ছিল, আশীর্ব্বদে মুঞ্জরিল,
 গুঞ্জরিল স্তনাম-অমর ।
 অদ্যাবধি সেই তরু, ফলে ফুলে কম্পতরু,
 রহিয়াছে হইয়া অমর ॥
 কোথা সেই আদিশুর, কোথা তাঁর আদিপুর,
 কোথা সেই বংশধর তাঁর ?
 কোথা সে বল্লাল ভূপ, যার কীৰ্ত্তি নানারূপ,
 কুলীনেতে রোয়েছে প্রচার ।
 জাতির প্রধান গণি, কুলীন মাথার গণি,
 আছে যশ দশদিক্ ছেয়ে ।
 কারো নাই অপমান, এখনো সমান মান,
 বল্লালের চাপরাস পেয়ে ॥
 শ্রীরাজবল্লভ বায়, শেষ রাজা বাঙ্গালার,
 ভুট্টে যাবে সকল ব্রাহ্মণ ।
 করি এক যজ্ঞ-সূত্র, স্বজাতির যজ্ঞ-সূত্র,
 পুনরায় করিল স্থাপন ॥
 অকাতরে বহু ধন, যে করিল বিতরণ,
 কীৰ্ত্তি যার পৃথী-পারে ধায় ।
 তাঁহার বংশজ যত, কনি বেন গণিহত,
 দিবসান্তে আহার না পায় ॥
 যেন শিশিরের দিন, দিন দিন অতি দীন,
 ক্ষীণ হীন মলিন বদন ।
 রা। নাই পূর্ব্ব রাগে, গতি হয় অধোভাগে,
 ভাঙিয়াছে স্বর্গের সদন ॥
 কি ছিল, কি হোলো আশা, আর নাকি হবে
 তাহা, যা হবার হইয়াছে শেষ ।
 বিস্তারিয়া কালগ্রাস, কালেতে কোরেছে গ্রাস
 সমুদয় বাঙালির দেশ ॥
 প্রভা যত পূর্ব্বকার, কিছুমাত্র নাহি আর,
 অন্ধকার হেরি সব স্থান ।

কোনোদিকে নহে ভালো, বৈদ্যের সোভাগ্য
 আলো, একেবারে হোয়েছে নির্ঝাঁপ ॥
 কায়স্থাদি জাতিচয়, পূর্ব্বরূপ কেহ নয়,
 সবে কয় ছুথের কাহিনী ।
 কেবল নামেতে ঢাকা, ঢাকায় নাহিক টাকা,
 প্রতিকূল। পেচকবাহিনী ।
 আচার বিচার বত, কিছু নাই পূর্ব্ব যত,
 বেশভূষা হোতেছে প্রভেদ ।
 ধনী বোলে ধনি মাত্র, মধুহীন মধু পাত্র,
 সকলেরি অন্তরেতে খেদ ॥
 কত গঞ্জ কত গ্রাম, বিখ্যাত যাদের নাম,
 কিছু আর চিহ্ন নাহি তার ।
 করিয়া ভীষণ গতি, কুল খেয়ে কুলবতী,
 সমুদয় কোরেছে সংহার ॥
 বড় বড় মহাজন, ছিল কত মহাজন,
 মহাজনি করিত সবাই ।
 এখন কোণায় ধন, নামে মাত্র মহাজন,
 মহাজন মহাজন নাই ॥
 ব্যবসা গিয়েছে কৈঁচে, যারা সব আছে বেঁচে
 ব্যবসায়ী কেহ আর নয় ।
 এক দশা সবাকার, যুধে রব হাহাকার,
 কোনরূপে দিনপাত হয় ॥
 শুনিলাম যথা তুখা, সকলেরি এক কথা,
 কারো মনে কিছু নাই সুখ ।
 যতেক বাঙালগণ, কাঙাল সকল জন,
 বাঙালিরে বিধাতা বিমুখ ॥

বড়দিন ।

শোক তরঙ্গিণী ছন্দ ।

বিশ্বজয়ী ব্রিটিশের, অধীনেতে রোয়ে ।
 লিখিতেছি বড়দিন, বড় দীন হোয়ে ॥
 এবারের বড়দিন, বড় দিন নয় ।
 এই দিন ছোট দিন, দীন অতিশয় ॥
 কিছু মাত্র নাহি আর্থ, স্বথের ব্যাপার ।
 চারিদিকে কেবল, উঠেছে হাহাকার ॥
 এ স্বথের আকর “বিলাত” যারে বলে ।
 সে বিলাত ভাসিতেছে, নয়নের জলে ॥
 শোকে তাপে, সবাই, কাতর নিরস্তর ।
 দুখানলে ঝুঁকিতেছে, সবারি অন্তর ॥
 স্থির হোয়ে কেহ আর, ধৈর্য্য নাহি ধরে ।
 গড়িয়াছে কান্নাহাটি, প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 মূল স্থান হয় যথা, স্থখ নাই তথা ।
 অধিক কি কব আর, এদেশের কথা ?
 কেমনে ভারত ভূমে, স্থখে যায় রাখা ?
 মূলেতে আঘাত হোলে, কোথা থাকে শাখা ?
 জলনিধি জলহীন, হইল যখন ।
 কিরূপেতে থাকে তবে, নদীর জীবন ?
 দিন দিন, দীনতাই, হতেছে প্রবল ।
 লোকের মনেতে জ্বলে, শ্মশকের অনল ॥
 নিরানন্দ নিজে করি, বিশ্ব অধিকার ।
 ভুলোক পুলকহীন, করে দুরাচার ॥
 বিপদ, আপদ, আদি, অমুচর নিয়া ॥
 মানসের সিংহাসনে, বসিল আসিয়া ॥
 “আনন্দ”, না পার আর, বসিবার স্থল ।
 কাজেই সে, একেবারে, হইল বিরল ॥

দৈব-হেতু অকালেতে, কত পরিবার ।
 একেবারে হোয়ে গেল, সমূলে সংহার ॥
 কত পতি সতীশোকে, ভেঙিল জীবন ।
 কত সতী পতিশোকে, করিছে রোদন ॥
 কত পিতা পুল্লশোকে, ধরনী লুটায় ।
 কত পুল্ল পিতৃ-শোকে, করে হায় হায় ॥
 কত ভাতা ভাতৃ-শোকে, দহিছে অন্তরে ।
 কত বন্ধু বন্ধু-শোকে, করাঘাত করে ॥
 জাতি জাতি বান্ধবাদি, বিয়োগের দায় ।
 অনেকেই জ্বর জ্বর, মর মর প্রায় ॥
 সকলেরি এক দশা, ভেদাভেদ নাই ।
 সমান যাতনা ভোগ, করিছে সবাই ॥
 কারো মুখে নাহি আর, হাস্য খল খল ।
 যার পানে ফিরে চাই, তারি চোখে জল ॥
 কালের কুটিল ধর্মে, কেবল অভিহত ।
 হাসির হয়েছে কাঁসি, স্বথের সহিত ॥
 বল, বুদ্ধি হারা হোয়ে, বিপদের কালে ।
 আপনিই মারি চড়, আপনার গালে ॥
 ধৈর্য্য, বোধ, রবি শশী, না হয় উদয় ।
 দিবানিশি হেরি শুধু, অন্ধকারময় ॥
 হাত নাহি সরে আর, লিখিতে বসিয়া ।
 নয়নের জলে যায়, অক্ষর ভাসিয়া ॥
 সিপাহি-বিদ্রোহ বোলে, শুধু কিছু নয় ।
 স্বভাবত এ বছর, কুবচর হয় ॥
 এমেরিকা, ক্রান্ত, রুস, যত যত দেশ ।
 খৃষ্টানের সব দেশে, বিপদ বিশেষ ॥
 সেখানে বিদ্রোহি নাই, কিন্তু দৈবধীন ।
 রাজা প্রজা মারি বান্ধ, হোয়ে বনহীন ॥
 রাজার মঙ্গলে হয়, প্রজার মঙ্গল ।
 রাজ্যের বিপদে মরে, বাঙালি সকল ॥

কাঙালি বাঙালি যত, রাজপদানত ।
 প্রভুতত্ত্ব অহরহ, চির-অনুগত ॥
 বড় বড় প্রভুদের, অধীন হইয়া ।
 পশ্চিমেতে ছিল যারা, পরিবার নিয়া ॥
 তার মধ্যে অনেকের, সংবাদ না পাই ।
 কি হইল, কোথা গেল, অন্বেষণ নাই ॥
 নিগুঢ় বৃত্তান্ত তার, পাপ কার কাছে ?
 কেমনে নিশ্চয় হবে, মরেছে কি আছে ?
 বিদ্রোহিরা অধিকন্তু, বাঙ্গালির দৈনি ।
 রাগভরে অত্যাচার, করিয়াছে বেশী ॥
 করিল যে সব কন্ডা, হইয়া নিদ্রা ।
 সে সকল কথা কিছু, ফুটিবার নয় ॥
 বেঁচে থেকে ক্ষণ মাত্র, নাহি হই সুখী ।
 পৃথিবী দোফাক হোলো, ভিতরেতে ঢুকি ॥
 কি করিব চারা নাই, দৈবের ঘটনে ।
 তাই হোলো বাহা ছিল, ঈশ্বরের মনে ॥
 যদিও আমরা হই, হিঁচুর সম্মান ।
 বড়দিনে সুখি তবু, খুঁষ্টান সমান ॥
 সাহেবেরা করিতেন, আমোদ বেকাপ ।
 আমরাও করিতাম, তার অনুকূপ ॥
 দেবদারু পাতা দিয়া, সাজাতেম দ্বার ।
 কিনিয়া গাঁদার ফুল, গাঁথিতাম হার ॥
 বাড়ী আর বাগানেতে, ধূম ধাম নানা ।
 রুচিমত কতরূপ, করিতাম থানা ॥
 এবার সে হার আর, নাহি গাঁথে কেউ ।
 অশ্রুধার হার হোয়ে, বুকে খেলে ঢেউ ॥
 কে কিনিবে কলা আর, কে কেনে কমলা ।
 কমলার কোপে পোড়ে, লবে খায় কলা ॥
 কে করিবে উপভোগ, উপরনে গিয়া ?
 ভবন ছাড়িয়া আদ্য, রবে শেষ নিয়া ॥

কোন্ মুখে ভাসিব, সখের খানা খেয়ে ।
 কহিব সখের কথা, কার মুখ চেয়ে ? ॥
 সম দুখি দুই দল, শাদা আর কালো ।
 কারো মনে নাহি জ্বলে, আনন্দের আলো ॥
 বছরের পরে আজ, বড়দিন ভাই ।
 তাকি মুখ কাঁদো, কাঁদো, যার পানে চাই ॥
 গির্জা-ঘরে গিয়া দেখ, যত খেত দল ।
 বাহিরেতে জলময়, ভিতরে অনল ॥
 হোটেলাদি স্থানে স্থানে, আছে বটে জাঁক ।
 যে দেখে দেখুক জাঁক, আমি দেখি ফাক ॥
 কোথায় রয়েছে প্রভু, কৃপার আধার ?
 এই কি হে ছিল নাথ, মনেতে তোমার ?
 তুমি হও সর্বগত, কি কহিব আর !
 এই কি, বিচার, নাথ, এই কি বিচার ?
 যা হবার হইয়াছে, উপায় কি তার ।
 এখন যে বিধি হয়, কর প্রতীকার ॥
 তোমা বিনা প্রভুলের, পথ আর নাই ।
 দোহাই দোহাই নাথ, তোমারি দোহাই ॥
 শুন শুন, রাঙা কালো, সত্য আছে যত ।
 কালের বিচিত্র গতি, হও অবগত ॥
 ঈশ্ববে স্মরণ করি, প্রেমে হোয়ে রত ।
 আমোদ প্রমোদ কর, পূর্বকার মত ॥
 বড়দিনে ভজ্ঞ তাঁরে, যে হয় বিপদ ।
 রবেনা রবেনা আর, রবেনা বিপদ ॥
 ঈশ্বরের নাম অস্ত্রে, কেটে যাবে দায় ।
 সমরে চালাও সেনা, অমরের প্রায় ॥
 এই শীতে হোয়ে যাবে, শত্রু সব ক্ষয় ।
 কি ভয়, কি ভয়, রণে, কি ভয় কি ভয় ?
 শ্বেত সেনা আছে ভাই, যে থানেতে যত ।
 বড়দিনে, মেরি পুত্র, পদে-হও নত ॥

সাহসে বিক্রম করি, অস্ত্র সব ধর।
কুঞ্জন বিপক্ষ দলে, কচু কাটা কর ॥
নিষজয়ী গোরাগণ, দেশ ব্যক্ত আছে।
কার সাধ্য মাথা তোলেন, তোমাদের কাছে ?

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

সাজ সাজ সাজ যত, শেত সেনাদল।
ভাঁজ ভাঁজ ভাঁজ ভেরী, গিয়ে রণস্থল ॥
তুলে দিবে জয়ধ্বজ, চালো রথ অশ্ব গজ।
মজ মজ, ভজ ভজ, প্রভুপদতল। ১।
পর পর বস্ত্র পর, ধর ধর অস্ত্র ধর,
কর কর দম্ব কর, হর শত্রু-বল। ২।
ঘোর ভাষ ভাষ ভাষ, ছুটেদলে নাশ নাশ,
সাহসেতে শাস শাস, হাস খল খল। ৩।
কবে করি পানপাত্র, নিয়ে প্রাণ পান মাঞ,
হবে সব মহাপাত্র, গাত্র ঢল ঢল ॥ ৪।
শ্রেনী গৌথে থরে থরে, সমরে নাচিলে পরে,
করিবে চরণভরে ধরা টেলমল ॥ ৫।
জোর জোর শোর শোর, মেরে কর চুরমার,
হোয়ে সব ছারখার, বাকু রসাতল ॥ ৬।
যত সব ছুরাচার, করিতেছে অত্যাচার,
সমুচিত দেহ তার, হাতে হাতে ফল। ৭।
পশ্চিমে মঙ্গল যত, অমঙ্গল করে কত,
সে মঙ্গল হোলে হত তবেতো মঙ্গল ॥ ৮।
ঘোরঘটা ঘূর্তি কটা, সূচাকু সাজের ছটা,
ত্রিটিস নিজয় ভটা, স্বভাবে প্রবল ॥ ৯।
যখন ছুড়িবে গুলি, পুড়িবে বিপকগুলি,
উড়িবে মাথার খলি, আকাশ মণ্ডল ॥ ১০।

তোমাদের নাহি ভয়, অকুল সর্বস্বয়,
ত্রিটিসের জয় জয়, মুখে বল বল ॥ ১১

বড়দিন।

(দ্বিতীয়।)

শ্রীষ্টের জনম দিন, বড় দিন নাম।
এহু স্মৃথে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম ॥
কেরানী, দেয়ান আদি, বড় বড় মেট্।
সাহেবের ঘরে ঘরে, পাঠাতেছে ভেট্ ॥
ভেট্ কি কমলা আদি, মিছরি বাদাম।
ভাল দেখে কিনে লয়, দিবে ভাল দাম ॥
এই পর্বে গোরা সর্কে, স্থখী অতিশয়।
বাহালির বিদিতার্থ, লিখি সমুদয় ॥
“ কেথলিক, দল সব, প্রেমানন্দে দোলে।
শিশু ঈশু গড়ে দেয়, মেরিমার কোলে ॥
নিশ্ব মাঝে চাকুপ, দৃশ্য মনোমোভা।
যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোভা ॥
স্বপ্নযোগে হোলো গর্ভ, ব্যক্ত এই শেষে।
ঈশ্বরের পুত্র বোলে, পরিচয় দেশে ॥
ও গড্ ও গড্ গড্, লেখে বাইবেলে।
ঈশু কি তোমার শিশু, ঔরষের ছেলে ?
এ বড় গোপন ভাব, আপন হারায়ে।
বপন করেছে বীজ, স্বপন দেখায়ে ?
নিজের বীজের ফল, ঈশু যদি হয়।
দোষের ত নয় তবে, ঘোষের তনয় ॥
গোকুলে গোপাল খান, ননি, সর, ক্ষীর।
খান কি মেরির স্মৃত, মাখম, পানীর ॥
দিশী-কৃষ্ণ, রিসি-কৃষ্ণ, এ দেশ ও দেশ।
উভয়ের কাখা আছে, বিশেষ বিশেষ ॥

বিলাতের ব্রহ্ম যদি, মেরিমার যাদু ।
 এ দেশের ব্রহ্ম তবে, যশোদার যাদু ॥
 খুলিয়া পুরান গীতা, ভাবে ঢোলে ঢোলে ।
 কব তার সব গুণ, অবতার বোলে ॥
 কুমারীর গর্ভে শিশু, হোয়ে অবতার ।
 করিলেন পৃথিবীর, পাতকী উদ্ধার ॥
 বিভূত্বপে খ্যাত হন, নানারূপ ছলে ।
 ভুলালেন রোম দেশ, কুহকের বলে ॥
 ধর্মের বিস্তার করি, দেন উপদেশ ।
 ভূতরূপী ভগবান, ঘৃণু আর মেঘ ॥
 শিষ্যগণ সঙ্গে সরা, যুগি জোলা জেলে ।
 সবে বলে এই প্রভু, ঈশ্বরের ছেলে ॥
 নাম জারি করিলেক, ঢেলা সব চাঁই ।
 শিষ্টবেশে দেশে দেশে, ফেরেন গৌসাই ॥
 পাপী পরিত্রাণ হেতু, করুনানিধান ।
 জুশের ক্রুশের ঘায়ে, তেজিলেন প্রাণ ॥
 তদবধি শিষ্যদের, ভক্তির প্রভাব ।
 প্রভুপ্রেম প্রাপ্ত হোয়ে, কতরূপ ভাব ॥
 সেকরূপ খৃষ্টানগণ, ভাবে চল চল ।
 গৌরাঙ্গপ্রেমে মত্ত যথা, নেড়ানেড়ি দল ॥
 প্রভুর শোণিত মাংস, কাপ্পানিক করি ।
 আহারে আফ্রাদ পান, যত মিসনরি ॥
 টেবিল সাজায়ে সব, ভাবে গদ গদ ।
 মাংস বোলে রুটি খান, রক্ত বোলে মদ ॥
 ভুবন করেছ বন্ধ, কুহকের ডোরে ।
 হায় রে “কুমারীপুজা”, বলিহারি তোরে ॥
 যে প্রকার খৃষ্টানের, পূর্ব প্রকরণ ।
 কেথলিক চর্চে গিয়া, দেখে এসো মন ॥
 দেখিলে তাদের ভাব, রাগে মন রোকে ।
 ধন্যবাদ দিতে হয়, বঙ্গবাসী লোকে ॥

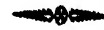
ওল্ড এক টেষ্টমেন্ট, গোল্ড ভায় বাঁধা ।
 কোল্ড করে মানুষেরে, লাগাইয়া বাঁধা ॥
 রিফারম প্রটেস্ট্যান্ট, বিশপের দল ।
 বড়দিন পেয়ে মুখে, হাস্য খল খল ॥
 মিলিটারি সিবিল, বণিক আদি যত ।
 ছুটি পেয়ে ছুটছুটি, আশ্বালন কত ॥
 জমকে পোষাক করি, গাড়ী আরোহণে ।
 চর্চে যান স্বরূপসী, শ্রীমতীর সনে ॥
 বিশপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেঁট করি ।
 ক্ষণ মাত্র অবস্থান, টেষ্টমেন্ট ধরি ॥
 সেখানেতে আঁখাআঁখি, তাকাতাকি ঘটে
 বাঁকাবাঁকি নাচি হয়, ফাকাফাকি বটে ॥
 বাঁকাবাঁকি আঁখি দৃষ্টে, মাখামাখি নয় ।
 পথে এসে পাকাপাকি, চাকাচাকি হয় ॥
 চর্চ বোলে শুধু নয়, পুণ্যধাম যথা ।
 আবিচ্ছেদে রতি, কাম বিরাজিত তথা ॥
 ও বিষয়ে কেহ নাহি, থাকে উপবাসী ।
 সাক্ষী তার, ক্ষেত্র আর, বৃন্দাবন, কাশী ॥
 ভজনা হইলে পর, উঠে দেন ছুট ।
 সহিস বোলাও বগী, ড্যাম ড্যাম হুট্ ॥
 আলয়েতে আগমন, মনের খুসিতে ।
 অঙ্গুলির অগ্রভাগ, চুষিতে চুষিতে ॥
 অনন্ত-সম্পদ-স্বখ, লুপিতে লুপিতে ।
 প্রেমালোপে শ্রীমতীরে, তুষিতে তুষিতে ॥
 পরম্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ থান ।
 টেবিলের উপরেতে, কারিগরি নানি ॥
 বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিরূপ জালে ।
 আনন্দের আলাপন, আহারের কালে ॥
 শক্তি সহ ভক্তিভাবে, খেয়ে মাংস মদ ।
 হাতে হাতে স্বর্গ লাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ ॥

'রসে মত্ত ছেড়ে উড়, প্রেমতত্ত্ব লাভে ।
 হোয়ে শ্রীত, নৃত্য গীত, বিপরীত ভাবে ।
 রণবেশি মিলিটরি, যত সব গোরা ।
 মাটে, ঘাটে, হাটে, বাটে, মারিতেছে হোরা ॥
 হুকুম জাহির করে, দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া ।
 বিবির লিবির জাঁক, শিবির গাড়িয়া ॥
 চোট্ পাট্ জোট্ পাট্, আয়োজন কোরে,
 শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে আগে দেন ধোরে ॥
 বড় বড় সাহেবেরা, এইরূপ ভোগে ।
 পেয়েছেন বড় সুখ, বড়দিন যোগে ॥
 ইচ্ছা করে ধম্মা পাড়ি, রামাঘরে ঢুকে ।
 কুক্ হোয়ে মুখ খানি, লুক্ করি স্মৃতে ॥
 কাজ নাই বুড়ী মেম, বেছে বেছে মিস্ ।
 করি ডিম্, আলু ভোরে, ধোরে দেই ডিস্ ॥
 বিধাতা বদ্যপি করে, গাড়ির সহিস্ ।
 আগে ভাগে ছুটে যাই, পহিস্ পহিস্ ॥
 সাজিয়া কউচ্ ম্যান, উপরে উঠিয়া ।
 ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই, জুড়ি হাঁকাইয়া ॥
 নাথিতে উঠিতে যদি, ঘেস্ লাগে গায় ।
 তবে আর এ সংসারে আমার কে পায় ?
 গাউনের সাপ্, যার, টাউনের মাজে ।
 তার কাছে কার আর, জারিজুরি সাজে ॥
 কিনিবার কালে কত, হাসি খুসি কথা ।
 বিবিজান লয়ে যান, নিজে যান তথা ॥
 দস্তা জোড়া দস্তে রেখে, শস্তা হয় বাতে ।
 কোরে দর, সমাদর, হাত দিয়া হাতে ॥
 আঙ্গুস্ পিঙ্গুস্, আদি, ডিক্রুস্, মেঞ্জিস্ ।
 ডিকোষ্টা, ডিরোজা, জোনা, ডিসোজা গমিস্
 জেঙ্গ, নেঙ্গ, কেস্, আদি, টেঙ্গগণ যত ।
 বাঁকে বাঁকে, মহা জাঁকে, চলে শত শত ॥

পোরে ড্রেস্, হন ফ্রেস্, দেখা যায় বেড়ে ।
 বাঁকাভাবে কথা কন, কালামুখ নেড়ে ॥
 পুঁইখাড়া চিঙড়ির, কোরে তুষ্টিনাশ ।
 ম্যাম্ সঙ্কে, নানা রঙ্গে, গরিমা প্রকাশ ॥
 চুনাগলি অধিবাস, খোলার আলয় ।
 তাহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয় ॥
 ছাড়ে ন বাঙালি দেখি, বিলাতের বুলি ।
 লিচু বাণ্ড, কেলাম্যান্, নেটিব্ বেঙালি ॥
 জুতা-গোড়ে প্রাণ যায়, করে হেই ঢেই ।
 রূপি বিনা রূপিভান, কড়ামাত্র নেই ॥
 বড়দিনে বাবু মেজে, কতরূপ খেই ।
 জাহাজ হইতে যেন, নামিলেন্ এই ॥
 তেঁতুলে-বাগ্দি বত, ফিরিঙ্গির ঝাঁক ।
 বাঁচিনেকো দেখিয়া, তাদের ফোতো জাঁক ॥
 আনাক্যাপ্ট কন্বর্ট, গৃহভ্যাগী যারা ।
 কত সুখ বাচিতেছে, নাচিতেছে তারা ॥
 নীলু, বিলু, কালু, লালু, দলু, হলু, হিরু ।
 গলু, খলু, হলু, তলু, হারু, আর হিরু ॥
 এদিকে দুঃখের দায়, মনে বোলে ফাঁসি ।
 বাহিরে প্রকাশ করে, চড়কীর হাসি ॥
 ছেঁড়া পাচা কামেজ, তাহার নাই হাতা ।
 তাই পোরে বাবু হন, খালি কোরে মাতা ॥
 ভাঙা এক টেবিলেতে, ডিস্ সাজাইয়া ।
 ঈশ-ভাবে খানা খান্, বাহু বাজাইয়া ॥
 মনে মনে খেদ বড়, কান্না হয় রেতে ।
 পরমাম্ পিটাগুলি, নাহি পান খেতে ॥
 যে সকল বাঙালির, ইংলিস ফ্যাসন্ ।
 বড়দিনে তাঁহাদের, সাহেবি ধরণ্ ॥
 পরস্পর নিমন্ত্রণে, সুখের সঞ্চার ।
 ইচ্ছাধীন বাগানেতে, আহাির বিহার ॥

বাবুগণ কারু নন, নাহি যায় ফ্যালা।
 চুপি চুপি, বহুকাপি, লুকাচুরি খ্যালা ॥
 দিশি সহ বিলাতির, যোগাযোগ নানা।
 কত শত আয়োজন, ইয়ারের খানা।
 ফ্লেস্ ফিস্ ভরা ডিস্, মধ্যে ভাতে ভাত।
 সেপাত সুপাত নয়, নিপাতের পাত ॥
 অখিল ভরিয়া সুখে, করে জলসেবা।
 যেতে যেতে, মেতে উঠে, খেতে পারে কেবা।
 ডবল্ “ডবলিউ”, যোগে, রসের ব্যাপার।
 খানার ব্যাপারে শেষ, খানার ব্যাপার ॥
 একাকারে একাকার, কিছু নহে কমি।
 কারো ‘ডোরা’ কারো ‘চেতা’ বাছা আর বমি
 উরি মধ্যে ছাখিতর, রঞ্জি সব ভেয়ে।
 ভবহত, মন্ত যত, বড়দিন পেয়ে ॥
 তেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে।
 গোচে গাচে বাবু হয়, পচা শাল চেয়ে ॥
 কোনো রূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটো কাঁটা খেয়ে
 শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে, বেনোজলে নেয়ে ॥
 “এ, বি,, পড়া, ডবি ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে।
 সাজিয়েছে গাঁদা গাদা, ডেকের উপরে ॥
 পড়েনিকো উচ্চ পাঠ, অম্পে মারে তুড়ি।
 তাকায় ওদিগে বটে, পাকায় খিচুড়ি ॥
 শাসনের ভয়ে নাহি, যায় উপবনে।
 পায়েসে আয়েস রাখি, তুষ্ট হয় মনে ॥
 ধনের অভাবে যেই, বড় দীন হয়।
 বড় দিন পেয়ে আজ, বড় দীন নয় ॥
 সাহেবের ছড়াছড়ি, জাহুবীর জলে।
 করিতেছে “নোটেরস”, সেলর সকলে ॥
 চায় রে সুখের দিন, শোভা কব কার ?
 ইংরাজটোলায় গেলে, নয়ন জুড়ায় ॥

প্রতি গেটে গাঁদা হার, কারিগুরি ভাতে।
 বিরচিত ছটা চাকু, দেবদারু পাতে ॥
 হোটেল মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাহার !
 ইচ্ছা হয়, হিঁচুয়ানি, রাখিব না আর ॥
 ক্ষেতে আর কাজ নাই, ইশু গুন গাই।
 খানা সহ নানা সুখে, বিবি যদি পাই ॥
 চারিদিকে দেখ মন ! অতি বেড়ে বেড়ে।
 ভোতে মোতে থাকি আয়, হিঁচুয়ানি ছেড়ে ॥
 ছেড়োনা ছেড়োনা আর, বিপরীত বানী !
 থাকো, থাকো থাকো বাপু, রাখো হিঁচুয়ানি
 এবার কি বড়দিন, বড়দিন আছে ?
 আমোদের কাব্য পাঠ, করি কার কাছে ?
 কালভেদে কত ভেদ, খেদ করি ভাই।
 পুর্নকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই ॥
 পরিহাস ছলে ইথে, কাব্য আছে যত।
 সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র, নহে মনোগত ॥
 অতএব কেহ তার, বরিবেনা দোষ।
 কবিরে করিয়া কৃপা, হও আশুতোষ ॥



ইংরাজী ১৮৫৮ সালের
 নববর্ষ।

কোথায় রয়েছে নাথ করুণানিধান !
 করুন করুণ হোয়ে, বিহিত বিধান ॥
 বিলিতি সাতাল্ল সাল, হোলেন বিদায়।
 আটায়ের অভিষেক, কালের সভায় ॥
 কি কব দুঃখের কথা, এ যে, কাল কাল।
 আমাদের ভাগ্যদোষে, সাল হোলো শাল

সকল কালের কাল, তুমি মহাকাল ।
 তোমার নিকটে নাট, এ কাল সে কাজ ॥
 সকল কালের পতি, তুমি কালপাল ।
 প্রকাশিয়া নিছ যেহ, দেহ শুভকাল ॥
 তোমার পুণ্যে আজ, শুভ নব দিন ।
 চরণ স্মরণ করি, হোয়ে অতি দীন ॥
 দীন হীন প্রজা যত, তোমার অধীন ।
 দিন দিন, দীননাথ ! শুভদিন দিন ।
 অরির শরীর দিয়া, হরির নিবাসে ।
 রাখ পদে, রাখ পদে, পদানত দাসে ॥
 আপদ বিপদ যত, করিয়া সংহার ।
 করুন ভারতভূমে, শান্তির সঞ্চার ॥

ভারতের প্রজা যত, যে আছে যেখানে ।
 সকলেই রত হও, বিভূত্বগ গানে ॥
 গদ গদ ভাব ভরে, চোখে ফেলো জল ।
 ঈশ্বরের কাছে চাও, রাজ্যের মঙ্গল ॥
 তোমাদের স্তবে সেই, দীনদয়াময় ।
 অবশ্যই হইবেন, সদয় হৃদয় ॥
 একেবারে খুচে যাবে, সমুদর ভয় ।
 সুখে বল জয় জয়, ব্রিটিশের জয় ॥

রাজ্যের পতির কাছে, নিবেদন এই ।
 সকল রাজার রাজা, উপরেতে যেই ॥
 এই বেলা নত হোয়ে, ডাকুন তাঁহায় ।
 তাহে আর রহিবে না, কোনরূপ দায় ॥
 রাজজ্ঞাতি, রাজজাতি, যত বুধগণ ।
 করুন মনের সহ, ঈশ্বর স্মরণ ॥

কটাক্ষ করিলে কৃপা, সেই কৃপাময় ।
 দুর্ভাগ্য শত্রু যত, সব হবে ক্ষয় ॥

তত্ত্ব ।

পদ্য ।

কলেবর কুটীরেতে, ইন্দ্রিয় তস্কর ।
 ধরিয়া প্রবল বল, আছে নিরস্তর ॥
 পরমার্থ পুরুষার্থ, করিছে হরণ ।
 একবার কেহ নাহি, করে দরশন ॥
 কেমন অজান হোয়ে, আছে সব জীব ।
 কখনো করে না মনে, আপনার শিব ॥
 নিছ ঘরে চুরি তার, শাসন না হয় ।
 হরিতে পরের ধন, ব্যাকুল হৃদয় ॥

নিজ-জ্ঞান আছে যার, মান্ব সে হয় ।
 জ্ঞানহীন যত জীব, পশু সমুদয় ॥
 প্রাতে করে মল, মূত্র, সব পরিহার ।
 দিবা দ্বিপ্রহরে করে, সবাই আহার ॥
 নিশিতে মদনকেলি, পরে নিদ্রাযোগ ।
 পশুতেও কোরে থাকে, এইরূপ ভোগ ॥
 নর যদি রিপুজয়ী, জ্ঞানেতে না হবে ।
 পশুর সহিত তার, প্রভেদ কি তবে ?

আপনার দেহ আর, আপনার দারা ।
 অন্যায়সে রক্ষা করে, পশু, পক্ষী যারা ॥
 সে বড় পিষম নহে, কঠিন তো নয় ।
 স্বভাবের ধর্মো তাহা, সহজেই হয় ॥
 ক্রিয়াপাশে বদ্ধ সব, যে দিকেতে চাই ।
 পরতত্ত্বপরায়ণ, দেখিতে না পাই ॥

জ্ঞানিরে মানুষ বোধে, নমস্কার করি ।
মাথায় মুকুতা যার, সেই করী করী ॥

ডাকছেড়ে মস্ত্র পড়ে, হোম করে কত ।
নানারূপ বেশ ধরে, দাস্তিকের মত ॥
কভু দুর্গা, কভু শিব, কভু বলে হরি ।
করে ধন আহরণ, প্রতারণা করি ॥
বাকসিদ্ধ, মস্ত্রসিদ্ধ, ছলেতে জ্ঞানায় ।
কাগী, বগী, ভস্ম করে, কথায় কথায় ॥
আপনারে বড় বোলে, মরে অভিমানে ।
অথচ সে আপনারে, কভু নাহি জানে ॥

সদাই আসক্ত মন, সংসারের স্রুথে ।
শোক আর তাপ পেয়ে, দক্ষ হয় দুথে ॥
সংসারের যত ধর্ম, সকলি সে ধরে ।
কিছু নাহি বাকি রাখে, সকলি সে করে ॥
অথচ লোকের কাছে, আর রূপ হয় ।
আমি হই ব্রহ্মজ্ঞানী, এইরূপ কয় ॥
জন মাঝে কেহ নাই, অজ্ঞান তেমন ।
কর্ম আর ব্রহ্ম তার, উভয় পতন ॥

ঐতিদোমে স্মৃতিহীন, বাক্য নাহি ধরে ।
দর্শনে ধরেছে দোষ, দর্শনে কি করে ?
পরস্পর অন্ধ হোয়ে, পড়িয়াছে কুপে ।
উচিবার শক্তি আর, নাহি কোনরূপে ॥
একেতো অধীর অন্ধ, তাহাতে বধির ।
কি করিলে কি হইবে, নাহি পায় স্থির ॥
করিয়া পরমপথে, কষ্টক প্রদান ।
শব্দ নিয়া করে শুধু, অর্থের সম্ভান ॥

বন্ধ করি কাব্যবাহু, কাব্য অলঙ্কারে ।
পুর্নাণাদি, শাস্ত্র শাস্ত্র, রাখে ধারে ধারে ॥
পরস্পর মত্ত সবে, বিচার-সময়ে ।
কিসে জয়লাভ হয়, এই আশা করে ॥
বচনের সূত্র তুলে, ব্যাকুল চিন্তায় ।
পরমু ভাবের ভাবে, অভাব ঘটায় ॥
কিছুমাত্র নাহি লয়, ভিতরের সার ।
শাস্ত্রের সম্ভাব ভেঙে, একে করে আর ॥

বোঝা বোঝা পুঁথি পড়ে, মর্ম নাহি লয় ।
মিছে পোড়ে কি হইবে, নাহি ফলোদয় ?
বৃথা পরিশ্রম করে, হরে আয়ুধন ।
অবোধের পাঠ আর, তাস্ত্রের দর্পণ ॥
বুদ্ধিমাণে শাস্ত্র পড়ে, তত্ত্ব লয় তার ।
অবোধে কি পাবে তত্ত্ব, তত্ত্ব কোথা তার ?
শব্দবোধে শুধু জ্ঞান, বিদ্যার প্রকাশ ।
সংসারের মোহ তায়, নাহি হয় নাশ ॥

কোন নর কোটি বর্ষ, বেঁচে যদি রয় ।
তথাপিও শাস্ত্র পোড়ে, শেষ নাহি হয় ॥
কত গুণ সম্ভাবনা, হয় একাধারে ।
শাস্ত্ররূপ সিদ্ধুপারে, কে যাইতে পারে ?
কর কর যত পার, শাস্ত্রের অলাপ ।
কিন্তু তায়, মন, যেন, না দেখে প্রলাপ ॥
দেখিবে প্রত্যক্ষ যাহা, যেনে লবে তাই ।
বচন গ্রহণে কোন, প্রয়োজন নাই ॥

আয়ুহর বিদ্বকর, শাস্ত্র সমুদয় ।
সমুদয় শাস্ত্র পোড়ে, জ্ঞান কার হয় ?

শাস্ত্র পাঠে নাহি হয়, মালিন্য মোচন।
কখনই শাস্ত্র নয়, মোক্ষের কারণ ॥
বিদ্যা কিছু অন্তরের, আঁধার না হরে।
যুক্তি আর জ্ঞানপথে, বিড়ম্বনা করে ॥
শাস্ত্র পোড়ে বিদ্যা শিখে ঘোচে না বন্ধন।
যুক্তির কারণ শুধু, একমাত্র মন ॥

বেছে বেছে সার লও, শাস্ত্রালাপ করি।
হংস যথা ক্ষীর খায়, নীর পরিহরি ॥
অমৃত ভোজন করি, তৃপ্তিলাভ যার।
আহারের প্রয়োজন, কিছু নাহি তার ॥
সহজেতে সমুদয়, দৃষ্টি যেই করে।
বৃদ্ধ হোলে সে কখন “চসমা” না ধরে ॥
হেঁটে না হোঁচোট খায়, চলে যেই তেজে।
সে কি কভু যষ্টি ধরে, যষ্টিবুড়ি সেজে ?

প্রেম আর ভক্তি হয়, সর্ব মূল্যধার।
ভগবানে ভক্তি কর, মনে মনে সার ॥
ভক্তিভরে প্রভু পদে, যে সঁপেছে মন।
সে কি আর করে কভু, শাস্ত্র আলাপন ?
বিচার, বিতর্ক তার, মনে নাহি লয়।
কোনমতে বাছ তারি, গ্রাহ্য আর নয় ॥
শাস্ত্র ছেড়ে জ্ঞানী করে, জ্ঞানের গ্রহণ।
পল ফেলে খান্য লয়, কৃষক যেমন ॥

বল ।

জ্ঞানহীন মূর্থ যেই, মৌন বল তার।
তন্ত্রের বল শুধু, গিথ্যা-ব্যবহার ॥
ভূপতি তাহার বল, অবল যে জন।
বালকের বল হয়, কেবল রোদন ॥

অজ্ঞ আর যুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়ের বল।
ভিক্ষুর ভিক্ষাবল, দেহের সম্বল ॥
বাণীর তাহার বল, বৈশ্য যেই জন।
শূদ্রের কেবল বল, ব্রাহ্মণ-সেবন ॥
বিদ্যা-বলে ধরে বল, পণ্ডিত সকল।
বল বল, বণিকের, বাণিজ্যই বল ॥
হিংস্রকের হিংসা বল, অন্য কিছু নয়।
নিম্নাই তাহার বল, নিম্নুক যে হয় ॥
কেশ আর বেশ হয়, বেশ্যাদের বল।
বন্ধনা তাদের বল, যারা হয় খল ॥
যুবকী নারীর বল, যৌবন-রতন।
বাচালের বল শুধু, মুখের বচন ॥
মীন, শস্য সমুদ্রের জল হয় বল।
তরুদের ফল শুধু ফুল আর ফল ॥
শশী আর তপনের, বল হয় কর।
দেবতার বল শুধু, শাপ আর বর ॥
গৃহস্থের ধর্মবল, স্তাবকের স্তব।
শুচির অঞ্চল বল, ধনির বিভব ॥
যিনি হন ব্রহ্মচারী, ব্রহ্ম-বল তাঁর।
যতিদের বল হয়, সদা সদাচার ॥
গুণ আর ঐক্য ভাব, গুণিদের বল।
ঋণির কুটিল কথা, ছুতো আর ছল ॥
পুণ্যবল তারি ধরে, পুণ্যবান যত।
পাপ হয় তার বল, পাপে যেই রত ॥
সত্য বল বল তার, সৎ যেই হয়।
অসত্যই বল তার, সৎ যেই নয় ॥
অনুগামী অনুচর, যে হইবে ভাই।
আনুগত্য বিনা তার, অন্য বল নাই ॥
সুকর্মশালীর বল, ধীরতা সাহস।
মানির কেবল বল, মান আর বশ ॥

সম্মানিত ন্যাস বল, যোগীদের যোগ ।
 ভূতোর ভূপতি-সেবা, ভোগীদের ভোগ ॥
 সতী-বল পতিসেবা, প্রজ্ঞা-বল ভূপ ।
 শিম্বা-বল গুরুসেবা, ভেক-বল কুপ ॥
 বিবেক তাহার বল, শাস্ত যেই জন ।
 সঞ্চয় তাহার বল, অল্প যার ধন ॥
 শাস্তি-বল বিপ্লবের, ত্রাসের উপাসনা ।
 সাধকের বল হয়, কেবল সাধনা ॥
 রাজার, প্রতাপ বল, বলের প্রধান ।
 যাহার অভাবে যায়, রাজ্য যার মান ॥
 সেই রাজা শাস্তি-বলে, বলী যদি হয় ।
 তার কাছে কোন বল, বলবান নয় ॥
 শক্তি-বল শক্তির, শৈবের শিবনাম ।
 বৈষ্ণবের বল শুধু, হরে হরে রাম ॥
 ভক্তি-বল ভক্তের, অন্যথা নাহি তার ।
 ভক্তাধীন ভগবান, ভক্তের সহায় ॥
 ঈশ্বরে যে সাঁপিয়াছে, দেহ, প্রাণ, মন ।
 কত বল ধরে সেই, নাহি নিকপণ ॥

খল ও নিম্নকের স্বভাব ।

পদ্য ।

মহৎ যে হয় তার, সাধুব্যবহার ।
 উপকার বিনা নাহি, জানে অপকার ॥
 দেখেই কুঠার করে, চন্দন ছেদন ।
 চন্দন সুবাস ডারে, করে বিতরণ ॥

কাক কারো করে নাই, সম্পদ হরণ ।
 কোকিল করেনি কারে, ধন বিতরণ ॥

কাকের কঠোর রব, বিষ লাগে কাণে ।
 কোকিল অখিলপ্রিয়, সুমধুর গানে ॥

কেমন কোমল কায়, শোভা মনোহর ।
 কোনরূপে নাহি সয়, তপনের কর ॥
 রনি-ছবি মুদিত, উদিত নিশাকর ।
 তখন বাহির হয়, পাখী নিশাচর ॥
 লক্ষ্মীপ্রিয় পক্ষী সেই, পৈচা নাম ধরে
 রব শুনে সব লোক, দূর ছাই করে ॥

অহির শরীর থাকে, মহীর ভিতর ।
 বিমল নিনোদ বপু, দেখিতে সুন্দর ॥
 চন্দনের তরুতলে, হইয়া বাহির ।
 পেটভরে খায় শুধু, মলয় সমীর ॥
 বাসুকীর বংশধর, নাম তার ফনি ।
 মাথার উপরে শোভে, মনোহর মণি ॥
 কিন্তু করে যার দেহে, অধর অর্পণ ।
 তখনি পাঠায় তারে, শমন সদন ॥
 তুলনায় সেইরূপ, অবিকল খল ।
 মধুমাখা মুখখানি, পেটভরা ছল ॥
 সাধু সাধু বোধ হয়, আকারে প্রকারে ।
 একেবারে সারে তারে, পেয়ে বসে যারে

শুণময় হইলোই, মান সব ঠাঁই ।
 শুণহীনে সমাদর, কোন খানে নাই ॥
 শারী আর শুক পাখী, অনেকেই রাখে ।
 যত্ন কোরে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে ?

অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল ?
 উপদেশে কখন কি, সাধু হয় খল ?

ভীল, মন্দ, দোষ, গুণ, আধারেতে ধরে ।
 তুচ্ছ অমৃত খেয়ে, গরল উগরে ॥
 লবণ জলধি-জল, করিয়া ভক্ষণ ।
 জলধর করিতেছে, সুধা বরিষণ ॥
 সজনে সুযশ গায়, কুবশ ঢাকিয়া ।
 কুজনে কুবব করে, সুরব নাশিয়া ॥

শঠের স্বভাব এই, স্বভাব তরল ।
 প্রকাশে সরল ভাব, ভিতরে গরল ॥
 কাঁকড় বাহিরে যথা, দৃশ্য অপকৃপ ।
 ভিতরে বিভিন্ন ভাব, নহে একরূপ ॥
 বাহিরে মধুর হাসি, পেটভরা ছল ।
 বাহিরে সুন্দর যথা, মাথালের ফল ॥

যে জন স্বভাবে করে, পর পরীবাদ ।
 সে জন আপনি করে, আপন প্রমাদ ॥
 কেহ না বিশ্বাস করে, যত কথা কয় ।
 নিজে দেয় নীচরূপে, নিজ পরিচয় ॥
 মুখফুটে, মুখ নাহি পায় কোনখানে ।
 নিন্দুক বলিয়া তারে, সকলেই জানে ॥
 নিন্দুকের নিন্দা কথা, শুনি সব চাঁই ।
 আমি বলি তার চেয়ে, হিতকারী নাই ॥
 সংসারে সবাই ফেরে, মাতৃগুণ গোয়ে ।
 নিন্দুকেরা উপকারী, জননীর চেয়ে ॥
 সন্তানে করিয়া ত্রোলে, ধরি তার গলা ।
 জননী মৌচন করে, বাহিরের মলা ॥
 নিন্দুকের কি লিখিব, প্রতিষ্ঠা প্রচুর ।
 ভিতরের মলা যত, সব করে দূর ॥
 পাপ, তাপ, যত আছে, বলে লয় কেড়ে ।
 রসনারে কাঁটা কোরে, সব দেয় ঝেড়ে ॥

প্রিয়গণ প্রিয় হও, মন করি বশ ।
 যে তোমারে নিন্দা করে, গাও তার যশ ॥
 মন হোতে দূর করি, ঘেব আর মদে ।
 নমস্কার কর মনে, নিন্দুকের পদে ॥

উপদেশ ।

অমে মুখ সমুদয়, অগতের লোক ।
 কোনক্রমে নাহি পায়, জ্ঞানের আলোক ॥
 এইরূপ দেখি সব, হত উপদেশ ।
 বৃথাই বিবাদ করি, আয়ু করে শেষ ॥
 অদৈয়গ করে তাই, তর্ক বাড়ে যাতে ।
 হাতে আছে মহারত্ন, যত্ন নাই তাতে ॥
 থাকিতে বিমল সুধা, না ধরে অজ্ঞান ।
 কটু কথা কালকূট, বিবপান করে ॥
 মায়ার ছায়ার খেলা, ভুতের সংসার ।
 অভিভূত হই দেখে, ভুতের ব্যাপার ॥
 পেয়েছ উত্তম দেহ, যেন কর যায় ।
 ভেবে দেখ কতরূপ, বস্তু আছে তায় ॥
 ভাবতরা এই ভব, ভাবের ভবন ।
 আছে চক্ষু, স্থির হোয়ে, কর দরশন ॥
 স্থিররূপে স্থিতি প্রাপ্তি, দৃষ্টি আছে যার ।
 সে কেন অগতে করে, বিফল বিচার ?
 পেয়েছ রসনা চাকুর, পান কর রস ।
 তুমি যার, স্মৃখে তার, গান কর যশ ॥
 মনের অজ্ঞান শুধু, ছুখের কারণ ।
 আছে কর্ণ গুন তার, জ্ঞানের বচন ॥
 জ্ঞানে থেই গুরু নয়, গুরুভাব যার ।
 জ্ঞানীগণে করে তার, উকার সংহার ॥

